INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 13th March, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, Agartala on Thursday, the 13th March, 1975 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker, (Shri M. L. Bhowmik) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Dy. Ministers, the Deputy Speaker 44 members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions Shri Chandra Sekhar Dutta.

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত রতনপুর গাঁও সভার গাবুরছড়া ট্রাইবেল কলোনীতে কিছু সংখ্যক জুমিয়া আদিবাসীকে ভূমি বন্দোবস্ত দিয়া মাত্র ২৫০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ;

২) সত্য হইলে আদিবাসীদের কত টাকা আর্থিক সাহায্য করার স্কীম ছিল ?

উত্তর

১) ইহা ঠিক নহে। গাবুরছড়া কলোনীতে কোন জুমিয়া পরিবারকে এই ধরণের আংশিক কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, সেখানে ৮টি পরিবারকে ৫ কানি করিয়া জমি দেওয়া হয়, ২৫০ টাকা জমি বন্দোবস্ত করার জন্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাবুরছড়া কলোনীতে এই রকম স্কীমে ২৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে রতনপুরে দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি গাবুরছড়া কলোনীর প্রশ্ন করুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—রতনপুর গাঁও সভার কাছাকাছিই হচ্ছে গাবুরছড়া কলোনী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাবুরছড়া কলোনীতে সেটা দেওয়া হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সেখানে ৬টি পরিবারকে ৫ কানি করিয়া জমি দেওয়া হয়েছে এবং ২৫০ টাকা করিয়া বন্দোবস্তের জন্য দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ফরেষ্ট রিজার্ভে রয়েছে তাদেরকে ১৯১০ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সেখানে ২৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানবার জন্য।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এখানে গাবুরছড়া কলোনীর উল্লেখ রয়েছে সেখানে ঐ রকম হয় নি। হতে পারে অন্য কোথাও।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় প্রশ্নকর্তা বলেছেন যে ২৫০ টাকা করে সেখানে দেওয়া হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা তো আমি আগেই বলেছি যে গাবুরছড়া কলোনীতে ২৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি রতনপুরে দেওয়া হয়েছে কি না ? রতনপুর গাবুরছড়ার কাছাকাছি। এবং এখানে জুমিয়া পুনর্ব্বসতির জন্য স্কীমে কোন টাকা খরচ হয়েছে কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করুন তাহলে আমি বলব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে এইখানে কোন প্রস্তাব রাখা হয়েছে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—কোন জায়গায়।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাবুরছড়া কলোনীর মধ্যে ৫০০ টাকা স্কীমে ১০১ টি পরিবারকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ট্রাইবেল কলোনী বলে সেখানে কোন কলোনী আছে কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাবুরছড়া কলোনীটাই হচ্ছে ট্রাইবেল কলোনী। সেই কলোনীতে আমরা ১০১টি পরিবারকে এ্যালটমেন্ট দিয়েছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কোন গ্রামের কোন সাবডিভিশনে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেই তথ্য আমার জানা নেই ?

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে, গাবুরছড়া কলোনীতে যে জমি এ্যালটমেন্ট করা হয়েছে সেটা ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত বলে তারা সেখানে এ্যালটমেন্ট করতে পারছে না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাবুরছড়া কলোনীতে আমরা ১০১টি পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বসতি দিয়েছি। সেটা রিজার্ভ হলে পরে জুমিয়া পুনর্ব্বসতি দেওয়া হতনা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—১০১টি পরিবারকে কোন স্কীমে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—৫০০ টাকা স্কীমে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে ৫০০ টাকা স্কীম, এই স্কীমটা কি ভাবে খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এই যে ৫০০ টাকা স্কীম সেটা বিভিন্ন ভাবে খরচ করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই যে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে ১০১টি পরিবারকে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই পরিবারের মধ্যে প্রায়ই ২৫০ টাকা পেয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্দ্ধেক টাকা পেয়েছে এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন কোন জায়গায় এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—গাবুরছড়া কলোনীতে ১০১টি পরিবারকে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কোন সালে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬১-৬২ সালে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সমস্ত জমি এলটমেন্ট করা হয়েছে, সেই সমস্ত জমি রেকর্ড করা হয়েছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেখানকার প্রায় সব জমিই তৌজি করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এটা কি সত্য অনেক পরিবারের জমি এ্যালটমেন্ট করা হয় নাই।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু এই কলোনীর মধ্যে নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এই ১০১টি পরিবারের মধ্যে কেহ কি জমি হস্তান্তর করিয়াছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পসপণ্ড। গত বিধান সভায় এই প্রশ্নটা এসেছিল এবং আলোচনাও হয়েছিল। কিসের বেসিসে ২৫০ টাকা করে দেওয়া হল সেটা আমি জানতে চাই। ফরেষ্ট রিজার্ভের আওতায় থাকায় জমিটাও এলটমেন্ট করতে পারছে না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হতে পারে অন্য জায়গায়। তবে গাবুরছড়া কলোনীতে নয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে হতে পারে, অন্য জায়গায় আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে উনি বলুন কোন জায়গার কথা উনি বলেছেন ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু উনি শুধু গাবুরছড়া কলোনীর কথা বলেছেন আমি গাবুরছড়া কলোনীরই উত্তর দিয়েছি। এখন অন্য কোন জায়গার কথা জানতে হলে আলাদাভাবে কোয়েশ্চান করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ৩২নং প্রশ্নের উত্তরও এক সঙ্গে দেবার জন্য বলছি। যেহেতু গবুরছড়া ট্রাইবেল কলোনীর কথা এখানে বলা হয়েছে, এবং প্রশ্নকর্ত্তাও এক। সুতরাং উনি যেন দুটি প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গেই দেন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন দুইটি এক হতে পারে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১৯৬১-৬২ এলটমেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর কত পরিবারের এলটমেন্ট বাকী রয়ে গেছে তা জানাবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেটা মাননীয় সদস্য আলাদাভাবে প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন। এই প্রশ্নে শুধু গাবুছড়ার কথাই প্রশ্ন করা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি জানতে চাই যে ২৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্কীমে ছিল ১৯১০ টাকা। সেই ক্লামটা পাওয়া যাবে কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করা হয় তাহলে এইটা আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমি তদন্ত চেয়েছি, সেইটা উনি তদন্ত করে দেখবেন কি সেইটা আমি জানতে চাই, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই বিষয়ে তদন্ত চেয়েছেন। আপনি এই বিষয়ে তদন্ত করবেন কি না বলুন ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—নিশ্চয়ই, আমি সেইটাকে তদন্ত করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১, (এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১।

১। গত ৫ বছরে সাজন্যাল বাঁধ তৈরী করে জল সেচের ব্যবস্থা করার জন্য কোন মহকুমায় মোট কত টাকা খরচ হয়েছে।

উত্তর

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গত ১৯৬৯-৭০ইং থেকে ১৯৭৩-৭৪ইং পর্য্যন্ত পাঁচ বছরে সাজ-ন্যাল বাঁধ তৈরী করে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন মহকুমায় মোট যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে তাহা এইরূপ—

মহকুমার নাম		টাকার পরিমাণ
ধর্ম্মনগর	—	১,৩৯,২১৫
কৈলাশহর	—	১,৩৯,৫২৬
কমলপুর	—	৯০,০৭০
খোয়াই	—	১,৩৪,৮৭৮
সদর	—	৪,২৭,৫৬৮
সোনামুড়া	—	১,৭১,৬৪৮
উদয়পুর	—	১,৪২,৬৩৮
অমরপুর	—	১,৯১,৪০৯
বিলোনীয়া	—	২,৪৮,৩৯০
সাবরুম	—	১,১৬,৮২১
		মোট—১৮,৩২,১৬৬

প্রশ্ন

২) ঐ বাঁধের মধ্যে বর্তমানে কতটির অস্তিত্ব আছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

মহকুমার নাম		বর্তমানে যতটি বাঁধের অস্তিত্ব আছে তাহার নাম
ধর্মনগর	—	১২টি
কমলপুর	—	৬টি
কৈলাসহর	—	৭টি
খোয়াই	—	২টি
উদয়পুর	—	২টি
		মোট— ২৯টি

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে সেগুলির অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলি কোন সালে করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৯-৭০ সালে ২২,১৩৪ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে ২৮,৮৭৯ টাকা, ১৯৭১-৭২ সালে ২ ৬১৭ টাকা, ১৯৭২-৭৩ সালে ৩৪,১৫১ টাকা ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩১,৪৫৮, মোট—১,১৯,২১৫ টাকা।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল যে এখনও যে সমস্ত সীজন্যাল বাঁধের অস্তিত্ব রয়েছে সেই বাঁধগুলি কবে করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা কবে করা হয়েছে, সাধারণতঃ সীজন্যাল বাঁধ বলতে এক বছর দুই বছরের বেশী থাকে না। কাজেই এই বাঁধগুলি ইদানিং কালেই করা হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ সালে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই পাঁচ বছরে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে যে সীজন্যাল বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে এই বাঁধগুলি দেওয়ার ফলে কত বাড়তি ফসল হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগরে মোট ১,৫২৩ হেক্টর, কৈলাসহরে ৭,৪৮৫ হেক্টর, কমলপুর ১৬,০০০ হেক্টর, খোয়াই ১,৬০১ হেক্টর, সদর ৬,৭৮৪ হেক্টর, সোনামুড়া ৩,১৪৮ হেক্টর, উদয়পুর ১২,৮৫৭ হেক্টর অমরপুর ৭,৬৫৬ হেক্টর, সাবরুম ২,১৪৮ হেক্টর, মোট—৩৯,৬১৯ হেক্টর।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলতে পারবেন যে মোট কত উৎপাদন হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সীজন্যাল বাঁধ দেওয়ার ফলে ১৯,২৩৮ টন ধান হয়েছে বাড়তি।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই সীজন্যাল বাঁধ দেওয়ার ফলে আমাদের ফসল ৭৯ হাজার মেট্রিক টন বেড়েছে এবং এই বাঁধগুলি পার্মানেন্ট হলে কৃষকের আরও ফসল বাড়ানোর সুবিধা হবে। সেই দিক থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে এই বাঁধগুলিকে পার্মানেন্ট করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সীজন্যাল বাঁধ। কাজেই এইটা পার্মানেন্টের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইটা করবেন কিনা, আমরা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এইটা নিশ্চয়ই জানেন যে সীজন্যাল বাঁধ একটা ছড়ার উপরে ৩টা, ৪টা, ৫টা বাঁধ হয়। কাজেই সেখানে পার্মানেন্ট বাঁধ করার কতগুলি অসুবিধা আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সীজন্যাল বাঁধের কথা বলা হয়েছে সেই-গুলি কোন কোন স্কীমে হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সাধারণতঃ টেষ্ট রিলিফ থেকে হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়েও হয়ে থাকে, সীজন্যাল বাঁধ সেখানে জন-সাধারণের কোঅপারেশানে হয়ে থাকে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, উত্তরটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি নাই এই জন্য যে টেষ্ট রিলিফের ফাণ্ড থেকে খরচ করা হয়, নিশ্চয়ই এইটা একটা স্কীম। আর এগ্রিকালচার ফাণ্ড থেকে যেটা খরচ করা হয় এইগুলি আরেকটা ফাণ্ড থেকে। কাজেই এই যে বাঁধগুলি করা হয়েছে সেইগুলি কোন ফাণ্ড থেকে করা হয়েছে ? কোন খাতে খরচ ? কোন হেডে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এগ্রিকালচার ফাণ্ড থেকে যেমন হয় তেমনি টেষ্ট রিলিফ ফাণ্ড থেকেও করা হয়। সেখানে কাজ বুঝে এবং কাজের নমুনা বুঝে করতে হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি বলছি যে এইটা টেষ্ট রিলিফ থেকে খরচ করা হয়, না এগ্রিকালচার থেকে খরচ করা হয়, এইটা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বার বার উত্তর দিচ্ছি যে বিভিন্ন খাতে এইটা করা হয়। টেষ্ট রিলিফ থেকেও হয়, এগ্রিকালচার থেকেও হয় আবার ট্রাইবেল ফাণ্ড থেকেও হয়। বিভিন্ন ফাণ্ড থেকে এনে এই বাঁধ করা হয়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত বাঁধ সম্বন্ধে কোন কমপ্লেন জনসাধারণ থেকে পেয়েছেন কি না যে বাঁধ ঠিক ঠিক মত হয় নাই এই ধরণের কোন কমপ্লেন এসেছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসংগে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীআচাইহি মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়া বিভাগে কতটা বরো ধানের চাষ হয়েছে সেইটা আমরা জানতে পারিলাম না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়ায় আমি আগেই বলেছি যে ৫৮৩ হেক্টর হয়েছে, তার জন্য খরচ হয়েছে, ২, ৪৮, ৩১৪ টাকা ;

শ্রীবুলু কুকী :—সাপলিমণ্টারী স্যার, কতগুলি সীজন্যাল বাঁধ হয়েছে সেইগুলি পার্মানেন্ট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

মি: স্পীকার :—এইটার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. পার্মানেন্ট বাঁধ দেওয়ার প্রশ্নটা আলগা তার কারণ পার্মানেন্ট বাঁধ একটাই হতে পারে, সীজন্যাল বাঁধের অর্থ হলো ছোট ছোট প্লট করে ছোট ছোট এরিয়াতে বিভিন্ন বাঁধ করে দেওয়া হয়। একটা ছড়াতে হয়তো বাঁধ পরলো করে, ছোট ছোট এরিয়াতে বিভিন্ন বাঁধ করে দেওয়া হয়। একটা ছড়াতে হয়তো পাচটা বাঁধ পড়লো কিন্তু কত পার্মানেন্ট বাঁধ দেওয়া হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে বাঁধগুলি—জলসেচের বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে— জানা যায় যে এই ধরনের প্রচুর সংখ্যা আছে যে একই বাঁধ দেখিয়ে ২ বার ৩ বার বিল হয়েছে, কখনও এগ্রিকালচার কখনও বা টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদি করে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ধরনের ঘটনা হয়েছে কি না যে একই বাঁধ দেখিয়ে ২ বার ৩ বার টাকা ড্র করা হয়েছে কি না এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

মি: স্পীকার :—এই প্রশ্ন এখানে আসেনা মাননীয় সদস্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, সেই সম্পর্কে এ. জি, র এডভান্স রিপোর্টে কতগুলি কমেন্ট আছে।

মি: স্পীকার :—স্পেসিফিক্যালী বলুন কোনটা।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, বিশালগড় ব্লকে কতগুলি ব্যাপার হয়েছে, অন্যান্য ব্লকেও হয়েছে আমি স্পেসিফিক্যালী বলছি স্যার। কোন কিছু করা হচ্ছে না—কামাই বাঁধ বলে কাঠালিয়া অঞ্চলে একটা বাঁধ—টাকা খরচও হয়েছে। একই বাঁধ বার বার দেখিয়ে ৩/৪ বার টাকা ড্র করা হয়েছে। এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কৌশলে এই ৫ বছরের ভিতর সেই হিসাবও করা হচ্ছে। কল্যাণপুরে এই ধরনের ঘটনা আছে। এই রকম একটা নয় এই সে এসেম্বলীর মধ্যে বার বার উঠেছে। (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার, আমাকে অনুমতি জানিয়েছেন, আমি উত্তর দিচ্ছি—আমার প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জবাব দেবেন কি না, তদন্ত করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্পেসিফিক কোন ঘটনা বা কোন বাঁধ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তা নিশ্চয়ই করে হবে।

শ্রীবাজুব রিয়াং :— আমি হাউসে স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাঁধের পজিশান জানতে চাই। অস্থায়ী বাঁধ দেওয়ার জন্য অস্থায়ী ফসল পাচ্ছি। যদি স্থায়ী ভাবে এ সব জায়গায় বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে স্থায়ী ভাবে পাচ্ছি. কাজেই স্থায়ী ভাবে হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্থায়ী বাধের প্রশ্নটা এটা এলাকার প্রশ্ন, সিজনেল বাধের মধ্যে এটা আসে না। যদি কোথাও পার্মানেন্ট বাঁধ দিয়ে দেখা যায় যে জলসেচ একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় করা যাবে তাহলে সেখানে একমাত্র প্রশ্নটি উঠতে পারে যে এখানে সিজনেল বাঁধ না দিয়ে পার্মানেন্ট বাঁধ করা যায় কি না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে জলসেচের যে ফর্দ দিয়েছেন তাতে দেখা গিয়েছে যে টাকা খরচের অনুপাতে বিলোনীয়ায় যা করা হয়েছে--মাত্র ৫ একর জমিতে জলসেচ হয়েছে। এত কম হওয়ার কারণ কি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিজনেল বাঁধটা এটা সাধারণতঃ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কোথায় হবে কি হবে না এবং সেই ভাবেই করা যয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ইহা কি সত্য কল্যাণপুর সিজনেল বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে সিজনেল বাঁধ না করে সেখানে টাকা ড্র করে নিয়েছে এবং সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্পেসিফিক আকারে আসে তাহলে ডেফিনিটলী তদন্ত করা হবে। কোথায় কোন সনে হয়েছে, যদি সিজনেল বাঁধ হয়, তাহলে সেই সিজনেল বাঁধ আছে কি না না নেই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—বাঁধ দেওয়া হয়নি কিন্তু টাকা ড্র করে নিয়ে গিয়েছে এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মানানীয় মন্ত্রী মশাই, সোনামুড়া মহকুমায় ১৯৭২-৭৩ সনে কামাই তহশীলে কামাই বাঁধ—তিনবার টাকা ড্র করা হয়েছে—কয়েক হাজার টাকা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা যদি ১৯৭২-৭৩ সালে আসতো তাহলে সেটার উত্তর দেওয়া যেত। কারণ এটা সিজনেল বাঁধ সিজনেল বাঁধের অস্তিত্ব এক বছরের বেশী থাকার কথা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে না, কাজেই সেখানে এক বারের জায়গায় দুইবার টাকা নিয়েছে না দুইবারের জায়গায় তিনবার টাকা নিয়েছে—এটা ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হলে তখন তদন্ত করা যেত।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বছরের কথা বলছি। এই বছরেই. বাধ দেওয়া হয়নি কিন্তু টাকা ড্র করে নিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যদি স্পেসিফিক জায়গার নাম দিয়ে ইন রিটেন আমার কাছে জানান তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কল্যাণপুর, সর্ব্বংছড়া।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪

প্রশ্ন

১) কোন কোন ব্লকে বর্ত্তমানে কোন নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত নাই এবং ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি নাই ?

২) নুতন ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিলম্ব হবার কারণ কি ?

উত্তর

১) নিম্নলিখিত ব্লকে বর্ত্তমানে নির্ব্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত নাই। তবে পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে ঐ সকল পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধানগন তাহাদের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত সাপেক্ষ স্ব স্ব পদে বহাল আছেন। ক) পানি সাগর খ) কমলপুর গ) খোয়াই ঘ). জিরানিয়া। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় ১৭টি ব্লকেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে।

২) পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোপন প্রথায় ভোট্র দান পদ্ধতি চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে সময়োচিত যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থাদি ও অপরিহার্য্য প্রশাসনিক কার্য্যাদি সম্পাদন করিবার নিমিত্তেও কিছুটা বিলম্ব হইতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সোনামুড়া ব্লকে কি ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৭টি ব্লক আছে। তার সব কয়টিতেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি স্পেসিফিকেলী জিজ্ঞাসা করছি সোনামুড়া ব্লকে আছে কিনা, মেলাঘরের ঠিকানায়, এই ব্লকে কোন ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি বলছি ১৭টি ব্লকের সবগুলিতেই আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই কথাই বলতে চান যে ১৭টি মানে ত্রিপুরার সব কয়টি ব্লকেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে সব ব্লকে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটাই বলতে চান যে তেলিয়ামুড়া ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বার বার একই কথা বলছি যে ১৭টি ব্লকেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী অসত্য কথা বলছেন। আমি সেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে আসার পর আজ পর্যান্ত কোন ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি তেলিয়ামুড়া ব্লকে হয় নাই এবং আমি এটা চ্যালেঞ্জ করছি যে তিনি এটা প্রমাণ করুন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে তেলিয়ামুড়া এবং সোনামুড়ায় কবে বি. ডি. সি গঠিত হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের পরেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি হয়।

শ্রীতাপস দে :— কবে হয়েছে আমি জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই স্পেসিফিক ডেট আমার কাছে নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন কোন সদস্য বলছেন সেখানে কমিটি নেই। যদি থেকে থাকে তাহলে সেই সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যানদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন ব্লকে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি থাকা সত্বেও সেখানে চেয়ারম্যান এখনও নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এখানে মন্ত্রী বলছেন একরকম, মেম্বাররা বলছেন অন্যরকম। এটা তদন্ত করা হোক এবং তদন্ত করে হাউসকে এই সেসনেই জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি কোন কোন ব্লকে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে, চেয়ারম্যান নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, কমিটি থাকতে পারে চেয়ারম্যান নাই, তাহলে সেটা কিসের কমিটি ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— চেয়ারম্যান নির্বাচন না হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোথাও কোথাও সুষ্ঠুভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচন হতে পারে নাই। সেজন্য এইগুলি পরে নির্বাচন হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপমন্ত্রী পঞ্চায়েতরাজ একসটেশান ডিপার্টমেন্ট, তিনি বলেছেন পঞ্চায়েতরাজ অ্যাক্ট এ্যাক্সটেনডেড টু ত্রিপুরা, এই আইন অনুসারে পঞ্চায়েত হয়ে থাকে এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়ে থাকে। তিনি কি দয়া করে বলতে পারেন যে ঐ আইন অনুসারে যে ডিউরেশান ছিল সেই ডিউরেশান পার হওয়ার পরেও কোন কোন জায়গায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নাই, ইহা কি সত্য ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যদি নির্বাচন না হয়ে থাকে তাহলে সেই পঞ্চায়েতরাজ অ্যাক্ট অনুসারেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্বাচন না হচ্ছে ততক্ষণ প্রধানগণ কাজ চালিয়ে যাবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে সেই আইনে আছে যে মাত্র ৬ মাস একসটেনশান হতে পারে, এর বেশী পারে না ? যেমন জিরানীয়া ব্লকে, মোহনপুর ব্লকে, এই সমস্ত ব্লকে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে যে ডিউরেশান ছিল সেটা চলে গেছে। তারপর দুই বছর পর্য্যন্ত হয় নাই। সেটা কি পঞ্চায়েতরাজ আইন অনুসারে না ত্রিপুরা ষ্টেট আইন অনুসারে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— পঞ্চায়েতরাজ অ্যাক্ট অনুসারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কথাটা সত্যি কিনা যে ৬ মাসের বেশী এক্সটেনশান দেওয়ার কোন ক্ষমতা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের নাই, আইন মোতাবেক এই কথাটা সত্যি কিনা ? এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে এই ধারাটা ভাল করে লক্ষ্য করেছেন কিনা, সেই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি যতটুকু জানি ইউ, পি, পঞ্চায়েতরাজ অ্যাক্ট অ্যাজ এক্সটেনডেড টু ত্রিপুরা তার ১২(ক) এবং ৪৫ ধারা অনুযায়ী বলা আছে যে আর একবার নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রধানগণ কাজ চালিয়ে যাবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে তার পরবর্তী ধারায় বলা আছে যে অনধিক ছয় মাস চালিয়ে যেতে পারবেন নির্বাচন ছাড়া, সেটা তিনি লক্ষ্য করেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— আজীবন চালিয়ে যেতে পারবেন নির্বাচন না হলে, এটাই কি উনার অভিমত না কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তার মানে কি নির্ব্বাচন হওয়ার কোন দরকার নেই কোনদিন ? যুগ যুগ ধরে কি এটা হতে পারে ? তাহলে নির্ব্বাচনের তো কোন দরকারই নাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্বাচনের দরকার আছে বলেই এটা হয়ে আসছে এবং এযাবৎকাল হয়ে আসছে। আমরা বলেছি যে এই হাউসে যেহেতু এবং বাইরেও দাবী উঠেছে যে নির্ব্বাচন ব্যালেট অনুসারে নেওয়া হোক, সেজন্য এটা এখনও চলছে

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বি. ডি সি. নূতন করে না হওয়া সাপেক্ষে, যদিও সময় চলে গিয়েছে, প্রধান এবং উপপ্রধান আছে, এবং তাঁদেরকে নিয়ে যে বি. ডি. সি. হয়েছে, সেটা কি লীগ্যাল বি. ডি. সি. না ইল্‌লীগ্যাল বি. ডি. সি ? যদি কেহ যার টেকার মিনিষ্টি থাকে তাহলে কি আর কোন মিনিষ্ট্রী নির্ব্বাচন হবে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্ব্বাচন সাপেক্ষে প্রধান এবং উপপ্রধান কাজ চালিয়ে যাবেন। সুতরাং তাঁরা সেই বি. ডি. সি-তে আছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই ব্লক ডেভেলপ-মেণ্ট কমিটি কিভাবে গঠিত হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি, ডি, সি গঠিত হয়, সি, ডি, থেকে, আলাদা প্রশ্ন করেন বলতে পারব।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যেখানে বলছি বি, ডি, সি, নেই, উনি সেখানে বলছেন যে আছে, সুতরাং আমরা জানতে চাই কি করে সেটা নির্বাচিত হল ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ডিপুটি মিনিষ্টার পঞ্চায়েত রাজ ডিপার্টমেণ্ট, তিনিও একজন নির্ব্বাচিত গাঁও প্রধান, যদিও তিনি এখন মিনিষ্টার, তিনি এখনও বি, ডি, সি'র প্রধান হিসাবে বা মেম্বার হিসাবে আছেন কি না, যদি না থাকেন, তিনি রেজিগনেশান দিয়েছেন কি না সেই প্রধানের পদ থেকে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জেনারেল ইলেকশানের নির্ব্বাচনের পর চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি সেখানে আমি থাকতে চাই না।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নের জবাব কি হল ? আমি জানতে চেয়েছিলাম বি, ডি, সি, কিভাবে নির্বাচিত হল ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী নোটিশ ডিম্যাণ্ড করেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে উনি গাঁও প্রধান ছিলেন কিন্তু বিধান সভায় আসার পর তিনি পদত্যাগ করেছেন। এই যে একটা পোষ্ট খালি হল সেটার জন্য বাই-ইলেকশান হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাই-ইলেকশান হয়নি। উপ-প্রধান দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আইনে বাই-ইলেকশানের কি কোন প্রভিশান নেই ? উপ-প্রধান দিয়ে কি প্রধানের কাজ চালানো যায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রধান যদি গাঁওসভায় না থাকে, তাহলে উপ-প্রধান দিয়ে কাজ চালানো যায়। যেহেতু সিক্রেট ব্যালটের কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছিল, এবং নির্বাচন সুরু হয়েছিল, সেই হেতু নূতন করে সেখানে উপ-নির্বাচন হয়নি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি, ডি, সি'র উপমন্ত্রী কি জানেন যে বি, ডি, সি'র মেম্বার ছাড়া—উনি বলেছেন যে প্রধানরা বি, ডি, সি'র মেম্বার, কেন প্রধানরা মেম্বার ? যেহেতু তারা পঞ্চায়েত আইনে এ্যাক্টণ্ট মেম্বার দ্বারা ইলেকটেড, সেইজন্য উনি পঞ্চায়েত কমিটির পক্ষ থেকে রিপ্রেজেন্ট করেন গাঁওসভার মেম্বার হিসেবে। যেহেতু পঞ্চায়েত কমিটি নেই, ডিজল্‌ভ করে দিয়েছে গভর্ণমেণ্ট থেকে, সেখানে প্রধান সমস্ত গাঁওসভার কোন রিজল্যুশান নিতে পারেন কিনা এবং যদি নিতে না পারেন, তাহলে বি, ডি, সি-তে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন কি না উইদ আউট কনসেণ্ট অব দি গাঁওসভা মেম্বারস ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রধান যেহেতু কার্যভার চালিয়ে যায়, সুতরাং তিনি বি, ডি, সি-তেও প্রধান হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবেন এবং যতক্ষণ পর্যান্ত না নূতন নির্বাচন হচ্ছে, তিনি গাঁওসভার পক্ষে কাজ চালিয়ে যাবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত ভাইটাল কোয়েশ্চান। ফর ইনফর্মেশান আমি জানাচ্ছি, একটা চিঠি এসেছে প্রধানদের কাছে বাজেট পেশ করার জন্য এত তারিখের মধ্যে, কিন্তু বাজেট করতে হলে পঞ্চায়েত এ্যাক্টে আছে যে গাঁওসভার মিটিং ডেকে পঞ্চায়েত প্রধানের অনুমোদন নিয়ে রিজল্যুশান করে সেই বাজেট পেশ করতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধানের অধিকার সেখানে নেই গাঁও সভার হয়ে বাজেট পেশ করার যার ফলে বাজেট পেশ করা হল না এবং গ্রামের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হল, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতক্ষন পর্যান্ত না পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রধান এবং উপ-প্রধান কাজ চালিয়ে যান, অন্যান্য সদস্যরা থাকেন না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, উনি প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে ১৭টি ব্লকে বি, ডি, সি আছে, সোনামুড়া এবং মেলাঘরে বি, ডি, সি আছে কি না, যদি থেকে থাকে, তাহলে সেখানকার চেয়ারম্যান কে ? একটিও মিটিং সেখানে হয়েছিল কিনা এবং যদি হয়ে থাকে, সেখানে এ্যাজেণ্ডা কি ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাজেণ্ডা কি ছিল সেটা বলতে পারব না। আমি যতটুকু জানি বি, ডি, সি'র চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হওয়ার কথা ছিল, বিশেষ কারণে সেই নির্বাচন হয়নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত: — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বারবার বলছেন যে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট আসলে সেটা হল সি, ডি'র কথা তিনি এই যে স্টেটমেন্ট বার বার দিচ্ছেন, তার অর্থ কি? ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি সেটা কোন পঞ্চায়েত আইন ভুক্ত হয়েছে কি, যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সেই কমিটি কিভাবে হয়েছে? এর যে তত্ত্বাবধান তো কি পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় করেন, যদি না করেন, তাহলে এই প্রশ্নটা যখন আসল, তখন আগ করে সি. ডি'র কাছ থেকে আনুসংগিক উত্তর সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন কি না, সেই জিনিষগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিষ্কার করবেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটার প্রথম অংশ সেটা, সেই অংশের মধ্যে পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট। এখানে সি, ডি. সম্পর্কিত প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করেছেন। বি, ডি, সি'র ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা একটা এ্যাডভাইসারী কমিটি, সেটা কোন ষ্টেটিউট অনুযায়ী তৈরী হয়নি, সেটা এ্যাডভাইসারী ন্যাচারের এবং সেখানকার বি, ডি, ও হচ্ছে একস-অফিসিও সেক্রেটারী এবং সেই অনুযায়ী প্রধানদের এবং অন্যান্য কিছু সমাজ কর্মীদের নিয়ে সেটাকে গঠন করা হয়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে সোনামুড়া এবং মেলাঘর ব্লকে চেয়ারম্যান ইলেকশান হওয়ার জন্য মিটিং হয়েছিল, কিন্তু সেটা হতে পারেনি। তাহলে সেখানে কি এখন চেয়ারম্যান নেই? যদি না থাকে, তাহলে উনার কথার মধ্যেই আবার যাচ্ছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকশান না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আগের চেয়ারম্যানই থাকবে, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বর্ত্তমানে সোনামুড়া এবং মেলাঘর বি, ডি, সি'র চেয়ারম্যান কে?

শৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রশ্নটাকে ঠিক করা হয়নি। কারণ আমি একথা বলিনি যে বি. ডি. সি'র চেয়ারম্যান ইন এ্যাবসেন্স অব এনাদার চেয়ারম্যান— আরেকজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের চেয়ারম্যান থাকে, আমি বলেছি প্রধান পুনরায় নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের প্রধান কাজ চালিয়ে যাবেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বি. ডি. সি'র ব্যাপারটা এ্যাকচুয়েলী সি. ডি'র। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে বি. ডি. সি. যদি প্রধান যায়, তাহলে পঞ্চায়েত ডিপাটমেন্ট থেকে তাদের টি. এ. এবং ডি. এ. দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কি না?

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅনিল সরকার :— মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে কোন কোন ব্লকে কতগুলি অসুবিধার জন্য বি. ডি. সি'র চেয়ারম্যান যে নির্বাচন সেটা হতে পারেনি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তেলিয়ামুড়া বি. ডি. সি'র চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য কোনরকম মিটিং ডাকা হয়েছিল কি না এবং ডাকলে পরে কি অসুবিধার জন্য সেখানে নির্বাচন হয়নি, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—উনি প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে বি. ডি. সি হচ্ছে একটা রিকম্যাণ্ডিং বডি। সোনামুড়া এবং মেলাঘর ব্লকে বা তেলিয়ামুড়া ব্লকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়নি, সেখানে বি. ডি. সি ফাংশান করছে না। রিকম্যাণ্ডিং বডিতে যাঁরা আছেন, তাঁরা সেখানকার পাবলিকের যে সমস্ত দাবী আসে সে সমস্ত খবরাখবর গভর্ণমেণ্ট-এর কাছে তাঁরা রিকম্যাণ্ড করেন। বি. ডি. সি, না থাকায়, সেই কাজগুলি সেখানে হতে পারছেনা, এইটুকু উনি স্বীকার করেন কি না ?

শৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা বি. ডি. ও'র সংগে তাঁরা যোগাযোগে কি করছেন না করছেন, সেটা আমি বলতে পারবনা।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যেহেতু দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েৎ এক আইনে ইউ, পি, পঞ্চায়েত-রাজ অ্যাক্ট হেজ এ্যাকসটেণ্ড টু ত্রিপুরা সেই আইন হচ্ছে এবং যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি একটা গঠিত হচ্ছে সেটা শুধু একজিকিউটিভ অর্ডারেই গঠিত হচ্ছে সেহেতু তিনি মনে করেন কি এখানে যে পঞ্চায়েত অ্যাক্ট কো-অর্ডিনেশনের মধ্যে কোন সংগতি নেই। এবং তাদের আইনে এবং পঞ্চায়েতের সমগ্র আইনটাকে মিলে পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে যদি বি, ডি, সি, নির্বাচন এবং থ্রি টায়াস ইনট্রডিউস করা যায় তার জন্য এই বিভাগ থেকে কোন লেজিসলেশনের কোন পরিকল্পনা করেছেন কি ? যদি না করে থাকেন তাহলে কারণ কি ? আর যদি করে থাকেন এই যে পঞ্চায়েতের মধ্যে একটা এনামলি আজকে কয়েক বছর যাবত চলছে এটাকে দূর করার জন্য, এই যে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হতে পারছে না আমরা জানি ৬ মাসের সাধারণতঃ নির্বাচন হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে ৬ মাসের জায়গায় ২ বছর অ্যাকসটেনসন হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কোন জায়গায় ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি চলছে সেটা কোন স্ট্যাটিউর দ্বারা পরিচালনা নয়। এই ধরণের যে একটা সেটাকে দূর করার জন্য বিভাগ থেকে কোন চিন্তা তাঁরা করছেন কি না, এবং সেটাকে দূর করার জন্য এমন কোন চিন্তা তাদের মনের মধ্যে আছে কি না যে পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে সিক্রেট ভোটিং এর ব্যবস্থা, এবং পঞ্চায়েত ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট কমিটির ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ডিষ্ট্রীক-ওয়াইজ ব্যবস্থা ইনট্রডিউস-এর কোন পরিকল্পনা তাঁদের আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বহু প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলছি যে থ্রি টায়াস সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েতের কথা। বহু প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে সেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমার প্রচুর সময় লাগবে। থ্রি টায়াস... ... (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয়, তাদের যদি আরো কোন প্রশ্ন করার থাকে তাহলে করতে পারেন আমি পরে উত্তর দেব। আর নয়তো আমি উত্তর দি'চ্ছি তারপর যদি কোন প্রশ্ন করার থাকে তখন তাঁরা করতে পারেন। থি্টায়ার্স ত্রিপুরাতে সেটা আমরা করেছি। আর বি, ডি, সি, সেই প্রশ্ন এখানে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট বিভাগের নয়। সেটা বিবেচনা করছেন সি, ডি, ডিপার্টমেন্ট। সুতরাং তাঁদের যে যে অসুবিধা রয়েছে সেটা সি, ডি, ডিপার্টমেন্ট দেখবেন। থি্টায়ার্স যেটা বলা হয়েছে সেটা পঞ্চায়েত দেখবে আর সিক্রেট ভোটিং এর কথা যেটা তিনি বলেছেন আমি পূর্বেই এই ব্যাপারে বলেছি যে এই অবস্থায় যেটা আইন অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন বোধ হয় গত অ্যাসেম্বলী সেশনে এই তেলিয়ামুড়া ব্লকের চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রশ্ন উঠেছিল এবং তখন বলা হয়েছিল যে অবিলম্বে যাতে নির্বাচন হয় তার জন্য চেষ্টা করা হবে এবং যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু এখন পর্যান্ত এ ব্যাপারে কিছু করা হয় নি। এই একই সঙ্গে খোয়াই মহকুমার নির্বাচন হয়ে গেল। খোয়াই মহকুমার বি, ডি, সি, হয়েছে। কিন্তু তেলিয়ামুড়াতে এখন পর্য্যন্ত হয় নি। কেন নির্বাচন হয় নি তা কি জানাবেন এবং কত দিনের মধ্যে তেলিয়ামুড়াতে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে তা কি তিনি জানাবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা যদি আলাদা আলাদা ভাবে করা হয় তাহলে আমি জবাব দিতে পারব। আর সেজন্যই আমি এখানে এটার জবাব দিতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার,…

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, একটা, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ১০ মিনিটের উপরে হয়ে গেছে। এই প্রশ্নের জন্য আর সময় দেয়া যায় না। হ্যাঁ, ১০ মিনিটের উপর হয়ে গেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে আমি কি প্রশ্ন করতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে যে সমস্ত স্থানে এবং গ্রামে পঞ্চায়েত এবং বি, ডি, কমিটি গঠন করা হয়নি তা কবে পর্যান্ত গঠন করা হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সরকারের প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে পৃথক ভাবে প্রশ্ন করা হলে আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪-৭৫ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে কত ব্যাগ চিনি (কন্‌ট্রোল সুগার এবং ওপেন সেল সুগার) এসেছে ?

২। উহার মধ্যে সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যের চিনি কোন্ মহকুমাতে কত ব্যাগ গিয়াছে এবং খোলা বাজারের চিনি কত ব্যাগ কোন্ মহকুমাতে গিয়াছে।

উত্তর

১। (ক) লেভীযুক্ত চিনি — ৪৯১৯৬ ব্যাগ।

(খ) লেভীযুক্ত (খোলা বাজারের)
চিনি — ৩২৮৩ ব্যাগ।

উক্ত হিসাব ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত।

উত্তর

২। (ক) মহকুমা ভিত্তিক লেভীযুক্ত চিনি বণ্টনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	মহকুমার নাম	কন্‌ট্রোল চিনির পরিমাণ
১।	ধর্ম্মনগর—	৩৮২২ ব্যাগ।
২।	কৈলাশহর—	২২৮২৭ ,, ।
৩।	কমলপুর—	১৪৮৬ ,, ।
৪।	খোয়াই—	৩০৪৮ ,, ।
৫।	সদর—	২৪৯৬৯ ,, ।
৬।	উদয়পুর—	৩৩০৭ ,, ।
৭।	বিলনীয়া—	৩০২৭ ,, ।
৮।	অমরপুর—	১০৭৫ ,, ।
৯।	সাবরুম—	৯২৭ ,, ।
১০।	সোনামুড়া—	১৫৮২ ,, ।
		৪৬০৬৬ ব্যাগ।

(খ) খোলা বাজারের চিনি ধর্ম্মনগরে ৯২৮ ব্যাগ এবং আগরতলায় ২৩৫৫ ব্যাগ আমদানী করা হইয়াছে।

উক্ত হিসাব ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে সাব-ডিভিশান-ওয়াইজ ভাগ করেছেন এটা কিসের ভিত্তিতে ভাগ করেছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ পপুলেশনের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সব জায়গা তেই সমভাবে বন্টন করা হয়েছে কি না ? পপুলেশানের হিসাবে সম বন্টন করা হয়েছে কি ? যে হিসাব দিয়েছেন তাতে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক মহকুমাতে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পপুলেশনের ভিত্তিতে সম ভাবে বন্টন করে দেয়া হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পপুলেশনের ভিত্তিতে চিনি সম ভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যে হিসাব পেয়েছি তাতে দেখি যে অমরপুরে চিনি দেয়া হয়েছে ১০৭৫ ব্যাগ, আর আগরতলাতে দেয়া হয়েছে ২৫ হাজার ব্যাগ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে অমরপুর থেকে কি সদরে লোক সংখ্যা ২৫ গুণ বেশী ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে আরবন এবং রুর্যাল পপুলেশান আছে।

Mr. Speaker :— Ministers may lay on the table of the House the re-plies to the Unstarred questions and also to the Starred questions which were not answered orally

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কলিং অ্যাটেনশন—সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এম্বুলেনস যোগে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরিত রোগী শ্রীললিত মোহন নাথের কোন খোঁজ খবর না পাওয়া সম্পর্কে।

ললিত মোহন দেবনাথ বহুমুত্র রোগ জনিত নালি ঘা (ডায়াবেটিক গেংগ্রেনি) তে আক্রান্ত একজন রোগীকে এম্বুলেনস যোগে ৭/১/৭৫ তারিখে সাব্রুম হাসপাতাল হইতে পাঠানো হয়। তাহাকে ঐ দিন বিকাল ৫-৩৫ মিনিটে জি, বি, হাসপাতালে পুরুষদের ২নং ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। ১৩/১/৭৫ তারিখে রাত্রি ১০-৩২ মিনিটে রোগী মারা যায় এবং মৃত্যুর পর তাহার মৃতদেহ হাসপাতালে মর্গে রাখা হয়। ১৭/১/৭৫ ইং পর্যান্ত কেহ তাহার খোঁজ নিতে আসে নাই এবং ঐ দিনই জি, এম. হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আর. পি.) মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন। রোগীকে ১৯/১২/৭৪ ইং তারিখে সাব্রুম হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল এবং ৭/১/৭৫ ইং তারিখে ঐ হাসপাতাল হইতে জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল এবং তাহার স্মৃতি শক্তি লোপ পাইয়াছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্র মহাশয় বলেছেন যে রোগী মারা গেছে। তখন তার বাড়ীতে কোন খবর পাঠানো হয়েছিল কি না ? এই লোকটার আত্মীয় স্বজনের কাছে কোন খবর দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খবর দেওয়া হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, খবর না দেওয়াটাই কি নিয়ম ? না খবর দেওয়াটা নিয়ম ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খবর দেওয়াটাই নিয়ম। ডাক্তার প্রদীপ বসাক মৃত্যুর সময় রোগীকে দেখেন এবং বেড হেড টিকিটে পার্টিকে মৃত্যুর সংবাদ জানানোর নির্দ্দেশ রাখেন। পরদিন সকালে ষ্টাফ নার্স কল্যাণী দত্তগুপ্তা ডিউটিতে ছিলেন। সাধারণতঃ অফিসের সময়ে কার্য্যরত ষ্টাফ নার্স এই জাতীয় খবর সুপারিনটেনডেনটের অফিসে যথা বিহিত করার জন্য দিয়ে থাকেন এবং অফিস থেকে পার্টিকে খবর দেওয়া হয়। এই হলো নিয়ম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত তার বডি রাখা হয়েছিল মর্গে, কেউ নিতে আসে নি। কিন্তু তার বাড়ীতে কেন খবর দেওয়া হলো না হাসপাতাল থেকে? অথবা যেখান থেকে রোগী এসেছিল সেই হাসপাতালে কেন খবর দেওয়া হলো না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ষ্টাফ নার্স কল্যাণী দত্তগুপ্তা ডিউটিতে ছিলেন তিনি এই টিকিটটি সুপারিনটেনডেনটের অফিসে দেন নাই। এই জন্য অফিস থেকে খবর দেওয়া হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টাকে কিভাবে মন্ত্রী নিচ্ছেন? এর প্রতিকার কোথায়? কেউ দিল না, তার জন্য কি ক্ষতি হলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বুঝতে পেরেছেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা ডিরেকটার অব হেলথকে ইনসট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, এইটা ইনকোয়ারী করার জন্য এবং ষ্টেপ নেওয়ার জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথা এইটা নয়, লোকটা মারা গেল, অসুথ হয়ে এসেছে মারা যেতে পারে কিন্তু তার বাড়ীতে তো একটা খবর দেবে, তার সৎকারের ব্যবস্থা তার আত্মীয় স্বজন করবে, তার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করবে, আজ পর্য্যন্ত খবরটা দেওয়া যায় না। স্যার, ললিত মোহনের মা, ৮০ বছরের বৃদ্ধা মা, আমাকে এসে বললেন আমার ছেলের খবর এনে দাও, আমি তো ছেলের খবর পাচ্ছি না। তারপর আমার বাড়ী থেকে ফোন করা হয়েছে, কিন্তু কোন খবর দেওয়া হয় নাই এখান থেকে এর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করা হলো না। যে হাসপাতাল থেকে সে এসেছিল সেখান থেকে তো একটা খবরটা দেওয়া যেতো। এর চেয়ে অযোগ্যতার পরিচয় আর কি দেখাতে পারে আমার জানা নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ষ্টাফ নার্স যে ডিউটিতে ছিল সে টিকিটটা সুপারিনটেনডেনটের অফিসে পাঠানোর কথা ছিল এবং সুপারিনটেনডেনটের অফিস থেকে পার্টিকে খবর দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে ষ্টাফ নার্স টিকিটটা পাঠান নাই ভুল বশতই হোক আর অবহেলাবশতই হোক, এই জন্য দেওয়া হয় নাই। এই জন্য ডিরেক্টার অব হেলথকে ইনসট্রাকশন দেওয়া হয়েছে এইটা তদন্ত করে দেখার জন্য।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উনার ষ্ট্যাটমেন্টে পরিষ্কার বলেছেন যে খবর দেওয়া হয় নাই। এইটা কি আবার তদন্তের অপেক্ষা রাখে স্যার? এতো তদন্তের অপেক্ষা রাখে না। খবরটা দেওয়া হয় না সেইজন্য রেসপনছিবিলিটি ফিক্স আপ করতে চান এইটাই কি তদন্তের উদ্দেশ্য? নাকি যেটা করা হয়নি, এইটা গাফিলতি হয়েছে উনাদের, অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন, এইটুকু কি স্বীকার করবেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে এইটা স্ট্যাফ নার্স দেয় নাই নেগলিজেনসির দরুনই হোক আর অবহেলার জন্যই হোক, এইটা তদন্ত করার জন্য আমি বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি তো তদন্ত করে এই কথা বলেছেন। আমার কলিং অ্যাটেনশন আনার পর উনি খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং খোঁজ করতে গিয়ে উনি জানলেন যে কল্যাণী দত্ত গুপ্তার নাম, তাহলে তদন্তের অপেক্ষা রাখে কোথায় ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে অবিলম্বে তার মাকে, তার বাড়ীতে খবরটবর দেবেন, এই সব কিছু করবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা নার্সের ত্রুটির জন্য হয়েছে সেই জন্য তার নিকট হতে বক্তব্য রাখা দরকার। এই সম্পর্কে ডিপার্টমেন্ট থেকে ষ্টেপ নিতে হলে কতকগুলি ব্যাপার অবজ্ঞার্ভ করতে হবে। সুতরাং সেইভাবে প্রসিড করতে হবে সেই জন্য আমি এই কথা বলেছি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, যে লোকটা মারা গেল তার যে বৃদ্ধ মা ৮০ বছরের বৃদ্ধা তাকে জানানো হলো না, সেই সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? খবর দিয়েছেন কি ? এই রকম একটা অমানবিক ব্যাপার, এইটা কি করে সম্ভব হতে পারে ? অযোগ্যতার চূড়ান্ত সীমায় তারা পৌঁছেছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে সাধারণতঃ কোন লোক মারা গেল বা এলো এই হিসাব মন্ত্রীদের কাছে থাকে না। যখন কলিং অ্যাটেনশন এসেছে, খোঁজ খবর হয়েছে তখনই এই প্রশ্নটা উঠেছে এবং ইনকোয়ারী করা হয়েছে। যতটুকু জানা যায় তাতে জানা যায় যে সাবরুম যখন ও ভর্ত্তি হয়েছিল ওর একটা ঠিকানা ছিল আর এইখানে তার টিকেটের মধ্যে যে ঠিকানা পাওয়া যায় সেইটা কেয়ার অব এম. ও. ঠিকানা বলে। এখন খবরটা দেওয়া হয় নাই, সেইটা নিশ্চয়ই অপরাধ হয়েছে। খবর দেওয়াটা নিয়ম। খবরটা এখন বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছালো কিনা এম. ওর কাছে পৌঁছালো, এই খবরটা নিতে প্রসিডিউর মত নেওয়া হচ্ছে এবং সেইটার জন্য একটু তদন্তের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর দোষী সম্পর্কে যদি খবর একেবারে দেওয়া না হয়েই থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন খবর দেওয়া হয়নি। আমি সাধারণতঃ দায়িত্ব নিয়েই কথা বার্তা বলি, আমি বাজে কথা বলি না। এস, ডি, এম, ও, তাকে পাঠিয়েছে—সরকারী গাড়ীতে এসেছে। ওর ঠিকানা সাবরুমের হাসপাতালে আছে তার সঙ্গে টিকিটও দিয়েছে আমি দেখেছি কি কি পাঠিয়েছে। সাবরুমের এস, ডি, এম, ও,কে জানান উচিত ছিল যে অমুক চন্দ্র অমুক মারা গিয়াছে—তাদের বাড়ীতে জানাও। আমি বলছি এখনও জানান হবে কিনা ? মুখ্যমন্ত্রী অন্য কথা বলছেন। এখনও জানান হবে কিনা, তার শ্রাদ্ধশান্তি করতে হবে, তারা খুব গরীব মানুষ, তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা সমবেদনা জানান হবে কিনা, দুঃখ প্রকাশ করা হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা জানান হয়েছে, এর পরেও জানান হয়েছে। কিন্তু এটা নেগলীজেন্সীর জন্যই হউক অথবা ভুলবশতই হউক একটা লোকের জন্য (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারেন নি— (ইন্টারাপশান) ষ্টেটমেন্ট দেখুন ষ্টেটমেন্টে আছে জানান হয়নি (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যখন প্রশ্ন এসেছে—কলিং এটেনশান এসেছে। তারপর উনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে জানান হয়নি বলেছেন। তারপর তাকে জানাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানেই অপরাধের শেষ হল না। প্রশ্ন এটা যদি না জানান হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনিটলী এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রীমশাই, ১৩-১-৭৫ তারিখে মারা গিয়াছে এবং ১৭-১-৭৫ তারিখ পর্য্যন্ত ছিল—তাতে কোন খোঁজ খবর না নেওয়ার জন্য তাকে পুড়িয়ে ফেলা হল। কিন্তু এই ৪ দিন লাসটাকে কি করা হচ্ছে সেই তথ্য নেওয়া হল না এবং এটা বেওয়ারিশ লাস নয়। তার আত্মীয় স্বজনের পার্মিশান ছাড়া এটা দাহ করা—এটা হাসপাতালের চরম অব্যবস্থা, এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি বেওয়ারিশ লাস হয়, কেউ যদি খবর না করে তাহলে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট থেকেই তার সংকার করা হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— এই লাসটা মর্গে ফেলার পর সেই হাসপাতালের অথরিটির কি কোন দায়িত্ব নেই যে এটার কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে কিনা—এওতো হতে পারে কার্ডটা না নেওয়ার জন্য তার ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। সে হাসপাতালের বেডে আছে, তাহলে হাসপাতালের হিসাব মতে দেখা যায় ১৭ তারিখ পর্য্যন্ত সেই রোগীটা জীবিত ছিল, তাহলে কোনটা সত্যি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি।

শ্রীঅনিল সরকার :— না—আপনি বলছেন যে কার্ডটা জমা না দেওয়ার জন্য খবর দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু লাসটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই কার্ডটা যদি জমা না দেওয়া হয় বুঝা যাচ্ছে অথরিটির কাছে এই ইনফর্মেশান নাই। রোগী তখনও জীবিত। তাহলে কি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এটা পুড়িয়ে ফেলা হবে, এটা বেওয়ারিশ আপনি যেটা বললেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আর. পি. যখন ১৭-১-৭৫ তারিখ পর্য্যন্ত দেখল যে কেউ খবর নিতে আসে নাই, তখন তিনি মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— আর. পি. কি সন্ধান করেছেন যে এই লাসটা কার? তিনি কি মর্গে এসে দেখেছেন যে মর্গে একটা লাস পরে আছে, সংকারের ব্যবস্থা কর?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেউ কোন খবর নেয়নি সেজন্যই তিনি আনক্লেম বলে সংকারের ব্যবস্থা করেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— তখন কি আর. পি.র দায়িত্ব ছিল না সমস্ত ইনফরমেশান নেওয়া কার লাস কেন দাহ করা হচ্ছে না। আপনি রেস্পনসিবিলিটি ফিক্স আপ করতে চাইছেন সেই দত্তগুপ্তকে কার্ড না দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা দেখছি আপনার ষ্টেটমেন্ট অনুসারে যখন আর. পি, দেখল যে এই লাসের কোন খবর নেওয়া হচ্ছে না তখন দাহ করার জন্য অর্ডার দেওয়া হল কিন্তু তখনতো তার দায়িত্ব ছিল ১৩ তারিখ যে লাসটা জমা হল ১৭ তারিখ পর্যান্ত খবর নেওয়া হল না আসলে কি কারণ—হাসপাতালে অনেক ঘটনা ঘটেছে এই ধরণের—আপনি রেসপনসিবিলিটি ফিক্স আপ করতে চাইছেন জনৈকা ষ্টাফ নার্সের—আপনি সেখানে আসুন না কেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—এই যে লাস যার মৃত্যু হয়েছে গত জানুয়ারী মাসে। আর আজকে হল মার্চ মাস। হিন্দু শাস্ত্র মতে—আমি জানি না এখানে কেউ পণ্ডিত আছেন কি না—তার শ্রাদ্ধ শান্তির একটা সময় সীমা থাকে তার মধ্যে যদি না হয় তাহলে তারও ব্যবস্থা আছে তার ব্যবস্থা পণ্ডিতেরা দেবেন। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে তার যে বৃদ্ধা মা ৮০ বছর বয়স্কা তিনি অত্যন্ত গরীব। কাজেই তারা যাতে সেই ব্যবস্থা করার সুযোগ করে দেন সেইদিকে উনারা দৃষ্টি দেবেন এবং সাহায্য করবেন কিনা এবং সেজন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খবর দেওয়া হয়নি এজন্য আমি আগেই দুঃখ প্রকাশ করেছি (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :— Let me go to the next item of the business (interruption)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— শ্রাদ্ধ শান্তি হল না—ডাঃ দাস যা বললেন তিন মাস হয়ে গেল—এ ব্যাপারে কারও ১০ দিন কারও ১২ দিন, কারও ৩০ দিন—আজকে তিন মাস চলছে খবর পেল না এই সব ব্যাপারে ডাঃ দাস যে কথা বলেছেন তার একটা উত্তর দিন—গভর্ণমেন্ট থেকে উত্তর দিক যে কিছু সাহায্য করা হবে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করার জন্য ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খবর পেয়েছি যে লোকটা খুবই গরীব, কাজেই যাতে কিছু সাহায্য দেওয়া যায় সেজন্য আমি চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— নেকষ্ট বিজনেস বিফোর দি হাউস (ইন্টারাপশান) আপনার কলিং এটেনশান নোটিশ আমি এডমিট করিনি (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— কারণ কি (ইন্টারাপশান.

মিঃ স্পীকার ঃ— সকলে এক সংগে বললে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না (ইন্টারাপশান) Next business before the House (interruption), (noise members of the opposition attempted to push towards the dias of the Chair)

The House is adjourned for 15 minutes.

(The House met again at 3-30 P. M.)

শ্রীসুবল বিশ্বাস ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাইছি যে আপনি অ্যাসেম্বলী হাউস অ্যাডজোর্ণ করেছেন ১৫ মিনিটের জন্য, কিন্তু দুই ঘণ্টা পরে হাউস বসেছে তার অর্থটা কি ?

মিঃ স্পীকার :—এটা দুইটা পর্যান্ত হাউস অ্যাড়জোর্ণ করা হয়েছিল। আমি অপোজিশনের সংগে আলোচনা করে এসেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—কখন করা হল? আপনি ১৫ মিনিটের জন্য করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি পরে বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—কার সংগে আলোচনা করে কখন করলেন? এই যে দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা সময় গেল এই সময়টা আমাদের ফিরিয়ে দেবেন? এর কনস্টিটিউশনাল প্রাভিশনটা কি? আপনি বে-আইনী কাজ করবেন এটা তো চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—উইথ দি কনসেণ্ট অব দি লীডার অব দি হাউস অ্যাণ্ড মোষ্ট অব দি মেম্বার্স অব দি অপজিশান এটা করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—কখন এটা করা হল, কেন করা হল আমরা এটা জানতে চাই।

শ্রীবি, দাস :—আপনি হাউসে বলে গেছেন, এখন অন্য জায়গায় কি করে এটা হয়?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আজ সকালে হাউসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে এবং লীডার অব দি হাউসের সংগে অপোজিশান মেম্বাররা আলোচনা করেছেন এবং আমি যতটুকু জানি তার জন্য বিলম্ব ঘটেছে। কাজেই আমি সকলের কাছেই বলব এই অবস্থার জন্য সকলের কাছে আবেদন রাখব কেউ যেন এটাতে কিছু মনে না করেন। পার্টি লীডারদের সংগে বসে আলোচনা হয়েছে। কাজেই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মেম্বারদের কাছে যাতে হাউস সুন্দরভাবে চলে এবং যাতে একটা সুন্দর পরিবেশে চলতে পারে। এর মধ্যে আমারও একটা কনট্রিবিউশান ছিল এবং আমরা চাইছি হাউসটা যাতে চলে। খুব ভাল হত যদি আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলকে জানাতে পারতাম। কিন্তু সেটা জানানো যায় নি। আমি সে জন্য ত্রুটি স্বীকার করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি অবিলম্বে বসে আবার টাইম অ্যালট করবেন। আমরা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির অ্যালটমেণ্ট থেকে এক ঘণ্টা কেটে দিলাম এবং আজকেও অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আগামী ১৯শে মার্চ্চ বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মিটিং বসছে, তখন ঠিক হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—তাহলে আগের যে বিজনেসগুলি ছিল সেগুলি কি হবে? আজকেও প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান আছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা যদি এক্সটেণ্ড করতে চান তাহলে আমি হাউস আবার এক্সটেণ্ড করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, একটা আইন কানুন তো থাকবে। ১৫ মিনিটের জন্য হাউস অ্যাডজোর্ণ করলেন। স্পীকার যদি নাও আসতে পারতেন তাহলে প্যানেল অব চেয়ারম্যান আছেন, তাঁরা কেউ আসতে পারতেন। এইভাবে কি অ্যাডজোর্ণ করা যায় স্পীকারের চেম্বারে বসে? হাউস ১৫ মিনিটের জন্য অ্যাডজোর্ণ করেছেন—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার মনে হচ্ছে আপনি একটা বিষয় ভুল করছেন। স্পীকার চেম্বারে বসেও সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন।

(রুলিং পার্টি এবং অপজিশান থেকে গোলমাল, নো, নো ধ্বনি)

মিঃ স্পীকার :—বিজনেস অ্যাডভাসরি কমিটির—

শ্রীঅমিল সরকার :—যেটা নাকি বিজনেস করা হয়েছিল, ১১ তারিখে যেটা নাকি এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছিল সেটা হাউসকে জিজ্ঞাসা না করে এক ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হল?

মিঃ স্পীকার :—সেদিন আমার মনে হয় আমি ডিসাইড করিনি। সেদিন শিব চতুর্দ্দশীর জন্য এক ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হল।

শ্রীঅনিল সরকার :—হাউসকে তো জানানো উচিত।

মিঃ স্পীকার :—হাউসকে জানিয়ে দিয়েছি নিশ্চয়ই।

শ্রীঅনিল সরকার :—হাউসকে জানানো হয় নি। এই সময়টা আমরা পাব কি করে?

মিঃ স্পীকার :—সেটা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মিটিং বসছে তো।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমরা কি আশা করছি, আমরা পাব সে সময়টা?

মিঃ স্পীকার :—সেটা আপনারা বসে ঠিক করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কনস্টিটিউশনের নিয়ম ভঙ্গ করে স্পীকার এই সময়টা নষ্ট করে দিলেন। তারপর দেখা যাচ্ছে সমস্ত ডিসকাশনের বিষয়বস্তু কেটে ফেলা হচ্ছে। বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির মিটিং পর্যন্ত হচ্ছে না।

শ্রীবি দাস :—ইতিহাস রচনা করছেন স্যার, আইন কানুন কিছুই মানলেন না। স্পীকারের ঘরে বসে—

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, ইতিহাস সৃষ্টি করছি।

শ্রীতাপস দে :—স্পীকার বললেন তাঁর নিজের ঘরে বসে টাইম একৃষ্টেণ্ড করতে পারেন। সেটা কোন্ আইনে আছে বলুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—কেন আজকে বিলম্বে হাউস বসল সেটা মোটামুটি আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য জানেন। এই বিষয়ে একটা আলোচনা লীডার অব দি হাউস এবং অপোজিশনের সংগে হয়েছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম এবং রুলিং পার্টির কেউ কেউ ছিল। সে জন্য হাউস বসতে পারে নি এবং এটা দেরী হবে সেটা রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যদের বলে দেওয়া হয়েছিল, আপনারা জানিয়ে দেবেন। এই ধরনের নিয়ম লোকসভার প্র্যাকটিসে আছে.

(গোলমাল—পড়ুন স্যার)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আপনি যেটা বলছেন সেটা কি আমাদের রুলসের মধ্যে আছে?

মিঃ স্পীকার :—এটা লোকসভার প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমাদের রুলস্ মানবেন না?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—সেম সারকামস্টেনসেস হওয়া চাই।

মিঃ স্পীকার :—সেটা আমি পরে বলব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—পরে কেন? এখুনি বলুন।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমরা জানতে চাই কি ধরনের পরিস্থিতিতে এটা হল।

মিঃ স্পীকার :—এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি আগামী কাল দেব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আপনি যে সমস্ত কথাবার্তা বললেন সে সম্পর্কে শুধু আমাদের নয় সরকার পক্ষের সদস্যরাও আপত্তি করছেন। সুতরাং কালকে নয় আজকেই দিন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার যেখানে বলছেন পরে বলবেন, সেখানে ইউ ক্যান নট ফোর্স হিম—যে আজকেই বলতে হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—এই অ্যাডভাইস দেওয়ার অভ্যেসটা ছাড়ুন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আপনার যেমন বলার অধিকার আছে তেমনি সকলেরই বলার অধিকার আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের কি অধিকার দিলেন সেটা ছেড়ে দিলেও 'ইতিহাস সৃষ্টি করলেন' এই মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তাদের মধ্যেও দ্বিমত আছে। এরপর যদি সেন্স না থাকে তাহলে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। তাদের দলীয় শৃঙ্খলা মেনে বুঝাতে চান যে আমরা সুশৃঙ্খল আছি, আমাদের এটা অধিকার নাই। কিন্তু হাউসে যখন কোরাস উঠে তখন বুঝি।

মিঃ স্পীকার :—আজকে যে অপ্রীতিকর ঘটনা হয়ে গেছে তার জন্য আমি দুঃখিত। এই ঘটনায় আমি অভিযোগ পেয়েছি অপোজিশান পার্টির মেম্বার থেকেও এবং ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড স্টাফ থেকেও যে তারা কেউ কেউ সামান্য আঘাত পেয়েছেন। সেটা দুঃখের বিষয় এবং আমি আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এই ধরনের ব্যাপার আর ঘটবে না।

LAYING OF ORDER NO. 34 OF THE DELIMITATION COMMISSION.

Mr. Speaker :—Next Business before the House is laying of the Order No. 34 of the Delimitation Commission made under Section 9 of the Delimitation Act, 1972.

Now I call on the Law Minister to lay a copy of the Order No. 34 of the Delimitation Commission made under section 9 of the Delimitation Act, 1972.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay a copy of the
(Law Minister)
Order No. 34 of the Delimitation Commission made under section 9 of the Delimitation Act, 1972 as required under sub-section (3) of Section 10 of the Delimitation Act, 1972.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect the copies of the Order No. 34 from the Notice Office,

Now I would request Hon'ble Member Shri Samar Choudhury to continue his speech. আপনি ১০ মিনিট বলতে পারবেন। ১০ মিনিট আপনি কালকে বলেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশানের জন্য আমাদের ইনসাফিশ্যান্ট টাইম রাখা হয়েছে। প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশানের জন্য যে টাইম রাখা হয়েছে, সেটা ইন-সাফিশান্ট। প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশন হচ্ছে এই হাউসের মেম্বারদের ব্যাপার, সেটাতে সাফিশ্যান্ট টাইম দেওয়া দরকার মনে করি, সুতরাং এর জন্য অবিলম্বে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি মিটিং ডাকা প্রয়োজন। আজকে মিটিং ডাকা হউক।

মিঃ স্পীকার :—কালকে ডাকব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমরা চাই যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশান যেগুলি আসে, সেগুলি ডিসকাশনের জন্য যাতে প্রচুর সময় পাই, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—কালকে ডাকব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আজকে যদি টাইম না থাকে, স্যার, তাহলে প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশানগুলি কি মৃত হয়ে থাকবে স্যার?

মিঃ স্পীকার :— কল খ্ না হলে ডিসকাশানের সুযোগ পাবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— আজকের জন্য যে রিজলুশানগুলি ছিল, সেইগুলি কালকে আলোচনা করা যাবে কি না?

মিঃ স্পীকার :— সেই সুযোগ আপনারা পাবেন। আজকে আপনারা মুভ করে রাখতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী:— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি গতকাল রাজ্যপালের ভাষণের উপর বলেছি খাদ্যের উপর যে ১০ হাজার পরিবারের হাতে গড়ে ৩৫ কাণির বেশী করে সম্পত্তি আছে, এদের কাছ থেকে এই সরকার সামান্যতম খাদ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করলেন না, আট কাণি একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, শেষ পর্যন্ত এক কাণি, দেড় কাণি জমির মালিক যারা, এমন কি জমির মালিক নয়, সাধারণ বাগী করে, বাজার থেকে কিনে খায়, তাদের থেকে পর্যন্ত চাউল সীজ করে এনে তাঁদের ভাণ্ডারে রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আজকে কি অবস্থা? আমি যতটুকু জানি এক মাসের খোরাকীর ব্যবস্থা নেই। রেশানের দোকানগুলিতে মাথাপিছু পূর্ণ বয়স্কদের এক কে, জি করে চাউলের ব্যবস্থা করতে গেলে আজকে সেই সুযোগ নেই, সরকারের হাতে সেই পরিমাণ ভাণ্ডার নেই। এই সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না স্যার আমি আমার মোশানে আরও উল্লেখ করেছি জমি সম্পর্কে। সিলিং এর উর্দ্ধে এক কাণি জমি, এক ছটাক জমি সংগ্রহ করে এই সরকার ভূমিহীনদের হাতে তুলে দেননি কোন জায়গায়, ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কিছু নেই। একটা হিসেব দেখান হয়েছে যারা গৃহহীন, কিছু কিছু বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় দখল করে, বসে আছে, পাঁচ ছয় কাণি খাসের জমি আবাদযোগ্য করেছে, ১০ গণ্ডা জায়গা সেখানে দুই একটা ক্ষেত্রে এ্যালটমেন্ট দিয়ে ছড়ানো হচ্ছে যে সমস্ত ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। একটা গৃহহীনকে একটা ঘর তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, এই সব পরিবার কি করে বাঁচবে তার কোন গ্যারান্টি নেই, অথচ রাজ্যপালের ভাষণে তার সামান্যতম উল্লেখ নেই। উদ্বাস্তু এসেছিল বাংলাদেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে, একটা উদ্বাস্তুরও পুনর্বসতি হল না, সরকারী দলের পৃষ্ঠপোষকতায়, স্বজন পোষণ নীতিতে দুই একজন শিল্প ঋণ, এই ঋণ, ঐ ঋণ নিয়ে কিছু কিছু যারা ব্ল্যাক মার্কেটিং করছেন বা চোরাকারবারী করছেন, তাদের কথা আমি বলছি না, যে সমস্ত উদ্বাস্তুকে টিলা টক্করের উপর বসিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল তোমরা চড়ে খাও, আজকে চড়ে খেতে গিয়ে তারাও মরছে, উপজাতিরাও মরছে, গরীব কৃষকদের হাত থেকে জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতে জমি থাকছে না, সুতরাং কোন সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এই সরকারের নেই, রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই। আমার সংশোধনীর বাইরে আরও কিছু বক্তব্য রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাই রাজ্যপাল প্রথমে রাজনীতি সুরু করেছেন। তিনি তাঁর ভাষণে অশুভ শক্তির কথা উল্লেখ করতে চেষ্টা করলেন, আর এই হাউসের কোন কোন সদস্যের মুখে—সি, পি, আই সদস্য একজনকে দেখলাম, যাঁরা কংগ্রেসের পাক্কীওয়ালা, ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের দেখছি ঢাক বাজাতে সুরু করলেন একই সুরে যে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিক্রিয়াশীল, যারা হরতাল করে তারা প্রতিক্রিয়াশীল, যারা সরকারের সমালোচনা

করে তারা প্রতিক্রিয়াশীল, যারা গণতন্ত্রের কথা বলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল। রাজ্যপালের ভাষণে অশুভ শক্তি লেখা যে লাইনটি, তার দ্বারা তার পরিচয় তাঁরা দিলেন। হয়তো বা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়ও অশুভ শক্তির কথা বলবেন। ইদানীং কালে ঢাক ঢোল পেটানো হচ্ছে পাকিস্তান, চীন ইত্যাদি ভারতবর্ষ চারদিক থেকে বিপন্ন, তাই কেউ হরতাল করো না, কেউ খেতে চাইবে না, কেউ কাপড় চাইবে না, এই ভাবে রাজনীতির খেলা সুরু হয়েছে, আমরা রাজ্যপালের ভাষণে দেখছি। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই অশুভ শক্তি কারা? আজকে আমরা কি দেখছি? আমেরিকা থেকে কিসীঞ্জার এসে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নাচানাচি করছেন, নূতন করে চুক্তি তৈরী হচ্ছে সেই চুক্তিতে সমস্ত দেশটাকে আমেরিকান সাম্রাজ্য-বাদের কাছে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নয় হাজার কোটি টাকরা ঋণ করে দেশকে বন্ধক দিয়ে রাখা হয়েছে, এই দেশকে দেওলিয়া করে তুলে দেওয়া হয়েছে সেই সাম্রাজ্যবাদের হাতে। অশুভ শক্তি কারা সারা ভারতবর্ষে? সাধারণ যা কিছু গণতন্ত্র ছিল, স্বাধীনতার পরে যে গণতন্ত্রকে আরও বাড়িয়ে তোলার স্বপ্ন প্রতিটি নাগরিক দেখেছিল, তার গলা টিপে ধরা হয়েছে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রেসের গলা টিপে ধরা হয়েছে, প্রতিটি আন্দোলনের গলা টিপে ধরা হয়েছে, বিভিন্ন অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছে একটার পর একটা মুনাফাবাজী, চোরাকারবারীদের প্রশ্রয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে আটক রাখা হচ্ছে। সরকার মিলি-টারী শক্তি, পুলিশের শক্তি বাড়াচ্ছেন, থানা বাড়াচ্ছেন, চারদিকে দেখছি একটা ব্যপক প্রস্তুতি। এই বাজেট তার পরিচয়। বাজেটে সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দিয়ে পুলিশের খাতে টাকা বাড়ানো হচ্ছে, সেই কেন্দ্র থেকে এখানে পর্যন্ত এই জিনিষটা অ মরা দেখছি। সারা ভারতবর্ষে নির্বাচনে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাল ভোটের ব্যবস্থা করে নিজের দলীয় প্রতি-নিধিকে জিতিয়ে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেই জাল ভোট পত্র নিয়ে যখন দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়, তখন রাস্তায় আটক করা হয়। ঐ আসামের বরপেটাতে আমরা দেখেছি যে জাল ভোট পত্র নিয়ে যখন দিল্লী রওয়ানা হয়েছিল, তখন সেটা আটক করা হয়েছে যাতে সেই জাল ভোট প্রমাণ করতে না পারে, আইনের আশ্রয় যাতে না নিতে পারে তারজন্য আটক করা হয়েছে, এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঐ পাল্কীওয়ালারা, ঐ ঢাকীরা আজকে ডুগডুগী বাজিয়ে চীৎকার করছেন অশুভ শক্তি হচ্ছে গণতন্ত্রের পক্ষে যারা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে একটার পর একটা মামলা রুজু করে খুনের আসামী করে সমস্ত আন্দোলনের কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। একদিন, দুইদিন নয়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের জেলের মধ্যে আটকে রাখা হচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় সাজানো বিধানসভা তৈরী করে এখন পর্যন্ত জবরদস্তি করে মিলিটারী শক্তি দিয়ে, বন্দুকের মুখে, সংগীনের মুখে রেখে, শাসন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁদের নিজেদের দলের ভেতর আমরা দেখছি যে, যারা আজকে শাসন করছেন, তাদের মধ্যে দেখছি একজন যিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে, তিনি এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন, এবং মিটিং করছেন, এবং তাঁর মিটিং ভাংবার জন্য চক্রান্ত চলছে, সেই মিটিং-এর উপর হামলা হয়, এটা কি গণতন্ত্র? বর্তমান শাসক গোষ্ঠি—ঐ ইন্দিরা গান্ধী থেকে সুরু করে এখানে সেনগুপ্ত সরকার, এইসব শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে হত্যা করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমি বলতে চাই রাজ্যের

যে অশুভ শক্তির ইঙ্গিত করা হয়েছে, এখানে গণতান্ত্রিক শক্তিকেই অশুভ শক্তি বলা হয়েছে। যাতে আরো বেশী মানুষ মারার চক্রান্ত করার জন্য নানা রকম কৌশল দেয়া হচ্ছে। আজকে আমরা পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি রাজ্যপালের ভাষণের যে রূপরেখা ছাপানো হয়েছে সাধারণ মানুষ সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে

রাজ্যপালের ভাষণকে দেখুন শিক্ষক কর্মচারী ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এই ভাষণে সারা ত্রিপুরার রূপরেখা নেই। ঐ দেখুন ছাত্ররা আইন অমান্য আন্দোলন করছেন। এবং ঐ আইন অমান্য আন্দোলন করে হাজার হাজার ছাত্র যুবক এরেষ্ট বরণ করে জেলে গিয়েছে! তারা নিজের থেকে ঘোষণা করছে যে এই রূপরেখাকে তারা গ্রহণ করে না। গ্রহণ করছে না কৃষক, গ্রহণ করছে না ক্ষেত মজুর, ভূমিহীন যারা আছে তারা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের নারীরা আজকে চীৎকার করছে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে বলে। আগরতলা শহরের বুকে কোন আইন শৃঙ্খলা নেই। সেখানে চলছে খুন, জখম, গুণ্ডামি, মারামারি, ছিনতাই, অত্যাচার, অনাচার। এমনকি প্রকাশ্য দিনের বেলায়, দুপুর বেলায় নারীদের মাসরেপ করা হয়। এই রূপরেখায়, এই রূপরেখাকে সারা ত্রিপুরার জনগণ অগ্রাহ্য করেছে। তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এই রূপরেখাকে। তাই আমরাও ছুড়ে ফেলতে চাই। এই জনগণের সঙ্গে আমরা আছি। তাই এটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। রাজ্যপালের ভাষণকে আমরা ছুরে ফেলতে চাই?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি এসেছে তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ উনি আমাদের হাউসে এসে আমাদের সামনে তাঁর ভাষণ রেখেছেন। তার জন্য তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ভাষণটা কি? হাউসে কেন রাজ্যপাল ভাষণ রাখেন? ভাষণ রাখেন কি নীতি সরকার গ্রহণ করেছে সেই নীতি অনুসারে সরকার চলছে কি না? সেই নীতির সুষ্ঠু প্রতিপালন হয় কি না? সেই সমস্ত তিনি সংক্ষেপে ভাষণাকারে রাখেন। তার মধ্যে বিস্তারিত রাখার সুযোগ সুবিধা থাকে না। আমি এই কথা বলছি না যে রাজ্যপাল অত্যন্ত ছোট খাট ব্যাপারগুলিও কেন তাঁর ভাষণে রাখেন নাই। এটা আমি বলতে চাচ্ছি না। এটা একটা কথা নয়। অবশ্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেক অনেক কথা বলেছেন কেন এই ব্যাপারগুলি রাখা হয়নি? সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে সরকার কি কি নীতি গ্রহণ করেছেন, কোন কোন বিষয়ের উপর সেই নীতি রূপায়িত হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে রাখেন। এ ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং ভাষণকে সমর্থন করি। একটা কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আমাদের গভর্ণমেন্ট থেকে যে ভাষণটা তৈরী করে দেন মাননীয় রাজ্যপাল সেইটা পাঠ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ভাষণের মধ্যে কিছুটা সন্দেহের ইঙ্গিত রয়েছে এই যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তার জন্য আমরা সবাই চিন্তিত। আমাদের রুলিং পার্টির যারা সদস্য আছি তারাও বিশেষভাবে চিন্তিত। তার জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে সেটা হচ্ছে টুয়েন্টি-সিক্স

(২৬) On the Public Works side, the annual Plan allocation for roads and bridges for the year 1974—75 is Rs 125 lakhs. The entire amount is expected to be fully utilized, উনি বলেছেন যে সবটা টাকা আমি আশা করি খরচ হবে। তাহলে এই কথাটা অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট ? তাৎপর্যপূর্ণ। তিনিও বলেছেন আমার সরকার ১৯৭৪-৭৫ সালের এত টাকা পি, ডব্লিউ, ডি, খাতে বাজেট রেখেছেন সেই টাকা আমি মনে করি খরচ হয়েছে। এটা তো মনে করার কোন কারণ নেই। বাজেটে রাখা হয়েছে খরচ করার জন্য। এটা তো সন্দেহজনক। আরো একটা জায়গার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। সেই যে পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট। এটা ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না সেটা আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা হয়তো অবহেলা দেখা গেছে। তার প্রতি যদি আমরা অনুধাবন না করি, অথবা এটার প্রতি যদি আমাদের আন্তরিকতা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা নীতিগত ভাবে উন্নতি লাভ করতে পারব না। ত্রিপুরার তাহলে উন্নতি হতে পারবে না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় বিধান সভায় আমরা রেসপন্সিব্যল মেম্বার সবাই। সকলেই দায়িত্বশীল লোক। এখানে এসে আমরা যে সমস্ত কথা বার্তা বলব, এখানে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হবে প্রশ্নকর্তা যারা আছেন তারা যেমন দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন করবেন উত্তরদাতা যারা তারাও ... মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আর কতটুকু বলতে পারব।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিট বলতে পারবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আচ্ছা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তর দাতা যারা আছেন তাদেরও দায়িত্ব নিয়ে উত্তর দিতে হবে। তাদের বক্তব্যের মধ্যে যেন কোন রকম ফাঁক না থাকে, না থাকে কোন রকম অবহেলা। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানতে বাধ্য হচ্ছি এই সরকারের যে নীতি পঞ্চায়েত সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন কি ভাবে হয়, কোন আইন অনুসারে হয়, তিনি বলেছেন পঞ্চায়েত-রাজ অ্যাক্ট ১৯৪৭। এটা উত্তর প্রদেশের আইন। এবং এটা ত্রিপুরাতেও প্রযোজ্য। এই আইনের ১২ (ট) ধারা অনুসারে গাঁও প্রধান নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সেখানে একটা কথা বলেছেন সেই (ট) ধারা অনুসারে যতদিন পর্য্যন্ত পরবর্তী নির্ব্বাচন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রধান এবং উপ-প্রধান সেটার চার্জ নিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা ততদিন পর্য্যন্ত জ্যান্ত থাকেন। তাদের ফাংশান থাকে। তারা মরিয়াও মরে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার হাতে যেটা রয়েছে তাতে আমি দেখছি তাতে রয়েছে 11. B. The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed. Number 2 হচ্ছে Subject to the provision of Section 12 (H) the term of office of the Pradhan shall be 5 years, or if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix. এই যে ৫ বছর সময় এটার অতিরিক্ত সময় যদি কোন কারণে হয়ে থাকে

তাহলে সেটা সি, সি, অথবা বর্তমানে গভর্ণর সেটা করতে পারেন। এর বেশী হতে পারে না। নট এক্‌সিডিং ফাইভ ইয়ারস। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বলেছেন ৬ বছরের বেশী হতে পারে না। কোন কোন ব্লকে ৫ বছরের উপরে ৬/৭/৮ বছর চলে গেল এখনও আইন অনুসারে সরকারের নীতি অনুসারে, পলিসি অনুসারে নির্বাচন হচ্ছে না। তাহলে সরকারের নীতি আমরা ঠিকভাবে পালন করছি কি না সেই ক্ষেত্রে মাননীয় রাজ্যপালের মনে যে কিছুটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আমাদের মনেও সন্দেহ দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমি এই দিকে লক্ষ্য রেখে মন্ত্রীসভার মাননীয় সদস্যদেরকে এবং কনসার্ণ ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টারকে বলছি যে তিনি একটু দরদ দিয়ে আইনটা ভাল করে পড়াশুনা করে মানুষের কল্যাণের জন্য যাতে নীতিটা সুষ্টভাবে পরিচালিত হয়, ইমপ্লিমেণ্টেড হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এইটা আমি তাদের কাছে আশা করতে পারি। আরেকটা কথা হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রিগার্ডিং ফুড এণ্ড এসেনশিয়েল কমোডিটিস, মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন যে আমরা কমিটি করেছি ফর ডিষ্ট্রিবিউশন অব ফুড গ্রেণ্ডস" ইত্যাদি। সেখানে এই যে নীতি কি রকম এক এক ডিষ্ট্রিক্টে এক এক নিয়ম। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি রকম নীতি হবে, নর্থে সাউথে এবং ওয়েষ্টে এই তিন ডিষ্ট্রিক্টে তিন রকম নীতি। ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ত্রিপুরাতে কি অবস্থা? পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত হয়েছেন চেয়ারম্যান তাদেরকে রেখেছেন এই ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন কমিটিতে। এইটা নীতিগতভাবে ঠিক হয় নি এইটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে বলছি। যারা প্রধানই নন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা যাবৎ চন্দ্র দিবাকর যতদিন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীতে থাকে ততদিন তারা প্রধান উপ-প্রধান থাকতে পারে না। রুলসে আছে প্রতি বৎসর ইলেকশন করতে হবে। উপ-প্রধান প্রধানের কাজ এক বৎসরের বেশী চালাতে পারেন না সেইটা রুলসে আছে। তথাপিও চলছে যাবৎ চন্দ্রদিবাকর। এইটা নীতি হতে পারে না। আরেকটা কথা বলছি যে ফুডগ্রেন্‌স, এই যে আমি বললাম এই ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিকটগুলিতে কিভাবে কমিটি করা হয়েছে, ফর ডিষ্ট্রিবিউশন অব ফুডগ্রেণ্ডস অ্যাণ্ড এসেনশিয়েল কমোডিটিস? নর্থে কিভাবে হয়েছে, সাউথে কিভাবে হয়েছে? এক এক ডিষ্ট্রিকটে এক এক রকম করা হয়েছে। এভাবে যদি করা হয়, নীতির ব্যাখ্যা যদি খুশীমত করা হয় আইনের ব্যাখ্যা যদি খুশীমত দেওয়া হয় সেইটা কেউ মেনে নিতে পারে না। কাজেই আমি মন্ত্রীসভার সদস্যদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে নেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে এবং সরকার যে পলিসি গ্রহণ করবেন সেইটা যাতে টুটু পরিচালিত হয় সেইটা আমরা আন্তরিকতার সহিত পরিচালনা করবো এই বলে আমি মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব তার সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীপাখী ত্রিপুরা। আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ই মার্চ রাজ্যপাল এই বিধানসভায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে রাইমাশর্মাকে ভারতবর্ষের বা ত্রিপুরার একটা অন্ধল

বলে উনি মনে করেছেন কি না আমি জানি না। এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। রাইমাশর্মা থেকে হাজার হাজার মানুষকে অমানুষিকভাবে উচ্ছেদ করার পরও তাদের সম্পর্কে একটা কথাও এই বক্তব্যে উল্লেখ নাই। এইটা একটা রাজ্যপালের ভাষণ হতে পারে কি না আমি জানি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাইমাশর্মার উচ্ছেদপ্রাপ্ত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকার ফলে আমি এইটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শুধু রাইমাশর্মার মানুষই নয় সমস্ত ত্রিপুরার মানুষই বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। আমি এই বিধানসভায় গত বাজেট সেশনে এই রাইমাশর্মার পুনর্বাসন প্রকল্প করার সময় একটা মানুষের জন্য বাজেটে সোয়া শ'র টাকা আমি বলেছিলাম যে এইটা একটা পুনর্বাসন প্রকল্প নয় এইটা একটা মানুষকে মৃত্যু দেওয়ার জন্য একটা কল এবং এইটা সম্পর্কে আমি এই বিধান সভায় অনেক কিছু বলেছিলাম। প্রত্যেকটা সময় আমরা লক্ষ্য করেছি রাইমাশরমাকে কিভাবে একটা পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে রেখে দিতে চাইছে এই কংগ্রেস সরকার তারই একটা ইঙ্গিত এইখানে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উপকারে এই রাইমাশরমার লোকেরা উচ্ছেদ হয়েছিল অথচ তাদের জন্য একটা প্রকল্প এখানে নাই। কি ভীষণ কথা। আমি জানি না এইটা কে বা কারা লিখেছে, এইভাবে লিখতে পারে কি না? আমি এই জন্য এই কথা বলতে চাই এখন তারা যে প্রকল্পের জন্য তারা ক্যাম্প করেছিলেন সেই ক্যাম্পে তারা আছে কি না গিয়ে দেখুন মন্ত্রীরা। তারা কেন ওখানে থাকতে পারে নি? এইটা আমি মন্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি, কেন থাকতে পারে নি তারা? আমি জানি ৪০টা মানুষ মারা গেছে অনাহারে। ৪/৫ টা ক্যাম্প জগবন্ধু, কুড়মা, চেলাগাং, মালবাসা এবং সোনাছড়ি এই ৫টা ক্যাম্পে এই ৪০টা লোক মারা গেছে অনাহারে। তাদেরকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় নাই। জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় নাই। ঐখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে এনে ওখানে তাদেরকে রেখে দেওয়া হলো একটা জেলখানার মধ্যে। এখানে বলা হয়েছে যে জুমিয়াদেরকে খাস জমি এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আন্তরিক প্রচেষ্টা কি না খেতে দিয়ে মরতে দেওয়া? আন্তরিক প্রচেষ্টা কি মানুষকে শেয়াল কুকুরের মত তাড়ানো? আন্তরিক প্রচেষ্টা কি মানুষের কোন একটা দায়িত্ব বলতে না নেওয়া। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে এই কথা বলতে হচ্ছে—যে কথাটা রাইমাশর্মার মানুষের শুধু পুনর্বাসন প্রকল্প নয় রাইমা-শর্মার মানুষকে একেবারে শত্রুর চোখে দেখেছে। বোধ হয় যুদ্ধের ঘোষণা করেছে। বলতে পারেন উচ্ছেদ করার পর কি হয়েছে। গত তিন মাসের ঘটনা যেখানে উচ্ছেদ হয়েছে—সেখানে ১৭টি ডাকাতি, ৩টা খুন তারপরে আবার না খেয়ে মরছে সমস্ত পাহাড় সমস্ত উচ্ছেদ এলাকায়। খুনের কোন বিচার হচ্ছে না। খুনীকে বাড়ীতে ডেকে এনে জামিন দেওয়া হচ্ছে। তারপর-গরু চুরি হয়েছে আড়াই শ'—চলছে। লবন পায় না রাইমাশর্মার মানুষ। লবন বাংলা দেশে চলে যাচ্ছে। বি, এস, এফ, রা একটা মুরগীর বিনিময়ে লবন পাচার করে দিচ্ছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স' নারায়নবাড়ী আছে আমি প্রমাণ করব। তারপর যেখানে মানুষ এখন আবার নতুন করে সেই ক্যাম্পগুলির মধ্যে থাকতে না পেরে ফিরে গিয়েছে। ফিরে গিয়ে যার যার এলাকায় থাকছে—তাদের উপর বেপরোয়া জোরী আদায় করছে। যারা উচ্ছেদ হয়েছে,

তাদের মন্ত্রীরা গিয়ে বলেছিলেন যে আপনারা ফসল করবেন না নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ডি, এম, অফিস থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা এখানে ফসল করতে পারবে না তোমরা উঠে যাও। তারপরেও তাদের কাছ থেকে লেভী? নারীর উপর অত্যাচার হয়েছে সি, আর, পি, ঐ জগবন্ধুপাড়ার ঐ কলোনীর মানুষের উপর ঐ জগবন্ধুপাড়ার পদ্মলোচন ত্রিপুরা কলোনীতে, যাম, যার রাধকুমার চৌধুরী কলোনীতে চার নারী ধর্ষিতা হয়েছে। সি, আর, পি,র বিচারের জন্য গেলাম ক্যাম্প সুপারভাইজারের কাছে। ক্যাম্প সুপারভাইজার সাহায্য করল সি, আর, পি,কে—আশ্চর্য্যের কথা। এটা পুনর্বাসন পরিকল্পনা?

মি: ডে: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন স্যার।

মি: ডে: স্পীকার :—আপনি দুই মিনিট সময় নিলে অন্যদের সময় কাটা যাবে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা উল্লেখ করতে চাই যে উপজাতি এলাকায় যেভাবে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা করছে সেই সম্পর্কে সরকারের কাছে জানান হয়েছে যে একটা মানুষ ৩ বছর যাবত নিখোঁজ হয়েছে। সেই নিখোঁজের কোন খবর দিতে পারেন নি। জয়ন্ত ত্রিপুরার কোন খোঁজ নেই নিখোঁজ হয়েছে ৩ বছর যাবত পুলিশের কাছে বলা হয়েছে। তারপর বোলংবাসাতে যারা নোটিশ পেয়েছিল উঠতে হবে—তাদের জোত জমি পর্যান্ত ছেড়ে যেতে হবে কোন টাকা পাবে না। এই রকম ক'টি ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল মাননীয় উপজাতি মন্ত্রী তপশীলী মন্ত্রীর কাছে তিনি নিজে গিয়ে বোলংবাসার বলেছিলেন যে আপনারা কিছু পাবেন না উঠে যান। সেজন্য আমি বলছি যে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। আপনারা পড়ে দেখুন—ট্রাইবেলনের সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা আছে—তাই দেখুন। সেজন্য এটাতে এই সরকারের সাংঘাতিক অপদার্থতা প্রমাণ করছে। এবং গত রাজ্যপালের ভাষণ যা দেখেছি তাতে আমি বলেছিলাম যে রাজ্যপালের ভাষণ হবে আগামী দিনের জন্য খুন রাহাজানী, মৃত্যু, গুণ্ডামী, বদমায়েসী ইত্যাদি। মানুষকে না না খেতে দেওয়া। এবারও আমরা দেখছি আগামী বারেও তাই দেখব। তাই বলছি যে এটা সরকারের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডে: স্পীকার :—শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা—মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ সাত তারিখ এখানে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন তার ভাষণের মধ্যে আমার যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি—আমার সংশোধনী হচ্ছে "আবাদযোগ্য জমিতে দখলদার সকল ভূমিহীন উপজাতিকে ঐ জমিতে পুনর্বাসনের উপযুক্ত প্রকল্প রচনা সম্পর্কে"—এই সম্পর্কে তাঁর ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। কাজেই হাজার হাজার উপজাতি যেখানে আজকে জমি হারা হচ্ছে তাদের ব্যাপারে সেখানে অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের কথা নাই। তারা আজকে উচ্ছেদ হবে যেভাবে হবেই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে

পড়েছে সেটাও উচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম। কাজেই এইজন্য যে মহামান্য রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে রেখেছিলেন উপজাতিদের সম্বন্ধে সেটা আমরা আজকে শান্তি দিয়ে কারণ সেখানে এই প্রকৃতে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নাই সেজন্য আজকে আমরা এই ভাষণের বিরোধীতা করছি। কারণ আজকে সারা ছামনু এরে গত বছর অনাবৃষ্টির ফলে শত শত মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। গত ভাদ্র মাস থেকে ইঁদুরের আক্রমনের হাত থেকে ধান রক্ষা করতে পারে নাই ফলে সেই এলাকার মধ্যে আজকে মৃত্যুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এখানে যে ৭ জনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি—গত ৭.২.৬২—কামিনী কুমার রোয়াজাপাড়া—নাভিময়ুড়া শ্রীমতি ইয়াংছি ত্রিপুরা, দীলিপ কুমার রোয়াজাপাড়ায় খগেন্দ্র ত্রিপুরা, শ্রীমতি দেবকী ত্রিপুরা, শ্রীমতি নগন্যলক্ষী ত্রিপুরা, রাখালচন্দ্র রোয়াজাপাড়ায়—বংগবাসী ত্রিপুরা—কুমাইরা রোয়াজাপাড়ায় কর্ম ত্রিপুরা। তারাবন কলোনীতে বাংগাগাজী চাকমা। এই মৃত্যুর সংখ্যা গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী যখন এখানে স্বাস্থমন্ত্রী শ্যামনগরে হাসপাতাল উদ্বোধন করার সময় শত শত মানুষ তার কাছে এই সংখ্যা দিয়ে আবেদন করেছিলেন তাদের জন্য ধানের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। কোন সাহায্য করা হয়নি, ১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রী মনছুর আলী সাহেবের কাছে এম, এল, এ সহ সেখানকার জনসাধারণ আবেদন করলেন তাতেও এই সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য যায় নাই। আজকে আমি পত্রিকায় দেখলাম যে মুখ্য মন্ত্রী নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে সেখানে ত্রানের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সাহায্য যায় নাই। যে ব্যবস্থা করেছেন মন্ত্রী নির্দ্দেশ দিয়ে আসলেন কিন্তু সেখানে টাকা খরচ করছেন না। একটা লোকও কাজ পাচ্ছে না—গবিন্দবাড়ীতে ১২ মাইল ১৪ মাইল ১৫ মাইল ২০ মাইল দূর থেকে মানুষ আসছে কিন্তু কাজ পায় নাই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার—মন্ত্রীরা বলার পরেও সেখানে কোন কাজ করে নাই। এই সরকার শুধু মাত্র মুখে বলেছে, পরে সেখানে কোন কাজ করে নি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু ছামনু এলাকায় নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত উপজাতি এলাকার ইঁদুরের আক্রমণের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে সরকার তার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এই উপজাতিদের বাঁচার জন্য রাজ্যপালের ভাষণে কোন ইংগিত নাই। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা।

"কক্‌ বরক"

শ্রীকালীদাস দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মাহোদয়, আমি ককবরকে বলব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আনি ই বক্তব্য নাখিথনানি প্রয়োজন অওখা সাড়ে সাত-কাণি পর্য্যন্ত জমিনি খাজনা মকুব খ্লাইনানি সম্পর্কে ই রাজ্য পালনি ভাষননি উপরে কিছুর উল্লেখ কুরুইনি বাওই, আনি বক্তব্য নাখিথ না কালাই-অ। এই যে কৃষকানি উপরে গরীব কৃষকরগনি যা মানথাই তওখানি যে ক্ষেত সাড়ে সাত কানি ক্ষেতরগনি খাজনানি মাননানি যে মানথাই তওমানি আব ইস্তাবুক পর্য্যন্ত গরীব কৃষকরগ মাননানি কোন ব্যবস্থা ই রাজ্যপালনি ভাষননি উপরে কোন উল্লেখ-ব কুরুই। কার ফলে এই যে রাজ্যপালনি ভাষন, যা চুকমানি, এই যে বরকনি উপরে বর্ণনার বই কাহি নি-আই এরকনি উপর যে ভাবে চকাজনা থিফানাই

তনমানি-মুছে ই রাজ্যপালনি ভাষন-ব প্রত্যেক বছর একবার থালাই-অই রাজ্যপাল ভাষক রিফাই-অ বাজেত অধিবেশন ফাই-অই। তাই এই যে রাজ্যপালনি ভাষন-ন প্রতি বছর-ন এইভাবে পরিচালিত অওগুই তওগ। এইভাবে এই কংগ্রেস সরকার যে আইনফান বরগনি হুকুম বাহির বা কুমুকগুই তওমানি এই আইন-তো শুধু একমাত্র কাগজে-পত্রে সীমাবদ্ধ। কার্য্যকরী থাইনানি দুরের কথা, গরীব কৃষকনি কোন উন্নতি থাইনানি দুরের কথা আব বাদ-ন তওগ, আব কোন সম্পর্ক কুরুই। আব হর বাই ছাল যেভাবে চলি তওমা হাই এই গরীব কৃষকরগনি ফাছিওগ নজর রিনানি এই কংগ্রেস সরকার কিছু ব্যবস্থা থায়া। কিন্তু এমন ভোটনি সময় ফাইকাই ই গরীব কৃষকনি থানি দাদাভাই ছিনুই ইয়াক জোর থাই থানা ছিনকেলে প্রতি ঘরে ঘরে আব মান। কিন্তু যে সময়ে এই কংগ্রেস সরকার-ন প্রার্থী থাই রহ-রুই ই গরীব কৃষক, কি জাতি উপজাতি, কিন্তু কংগ্রেস সরকার তাবুক পরিচালিত তওমানি ফলে, কিন্তু গরীব কৃষক দিনের প্রতি দিনই মায় মাচায়া থুইমানি যে সংখ্যা আব ই সরকার লাচিনানি ব কিন্তু থাইয়া। বরংচ এই কংগ্রেস পার্টি উয়ানি রি-অই কংগ্রেস-অ ফাইয়া তনুই যে দালালি থাইনা ছিমি-ন মানাই। এই কংগ্রেস সরকারনি ভাওতা, এই ভাওতা কতদিন থাই মানাই, গরীব কৃষকনি থানি এই ভাওতা কতদিন মানানি অওনাই, এই কংগ্রেস সরকার বরকনি থানি, সাধারণ গরীব কৃষকনি থানি আর কতদিন তও মানাই। তে বেশী-দিন তওনানি মানগালাক। আস্তে আস্তে দিনের প্রতিদিন এই কংগ্রেস সরকারনি গদি কুমাই থানানি চেহারা ফাই-অই ছক-ফাই-অ। কিন্তু গরীব কৃষক-রগ-ন বরগ কোনদিন এই ভাওতা থালাই তওগুইমানানি বেশীদিন তওগালাক। দিনের পর দিন বরক ছিঅ, দিনের পর দিন বরক দুখু মান। এই দুঃখ দুর্দশা কোনদিন বরগ ভূলিগালাক। এই ভোটনি সময়-অ ইয়াক-জোর থালাই-মানি আব বাই বরগ মানি গালাক। আব একদিন কুমাই থাওগানু ছিনুই মনে থায়া এই কংগ্রেস সরকার। কিন্তু বরক অওগুই বরকানি বিচার থাইনানি বাগুই যওন প্রতিটি বরকনি থানি এই চিন্তা ফাই ছকফাই-অ। কিন্তু আবন ই ভাওতা রি-অই নারিথ তন-নানি নাইথা ই কংগ্রেস সরকার। যার এলে এই রাজ্যপালনি ভাষনমি উপরে আও আনি কিছুতে বন মানি মায়া। এই সাড়ে ৭ কানি খাজনা মকুব সম্পর্কে কিছুটা ফান উল্লেখ তওথা ছিনকাই— আব কোথাও-ব কুরুই। ১৯৬৯-৭০ সাল যে ভূমি সংস্কার আইন থাইমানি আব-ব কোথাও-ব সম্পর্ক কুরুই। এই কংগ্রেস সরকারনি ভাওতা, যে চেহারা আব সম্পূর্ণ আনি থানি নুকজাগ। অ.ব জনতানি থানি ছিচাজাগ। যার ফলে আও ই রাজ্যপালনি ভাষননি উপরে আনি বিক্ষুব্ধ তওগ। ই ছা-অই-ন আনি বক্তব্য শেষ থাইকা।

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই বক্তব্য রাখার প্রয়োজন হলো যেহেতু, সাড়ে সাতকাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা সম্পর্কে এই রাজ্যপালের ভাষণে কিছুই উল্লেখ নেই। এই কারণেই আমাকে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। এই যে গরীব কৃষকদের যেটা ন্যায্য পাওনা, যে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা রাজ্যপালের ভাষনে কোন উল্লেখ নেই। যার

ফলে এই রাজ্যপালের ভাষণ, যতটুকু দেখলাম, যেভাবে দুর্বোধ্য ধর্মশাস্ত্রের বই মানুষের হাতে দিয়ে তাকে যেভাবে নির্দেশ পালন করতে বলা হয় তদ্রূপ রাজ্যপালও বছরে একবার এই বাজেট অধিবেশনে এসে ভাষণ দিয়ে যান। এই যে রাজ্য পালের ভাষণও প্রতি বছর এভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছে। এইভাবে এই কংগ্রেস সরকার যে কোন আইন তৈরী করুন না কেন সেটা শুধু কাগজে-পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। কার্য্যকরী করা দূরের কথা, গরীব কৃষকদের কোন উন্নতি করা দূরের কথা—সেটার ধারে কাছেও যান না। সেটা রাত্রির পর দিন—এই একই নিয়মে চলছে, গরীব কৃষকদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এই কংগ্রেস সরকার করেননা। কিন্তু যখন ভোটের সময় আসে, তখন তারা এই গরীব কৃষকদের কাছেই দাদাভাই বলে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে হাত জোর করতে পারেন। কিন্তু যখন নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস সরকার হলো, তখন এই কংগ্রেস সরকারেরই পরিচালনার ফলে গরীব কৃষক অনাহারে মরে। কিন্তু সরকার এতে কোন লজ্জা বোধ করেন না। বরংচ এই কংগ্রেস উস্কানি এবং দালালি করে মানুষের কাছে যে কংগ্রেসে আসার জন্য। এই কংগ্রেস সরকারের ভাওতা, এই ভাওতা কতদিন চলতে পারবে? গরীব কৃষকদের কাছে এই কতদিন টিকে থাকতে পারবে? এই কংগ্রেস সরকার মানুষের কাছে, সাধারণ গরীব কৃষকদের কাছে আর কতদিন টিকে থাকতে পারবে? আর বেশীদিন পারবে না। আস্তে আস্তে, দিনের পর দিন কংগ্রেস সরকারের গদি হারিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গরীব কৃষকদেরকে ভাওতা দিয়ে তারা আর বেশীদিন থাকতে পারবেন না। মানুষের দুঃখ দিনের পর দিন বাড়ছে এবং তাড়াও বুঝতে শিখেছে। এই দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তারা কোনদিন ভুলতে পারবে না। ভোটের সময়ে হাত জোর করে তাদের বাগে আনতে পারা যাবে না। কিন্তু দিন ফুরিয়ে এসেছে এই কথা কংগ্রেস সরকার বুঝতে পারছেন না। মানুষ চিন্তা করতে শিখেছে, প্রত্যেকটি মানুষ আজ বিচার করছে নিজেদের নিয়ে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার ভাওতা দিয়ে সেটাকে দমিয়ে রাখতে চান। যার ফলে রাজ্যপালের ভাষনকে আমি সমর্থন করতে পারি না। যদি এই সাড়ে ৭ কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব সম্পর্কে কিছুটা হলেও উল্লেখ থাকতো—কিন্তু সেটা নেই কোথাও। ১৯৬৯-৭০ সালে যে ভূমি সংস্কার আইন করা হয়েছিলো সে সম্পর্কেও কোথাও নেই। এই কংগ্রেস সরকারের যে ভাওতা, যে চেহারা, সেটা আমার কাছে পরিস্কার। সে সম্পর্কেও জনতা সজাগ। যার ফলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আমার ক্ষোভ আছে। এই এতটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী অ্যাবসেন্ট। দেন অনারেবল চীফ মিনিস্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে সে প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। সেই কথাগুলির উত্তরে যে সব কথা উঠেছে বিশেষ করে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের তরফ থেকে রাজ্যপালের ভাষণের পূর্ব্বে এই হাউসে যে ঘটনা ঘটেছে সেই সম্পর্কে আমরা হয়ত নজর দিতাম না, কে কি বলেছে না বলেছে তাও হয়ত আমাদের কানে আসত না। কিন্তু বিরোধী

পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটা বার বার উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সেদিন কি করেছেন তাঁরাই রিপিট করেছেন। আমি জানি না এই নীতি কিসের ভিত্তির উপর এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা কতটা রীতি সংগত হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন তুলছি না। প্রশ্ন উঠেছে এখানে যে, যা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে শুনেছি—গভর্ণর ফিরে যাওয়ার কথা নাকি তাঁরা বলেছেন। ওঁরা কি বলেছেন শুনিনি, পরে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যে কথাটা এসেছে সেটা শুনেছি। সেখানে প্রশ্নটা এইভাবে এসেছে ওঁদের কাছে। কারণ ওঁরা মার্কসিও দর্শনে বিশ্বাস করেন এবং লেনিনের নীতি ফলো করেন। সেদিন আমরা দেখেছি যে তাঁরা ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, তারপর দেখলাম তাঁদের বেরিয়ে যেতে। কাজেই তাঁদের এই যে ব্যাকওয়ার্ড গতিটা, যদিও যাওয়ার সময় মন্ত্রীত্ব চলে যাবে, মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাবে এই ধরনের কথা বলেছেন—যাঁরা ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড হয়ে ব্যাকওয়ার্ড হয়ে গেল সেটা তাঁরা ফেরাতে পারেন কিনা সেটা জনসাধারণের বিচার্য বিষয়। গভর্ণর এসেছেন, এবং হাউসের সামনে বক্তব্য রেখেছেন, কাজেই পেছনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। যে প্রশ্ন এখানে এসেছে রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে, সেই ভাষণ পুরোপুরি মাননীয় সদস্যরা শুনেছেন, দেখেছেন তো নিশ্চয়ই। তার মধ্যে ওঁরা খোঁজতে চেষ্টা করেছেন কোন কোন জিনিষগুলি নেই। অতএব তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায় রাজ্যপালের ভাষণটা কেন একটা রামায়ণ, মহাভারত-এর মত হল না? সাধারণভাবে একটা আভাষ মাত্র সেই ভাষণের মধ্যে রাখা হয়। কাজেই সেখানে রামায়ণ মহাভারত সৃষ্টি করা হয়ে উঠে না। কাজেই এটা দেখলে দেখা যাবে এতে অনেকের বাড়ীর খবরও সেখানে নেই। সেইভাবে ওঁরা হয়ত বিচার করেন এবং এটা এঁদের ধর্ম এবং সেইভাবে রাজ্যপালের ভাষণটাকে ওঁরা দেখছেন, অথচ যে সব পয়েন্ট তাঁরা উঠিয়েছেন এখানে, সমস্ত পয়েন্টগুলোই এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কিছু টাচ করা হয়েছে। ওঁরা বার বার বলে যাচ্ছেন এটা নেই, ওটা নেই, অথচ আমরা রাজ্যপালের ভাষণে দেখছি সবগুলোই ইনক্লুডেড আছে, ডিটেলস নেই, ডিটেলস থাকে না, একটা রাজ্যপালের ভাষণ বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নয়, শুধু নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়ে থাকে, নীতি প্রকাশ করা হয়ে থাকে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে। সেই নীতি সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে যেসব কথা বলেছেন, সেই সব কথার মধ্যে আমি কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করব। তাঁরা যে জিনিষটাকে—বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কথাটা বুঝাতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন, সেটা হল ত্রিপুরা রাজ্যে সাংঘাতিক একটা অবস্থা, বাস্তবের সংগে এর কোন মিল নেই, মোদ্দা কথা এটাই। ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে নানাজনে নানাভাবে এটাকে বিকৃত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, বিস্তৃত করেছেন এবং বাস্তব অবস্থাটা কি, কোন্ দৃষ্টিতে বাস্তবটা দেখা হবে? ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থাটা কি, সেটা কি লোকসংখ্যা, রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থা, আচার ব্যবহার, কোনটার উপর নির্ভর করবে ওঁদের যে বাস্তবতা এই প্রশ্নটা হয়তো আমার মনে হয়, তাঁদের সামনে কোনদিনই থাকে না। বাস্তব জিনিষটা কি কিভাবে বিকৃতি ঘটান যায়, সেইদিকে ওঁদের লক্ষ্য থাকে। নর্দ্দমা যারা পরিষ্কার করে, তারা নর্দ্দমার দিকেই নজর রাখে, কাজেই নর্দ্দমা থেকে উঠার ক্ষমতা তাঁদের থাকে না। এই ভাষণের মধ্যে যা আছে, যদি ভাল কথা থাকে কিছু, তার কোন উল্লেখ নেই তাঁদের বক্তৃতায়। যতগুলি নীতির কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন, যতগুলি পয়েন্ট তাঁরা তুলেছেন, তার মধ্যে

প্রজেক্টটির উল্লেখ রয়েছে। ডুম্বুর পরিকল্পনা বলুন, শিল্প কারখানা গড়ে তুলা বলুন, বেকারের অবস্থা বলুন এমপ্লয়মেন্টের কথা বলুন, সমস্ত জিনিষগুলি এটার মধ্যে টাচ করা হয়েছে কিন্তু সেদিক থেকে বিচার করা হল না, শুধু বলা হল এটা নেই, ওটা নেই। রাজ্যপালের ভাষণ তাঁরা পড়ে দেখেছেন কিনা আমি জানিনা। ওঁরা একটা তৈরী করে আসেন নিজেদের বাস্তবতা একটা ঠিক করে আসেন, যেগুলো ওঁদের দৃষ্টিতে, নিজেদের ভঙ্গীতে, নিজেদের বানানো বাস্তবটাকে ওঁরা প্রকাশ করে থাকেন সমস্ত জায়গায়—হাঁটে, ঘাটে, মাঠে, এ্যাসেম্বলীতে। ওঁদের কাল্পনিক বাস্তবতা যে বাস্তবতার সংগে ত্রিপুরার বাস্তবতার কোন যোগ নেই। ল' এণ্ড অর্ডার নেই বলবেন, না খেয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে, রাস্তা ঘাট নেই, শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে না, বিদ্যুতের অভাব, সেটা আমরা বুঝলাম কিন্তু সবগুলিই গভর্ণরের এ্যাড্রেসে উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন জিনিষটা নেই ওটা ওঁরা বলতে পারেন নি। আমি দেখিয়ে দিতে পারব যতগুলি পয়েন্টস এখানে উঠেছে, সমস্ত পয়েন্টসগুলি গভর্ণরের এ্যাড্রেসে আছে। ডুম্বুর প্রকল্পের কথা বলেছেন, সেটারও উল্লেখ আছে, অথচ সেখানে বলা হচ্ছে গভর্ণরের এ্যাডরেসে তার উল্লেখ নেই। এর আলোচনা কোন্‌দিক থেকে করা যাবে আমি বুঝতে পারছিনা। কারণ আমরা মনে করি গভর্ণরের এ্যাড্রেসের মধ্য দিয়ে যে চিত্র থাকা দরকার, তার আভাস দিয়েছেন, তার মধ্যে ত্রিপুরার ভবিষ্যতের—একটা বছরের যে আগাম দিনটা যা হবে, তার একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ, সংক্ষিপ্ত কথন। বিদ্যুত সম্পর্কেও গভর্ণরের এ্যাডরেসে আছে। অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে, সেকথাও রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ আছে রাজ্যপালের ভাষণে একথাও উল্লেখ আছে যে অশুভ শক্তি ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এখন সেই অশুভ শক্তি কোন্‌টা, তার বিস্তারিত বিবরণ রাজ্যপালের ভাষণে নেই। আজকে ওঁরা যখন চিৎকার করেন যে অশুভ অশুভ শক্তি, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি মাননীয় সদস্যকে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মারফত, যে অশুভ শক্তি কোন্‌গুলি? কাদের মদতে ওরা বেড়ে উঠেছে? তাঁরা কি তার জবাব দিতে পারবেন, বলতে পারবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা? জয়প্রকাশ নারায়ণের কথা উল্লেখ করেছেন কে যেন আমি শুনেছি। ওঁরা বলছেন যে গণতন্ত্র রক্ষা করার নামে পুলিশ মিলিটারী বেয়নেট সমস্ত কিছু টেনে এনেছেন। আজকে এই জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকে ভিত্তি করে যাঁরা মিলিত হয়েছেন, সেটা যদি গণতন্ত্রের লড়াই হয়ে থাকে, তাহলে এই হাউসেই আমরা একদিন শুনেছিলাম স্বতন্ত্র পার্টির কথা, শুনেছিলাম জনসংঘের কথা, শুনেছিলাম আরও অনেক পার্টির কথা যাদের সম্পর্কে সেদিন সমালোচনা করে হয়েছিল যে ওরা রিএ্যাকশনারী ফোর্স, এই এ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস-এর পাতা উলটে দেখুন কি বক্তব্য আগের বছর রাখা হয় এবং তার পরের বছর কি বক্তব্য আসে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে থাকে ওঁরা বোধহয় তো তাই ভেবেছেন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে ওটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেইজন্য ওরা সরীক হয়েছেন, এই সরীক হওয়াটা গণতন্ত্রের নামে চালাতে যাচ্ছেন। কিন্তু যাদের সংগে সরীক হয়েছেন, তাঁরা গণতন্ত্র মানেন কি মানেন না, এই হাউসেই আমরা শুনেছি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদের বক্তৃতায় মধ্যে কঠোর

সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু আজকে দেখছি গণতন্ত্রের নামে সেই শক্তিগুলিও তাদের সংগে এসেছে। আজকে যদি গভর্ণরের ভাষণে অশুভ শক্তির ইংগিত থাকে, তাহলে সেই অশুভ শক্তি চাংগা করার দায়িত্ব কার, কারা চাংগা করছে? যাদের নীতি বোধ নেই যারা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, সুবিধামত নীতি বদলাতে পারেন, তাদের মুখ থেকে আজকে শুনব অশুভ শক্তি কি? তার বিচার হবে সেখানে—জনসাধারণ বিচার করবে। কিন্তু নীতিগতভাবে আমি বলতে পারি একথাটা যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নামে যারা আজকে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সবাক হয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের আগের দিনগুলি, অতীত ইতিহাসের পাতাগুলি খোঁজ করে দেখা দরকার। ওরা হয়তো বলবেন প্র্যাকটিক্যাল চেঞ্জ। চেঞ্জ অব পলিসি। হ্যাঁ, ওরা একটা কথার আরালে অনেক কিছু বলতে পারেন, ভাবতে পারেন, করতে পারেন। কিন্তু আমাদের ওসব লাইন নেই। আমাদের একটা মাত্র লাইন। সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক লাইন। গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেশকে গড়ে তোলা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে দেখা যাচ্ছে খুব ভক্তি বেড়ে গেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এখানে টেনে আনা হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সভা না কি বানচাল করে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আজকে হয়তো এক মত হয়েছেন কিংবা হয়তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একটা কোয়ালিটি চেঞ্জ এসেছে। হ্যাঁ, কোয়ালিটি চেঞ্জ হয়তো হয়েছে যার ফলে তাঁরা আজকে সেই কথা এখানে তুলতে পারেন এবং প্রশংসাসূচক ভাবে উত্থাপন করতে পারছেন। আমি জানি না এটা কোন নীতি। কোন নীতি অনুযায়ী হচ্ছে। অর্থাৎ যে কেউ সরকার বিরোধী কোন কাজ কিংবা কোন কিছু করলেই কিংবা সরকারের কোন কাজকে আটকানোর পক্ষে কোন কিছু হলেই তাকে আমরা সমর্থন জানাব। এই হচ্ছে তাঁদের নীতি অর্থাৎ আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য হল সরকার বিরোধীতা। এই সরকার বিরোধীতা ভঙ্গী নিয়ে আজকে সমস্ত আলোচনা ওরা করে যাচ্ছেন। ওদের মধ্যে কোন কংক্রীট কোন আলোচনা নেই, নেই কোন ক্রীয়েটিভ আলোচনা, নেই গঠনমূলক কোন সমালোচনা। গঠনমূলক কাজ কি ভাবে হতে পারে আজকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে একথা বলা হয়েছে। তিনি খুশী নন যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্ল্যানিং কমিশন থেকে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁর ভাষণে সে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামোকে কি ভাবে তৈরী করার জন্য বরাদ্দ হওয়া দরকার সে কথা তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন এবং প্ল্যানিং কমিশন এই ভাবে বরাদ্দ করে নি বলে তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এই যে বাস্তব একটা দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে তার বিকৃতি অর্থ হতে পারে। সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। ওদের খালি একমাত্র প্রশ্ন সরকার করবে না, সরকার করছে না, সরকার উচ্ছেদ করছে। কিন্তু এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও উল্লেখ করা আছে যে ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার কাজ চলছে এবং তাকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেকের খবরই জানি যাদের কোন দিন কিছু ছিল না আর আজকে তাদের ঘর বাড়ী হয়েছে, জমি জমা হয়েছে, মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও কেহ কেহ আছেন। সেকথা যদি এখানে আমি আলোচনা করি তাহলে অনেক কথা হয়ে

যাবে। দুর্নীতি পরায়ণ মন্ত্রীরা কিংবা এই সরকার দুর্নীতি পরায়ণ এই কথা বলছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু দুর্নীতি কথাটা প্রয়োগ করার আগে উচিত নিজেদের দিকে একবার কেহ তাকিয়ে দেখুন। যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে দুর্নীতি আছে কি নেই। সেখানে দুর্নীতি সংযত করা গেছে কি না। সে সম্পর্কে তাঁরা নিজেদের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন। ঐ যে একমুখো সরকার বিরোধীতা করতে হবে, সরকারকে আক্রমণ করতে হবে, সেইহেতু তাঁরা যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায় তাঁদের মধ্যে যেসব দুর্নীতির প্রশ্ন রয়েছে তাকে ঢাকা দেবার জন্য তাঁরা হুঙ্কার ছাড়ছেন। দুর্নীতি তাঁরা আজকে অন্য জায়গায় দেখছেন। সেটা নিয়েতো এ্যাসেম্বলীতে বহুবার আলোচনা হয়েছে। তাঁদের নিজেদের ঘরের মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে। এই সম্পর্কে আমি আরো ২/৪টা এ্যাক্সজাম্পল দিতে পারি কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত হয়ে যাবে বলে বলছি না। আমি জানি যে অনেকে কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলছেন। এই রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে কর্মচারীদের আন্দোলনের কথাও অনেকে বলছেন। কিন্তু কর্মচারীদের কাছ থেকে যখন চাঁদা নেয়া হয় তার কোন হিসাব দেয়া হয় কি না আমি জানি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে এই কর্মচারীরা এই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। আমি এখানে বলতে পারি কর্মচারীদের এই আন্দোলনে বহু কর্মচারী আজকে প্রশ্ন তুলছে বলে কর্মচারীরা আজকে আন্দোলনে যেতে পারছে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে বলে আজকে তারা একটু ঘাবড়ে গেছে। লাগাতর ধর্মঘটের কথা কি বলছে না বলছে আমি তার জবাব দিতে পারব না। সেটার জবাব সরকারী কর্মচারীরাই দেবে আমি দিতে চাই না। আমি জানি আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে বলতে পারি আমি জানি গণতন্ত্রকে কোন ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যারা গণতন্ত্রের বুলি আজকে আওড়াচ্ছেন তাঁরাই আজকে বলছেন যে পুলিশ লাঠি চার্জ করছে, পুলিশ গুলি করছে, পুলিশ ডাণ্ডাবাজি করছে। কাজেই শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আজকে কর্মচারীদের ধমকানো হচ্ছে না বাড়ী বাড়ী গিয়ে। আমি জানি, আমি বলতে পারব ঘর বাড়ীতে গিয়ে কর্মচারীদের ধমকানো হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি তাঁরা কি ভাবে চলছেন, কি পথে তাঁরা চলছেন। কিন্তু তাঁরা যে পথে চলছেন সেটা গণতান্ত্রিক পথ নয়। আজকে তাঁরা বলতে পারেন পুলিশ প্রয়োগ করা হয়, গুলি চালনা হয়। কিন্তু আজকে যে নিরীহ মানুষকে ধমকে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাজ করার স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে এটা গণতন্ত্রের কোন অর্থ সেটা আমি বুঝি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যদি কর্মচারীরা মনে করেন তাদের আন্দোলন করা দরকার আছে তাহলে তারা তা করতে পারেন। কিন্তু যদি কাউকে শাসানো হয়, যে তোমরা যদি অফিস, করো তাহলে তোমাদের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়া হবে এই সব কথা যদি বলা হয়, কারা বলছেন আমি জানি না সিক্স্থ ফেব্রুয়ারী নাকি জানি একটা দল যার আড়ালে কর্মচারীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দেশের যুবককে লেলিয়ে দিয়ে তাদের ধমকানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, এটা যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে থাকে তাহলে আমার বক্তব্য নেই। কিন্তু তখন অন্য কর্মচারীরা যদি এর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয় তাহলে যে পুলিশের কথা বলেছেন তাদেরই সাহায্যে তখন পুলিশকে পাঠাতে হবে, সেই পুলিশকে তখন তাদেরই সাহায্যে যেতে হবে। ঐ যারা ধমকানি দিচ্ছে তাদেরই সাহায্যে। সেই জন্যই এই পথটা

গণতান্ত্রিক পথ নয়। পুলিশকে মাননীয় সদস্তরা এইভাবে নিয়ে যাবেন না। বাধ্য হয়ে পুলিশের প্রয়োজন পড়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা বলা হয়েছে যে কর্মচারীদের আন্দোলনের ব্যাপারে। আমি আগেও বলেছি যে কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেটানোর জন্য আগেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, বর্তমানেও নেয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নেয়া হবে। যদি কোন ন্যায় সঙ্গত দাবী থাকে আর যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমি সোজা কথা বলতে পারি এর অর্থ যদি এই হয়ে থাকে লাগাতর ধর্মঘটের অর্থ যদি এই হয়ে থাকে অ্যাসেম্বলী বন্ধ করে দেবেন, যেখানে রিপ্রেজেন্টিটিভরা বসেন সেটা বন্ধ করে দেবেন, প্যারালাইজড করে দেবেন, তাহলে গভর্ণমেন্ট সেটা টলারেট করবেন না। এই সরকারকে যদি প্যারালাইজড করে দেবেন এই লাগাতর ধর্মঘটের ফলে তাহলে আপনারও জেনে রাখুন এই সরকার এত দুর্বল নয় যে তার মোকাবিলা করতে পারবে না।

(টেবিল চাপড়ানো)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাইস রাইসের কথা বলা হয়েছে…(গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্তদের একটুখানি চুপ করতে বলুন। কারণ ওরা যখন ওদের বক্তব্য রাখেন এখানে তখন রুলিং পার্টি থেকে তাঁদেরকে ডিষ্টার্ভড করা হয় না।

মি: স্পীকার :— অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— সংক্ষেপে শেষ করুন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের টাইম কি অ্যাক্সটেনশন করবেন? আমাদের একটা রিজিউলিশন আছে।

মিঃ স্পীকার :— এক ঘণ্টা অ্যাক্সটেনশন করবো। অনারেব্‌ল চীফ মিনিষ্টারের বক্তব্যের শেষে গভর্ণার অ্যাড্রেসের উপর ভোটাভুটি হওয়ার পর, মাননীয় সদস্তের যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশন আছে সেইটার উপর যতটুকু সময় লাগে ততখানি সময় আশা করি মাননীয় সদস্তরা দেবেন ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে যে এইটা ভোটাভুটি হয়ে যাওয়ার পর মাননীয় সদস্তের যে প্রস্তাব আছে সেইটা মোভ করে রেখে দেওয়ার জন্য যতটুকু সময় লাগবে এইটুকু সময়ের প্রয়োজন।

মিঃ স্পীকার ঃ— হ্যাঁ, এইটুকু সময়ের প্রয়োজন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। আমরা অস্বীকার করি না যে মুল্যবৃদ্ধি হয়নি, এইটা অস্বীকার করি না, হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরায় আমরা আছি সেই জন্য আমরা আগেই বলেছিলাম যে ত্রিপুরার বাস্তবতা সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের ধারণাটা ত্রিপুরার বাস্তবতার সংগে কোন মিল নেই। তার কারণ হলো মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে শুধু ত্রিপুরায় ঘটেছে ? ওরা ভারতবর্ষের অনেক কথা বলে, বিভিন্ন

রাজ্যের কথা বলে, সব জায়গার কথা টেনে আনতে পারে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে ঐকথা প্রসংগে এই কথাটা আসে না। যে কোন জায়গায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ত্রিপুরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটা না ঘটা সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপর নির্ভর করে না, ত্রিপুরার মানুষের উপর নির্ভর করে না, এইটা নির্ভর করে এখানকার মাল, এইখান থেকে যে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাইরে থেকে আসছে, বিভিন্ন জায়গার উপর আমরা ডিপেনডেন্ট। তার জন্য মূল জায়গায় যদি মূল্যবৃদ্ধি হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেইটা হবে। কিন্তু আমরা এই কথা বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধি যদি কোন রাজ্যের সংগে তুলনামূলক ভাবে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে আমাদের এইখানে মূল্যবৃদ্ধি সেই পরিমাণে ঘটে নি। মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, অস্বীকার করি না কিন্তু যে পরিমাণে অন্য জায়গায় ঘটেছে সেখানে সমস্ত রাজ্যের চাইতে এইখানে কম আছে। মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায়ই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যদি অসত্য ভাষণ বলে থাকেন তাহলে তাদেরকে সংশোধন করতে বলবো। প্রত্যেক বছরের এখানকার ষ্ট্যাটিস্‌কসের হিসাব নিতে বলি ওদেরকে। প্রত্যেকটা মাস, প্রত্যেকটা বছরের হিসাব, কম বেশী হতে পারে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে না এই কথা যদি কেউ বলে আমি বলবো এইটা বাস্তবতার সংগে সম্পর্ক নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যারা তেল সরবরাহ করে থাকে বিভিন্ন দেশকে, যেখানে পেট্রল যে জায়গা থেকে আসে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যেখানে সরবরাহ হয়ে থাকে সেই সোর্সের দাম বেড়েছে, তার সংগে এখানে দাম বাড়তে বাধ্য যারা ব্যবহার করে। এইটা ষ্ট্যাটিস্‌টিকসের প্রশ্ন নয় কমনসেনসের প্রশ্ন। যেখানে থেকে তেল আনছি সেখানে বেড়ে গেল এখন আমার দেশের তেলের দাম বাড়বে না এইটা হতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিকসের কথা, যেমন আমাদের সম্বন্ধে বলেন যে এই স্ট্যাটিস্‌টিকসের হিসাব ঠিক নয়, অনেক সময় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলে থাকেন যে গভর্ণমেন্টের স্ট্যাটিস্‌টিকসের হিসাব ঠিক নয়, তাহলে একমাত্র স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স যেটা ওদের মতে যেটা একমাত্র আরাধ্য দেশ সেই দেশগুলির গভার্ণমেন্টের স্ট্যাটিস্‌টিকসটা কারেক্ট আর সমস্ত জায়গার গভার্ণমেন্টের স্ট্যাটিস্‌টিকসগুলি হবে ভুল। হ্যাঁ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্দিরার কথা বলতে পারেন এবং সেইটা কোন জায়গার যারা মানেন সেই কথা তারা বলতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হলো মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং আজকে যেখান থেকে মাল আমদানী করা হয়, সেখানে তেল দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি কমে আসছে এবং আমরা আশা করছি তার ফল এই ত্রিপুরা রাজ্যে পড়বে। যেহেতু কোন জায়গায় যদি আমি বলি এইটা স্ট্যাটিস্‌টিকসের খবর তখন তারা বলবে এইটা * অসত্য কথা—

* Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী, অসত্য বলুন

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— না, না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমার কথা নয় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কথার আমি রিপিটেশন করেছি, এইটা আমার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :— দিস উইল বি এ্যাকসপানজড্‌।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই দিক থেকে যেটি যেসব মেজার এই সম্পর্কে নেওয়া হয়েছে যার ফলে যে ট্রেণ্ড আজকে সারা ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে মূল্যস্তর একটু কমাতর দিকে। এটা ত্রিপুরায় তার ফল—আমাদের এখানে আসতে একটু সময় লাগবে—মাল আসতে অনেক সময় লাগে। সেজন্য আমাদের এখানে এফেক্টটা পৌছাতে একটু টাইম লাগবে তাহলেও অন্য জায়গায় যে হারে কমছে আমাদের এখানে এখনও সেই হার থেকে এখনও কম আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্যই ভারত সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং কি ভাবে এই মূল্য বৃদ্ধিটা রোধ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন যার ফলে কিছু কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে তা সেই সম্পর্কে আবার উলটা দিক থেকে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যা বলেন যে স্মাগলারদের ধরা হবে, কেন হোলর্ডারদের ধরা হবে, কেন যারা বড় গৃহস্থ আছে তাদের ধান কেন নেওয়া হবে সেই প্রশ্ন আবার আমাকে করা হচ্ছে—অত্যাচার, অত্যাচার, অত্যাচার। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ কোন দিকে যাব। ওরা যদি বলেন যে হোর্ডারদের ধরতে হবে এবং তাহলে মূল্যস্তরটা কমে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ভারত সরকারের সংগে একমত হয়ে ভারত সরকারের পরিকল্পনার সংগে আমরা মিলে গিয়ে একই পথ ধরে আমরা এখানে এন্টি স্মাগলারিং-এর প্রতিরোধ—সেই প্রতিরোধকে আমরা শক্ত করে তুলছি এবং তার পরিণতিতে আজকে কিছু কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্মাগলিংয়ের এফেক্টটা অনেক কমেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একই অভিযোগ বার বার করা হয় যে মন্ত্রীর গাড়ীতে সোনা পাচার হয়। আমি যদি বলি যে মননীয় সদস্যদের অনেকের গাড়ীতেই মাল যায়—মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকের গাড়ীতেই মাল যায় এবং সংগীও হয় তাহলে সেটা অসত্য ভাষণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার কথা হল এটা একটা সোস্যাল ইভিল—এই সোস্যাল ইভিলকে প্রতিরোধ করার জন্য যে সহযোগীতা যে কোপারেশন—এসেম্বলীতে বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছ থেকে আশা করা যায় সেটা দেখছি যে পাওয়া যাচ্ছেনা। সরকার তুমি কর, তোমার দায়িত্ব, আমরা শুধু গালাগাল করব। যদি করতে চাওয়া হয় তাহলে অত্যাচার হবে যদি না করা হয় এই সরকার তার সংগে জড়িত। কি মুস্কিল। তেমনি করে এই ভাবে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের—তাদের বিচার সেই ভাবে হচ্ছে। কাজেই আমি বলছি যে মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে প্রচেষ্টা নিয়েছি এবং মূল্যস্তরকে একটা সীমার মধ্যে রাখা যায় কি না সেজন্য ভারত সরকার চেষ্টা করছেন এবং ভারত সরকার তার রিজার্ভ ব্যাংক আছে—স্মাগলিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়েছেন। তেমনি এখানেও সেই প্রচেষ্টা চলছে আশা করি যে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন ভারতের কোথাও থাকবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রোড করা সম্পর্কে—গ্রামের রাস্তা করা সম্পর্কে কোন কোন মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন আছে। আবার সেই ষ্টেটেসষ্টিক্স-এর মধ্যে আমাকে আসতে হয়। কারণ ষ্টেটেষ্টিক্স ছাড়া উনা চলতে পারেন না। আমাদের এখানে রোড ল্যাংথ যা আছে সেটা হল ৩০৫ কিলোমিটার পপোলেশান পার লাখ। ভারতবর্ষের গড় হিসাব আছে প্রতি লাখে ২৯০ কিলোমিটার। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা হয়নি রাস্তা হচ্ছে না—এটা অন্তত বলতে পারি যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার তুলনায় রাস্তা যা আছে কম নয়। রাস্তা সম্পর্কে যে প্রশ্ন যে রাস্তা হলনা কেন যেটা বলা যায় যে রাস্তা পাঁচ করা হল না কেন সেই সব হতে পারে। আর সাধারণত আমরা

চেষ্টা করছি গ্রামের দিকে যাতে যথাসম্ভব আরও বেশী করার চেষ্টা করছি। এবং সেই ভাবে ভারতবর্ষের গড়কে আমরা ছাড়িয়ে দিয়েছি এবং আগামী দিনেও আমরা ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে দিতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা প্রশ্ন আলোচনার মধ্যে অন্য ক্ষেত্রেও আসবে সেটার মধ্যে আমি ডিটেলসে যেতে চাই না। সেটা হল জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে। সেটা একটা ভাইট্যাল ইস্যু ত্রিপুরার পক্ষে। সেই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাব আসবে এবং সেটা সম্পর্কে তখন ডিটেলসে আলাপ করব। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি এই সম্পর্কে এই সরকার সচেতন এবং সেজন্য ল্যাণ্ড রিফর্মের থার্ড এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট মাননীয় সদস্যদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। রেল লাইন সম্পর্কে বলা হয়েছে—যে রুরেল এরিয়াতে রেল লাইন নেই—মাননীয় সদস্যের নিশ্চয়ই জানা আছে যে রেল লাইনটা আমাদের ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত নয়। রেল লাইনের একতিয়ার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের। সেই হিসাবে এইটুকু বলা যায় যদি বিলোনীয়াকে রুরেল এরিয়া ধরা যায় সেটাও হওয়ার পথ প্রস্তুত হয়েছে পরিস্কার হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বিলোনীয়ার সংগে রেলের সম্পর্ক হয়ে যাবে। যদি ধর্মনগরকে রুরেল এরিয়া ধরা যায় তাহলে অলরেডি সেখানে আছে। কাজেই রুরেল এরিয়াতে রেল লাইনের বিস্তৃতির প্রশ্নটা আসে না। এবং কুমারঘাট পর্য্যন্ত যা আসার কথা সে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং সেই ভাবে এটাকে বিচার করা হচ্ছে। এবং আশা করা যাচ্ছে এই ফিফ্থ প্লেনের মধ্যে সেটার কাজ আরম্ভ হবে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মাননীয় সদস্যরা হয়ত জানা আছে এই ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইনের ব্যাপারে—এই দিকের যত চীফ মিনিষ্টার আছেন বিভিন্ন রাজ্যের—নর্থ ইষ্টার্ণ কাউনসিলের অন্তর্ভূক্ত তারা সহ গভর্ণর নিজে প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং এই প্রশ্নটা সেদিনও সামনে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে যাতে এই রেল লাইনের কাজটা হয়ে যায়। এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষ যদি মনে করেন একেবারে আজকেই এই বছরের মধ্যেই গভর্ণরের এড্রেসে এই কথা রইল না কেন ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন চলে যাবে এই কথাটা রইল কেন না তাহলে আমি নাচার। কারণ ভারতবর্ষের অর্থনীতির প্রশ্ন ত্রিপুরার অর্থনীতির প্রশ্ন এবং যেহেতু এটা কেন্দ্রীয় ব্যাপার সেই হিসেবে অনেকটা আমাদের উপর নির্ভর করে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন সদস্য স্বাস্থ্য বিভাগের কাজকর্ম বিভিন্ন জায়গায় নাকি হচ্ছে না এইরকম বলেছেন। এই সম্পর্কে আমি বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না, কারণ স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে তার উত্তর পেয়েছেন। যদি বলা হয় যে আগরতলাকে ভিত্তি করেই সমস্ত হাসপাতাল হচ্ছে তাহলে বলব এই প্লেনের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারগুলিতে এই ধরণে হাসপাতাল দেখব, আর কতগুলি হাসপাতাল করা হয়েছে-যেখানে স্পেসালাইজড ট্রিটমেন্ট করা হবে। আর আগরতলার কথা যদি বলি তাহলে এখানে ক্যান্সার হাসপাতাল হচ্ছে, কারণ এটা সেন্টাল হওয়া দরকার এবং যেগুলি সেন্টাল করা দরকার সেগুলি আগরতলায়ই হচ্ছে এবং সেটা গত প্লেনের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এর সংগে অনেক প্রশ্ন জড়িত এবং সেটাকে ভাগ ভাগ করে দেখলে হবে না। এটাকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে এবং রাজ্যপালের যে ভাষণ তার মধ্যে এই ইঙ্গিতটা দেওয়া আছে যে সরকার

কিভাবে পুনর্বাসন করবেন এবং কি নীতির উপর নির্দ্ধারণ করে করবেন এবং কিভাবে হবে তার একটা ইঙ্গিত রয়েছে এবং গুরুপদ কলোনী সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। গুরুপদকলোনী যেখানে করা হয়েছে সেখানে মাননীয় সদস্তরা যারা ঐ অঞ্চলের সংগে পরিচিত তারা জানেন যে ঐ অঞ্চলে লোক বসতি ছিল না সেই অঞ্চল আজকে শস্য শ্যামলা হয়েছে, সেখানে জায়গা দেওয়ার অভাব ঘটেছে। (বিরোধী দলের হাস্য) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বুঝা গেল তারা সেটা নাও দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু যে জায়গা ছিল এখন সেই চেহারা বদল হয়েছে কিনা এবং যেটা ডেজার্ট হয়েছিল কোনদিন সেখানে লোকে ভরে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আবেদন আসছে গুরুপদ কলোনীতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলা হয়েছে যে সরকার পক্ষ থেকে অনেক কথা বলা হয়, এমন সব কথ বলা হয় যেটা রূপ পাচ্ছে না। পেপার মিল সম্পর্কে বলা হয়েছে। পেপার মিল সম্পর্কে জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে এটা প্রায় একশ' কোটি টাকার প্রজেক্ট। সেটা হতে কিছু সময় লাগে।এটা সহজভাবে হয় না। ওয়ার্লড ব্যাংকের টিম আমাদের এই ত্রিপুরায় এসেছে। বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের লোক এসে দেখে গেছেন এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কে কারো মনে মধ্যে সন্দেহ নাই যে এখানে পেপার মিল হবে না। ওয়ালর্ড ব্যাংকের যারা এসেছিলেন তারা ইন্টারেষ্টেড। তারা বলেছেন যে এইরকম একটা প্রজেক্টের জন্য আমরা টাকা দিয়ে ইন্টারেষ্টেড। আমি শুধু বুঝতে চাই যে সরকার যে কথা বলেন সেটা তারা কার্য্যকরী করতে চেষ্টা করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাটের কল সম্পর্কে আগেও প্রশ্ন করেছিলেন। (এ ভয়েস— জুট মিল জুটা হ্যায়) অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে হবে না। আপনারা দেখবেন যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শুধু লেটার অব ইনটেন্ট দেওয়া হয়েছে। এর উপর শুধু যদি আমরা কথা বলতাম তাহলে শুধু লেটার অব ইনটেন্ট নয়, বিভিন্ন রাজ্যের যে প্রজেক্ট হচ্ছে আসামে কিংবা নাগাল্যাণ্ডে সেটা ৭/৮ বছর লেগেছে কার্যকরী করে তুলতে। ত্রিপুরা সরকারের আয়ুঃকাল মাত্র তিন বৎসর। আমরা চাই খান্দেশ্বরী করে বিভিন্ন জায়গায় যদি করে তোলা যায় তাহলে এগ্রিকালচারিষ্টস যারা আছেন তারাও উপকৃত হবেন। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে সুগার মিল সব সময়ে চালু থাকে না। এটা সীজন্যাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সীজন্যালকে রক্ষা করার জন্য এর বাই প্রডাক্টস্ কি হবে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাতে সারা বছর কাজ চলতে পারে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যুত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। সেই সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারেন না যে আমাদের এখানে যে সম্বল আছে সেটা শুধু ডুম্বুর প্রজেক্ট। এছাড়া আর কোন নদীকে দিয়ে কোন প্রজেক্ট করার ব্যবস্থা নেই, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। আমরা ডুম্বুর প্রজেক্ট নিয়েছি এবং তার ফলে সেখানকার কিছু আদিবাসীকে সরিয়ে আনতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন এটা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৭৩-৭৪ সালে সেখানে আমাদের হাতে সিমেণ্ট এল না। আমরা দেখলাম যে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা দেখেছিলাম যে ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে যদি সিমেন্ট এসে যায় তাহলে জলমগ্ন হয়ে যাবে, সেজন্য তাকে আগে উঠিয়ে আনতে হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সিমেন্টের ক্রাইসিস আমাদের এখানে শুধু প্রশ্ন নয়, এটা সারা ভারতবর্ষে ব্যাপী প্রশ্ন। তথাপি আপনারা জানেন যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে রাজ্যপালের ভাষণে এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে ১৯৭৬ এর মাঝামাঝিতে এটা কমপ্লিট হওয়ার সম্ভবনা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তবুও আমরা বলেছিলাম যাদের ওখান থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে, এক বছর যে ড্যামটা পড়ে রইল সেখানকার লোক যদি সেই জমিতে চাষবাস করে সেই সময়ে মানবিক কারণে যে প্রশ্নটা আমরা দেখেছিলাম সেই প্রশ্নটা এসেছে যে ঐ জায়গা ছেড়ে মানুষগুলি চলে গেছে। সরকার থেকে বিবেচনা করে বলা হয়েছে যে তারা সেখানে চাষ করুক, সেখানে তারা রইল না, সেখানে প্রশ্ন উঠল যে তারা জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনাহার মৃত্যুর কথা তিন বছর ধরেই শুনছি। ত্রিপুরা যতদিন আছি ততদিনই শুনচি যে মাননীয় সদস্যরা বলছেন যে অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে। সেটা বলতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের কাছে এটা সুখবর, কারণ ঐ মরা নিয়ে তাঁরা শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, যেখানেই তারা দেখেন, তারা বলতে পারেন যে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কারও রিপোর্টের উপর রিফ্লেকশন দিচ্ছি না, কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর খবর নিতে গিয়ে দেখা গেল মাননীয় সদস্যদের অনেকেই বেকায়দায় পড়তে হলো এবং আমার কাছে অনেক মাননীয় সদস্য এইটা বলেছেন যে এইটা আর পারসিউ করতে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা বিধান সভায় এসে এই কথা বলেছেন তারপর যখন ইনকোয়ারীতে দেওয়া হয় তারপর দেখা যায় যে এর মধ্যে রকম ফের হয়ে যাচ্ছে। যখন বেকায়দায় পড়ে যান এবং জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা কেন এই রকম করলে তখন বলেন এইটা ড্রপ করে দেন এইটা আর টানার দরকার নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি গোপনে জানতে চান তাহলে আমি বলে দিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি কারও উপর রিফ্লেকশন দিতে চাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন হলো যে আজকে দেখা যায় অনাহারের প্রশ্নটা ওদের অভ্যাসগত হয়ে গেছে। আমরা ত্রিপুরা সম্পর্কে যতটুকু জানি কোন জায়গায় এইরকম হয়েছে বলে আমরা জানি না। আরেকটা কথা বলেছেন যে অ্যাম্পলয়মেন্ট দেওয়ার জন্য একটা সার্ভিস দেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য বলেছেন, খুব সম্ভবতঃ তড়িত দাসগুপ্ত মহাশয় বলেছেন। এই সম্পর্কে আমরা ডেফিনিটলি বলতে পারি এ্যাম্পলয়মেন্টের পরিধি বাড়াবার জন্য কিভাবে তাদেরকে কাজে লাগানো যায় এই এ্যাম্পলয়মেন্টের প্রশ্ন কিভাবে সলিউশন করা যায় তার জন্য কর্পোরেশন করা হয়েছে, খাগুলোম বোর্ড করা হয়েছে, হ্যানডিক্র্যাফট্ কর্পোরেশন করা হয়েছে তার ফলে ধীরে ধীরে আজকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যারা বেকার আছে তাদেরকে আজকে কি করে এই কাজের মধ্যে লাগানো যায়, অ্যানগেজ করা যায় এই সম্পর্কে আমরা অলরেডি প্রস্তাব নিয়েছি এবং এই সাজেশনের দিক থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের অনেকেই অনেক কথা বলেছেন কিন্তু সব কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য যেটা বলার ছিল সেই বক্তব্য আমি মোটা মুটি শেষ করছি। যদিও অনেক প্রশ্নের জবাব হয়তো অনেকেই পান

নি। মনে হয়তো হতে পারে যে অনেকেই পান নি কিন্তু আমি প্রশ্নগুলি ঘেটে দেখেছি সব প্রশ্নগুলিই একই রকমের। কাজেই আমি সেই দিক থেকে কেবল পয়েন্টগুলির সম্পর্কে আলোচনা করেছি আর না হলে আমাকে আরও সময় দিতে হবে। আমাকে সময় দিলে আমি প্রত্যেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারতাম। সরকারের দিক থেকে আমরা এই কথা বলতে পারি যে আমরা একটা নীতির উপর বিশ্বাসী আমরা সেই অনুযায়ী দেশকে আমাদের সীমিত শক্তির মধ্যে দিয়ে এবং এই ত্রিপুরার সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে এবং আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আমরা টেক্স করতে পারবো না, আমরা রিসোর্স বাড়াতে পারবো না এই রকম নানান দিক থেকে যে প্রশ্ন আমাদের ত্রিপুরার আছে সেই সমস্ত দিক থেকে যে ভাষণ গভার্ণর রেখেছেন এইটা অতি বাস্তব দৃষ্টি থেকে তার ভাষণ রেখেছেন এবং এই বাস্তবটাকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দিতে যদি বিরোধী পক্ষের সহায়তা পাওয়া যায় তাহলে আমি মনে করি যে আগামী বছরে ত্রিপুরার ইতিহাস আর একটু ভিন্ন হবে।

Mr. Speaker :—The discussion on the Governor Address is over. Now I am putting the amendments to vote first. Now the question before the House is the motions moved by Shri Jitendra Lal Das that at the end of the Motion the following be added namely, but regret that there is no mention in the address regarding.

১) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা। ২) সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী ত্রিপুরায় উপজাতীদের স্বার্থে স্বায়ত্ব শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের কথা। ৩) ত্রিপুরায় শিল্পায়নের সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সময় সূচী ঘোষণা। ৪) জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সময়সূচী ঘোষণা। ৫) চিনির কলের জন্য আখ খরিদ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ৬) আভ্যন্তরীন রেল লাইন চালু করা সম্পর্কে। ৭) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা সম্পর্কে। ৮) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন ও অন্যান্য সহরে মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ সম্পর্কে। ৯) পে-কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ব্যক্ত করার ব্যাপারে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে। ১০) বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্পর্কে।

(Than the amendments were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motions moved by Sri Ajoy Biswas that at the end of the motion the following be added namely, but regret that there is no mention in the address.

১) রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন ভাতা দানে উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে। আগরতলা পৌর এলাকায় সঠিক উন্নয়ন ও পৌর প্রকল্পে দুর্নীতি রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

(Then the amendments were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motions moved by Sri Abhiram Deb Barma that at the end of the motion the following be added namely, but regret that there is no mention in the address :—

১) ত্রিপুরায় শিল্পকারখানা স্থাপনের উপযুক্ত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে। ২) কৃষি জমিতে জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে।

(Then the amendments were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motions moved by Sri Sudhanwa Deb Barma that at the end of the motion the following be added namely, but regret that there is no mention in the address :—

১) ১৯৬০ সাল থেকে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উপজাতীদের নিকট প্রত্যার্পনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে। ২) ককবরক রাজ্য ভাষার মর্য্যাদা দানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

(Then the amendments were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motions moved by Sri Bajuban Riyang that at the end of the motion the following be added, but regret that there is not mention in the address :—

১) বেকার সমস্যা সমাধানে এবং চাকুরীর ক্ষেত্র উপজাতী জনগণের নির্দিষ্ট কোটা পূরণে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে। ২) কালোবাজারী ও দুর্নীতি রোধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে। ৩) সরকারী গাড়ীতে পেট্রল অপচয় নিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে।

(Then the amendments were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Purnamohan Tripura—

"That at the end of the motion the following be added, but regret that there is no mention in the address :—

"আবাদযোগ্য জমিতে দখলদার সকল ভূমিহীন উপজাতিকে ঐ জমিতে পুনর্বাসনের উপযুক্ত প্রকল্প রচনা সম্পর্কে।"

(The amendment was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that at the end of the motion the follow ing be added, but regret that there is no mention in the address :—

"আদিবাসী কল্যাণ সম্পর্কিত প্রকল্প এ দুর্নীতি দূর ও ব্যর্থতা প্রশমনে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।"

(The amendment was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion move by Shri Pakhi Tripura that at the end of the motion the following be added, but regret that there is no mention in the address :—

"রাইমাশর্মার উচ্ছেদপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সরকারী নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

(The amendment was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Radharaman Deb Nath that at the end of the motion the following be added, but regret that there is no mention in the address :—

"গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্পে সস্তা কাচামাল সরবরাহ এবং পণ্যের ব্যবহার স্থির নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।"

(The amendment was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Niranjan Deb that at the end of the motion the following be added but regret that there is no mention in the address—

'উপজাতি ছাত্রদের মাতৃভাষায় সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রচনা এবং সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের ককবরকের মাধ্যমে শিক্ষা দান সম্পর্কে।'

(The amendment was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Bhadramani Deb Barma that at the end of the motion the following by added but regret that there is motion in the address—

'সীমান্ত এলাকায় গরু পাচার ও অন্যান্য বেআইনী পাচার রোধে কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।'

(The amendment was negatived by voice vote.)

Mr. Speaker :— The question before the House is the motion moved by Shri Kalidas Deb Barma that at the end of the motion the following be added but regret that there is no mention in the address—

'সাড়ে সাতকানি জমির খাজনা রহিত করা সম্পর্কে সরকারী নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে।'

(The amendment was negatived by voice vote.)

Mr. Speaker :— The question before the House is the motions moved by Shri Samar Choudhury that at the end of the motion the following be added, but regret that there is no mention in the address—

১) আমন ফসল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়া সম্পর্কে।

২) রেশন দোকান সমূহে খাদ্য সরবরাহের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

৩) খোলা বাজারে চালের মূল্যের উর্ধগতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ না হওয়া সম্পর্কে।

৪) ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চলে টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু সম্পর্কে।

৫) সিলিং 'এর উর্ধে সকল জমি সরকার কর্তৃক গ্রহণ করে বিনা নজরে ভূমিহীন জুমিয়াদের বন্টন সম্পর্কে।

৬) গরীব কৃষকদের বকেয়া রাজস্ব ও ঋণ পরিশোধে আর্থিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে।

(The amendment was lost by voice vote.)

Mr. Speaker:— Now the question before the House is the motion moved by Shri Anil Sarkar that at the end of the motion the following be added, but regret that there is no mention in the address—

১) জনজীবনের গভীর অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে নির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু পথ গ্রহণ সম্পর্কে।

২) রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে।

৩) অগ্রসর তপশীলী জাতীর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা সম্পর্কে।

(The amendment was negatived by voice vote)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Amarendra Sarma that—

'রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি আমার ইচ্ছায় এই নোটিশ দিলাম :—

'যে প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত করা হউক—

কিন্তু দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে রাজ্যপালের ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই—

১) ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

২) নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষায় দশ ক্লাশের পরবর্তী শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ ও রূপায়ন সম্পর্কে।

৩) মহকুমা শহরগুলিতে কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

৪) ত্রিপুরা থেকে প্রিমেডিক্যাল কোর্স পাশের পর মেডিক্যাল কোর্স পড়ার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে।

৫) ধর্মনগর ও উদয়পুরসহ অন্যান্য মহকুমা শহরগুলিতে পৌরসংস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

৬) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রের অব্যবস্থা দূরীকরণের সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে।

(The amendment was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Motion of Thanks to vote.

The question before the House is the Motion moved by Shri Sunil Ch. Dutta and seconded by Shri Jaduprasanna Bhattacharjee—

"That an address be presented to the Governor in the following forms—

'That the members of the Tripura Legislative Assembly assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to this House assembled on the 7th March, 1975.'

(The motion was accepted by voice vote.)

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Next Business of the House is Private Members' Resolution. First I shall take up the following resolution of Shri Ajoy Biswas moved on 11-10-74 during the 7th Session of the Assembly discussion on which was not concluded.

'This Assembly is of opinion that an Assembly Committee be set up to lay down the basic priniple which should be followed by the Government of Tripura in matters of transfer and posting of Government Employees'

Shri Ajoy Biswas :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা আগেই মুভ করা হয়েছিল। সেটা আমি পরে বলব। এটা স্যার, আগেরবারই মুভ করা হয়েছিল। এটার আর নূতন করে মুভ করার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা।

Mr. Speaker :— The next resolution is of Shri Sudhanwa Deb Barma.

I would request Shri Sudhanwa Deb Barma to move his resolution that—

'This Assembly requests the Central Government to take immediate steps to set up a Tribal District Council as provided in the 6th Schedule of the Indian Constitution.

Shri Sudhawa Deb Baama :— Mr. Speaker, Sir. I beg to move that—

'This Assembly requests the Central Government to take immediate steps to set up a Tribal District Council as provided in the 6th Schedule of the Indian Constitution."

Mr. Speaker :— Next resolution is of Shri Madhusudan Das, The Hon'ble Member is absent, so the resolution falls through.

The House stands adjourned till 12-30 P. M. of Friday, the 14th March, 1975.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 5

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Departmen be pleased to State —

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এ কোন সার ও পোকার ঔষধ মোট কি পরিমাণ আমদানী করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কোন সার ও পোকার ঔষধ মোট কি পরিমাণ বিক্রী হয়েছে ?

২) ইহা কি সত্য যে পোকার ঔষধ ও সারের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় সারের বিক্রি কমে গেছে। যদি সত্য হয় সরকার বেশী দরে সাবসিডি দেওয়ার কথা চিন্তা করেন কি?

৩) সার ও পোকার ঔষধ বিক্রয়ের সময় ওজনে কোন ঘাটতি হয়ে থাকলে তার জন্য সরকারের কত ক্ষতি হয়েছে?

উত্তর

১) ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ ইং সনে সার ও পোকার ঔষুধের আমদানী ও বিক্রয়ের পরিমাণ এইরূপ :—

	১৯৭৩ ইং		১৯৭৪ ইং	
	আমদানীর পরিমাণ	বিক্রয়ের পরিমাণ	আমদানীর পরিমাণ	বিক্রয়ের পরিমাণ
ক) সার				
নাইট্রোজেন ঘটিত	২,৬৮৬ মেট্রিক টন	১,৫৮৫ মেট্রিক টন	২,০৭৩ মেট্রিক টন	১,০৫৬ মেট্রিক টন
ফসফেট জাতীয়	১,৬১৭ মে: ট:	৩৯৮ মে: ট:	৯৭১ মে: ট:	৪৫৭ মে: ট:
পটাশ জাতীয়	৯২১ মে: ট:	১৬৮ মে: ট:	৬৮৫ মে: ট:	১৬৭ মে: ট:
মিশ্র সার	১৯২ মে: ট:	১৬ মে: ট:	—	৩১ মে: ট:
মোট :	৫,৪১৬ মে:ট:	২,১৬৭ মে:ট:	৩,৭২৯ মে:ট:	১,৮১১ মে:ট:
খ) পোকার ঔষধ	২০৭ মে: টন	৭৩ মে: টন	১৩৮ মে: টন	৬৬ মে: টন

২) দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের বিক্রয় কমে গেছে। এই সারের ক্ষেত্রে সাবসিডির হার বাড়ানো যায় কিনা তা বিচার ও বিবেচনা করা হচ্ছে ;

৩) স্বাভাবিক কারণে ওজন ঘাটতির সীমা নির্দিষ্ট করা আছে। ইহা ধরিয়াই বিক্রয় মূল্য ধার্য্য করা হয়। তাই ওজন ঘাটতির জন্য সরকারের কোন ক্ষতি হয় না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 31

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলনীয়া গবুরছড়া ট্রাইবেল কলোনীর কতজন ট্রাইবেল ১৯৬৯ ইং সন হইতে ১৯৭৪ ইং পর্য্যন্ত জমি হস্তান্তর করিয়াছে ?

২) যে সকল ভূমি হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহা ট্রাইবেলগণ ফেরৎ পাইবার কি কি ব্যবস্থা সরকার নিতেছে ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 48

By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে বিশালগড ব্লক অন্তর্গত পুরাথল রাজনগর মৌজায় কতগুলি ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছিল ?

২) কোন্ কোন্ কৃষকের জমিতে ওভারফ্লো টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছে এবং কার নামে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

৩) এ সম্পর্কে ওভারফ্লো বসানোকৃত জমির মালিকদের কেহ কোনরূপ অভিযোগ করিয়াছিল কিনা ? এবং

৪) যদি অভিযোগ করিয়া থাকে তবে অভিযোগের ফলাফল কি ?

১) ১৯টি ।

২) যে সব কৃষকের জমিতে ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছে তাহাদের নাম, টিউব ওয়েলের সংখ্যা ও প্রতি টিউব ওয়েলের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

কৃষকের নাম ও পিতার নাম (১)	ওভারফ্লো টিউবওয়েলের সংখ্যা (২)	মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ (৩)
(১) শ্রীসুকুমার চৌধুরী পিতা মৃত উমেশ চন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৬৮ টাকা

১	২	৩
(২) শ্রীশংকর রায় চৌধুরী পিতা মৃত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী	১টি	৮ শত ৭৪ টাকা
(৩) শ্রীশ্যামাপদ দেব পিতা মৃত আনন্দ দেব	১টি	৮ শত ৮০ টাকা
(৪) শ্রীসুনীল চন্দ্র সরকার পিতা জগত চন্দ্র সরকার	১টি	৮ শত ৯৭ টাকা
(৫) শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সরকার পিতা মৃত সাগর চন্দ্র সরকার	১টি	৮ শত ৪৪ টাকা
(৬) শ্রীআনন্দ মজুমদার পিতা মৃত কুলচন্দ্র মজুমদার	১টি	৮ শত ৯১ টাকা
(৭) শ্রীকমলা সুন্দরী চৌধুরী পতি মৃত সুরেন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৯১ টাকা
(৮) শ্রীসারদা চরণ চৌধুরী পিতা মৃত মহিম চন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৮০ টাকা
(৯) শ্রীরসিক চন্দ্র মজুমদার পিতা কালাচাঁদ মজুমদার	১টি	৮ শত ৬৮ টাকা
(১০) শ্রীঅজিত কুমার চৌধুরী পিতা মৃত উমেশ চন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৭৪ টাকা
(১১) বলাই চন্দ্র রায় পিতা শ্রীহৃদয় চন্দ্র রায়	১টি	৮ শত ২০ টাকা
(১২) শ্রীগোপাল দেব পিতা শ্রীগিরিশ দেব	১টি	৮ শত ৪৪ টাকা
(১৩) শ্রীজহর লাল চৌধুরী পিতা মৃত সুরেন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৫৬ টাকা
(১৪) শ্রীচুনীলাল চৌধুরী পিতা শ্রীসুরেন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৫৬ টাকা
(১৫) শ্রীআনন্দ মোহন রায় পিতা মৃত হরিচরণ রায়	১টি	৮ শত ৭৪ টাকা
(১৬) শ্রীনৃপেন্দ্র দত্ত	১টি	৮ শত ৫৮ টাকা

১	২	৩
(১৭(শ্রীশান্তি চৌধুরী পিতা মৃত বিপিন চন্দ্র চৌধুরী	১টি	৮ শত ৭৪ টাকা
(১৮) শ্রীগোপাল চন্দ্র চৌধুরী পিতা শ্রীকালাচাঁদ চৌধুরী	১টি	৯ শত ৩ টাকা
(১৯) শ্রীসুকুমার সাহা পিতা কামিনী কুমার সাহা	১টি	১ হাজার ১ শত ২৮ টাকা
	১৯টি	১৬ হাজার ৭ শত ৮০ টাকা

৩) না

৪) প্রশ্ন উঠে না

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 55

By Shri Abdul Wazid

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন বিলনীয়ার মতাই গ্রাম সেবক কেন্দ্রে সরকারী বীজাগার গৃহটি দীর্ঘদিন যাবৎ ঠিকাদার কাজ করার পরও কাজটি অসম্পূর্ণ থাকায় বহু টাকার কাঠ ও বেড়া বৃষ্টির জলে বিনষ্ট হইতেছে ?

২) অবগত থাকিলে কখন এই ঘরের কাজ শুরু হয় এবং কেন ঘরের কাজ অসমাপ্ত রহিল ?

উত্তর

১) ঠিকাদার কাজ সম্পূর্ণ না করাতে কাজটি অসম্পূর্ণ ছিল। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ কাঠ ও বাঁশের বেড়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

২) ১৯৭৪ ইংরাজীর জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঠিকাদার কর্তৃক ঘরের কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমত ঠিকাদারকে ঢেউটিন সরবরাহে কিছু বিলম্ব হওয়ায় এবং দ্বিতীয়তঃ ঢেউটীন নিয়া কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও ঠিকাদার তাহা না করায় ঘরের কাজ অসমাপ্ত থাকে।

STARRED QUESTION NO. 58

By Sri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) মাননীয় সরকার জানাবেন কি গত ১৯৭৩–৭৪ ইং সনে মোট কত মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হইয়াছিল ? এবং

২) ঐ সংগৃহীত ধান বণ্টনের সময় কত কম বা বেশী হইয়াছিল ?

উত্তর

১) ১৬,২৫৪·১৩৯ মেট্রিক টন ধান।

২) ৪৬২·৬৯১ মেট্রিক টন ধান কম হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 63

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে অরুন্ধুতিনগর খাদ্য গুদাম থেকে ১৯৭৪ এ খাদ্য, মটর টায়ার, বনস্পতি প্রভৃতি চুরি হইয়াছে ?

২) যদি চুরি হয়ে থাকে কোন জিনিষ কি পরিমাণ এবং আনুমানিক কি মূল্যের পণ্য চুরি হয়েছে এবং

৩) যদি এই দপ্তরের কাকেও চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, তাদের নাম ?

উত্তর

১) উক্ত বৎসরে এক মাত্র বনস্পতি ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা মটর টায়ার চুরি হয় নাই।

২) ৮২ টিন বনস্পতি, মূল্যে টাঃ ১৪,১০৪·৮২ পয়সা।

৩) চুরির অভিযোগে এই দপ্তরের কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কাজেই নাম উল্লেখ করার প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 77

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state ;—

Question

1. Whether it is a fact that the unemployed educated and uneducated persons have built hundreds of tongs and small sheeds (temporary) on the side of the Agartala town Roads for self employment ?

2. If so, what assistance has been given to them by the Government ?

Answer

1. Yas. 656 sheds were built up unauthorisedly.

2. 80 (eighty) plots have been regularised by the Agartala Municipality by allotment of land to the unemployed educated persons for construction of tongs and sheds on the road sides within the Municipal limit. No other assistance has been given to them.

ADMITTED STARRED QUESTION NO 86

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩ এর আউস এবং আমন ফসল সংগ্রহের কাজে সরকার মোট কত টাকা খরচ করেছেন ও তার মধ্যে ট্যান্সপোর্ট বাবদ এবং প্রকিউরমেণ্ট এজেণ্টদের কমিশন বাবদ কত টাকা ?

২। ঐ আউস ও আমন বিক্রী করে সরকার মোট কত টাকা পেয়েছেন ?

৩। ঐ আউস ও আমন সংগ্রহ ও বিক্রির মধ্য দিয়ে সরকারের লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে, লোকসান হলে তার পরিমাণ ?

উত্তর

১।(১) ১৯৭৩ এর আউস এবং আমন ফসল সংগ্রহের কাজে সরকার মোট ১,৭৪,৭৯.৬০০ টাকা (প্রায়) খরচ করেছেন। তার মধ্যে ট্রান্সপোর্ট বাবদ (প্রায়) ৯,৯৮,৪০০ টাকা এবং প্রকিউরমেণ্ট এজেণ্টদের

২। ৩১-১-৭৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ঐ আউস এবং আমন বিক্রি করে সরকার প্রায় মোট ১,৬৩,৪১,১০০ টাকা পেয়েছেন। লাভ লোকসান এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 88

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ সীমান্তে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের মাল পত্র বর্ডার এলাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ বর্ত্তমানে আছে কিনা ?

২। ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাধানিষেধের ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকান তুলে দিতে হচ্ছে এবং

৩। এই সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সীমিত মালপত্র আনার জন্য সর্ত্তাধীন লাইসেন্স দেওয়ার কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন ?

উত্তর

১। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলে অনজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) প্রাপ্ত বাংলাদেশ সীমান্তের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মালপত্র সীমান্ত এলাকায় তাদের দোকানে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কোন বাধানিষেধ নাই।

২। এই ধরণের কোন খবর সরকারের গোচরে আসে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না। প্রতি এলাকায় প্রয়োজন অনুসারে যথারীতি তদন্তের পর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 90

By Shri Anil Sarker

By Shri Purna Mohan Tripura

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ এর এই সময় পর্য্যন্ত সরকার কোন মহকুমায় কোন কোন রেশন সপ ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা।

২। এর মধ্যে কতটি ক্ষেত্রে তদন্ত হয়েছে, কতটি ক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

৩। শাস্তি প্রাপ্ত ডিলারদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

১। ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ এর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যে ৯৯টি রেশন সপ ডিলারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তাদের নাম ও ঠিকানা মহকুমা ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। উপরোক্ত ৯৯ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে ৮৩ জনের অভিযোগের তদন্ত কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। তদন্তক্রমে ৫২ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩৬ জনকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

৩। যে সকল ডিলারদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা মহকুমা ভিত্তিক সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় প্রদত্ত হইল।

ANNEXURE—"A"

NAMES WITH ADDRESS OF THE FAIR PRICE SHOP DEALERS AGAINST WHOM ALLEGATION OF MALPRACTICE WERE RECEIVED DURING 1973, 1974 AND 1975 UPTO JANUARY.

Name of Sub-division.	Names with addresses of F. P. Shop dealers against whom allegation of malpractices received during 1973.	Names with addresses of F. P. Shop dealers against whom allegation of malpractices received during 1974.	Names with addresses of F. P. Shop dealers against whom allegation of malpractices received during 1975 upto January.
1	2	3	4
Dharmanagar	Shri Samarendra Chakraborty, Masmara F. P. shop.	1. Shri Kamala Kanta Nath, Sarashpur F P. shop. 2. Shri Birendra Kumar Nath, Laljuri F. P. Shop. 3. Shri Amerendra Deb, Kurti F. P. Shop 4, Shri Sunil Chandra Dey, Nabincherra F.P. Shop. 5. Shri Upendra Deb-Nath. Ramnagar F.P. Shop. 6. Shri Monmohan Debnath Tilthai F.P. Shop. 7. Shri Birendra Lal Roy South Baruakandi F. P. Shop. 8. Shri Bidhu Bhusan Sarma, Jalebassa F.P. Shop. 9. Baikunga Fuldangsai F. P. Shop.	Nil
Kailashahar	Nil	1. Shri Subodh Bhattacharjee, Manu F. P. Shop. 2. Shri Ranjit Dhar, Betcherra F.P. Shop 3. Shri Makhan Paul, Chailengta F. P, Shop. 4. Shri Haricharan Debnath Karamcherra F.P. Shop.	Nil

1	2	3	4
Kamalpur	Shri Satyendra Kr. Choudhury, Kamalpur F. P. Shop No. 2	1. Shri Raj Kumar Ghosh, Manikbhander F. P. Shop No.2 2. Shri Usha Ranjan Bhowmik, Kulai F.P. Shop. 3. Shri Monoranjan Ghosh, Manikbhander F. P. Shop No. 1	Nil
Khowai	1. Shri Lal Mohan Debnath, Paharmura F. P. Shop. 2. Shri Billadhar Rean Choudhury, Billadharpara F.P. Shop. 3. Shri Khagendra Reang, Dalucherra F P. Shop. 4. Shri Anil Chandra Roy, Ganki F. P. Shop.	1. Shri Birendra Kishore Biswas, Champahawar F. P. Shop, 2. Shri Dhirendra Ch. Das, Uttar Gakulnagar F. P. Shop. 3. Shri Raj Kumar Debbarma, Maharcherra F. P. Shop. 4. Shri Gopindra Ch. Deb, Kalyanpur Bagan Bazar F. P. Shop.	Nil
Sadar	1) Shri Harendra Deb barma Gurupada Tribal F. P. Shop. 2) Shri Baishnab Ch. Debnath. Bashtali F. P. Shop. 3) Shri Jatindra Mohan Das, Charilam F. P. Shop. 4) Shri Anil Chandra Debnath, Bishramganj F. P. Shop No. 2.	1. Shri Sarada Kr. Debnath Jirania Main F.P. Shop. 2. Shri Shrikumar Debbarma. Gurupada Tribal Colony. 3. Shri Girindra Ch. Majumder, Barjala F. P. Shop 4. Shri Kashi Bharati Debbarma, Amtali Takarjala F. P. Shop. 5. Shri Bipin Chandra Debbarma. Dhariathal F. P. Shop. 6. Shri Mahashakti S. S. S. Ltd. Jogendranagar.	Shri Satyendra Prasad Bhattacherjee, Shop No. 23.

1	2	3	4
Sadar.		7. Uttar Debendranagar S. S. S. S. Ltd. Tulabagan F.P. Shop.	
		8. Shri Nani Gopal Roy Barman, Jampaijala F. P. Shop No. 1	
		9. Shri Sachindra Ch. Saha, Mandainagar F. P. Shop.	
		10. Shri Monohan Saha Champaknagar F. P. Shop	
		11. Ranirbazar S. S. S. S. Ltd. Ranirbazar F P. Shop	
		12. Shri Haran Banik, East Pratapgarh F. P. Shop.	
		13. Shri Anil Bhattacherjee. West Pratapgarh F. P. Shop.	
		14. Shri Tarini Kumar Dhar, Subhashnagar F. P. Shop.	
		15. Shri Debendra Ch. Ghosh, Rabindranagar F. P. Shop.	
		16 Shri Amarchand Datta. Amtali (Bishramganj) F. P. Shop.	
		17. Shri Akhil Chandra Sarker, Lankamura F. P. Shop.	
		18. Shri Nirode Baran, Dasgupta Durganagar F. P. Shop.	
		19. Shri Rabati Debnath, Radhanagar F. P. Shop.	
		20. Shri Debendra Nath, Kalitala F. P. Shop.	

1	2	3	4
Sadar.		21. Shri Braja Gopal Nath, Keprampara F. P. Shop.	
		22. Shri Paresh Ch. Deb, Simna F. P. Shop.	
		23. Shri Jalodhar Paul. Purba Laxmibil F. P. Shop.	
		24. Shri Sailen Dhar, Rajchantaibari F. P. Shop.	
		25. Shri Bhaktamahan, Rupani, Bhrigudashari F. P. Shop.	
		26. Kashipur Co-operative Society Kashipur F. P. Shop.	
		27. Shri Surajit Ghosh, F. P. Shop No. 3	
		28. Shri Ranjit Kumar Saha, F. P. Shop No. 11	
		29. Shri Biresh Chakraborty, F. P, Shop No. 25	
		30. Shri Surendra Ch. Ghosh, F. P. Shop No. 27	
		31. Shri Kashinath Ghosh	
Sonamura	1. Shri Rajendra Sarkar, Kalamcherra F. P. Shop.	1. Shri Sankar Das, Nalchar F. P. Shop.	Nil
	2. Shri Gopal Debnath, Texapara.	2. Shri Promode Saha, Telkajala F. P. Shop	
		3. Shri Harendra Saha, Grantali F. P. Shop.	
		4. Shri Nityananda Das, Khedabari F. P. Shop.	
		5. Shri Harulal Rashid, Nabaddipchandranagr F. P. Shop.	
		6. Shri Sudhir Saha, Kamalnagar F. P. Shop..	
		7. Shri Gopal Chandra Sarkar, Rudhijala F. P. Shop.	

ANNEXTURE—"A"

1	2	3	4
Udaipur	Nil	1. Shri Prafulla Kumar Bardhan, Jamjuri F. P. Shop.	Nil
		2. Shalgara Service Co-op. Society, Shalgara F. P. Shop.	
Amarpur	Shri Upendra Chandra Das Choudhury, Chellagong F. P. Shop.	1. Shri H. N. Saha, Nutanbazar F. P. Shop	Nil
		2. Shri K. Das, Gandacherra F.P. Shop.	
		3. Shri Shibkumar Jamatia Daluma F.P. Shop.	
		4, Shri Taliram Reang, R. P. A. C. F. P. Shop.	
		5. Shri G. Saha, Chellagong Mukh Camp F P. Shop.	
		6. Shri Biswanath Ghosh, Sonacherra Camp F.P. Shop.	
Belonia	Nil	1. Shri Sarada Chandra Sen, Debdaru F. P. Shop.	Nil
		2. Shri Rabindra Kr. Mog, Kalsbi F.P. Shop.	
		3. Shri Chitta Ranjan Debnath Charakbari.	
		4. Shri Nanigopal Das, Maicherra.	
		5, Shri Chintaharan Mitra Gazaria.	
		6. Shri Smiya Bhusan Majumder, Gardang.	
		7. Manager, Birchandranagar Service Cooperative Society Birchandranagar F.P. Shop.	
Sabroom	Shri Tejendra Kumar Patwari, Manughat F.P. Shop.	1. Shri Kshitish Ch. Bhowmik, Sabroom F.P. Shop.	Nil
		2. Shri Sreenath Bhowmik Sreenagar F.P. Shop.	
		3. Shri Dhirendra Kumar Das, Sabroom F. P. Shop No. 1	

1	2	3	4
Sabroom		4. Shri Swapan Kr. Saha Manubazar F. P. Shop No. 1	
		5. Shri Hiralal Bhowmik, Harina F. P. Shop.	
		6. Shri Jatindra Kumar Debnath, Jalefa F.P. Shop.	
		7. Shri Krishnabandhu Debnath, Chalitachari F.P. Shop.	
		8. Shri Amal Chandra Saha, Kalacherra F. P. Shop.	
		9. Shri Probodh Chandra Majumder, Satchand F.P. Shop.	
		10. Shri Nil Kamal Tripura. Sonaicherri F.P. Shop.	
		11. Shri Haripada Ghosh Vaishnapur.	

ANNEXURE—B

STATEMENT SHOWING SUB-DIVISION-WISE NAMES WITH ADDRESSES OF THE FIAR PRICE SHOP DEALERS WHO WERE PUNISHED.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Name of Fair Price Shop dealers with address.
1,	Dharmanagar	1. Shri Samarendra Chakraborty, Machmara F. P. Shop.
		2. Shri Amarendra Deb, Kurti F. P. Shop.
		3. Shri Manmohan Dabnath, Tilthai F. P. Shop.
		4. Shri Upendra Debnath, Ramnagar, F. P. Shop.
		5. Shri Birendra Kr. Roy, South—Baruakandi F. P. Shop.
		6. Shri Birendra Kr. Nath, Laljuri F. P. Shop.
		7. Shri Sujit Ch. Dey, Nabincharra F. P. Shop.
2.	Kailashahar	1. Makhan Ch. Paul, Chailengta F. P. Shop.
		2. Shri Haricharan Debnath, Karamcharra F. P. Shop.
		3. Shri Subodh Bhattacharjee, Manu F. P. Shop.
		4. Shri Ranjit Dhar, Betcharra F, P. Shop.
3.	Kamalpur	1. Shri Satyendra Kr. Choudhury, Kamalpur F. P. Shop.
		2. Shri Usharanjan Bhowmik, Kulai F. P. Shop.
4.	Khowai	NIL
5.	Sadar	1. Shri Harendra Deb Barma, Gurupada Tribal Coloney F. P.Shop.
		2. Shri Baishnab Ch. Debnath, Bastali F. P. Shop.
		3. Shri Jatindra Mohan Das, Charilam F. P. Shop.
		4. Shri Anil Ch. Debnath, Bisramganj F. P. Shop. No. 2.

1	2	3
	Sadar	5. Shri Akhil Ch. Sarkar, Lankamura F. P. Shop.
		6. Shri Nirode Baran Dasgupta, Durganagar F. P. Shop.
		7. Shri Brajagopal Nath, Keprampara F. P. Shop.
		8. Shri Paresh Ch. Deb, Simna F. P. Shop.
		9. Shri Jaladhar Paul, Purbalaxmibil F. P. Shop.
		10. Shri Sailen Dhar, Rajchantaibari F. P. Shop
		11. M/S. Kashipur Co-operative Society, Kashipur F. P. Shop.
		12. Shri Anil Bhattacharjee, West Pratapgarh F. P. Shop.
6.	Sonamura	1. Shri Rajendra Sarkar, Kalamcharra F. P. Shop.
		2. Shri Sankar Das, Nalcharra F. P, Shop.
		3. Shri Promode Saha, Talkajala F. P. Shop.
		4. Shri Harendra Saha, Grantali F, P. Shop.
		5. Shri Nityananda Das, Khedabari F. P. Shop.
		6. Shri Sudhir Saha, Kamalnagar F. P. Shop.
		7. Harunalrasid, Nabadwipchandranagar F. P. shop.
7.	Udaipur	NIL
8.	Amarpur	1. Shri Upendra Ch. Das Choudhury, Chellagang F. P, Shop.
		2. Shri Harinarayan Saha, Natunbazar F. P. Shop.
		3. Shri Sib Kr. Jamatia, Daluma F. P. Shop.
		4. Shri Couranga Saha, Chellagangmukh F. P, Shop.
9.	Sabroom	NIL.
10.	Belonia	NIL

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 92

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will th eHon'ble Minister-in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্বের কারণ কি ; এবং

২) এই নির্বাচনের প্রস্তুতি কবে শুরু হয়েছে এবং কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১) সংশ্লিষ্ট আইন কানুন সংশোধন করার প্রয়োজন হওয়ায় মূল আইন ইতিমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং অত:পর সংশোধিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ ইং সনের ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন বিধি সংশোধনের কাজ চলিতেছে। এই সমস্ত কারণে বিলম্ব ঘটিতেছে।

২) নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে মূল আইন অর্থাৎ ১৯৩২ ইং সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন যাহা ত্রিপুরায় চালু আছে তাহার একটি সংশোধনী বিল ১৯৭২ ইং সনে বিধান সভায় পাশ হয় এবং ১৯৭৩ ইং সনের জানুয়ারী মাসে গভর্ণরের অনুমোদন লাভ করে। এই সংশোধনী আইন অর্থাৎ ১৯৭২ ইং সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা সংশোধনী) আইন চালু হওয়ায় ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ইং সনের ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন বিধি সংশোধন করিয়া একটি খসরা বিধি তৈরী করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 96

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যে রিক্সা নিয়ামক বিধি চালু আছে তাহা কোন সালে তৈরী হয়েছে এবং বর্তমানে তাহা কার্য্যকরী আছে কি না ?

২) ইহা কি সত্য যে রিকসা মালিকেরা এই বিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লংঘন করছেন ?

৩) ঐ বিধি সংশোধন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) রিকসা নিয়ামক আইন ১৩৫৭ ত্রিং অব্দে (১৩৫৪ বাং ১৯৪৭ ইং) প্রণয়ন করা হয় এবং বর্তমানেও তাহা কার্য্যকরী আছে।

২) সরকার অবগত নহেন।

৩) হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 97

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বাইরে ত্রিপুরা সরকার গত এক বছরে খোলা বাজারে কোথায় কি পরিমাণ গম, চাল, ক্রয় করেছেন, তার হিসেব ?

২) ঐ খাদ্য কোথায় কি দরে ক্রয় করা হয়েছে এবং কি দরে বিক্রী করা হয়েছে ?

৩) ঐ খাদ্য বাবদ সরকারের যদি কোন আর্থিক লোকসান হয়ে থাকে, তার মোট পরিমাণ ?

উত্তর

১) গত এক বছরে ত্রিপুরার বাইরের খোলা বাজার হইতে কোন চাল বা গম ক্রয় করা হয় নাই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 99

By Shri Abhiram Deb Barma M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ এবং '৭৪–৭৫এ সরকার যে খাদ্য সংগ্রহ করেছেন তার মোট লস ইন ট্রেনজিট এণ্ড লস ইন্ হ্যাণ্ডলিং কত হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) সংগৃহীত খাদ্য কোথাও চুরি হয়ে থাকলে তা কোথায় এবং তার পরিমাণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ সনের সংগৃহীত স্থানীয় খাদ্য সস্তের মোট লস-ইন-ট্রেনজিট এণ্ড হ্যাণ্ডলিং ১৫১৩ কেজি চাল এবং ৪১৩৬ কেজি ধান (৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত)। ১৯৭৪-৭৫ সনের সংগৃহীত স্থানীয় খাদ্যশস্য এখনও ব্যাপকভাবে এক গুদাম হইতে অন্য গুদামে পরিবহন করা হইতেছে না। তাই উক্ত সংগৃহীত খাদ্য সস্তের লস-ইন-ট্রেনজিট এণ্ড হ্যাণ্ডলিং নিরূপিত হয় নাই।

১৯৭৩-৭৪ (৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত) সংগৃহীত স্থানীয় খাদ্য শস্তের লস-ইন-ট্রেনজিট এণ্ড হ্যাণ্ডলিং এর পরিমাণ মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম	লস-ইন-ট্রেনজিট এণ্ড হ্যাণ্ডলিং এর পরিমাণ (কে, জি, হিসাবে)					
	আউস চাল	আমন চাল	মোট	আউস ধান	আমন ধান	মোট
১) ধর্ম্মনগর	—	—	—	—	—	—
২) কৈলাসহর	—	—	—	—	১৯৫	১৯৫
৩) কমলপুর	—	—	—	—	—	—
৪) খোয়াই	—	—	—	—	—	—
৫) সদর	১২১৫	২৯৮	১৫১৩	৩৯২	৩৫৪৯	৩৯৪১
৬) সোনামূড়া	—	—	—	—	—	—
৭) উদয়পুর	—	—	—	—	—	—
৮) অমরপুর	—	—	—	—	—	—
৯) বিলোনীয়া	—	—	—	—	—	—
১০) সাবরুম	—	—	—	—	—	—

২) সাবরুম মহকুমার অন্তর্গত মনুবাজার খাদ্য গুদামের ভাণ্ডারী প্রায় ৫৭ মেট্রিক টন ধান ও ৮ মেট্রিক টন চাল অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 115

By Shri Buju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Govt, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে সরকারী জমিতে গত ৪বৎসরের মধ্যে কাকে কাকে নূতন দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা।

২) এই অনুমতি দানের ভিত্তি কি এবং সর্ত্ত কি ?

৩) এই সময়ের মধ্যে বিনা অনুমতিতে দোকান খোলার জন্য কাকে কাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং কার কার উপর উচ্ছেদের নোটিশ আছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা।

উত্তর

১) যে সমস্ত লোককে সরকারী জমিতে দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিচে দেওয়া হইল।

২) শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য টংঘর নির্মাণের জায়গা দেওয়া হয়, জায়গা দেওয়ার সর্ত্তগুলি নিম্নরূপ :—

ক) প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রত্যেক মাসের ফিস পরিশোধ করিয়া রসিদ গ্রহণ করিতে হইবে।

খ) এই ফিস বর্ত্তমান বাংলা সনের (অর্থাৎ যে সনে অনুমতি দেওয়া হয়) মাস হইতে দেওয়া হইবে (অর্থাৎ যে মাস হইতে অনুমতি দেওয়া হইবে)।

গ) টং গৃহ ব্যতিত অন্য কোনরূপ গৃহ নির্মাণ করিতে পারা যাইবে না। এইরূপ টং গৃহের উচ্চতা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত উচ্চতার অধিক হইতে পারিবে না।

ঘ) মিউনিসিপ্যালিটির কিংবা ত্রিপুরা সরকারের নির্দ্দেশ মতে ১৫ দিবসের নোটিশে বিনা ক্ষতিপূরণে স্থানের দখল পরিত্যাগ করিতে হইবে। নোটিশের মেয়াদ মধ্যে নিজ খরচে স্থানের কোন ক্ষতি না করিয়া নির্মিত টংঘর সরাইয়া নিতে হইবে অন্যথায় মিউনিসিপ্যালিটি উক্ত স্থানে নোটিশের মেয়াদ অন্তে প্রবেশ করিয়া উক্ত স্থান ও তংস্থিত টংঘর নিজ দখলে আনয়ন করিতে পারিবেন তজ্জন্য কোন ক্ষতি খরচের দাবী করিতে পারা যাইবে না।

ঙ) মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেইনের জল চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইতে পারা যাইবে না।

চ) অনুমতি প্রাপ্ত স্থানে নিজেদের ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইবে। অপর কাহাকেও মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি ব্যতিত অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে বা ভাড়া বা কাহার ও নিকট হস্তান্তর করিতে পারা যাইবে না।

ছ) চাকুরিতে নিযুক্ত হইলে উক্ত স্থান ব্যবহারের সমস্ত অধিকার লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জ) বর্ণিত স্থান ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার মিউনিসিপ্যালিটি উক্ত স্থানের দখল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ঝ) সর্ব্বদা মিউনিসিপ্যালিটির আদেশ নির্দ্দেশ জানিয়া কাজ পরিচালনা করিতে হইবে।

ঞ) সম্পাদিত এগ্রিমেণ্ট এবং অপরাপর যাবতীয় সর্ত্তাদি অবশ্য পালনীয় হইবে।

ট) যাহাদিগকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং যাহাদের উপর উচ্ছেদের নোটিশ আছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিচে দেওয়া হইল।

LIST OF EDUCATED UNEMPLOYED PERSONS ALLOTTED SITES FOR SMALL SHOPS

Sl. No.	Name and address of persons.	Year of allotment of land.
1.	Shri Chandan Majumder Babul Roy, Joynagar. Agartala.	1971
2.	Shri Amal Ch. Gupta s/o. Shri Narayan Ch. Gupta, Shri Saradimdu Bhattacharjee, s/o. Shri Shashadhar Bhattacharjee, Shri Achinta Bhattacharjee, s/o. Ananta Bhattacharjee, Durga Choumuhani, Agartala.	1971
3.	Shri Ratan Kr. Deb. Shri Manik Kr. Deb Shri Kamal Krishna Saha, Mantri Bari Road.	1971
4.	Shri Kajal Dutta, Shri Narayan Datta, Mantribari Road.	1971
5.	Shri Sekhar Gupta, Shri Subhash Paul, Mantri Bari Road.	1971
6.	Shri Mridul Ghosh, Shri Chanchal Ghosh, Mantri Bari Road.	1971
7.	Shri Anil Banik, Shri Biplab Paul, Shri Mrinal Kanti Datta, Mantri Bari Road.	1971
8,	Shri Rashu Deb, Shri Biplab Deb, Mantri Bari Road.	1971
9.	Shri Milan Deb, Shri Jugal Deb. Mantri Bari Road,	1971

1	2	3
10.	Shri Chandan Roy Choudhury, Shri Nandan Roy Choudhury, Mantri Bari Road.	1971
11.	Shri Benu Gopal Saha, Shri Niranjan Saha, Shri Chitta Ranjan Saha, Mantri Bari Road.	1971
12.	Shri Sankar Deb Roy, Shri Kali Prasanna Dhar Choudhury, Mantri Bari Road.	1971
13.	Shri Subhash Saha, Shri Prakash Saha, Shri Syamal Das Choudhury, Mantri Bari Road.	1971
14.	Shri Sudhir Dewanji, Shri Ajoy Das, Shri Hari Pada Debnath, Mantri Bari Road.	1971
15.	Shri Amal Das, Mantri Bari Road.	1971
16.	Shri Anil Ch. Das, Shri Ranjit Kr. Roy, Mantribari Road.	1971
17.	Shri Nidhu Bhusan Saha, Shri Sunil Kr. Saha Shri Jatindra Ch. Das, Mantri Bari Road.	1971
18.	Shri Pintu Das Gupta, Smti. Alpana Das Gupta, Mantri Bari Road.	1971
19.	Shri Ashok Banik, Shri Amal Kr. Banik, Shri Manik Kr. Banik, Mantri Bari Rond.	1971
20.	Shri Amalendu Kar, Shri Ardhendu Kar, Shri Ratan Bhattachnrjee, Mantri Bari Road.	1971
21.	Shri Hari Das Paul, Shri Sukumar Ch. Paul, Shri Sudhangsu Rn. Paul, Mantri Bari Road.	1971
22.	Shri Sukhesh Bhattacharjee, Shri Dulal Gupta, Shri Benoy Bhusan Gupta, Mantri Bari Road.	1971
23	Shri Kumud Bandhu Acherjee, Mantri Bari Road, Agartala.	1971

1	2	3
24.	Shri Krishna Das Saha, Shri Sumangal Ray. Shri Arun Bhattacharjee, Mantri Bari Road.	1971
25.	Shri Debajyoti Bhattacharjee, Shri Sushil Karmakar, Shri Nitai Sen, Mantribari Road.	1971
26.	Shri Rabindra Nath Saha, Shri Swapan Kr. Saha, Shri Dipak Ranjan Saha, Mantri Bari Road.	1971
27.	Shri Prabir Kar, Shri Pankaj Kar. Shri Parimal Kar, Mantri Bari Road.	1971
28.	Shrt Nripendra Ch. Saha, Shri Subhash Ch. Roy. Shibnagar, Agartala.	1971
29.	Smti. Laxmi Nag, Smti. Indrani Sarkar, Smti Rita Sarkar, Joynagar, Agartala.	1971
30.	Shri Chuni Lal Saha, Shri Narayan Ch. Saha, Shri Laxman Dey, Hari Ganga Basak Road, Agartala.	1971
31.	Shri Gouranga Ch. Saha, Shri Haridas Saha, Shri Khokan Ch. Dey, Hariganga Basak Road, Agartala.	1971
32.	Shri Dipak Kr. Roy, Shri Dhirendsa Ch. Roy, Smti. Alpana Roy, D/O Dhirendra Ch. Roy, Shri Jagadish Ch. Deb Roy, S/O Late Aswini Kr. Deb Roy, Ramnagar Road No. 4.	1971
33.	Shri Golap Chand Deb, Shri Haripada Paul, Shri Subhash Ch. Guha, C/O Hari Das Paul Gangail Road, Agartala.	1971

1	2	3
34.	Shri Sunil Chandra Das, Shri Santosh Das, Shri Sudhir Ch. Das, Khosh Bagan, Agartala.	1971
35.	Shri Narayan Banik, Shri Biswanath Banik, Shri Gandhi Chakraborty, Joynagar, Agartala.	1971
36.	Shri Mati Lal Saha, Shri Manik Lal Saha, S/O Thakur Chand Saha, Mantri Bari Road, Agartala.	1971
37.	Shri Ranjit Kr Dey, Shri Nantu Ch. Dey, C/O Shri Indra Mohan Dey, Bardowali, Agartala.	1971
38.	Shri Mihir Kr. Acharjee, Shri Anil Ch. Acharjee, Netaji Subhash Road.	1971
39.	Shri Keshab Sen, Shri Dhirendra Ch. Dhar, Shri Samir Sengupta, Mantri Bari Road.	1971
40.	Shri Ajit Bhattacharjee Smti. Anjali Bhattacharjee, C/O Haripada Gupta, Hariganga Basak Road.	1971
41.	Shri Jyotirmoy Bhowmik, Shri Rasharaj Datta, C/O Shri Gopal Ch. Bhowmik: Town Pratap Garh. Agartala.	1971
42.	Shri Rabindra Banik Shri Subhash Ch. Banik, C/O Suresh Ch. Paul, Town Bardowali, Agartala.	1971
43.	Shri Amrit Ch. Paul, Shri Chandra Kishore Deb Barma, C/O Abani Mohan Paul, Town Pratapgarh, Agartala.	1971

1	2	3
44.	Shri Jatan Kumar Dey, Shri Fatik Lal Dey, Netaji Subhash Road, Agartala.	19 1
45.	Miss Chhanda Banik, C/O Late R. S. Banik, Town Pratapgarh, Agartala.	1971
46.	Shri Manik Karmakar, Shri Nityananada Karmakar, Shri Sreebash Karmakar, S/o. Late Sudhangshu Karmakar, Melarmath, Agartala.	1971.
47.	Shri Sajal Kumar Sengupta, Shri Dipak Kumar Saha, Shri Amal Sengupta, Malarmath, Agartala.	1971.
48.	Shri Bijoy Kumar Nandi, Shri Ashit Baran Deb, C/o. Dr. Khagesh Ch. Nahdi, Ramnagar Road No. 3, Agartala.	1971.
49.	Mrs. Dhaneswari Debi, W/o. Darika Mohan Das, Laxmi Narayan Road, Banamalipur, Agartala.	1971.
50.	Smti. Krishna Bardhan, Shri Subrata Deb Barma, Shri Bhabani Prasad Roy, Thakar palli Road, Agartala.	1971.
51.	Shri Prahlad Ch. Saha, S/o. Bhakti Bhushan Saha, Shri Pradip Kr. Saha, S/o. Late Ramkrishna Saha, Shri Niranjan Saha, S/o. Nanigopal Saha, Dhaleswar, Agartala.	1971.
52.	Shri Sudhir Ch. Ghosh, S/o. Late Mahendra Ch. Ghosh, Town Pratap Garh, Agartela.	1971.
53.	Smti Atashi Chakraborty, Smti. Purnima Chakraborty, Smti. Upali Chakraborty, Prasad Kutir, Bardwali, Agartala.	1971.
54.	Smti. Mani Debi, Smti. Seva Debi, Smti. Priti Sudha Debi, Central Road, Agartala.	1971.

1	2	3
55.	Shri Bibhuti Bhattacharjee, Shri Naresh Ch. Chakraborty, Shri Samir Chakraborty, Central Road, Agartala.	1971.
56.	Shri Amitava Bhattacharjee, Shri Satya Narayan Saha, 17, Sakuntala Road, Agartala.	1971.
57.	Shri Dhirendra Paul, Shri Laxman Paul, Agartala, Colonel Choumuhani.	1971.
58.	Shri Haripada Bhowmik, Shri Rabindra Choudhury, Shri Dipak Krishna Saha 27. Harish Thakur Road, Agartala.	1971.
59.	Shri Lalmohan Acherjee, Indranagar, Agartala.	1971.
60.	Shri Ashit Kumar Das, Shri Haradhan Acherjee, Shri Nakul Ch. Debnath, Town Pratapgarh, Agartala.	1971.
61.	Shri Amar Ch. Roy, Shri Dhirendra Roy, Smti Prabhu Lata Roy, Jogahari Mura, Agartala.	1971.
62.	Shri Lal Mohan Das, S/o. Late Kunja Mohan Das, Ujan Abhoynagar, Agartala.	1971.
63,	Sailen Chakraborty, Sankar Ch. Saha, Rabindra Kr. Saha, Mantri Bari Road.	1971.

উচ্ছেদ করা হইয়াছে

1.	Sukumar Paul	Office lane.
2.	Hari das Paul.	Malarmath.
3.	Kamada Deb.	Astabal Choumuhani.
4.	Abinash Deb.	Bardwali.
5.	Chandra Mohan Sil.	South of Jahar Bridge.
6.	Narayan Das.	Hospital Road.
7.	Dilip Dey.	Lake Choumuhani.
8.	Sreenath Das.	Battala.
9.	Tapan Sen.	Melarmath.
10.	Bishnu Paul.	Durga Choumuhani.

1	2	3
11.	Haralal Saha,	Durgachoumuhani.
12.	Krishna Hrishi Das.	—do—
13.	Ranabir Chakraborty.	—do—
14.	Satish Saha.	Itakhala Road (east of Power House.)
15.	Ram Kanta Das.	Office Lane.
16.	Banka Behari Singh.	Battala.
17.	Kartick Saha.	Motor Stand.
18.	Sunil Debnath.	—do—

উচ্ছেদের নোটিশ আছে

1.	Hara Lal Karmakar.	East of Basic training College.
2.	Sudhir Ch. Dutta.	—do—
3.	Narayan Ch. Saha.	—do—
4.	Gopal Ch. Saha.	—do—
5.	Harilal Debnath.	—do—
6.	Matilal Das Gupta.	—do—
7.	Harish Ch. Debnath.	—do—
8.	Dinesh Ch. Deb.	—do—

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 127

Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১) এম, আই, সির কাছে পৌরসভা সহর উন্নয়নের জন্য কোন ঋণের আবেদন করেছেন কিনা ?

২) করে থাকলে মোট কত টাকার জন্য আবেদন করা হয়েছে ?

৩) কি কি খাতে এই টাকা প্রয়োজন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা।

৩) পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state :—

১) ১৯৭৪-৭৫ সালে চাউল ও গম ক্রয়ের জন্য ত্রিপুরার বাইরে কি কোন অফিসার পাঠান হইয়াছে ?

২) যদি পাঠান হইয়া থাকে তবে ঐ অফিসারদের নাম, কোন কোন তারিখে কোন কোন স্থানে কতদিনের জন্য পাঠান হইয়াছে এবং তার জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে, তার হিসেব ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) যে সমস্ত অফিসারদের ত্রিপুরার বাইরে পাঠান হয়েছে তাহাদের নাম, পরিদর্শিত স্থানের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ এবং যাতায়াৎ প্রভৃতির জন্য খরচের পরিমান Annexture 'A'তে দেওয়া গেল।

ANNEXTURE 'A' TO ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136

Sl. No.	Name of officials who visited places outside Tripura in connection with purchase of rice/wheat.	Name of places visited.	Date of visits.	Amount spend for such visits.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	Shri D. N. Barua, Secretary, Food & Civil Supplies Department.	Chandigarh	7.8.74, 29.9.1974	Rs. 87.00	Journey from to Delhi was other duties expenditure it for Delhi to Chandigarh is shown.
2.	Shri S. R. Chakraborty, Registrar, Co-operative Societies.	Delhi Chandigarh	26.9.74 and 11.10.74 27.9.74, 30,9.74 and 10.11.74	Rs. 2,000.00	
		Amritsar	28.9.1974		
		Patiala	29.9.1974		
3.	Shri Sankar Deb Roy, Controller of Stores and Distribution, Tripura.	Delhi	5.7.74, 6.7.74, 9.7.74, 10.7.74, 11.7.74, 21.7.74 to 25.7.74, 29.7.74 to 6.8.74, 10.8.74 to 12.8.74.		

1	2	3	4	5	6
		Chandigarh	7.7.74, 8.7.74, 12.7.74, 14.7.74, 17.7.74 to 19.7.74, 26.7.74, 27.7.74, 7.8.74, 8.8 74 and 9.8.74.	Rs. 1,978.35	
		Pillar	13.7.74 and 15,7.74.		
		Phaguara	13.7.74 and 16.7.74.		
		Amballa	8.8.74 and 9.8.74.		
		Patiala	8.8.74 and 9.8.74.		
		Delhi	23.9.74 to 26.9.74, 2.10.74 to 6.10.74, 11.10.74 and 16.10.74.	Rs. 2,300.35	
		Chandigarh	25.9.74, 27.9.74, 29.9.74, 30.9.74, 1.10.74, 7.10.74 to 10.10.74.		
		Amritsar	28.9.1974.		
		Patiala	29.9 74, 12.10.74, 13.10.74, 14.10.74 and 15.10.74.		
		Deihi	22.12.74 to 25.12.74, 27.12.74 and 28.12.1974.	Rs. 1,590.05	
		Chandigarh	26.12.1974.		
	Shri N. R. Roy, Budget Officer.	Chandigarh	27.9.74.	Rs. 893.10	
		Amritsar	28.9.1974.		

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 157

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) বিগত ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ত্রিপুরায় লবণের সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

খ) সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় লবণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকার কোন তদন্ত প্রয়োজন মনে করেন কিনা ?

উত্তর

ক) সরবরাহ বন্ধ হয় নাই তবে ঐ সময়ে কলিকাতায় লবণের অভাব থাকায় সেখান হইতে ত্রিপুরায় আমদানী বন্ধ হইয়া যায় । ভারত সরকারের নির্দ্দেশে ওয়েষ্ট কোষ্ট হইতে লবণের আমদানীর ব্যবস্থা হয়—কিন্তু রেলওয়ের বুকিং-এ বাধা নিষেধ থাকায় মাল পাঠাইতে বিলম্ব হয় ।

খ) প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 169

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আজ অবধি ত্রিপুরা সরকারের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্ম্মরত রেগুলার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কতজনকে ৩ বৎসর, ৫ বৎসর অথবা ১০ বৎসর-এর অধিক কাজ করার পরও স্থায়ী অথবা অর্দ্ধস্থায়ী করা হয়নি ; এবং

২) ঐ সমস্ত কর্মচারীদের স্থায়ী অথবা অর্দ্ধস্থায়ী না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৩ বৎসর, ৫ বৎসর অথবা ১০ বৎসর নিয়মিত কাজ করার পরও যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীদের স্থায়ী অথবা অর্দ্ধস্থায়ী করা হয় নাই, তাহার মোট হিসাব নিম্নরূপ :—

৩ বৎসর				৫ বৎসর				১০ বৎসরের উপর			
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
	১২৫	১৪৩৫	৪৭৯		৪৬	১৪৫৯	৪৮১	—		৪০৫	৪২১

২) মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত কারণে ঐ সকল কর্ম্মচারীদের স্থায়ী বা অর্দ্ধস্থায়ী করা সম্ভব হয় নাই :—

১) স্থায়ী পদের অভাবে,

২) ভিজিলেন্স/পুলিশ মামলা থাকায়,

৩) শৃঙ্খলাভংগের জন্য বিভাগীয় তদন্ত থাকায়,

৪) শারিরীক অক্ষমতার জন্য,

৫) চাকুরীর রেকর্ড অসন্তোষজনক বিধায়,

৬) বিভাগীয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার জন্য,

৭) বয়সের প্রমাণপত্র ইত্যাদি না দেওয়াতে, ইত্যাদি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 170

By Shri Ajoy Biswaa

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উপজাতি ও তপশীলি জাতি ভুক্ত সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রমোশন এর কোন রিজার্ভ কোটা আছে কি না ?

২। থাকলে মোট পদের কত ভাগ রিজার্ভ কোটা হিসাবে গণ্য করা হয় ?

৩। বিভিন্ন দপ্তরে উপজাতি ও তপশীলি জাতিভূক্ত কর্মচারীদের প্রমোশন এর জন্য কতগুলি পদ সংরক্ষিত আছে ?

৪। এর মধ্যে কতগুলি খালি পড়ে আছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১ তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি কর্মচারীর জন্য যোগ্যতা ও প্রাচীনত্ব ভিত্তিক পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন আসন সংরক্ষিত রাখা হয় নাই।

২। ৩। ৪। } প্রশ্ন উঠে না

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 213

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) বর্ত্তমানে কৃষকদের ধান চাউল "ইনফরম্যাল" লেভীর নাম করে আদায় করা হচ্ছে কিনা,

খ) কৃষকদের কাছ থেকে কম দরে কিনে নিয়ে ধান চাউল বেশী দামে বিক্রী করা হচ্ছে কি ?

গ) সরকারী আমলা ও এজেন্টরা যেসব ধান চাউল লেভিতে খরিদ করেছে তার রসিদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

ক) না।

খ) না।

গ) আমন ফসল সংগ্রহ করার জন্য কোন বিধিবদ্ধ লেভী ধার্য্য হয় নাই, যাহা হউক, সরকারের সংগ্রহ এজেন্টদের দ্বারা ক্রয় করা খাদ্য শস্যের জন্য বিক্রেতাকে রসিদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ANNEXURE—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 22

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Departmet be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ এ আউস ও আমন ফসল সরকার মোট কত সংগ্রহ করেছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ সংগৃহীত ধানের মধ্যে কত পরিমাণ চাল করা হয়েছে।

৩) ঐ ধান ও চাল থেকে এ পর্য্যন্ত মোট কতটা বন্টন করা হয়েছে, কতটা সরকারী গুদামে আছে (আউস ও আমনের আলাদা মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) ১৯৭৩–৭৫ সালের সংগৃহীত আউস ও আমন ধানের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল।

১৯৭৩-৭৪ সালের সংগৃহীত ধানের পরিমাণ (কেজিতে)

মহকুমার	আউস		আমন	
নাম	চাউল	ধান	চাউল	ধান
ধর্ম্মনগর	৩৬,০০০	২,২৮০০০	২৫,০০০	৭,১৫,০০০
কৈলাসহর	১৮,৬৭৫	৪,১৯,০০০	১৩,০০০	৬,৭৫,০০০
কমলপুর	১,৩৩,০০০	৬,৪১,৪০০	১৫,২০০	৮,৩৬,০০০
খোয়াই	১৮,২৭৩	৬,৪৬,২০৬,৫০০	২৮,৯৮০	২৩,৬৮,৫০০
সদর	২,৯৯১	২৪,৬৬০	২৫,০৮০	১০,৮৮,৭০০
সোনামুড়া	২৭,৮৮৭	৩২,৫৬৩	২,৬৩,৫০০	৯,৮০,০০০

১	২	৩	৪	৫
উদয়পুর	১,৯৮২	১,০৪,৯১৬	৬,৪০০	১২,৬৭,৭০০
অমরপুর	—	১,১৬,৫০০	১১,৫০০	১২,৫০.০০০
বিলোনীয়া	১,৯১,০০০	৪,২৭,০০০	৬,৩৭,০০০	৩০,৫৩,০০০
সাবরুম	১৬,১৩৯	৪৯,৫৬০	৭৪,০০০	১৩,৭০,০০০
	৬৪৫১৪৯	১,৬৮,১২,৩৯৫০০	১৩,৯৫০০	৭,৫৩,১৬,৯০০

২) প্রশ্নের ১নং দফায় বর্ণিত ধানের মধ্যে যে পরিমাণ ধান চাউলে রূপান্তরিত করা হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

মহকুমার নাম	চাউলের রূপান্তরিত ধানের পরিমাণ কেজি হিসাবে	
	আউস	আমন
ধর্ম্মনগর	৫০,০০০	২১,৮৫,১৬৯
কৈলাসহর	—	১,৭৬,৭৩২
কমলপুর	৯২,০০	৫৩,৩০০
খোয়াই	২,৭৪,৭৪১	২,০০,০১২
সদর	১০,৯৮,৮৮১	৪৬,৪৮,১৯০
সোনামুড়া	—	৭,০০০
উদয়পুর	২৫,০০০	১১,১৫,৮৫৭
অমরপুর	—	—
বিলোনীয়া	—	২২,০০০
সাবরুম	—	—
	১৫,৪০,৬২২	৮৪,০৮,২৬০

৩) (ক) প্রশ্নের ১নং ও ২নং দফায় বর্ণিত পরিমাণের মধ্যে যে পরিমাণ ধান ও চাউল ৩১/১/৭৫ ইং পর্য্যন্ত বণ্টন করা হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

মহকুমার নাম	কেজি হিসাবে বণ্টনকৃত চাউল ও ধানের পরিমাণ			
	আউস চাউল	আউস ধান	আমন চাউল	আমন ধান
ধর্ম্মনগর	৩৬,০০০	২,২৮,০০০	১১,২৫,০০০	৭,৫,০০০
কৈলাসহর	১৮,৩৮৭	৪,০২,৫৭৩	১৯,০৩৪	৬৩,০৫,৪০৫
কমলপুর	১,৩০,৩৫৭	৪৩,৩৫,২৩৫	১১,৫০৮	৫,২৭,৯০২৫
খোয়াই	৪৫,৯৪৮	—	২০,১৫০	২৬,৮১০

মহকুমার নাম	কেজি হিসাবে বণ্টন কৃত চাউল ও ধানের পরিমান			
	আউস চাউল	আউস ধান	আমন চাউল	আমন ধান
সদর	১৯,৮৩,১৫৬	২০,৮৫২	৩৮৫০,২৭৭	১১৩৮,৮৯০
সোনামুড়া	৫,৭১৮	—	২,৩৮,০৬৮	—
উদয়পুর	১,৯৮২	—	১০;০৬,৪০০	৩,৮৮,২৫৮
অমরপুর		৬,৮৩০	১১,১০০	২,১৪,৬৭০
বিলোনিয়া	১,৩৮৯২	—	১,৫২,১৭৫	২,৩৬,৭৬৬
সাবরুম	—	—	—	—
	১৪,১৫,৪৪০	১০,৯১,৭৭৮৫	৬৫,১৩৬৮২	৩৮,৭৮,৮০৭

খ) প্রশ্নের ১নং ও ২নং দফায় বর্নিত পরিমাণের মধ্যে যে পরিমান ধান ও চাউল বিভিন্ন গুদামে ৩১।১। ১৯৭৫ তারিখে অবশিষ্ট ছিল তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম	কেজি হিসাবে অবশিষ্ট মাল			
	আউস চাউল	আউস ধান	আমন চাউল	আমন ধান
ধর্মনগর	—	—	—	—
কৈলাসহর	—	—	—	—
কমলপুর	২,৪৩৪	৩৩১	২,১৭০	১৩৩,০৩৯
খোয়াই	—	৭০৫	১,২৭১	২২,১৯৩
সদর	—	—	—	৭১,৫৬৮
সোনামুড়া	—	—	২৩,৬২৩	৫,৬৩,৬৫৬
উদয়পুর	—	—	—	১৮,৭২৮
অমরপুর	—	—	—	৩৩৫৫৯
বিলোনীয়া	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	১,২০৬	২৮,২০২
	২,৪৩৪	১,০৩৬	২৭,৯০০	৮,৭০,৯৪৫

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 13

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৪ইং সনে ভূমিহীন পুনর্বাসন প্রকল্পে কতগুলি তপশীলি জাতিভূক্ত পরিবারকে ঐ প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ প্রকল্পে ঐরূপ কত পরিবারকে ১৯৭২-৭৪ইং সনে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৪ইং সন পর্য্যন্ত যে সকল ভূমিহীন তপশীল পরিবারকে ভূমিহীন প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	সদর	১১১ পরিবার
২।	বিলোনীয়া	৪৪ ,,
৩।	সাবরুম	১০৩ ,,
৪।	কমলপুর	৪১৭ ,,
৫।	কৈলাসহর	৬১ ,,
	মোট	৭৩৬ পরিবার

২। ১৯৭২-৭৪ ইং সনে যে সকল ভূমিহীন তপশীল পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল —

১।	সদর	১১১ পরিবার
২।	বিলোনীয়া	৪৪ ,,
৩।	সাবরুম	১০৩ ,,
৪।	কমলপুর	৪১৭ ,,
৫।	কৈলাসহর	৬১ ,,
	মোট	৭৩৬ পরিবার

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 19

By Shri Baju Ban Riang

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Trible Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উপজাতি ছাত্র ছাত্রাদের জন্য কোন কোন স্কুলের সংলগ্ন বোর্ডিং হাউস আছে তার মধ্যে বর্ত্তমানে কোনটায় কতটা সীট আছে ?

২) এই সীট সংখ্যা ১৯৭২-৭৩ এর তুলনায় কতটি বেশী ?

উত্তর

১) অত্র ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৭১টি বিদ্যালয়ের সংলগ্ন সরকারী ছাত্রাবাস আছে। যে সকল বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে বর্ত্তমানে তাহার আসন সংখ্যা ও বিদ্যালয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিদ্যালয়ের নাম	আসন সংখ্যা
১) উমাকান্ত একাডেমী	৫৫ টী
২) বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক	৫০ ,,
৩) মহারাণী তুলসীবতী গার্লস্ উচ্চ মাধ্যমিক	৯২ ,,
৪) রামঠাকুর পাঠশালা (ছেলে)	২৮ ,,
৫) প্রগতি বিদ্যাভবন	৫৮ ,,
৬) ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়	৭৫ ,,
৭) রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির	২০ ,,
৮) কাতলামারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮ ,,
৯) বড় কাঠালিয়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	৩০ ,,
১০) সিপাইজলা হাই স্কুল	১০ ,,
১১) সেন্টপল্স উচ্চ বুনিয়াদি	১৬০ ,,
১২) করইয়া মুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০ ,,
১৩) বিশালগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮ ,,
১৪) বিশ্রামগঞ্জ ,, ,, ,,	৫০ ,,
১৫) এন্, সি, ইনষ্টিটিউশান	৩০ ,,
১৬) কে, বি, ইনষ্টিটিউশান	৩০ ,,
১৭) রমেশ হাই স্কুল	৩৮ ,,
১৮) চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চ বুনিয়াদী	২০ ,,
১৯) অমরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৫ ,,
২০) নূতন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	১৩ ,,
২১) বি, কে, ইনষ্টিটিউশান	৩০ ,,
২২) বিলোনীয়া গার্লস হাই স্কুল	১৫ ,,
২৩) বগাফা আশ্রম হাই স্কুল	৭৭ ,,
২৪) মুহুরীপুর হাই স্কুল	১৫ ,,
২৫) বড়পাথারী ,,	৯ ,,
২৬) বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ	১০ ,,
২৭) কলসী উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৫ ,,
২৮) সাব্রুম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪০ ,,
২৯) মনু উচ্চ মাধ্যমিক ,,	৪৮ ,,

১	২
৩০) খোয়াই সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৫ টি
৩১) খোয়াই গার্লস্ ,, ,, ,,	৩০ ,,
৩২) এস, এন, বিদ্যানিকেতন	১২ ,,
৩৩) কমলপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫ ,,
৩৪) কল্যাণপুর ,, ,, ,,	৫০ ,,
৩৫) চেবরী ,, ,, ,,	৩০ ,,
৩৬) তেলিয়ামুড়া উচ্চ ,, ,,	২০ ,,
৩৭) হরচন্দ্র ,, ,, ,,	২৪ ,,
৩৮) সেলেমা হাই স্কুল	১০ ,,
৩৯) আর, কে, ইনষ্টীটিউশান	২৪ ,,
৪০) কৈলাশহর গার্লস্ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০ ,,
৪১) কাঞ্চন বাড়ী ,, ,, ,,	১০ ,,
৪২) ফটিকরায় ,, ,, ,,	১৪ ,,
৪৩) মইনামা হাইস্কুল	১৬ ,,
৪৪) পাবিয়া ছড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	৬ ,,
৪৫) বি, বি, ইনষ্টীটিউশান	৩১ ,,
৪৬) কাঞ্চনপুর হাইস্কুল	২০ ,,
৪৭) জম্পুই ,,	৫৬ ,,
৪৮) পেচারথল ,,	৬ ,,
৪৯) দামছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১২ ,,
৫০) মেলাঘর উচ্চ মাধ্যমিক ,,	৬০ ,,
৫১) কুলাই উচ্চ ,, ,,	৩০ ,,
৫২) কে, সি, গার্লস্ হাইস্কুল	৩০ ,,
৫৩) চারিপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫০ ,,
৫৪) উদয়পুর গার্লস্ হাইস্কুল	২০ ,,
৫৫) পদ্মপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫০ ,,
৫৬) জম্পুই জলা হাইস্কুল	৮ ,,
৫৭) ছামনু উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৬ ,,
৫৮) মরাছড়া উচ্চ ,, ,,	১২ ,,
৫৯) এন, এম, বিদ্যানিকেতন	৩২ ,,
৬০) জোলাইবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২ ,,
৬১) এন, ডি, জুনিয়র হাই	৫ ,,
৬২) এম, জি, এম, হাইস্কুল	১৪ ,,

		২
৬৩)	রামঠাকুর পাঠশালা গার্লস্ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬ টি
৬৪)	কাথাল ঘাট উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১২ ,,
৬৫)	মোহনপুর হাই স্কুল	১০ ,,
৬৬)	বীরেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০ ,,
৬৭)	জম্পুই জুনিয়র হাইস্কুল	১০ ,,
৬৮)	দুর্গারাম রিয়াং পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী	১৮ ,,
৬৯)	অম্পীনগর হাইস্কুল	৪ ,,
৭০)	চড়িলাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫ ,,
৭১)	বড়দোয়ালী ,, ,, ,,	১৬ ,,

২) ১৯৭২-৭৩ ইং সনের ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা হইতে বর্ত্তমানের আসন সংখ্যা মোট ১২২ বেশী।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 23
by Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪ সনে আমন, আউস এবং বোরোধান খাদ্য শস্য উৎপাদনে রাজ্যে কত একর জমি ব্যবহৃত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক) ; এবং

২। ইহাদের উৎপাদনের মহকুমা ভিত্তিক পরিমাণ ?

উত্তর

১। ১৯৭৪ ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ জমি আউস, আমন ও বোরোধান খাদ্য শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক পরিমাণ নিম্নরূপ :—

আনুমানিক জমির পরিমাণ

মহকুমার নাম	আমন		আউস		বোরো	
	একরে	হেক্টর	একর	হেক্টর	একর	হেক্টর
১। ধর্ম্মনগর	৩৮,০৫৫	১৫,৪০০	৩২,১২০	১২,৯৯৯	২,৪৭০	১,০০০
২। কৈলাশহর	৩৫,৭১৫	১৪,৪৫৩	২৯,২৫০	১১,৮৩৭	৬,১৫৬	২,৪৯১
৩। কমলপুর	২০,১৬৭	৮,১৬১	৮,৫০০	৭,৪৮৭	১,৫২৫	৬১৭
৪। খোয়াই	৪৮,২০২	১৯,৫০৭	৩৮,১৯৫	১৫,৪৫৭	৭,১৭২	২,৯০২
৫। সদর	৭৩,৩১৫	২৯,৬৭০	৭১,৭০০	২৯,০১৬	২১,১১৬	৮,৫৪৫
৬। সোনামুড়া	২৬,৪৭৫	১০,৭১৪	১৭,১০০	৬,৯২০	১০,৭৭৬	৪,৩৬১
৭। উদয়পুর	২৬,৩২৫	১০,৬৫৩	২৩,৮০০	৯,৬৩১	১৫,০৮৪	৬,১০৪
৮। অমরপুর	১৬,৯৩২	৬,৮৫২	১৬,২০০	৬,৫৫৬	৪ ২৯০	১,৭৩৬
৯। বিলোনীয়া	৩৬,৯৭২	১৪,৯৬২	২৫,৮৬০	১০,৪৬৫	৭,৮০০	৩,১৬৫
১০। সাব্রুম	১২,৭৬০	৫,১৬৪	৯,২৩৪	৩,৭৩৭	৩,৭৫২	১৫,১৮
সর্ব্বমোট	৬,৩৪,৯১৮	১,৩৫,৫৩৬	২,৮১,৯৫৯	[illegible]	৮৫,৮৪১	৩২.৪৩০

২। ১৯৭৪ ইং সনে যে পরিমাণ আমন, আউস ও বোরোধান উৎপাদিত হয়েছিল তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ —

মহকুমার নাম	আনুমানিক ধান উৎপাদনের পরিমাণ মে: ট:		
	আমন	আউস	বোরো
১। ধর্মনগর	২৫,২৬৭	১৯,৩০০	২,২০৬
২। কৈলাসহর	২৯,৩০০	২৬,৪০০	৪,৭৬৩
৩। কমলপুর	১৩,৫০০	১৪,৫২৫	১,৩৮৩
৪। খোয়াই	৪১,০৫০	২১,২৫০	৮,৯১৭
৫। সদর	৫৭,০৮৩	৩৮,৯৪২	২৮,১০০
৬। সোনামুড়া	২৪,৩১৭	১৪,৫৩৪	১৩,০৮৩
৭। উদয়পুর	২১,০০০	১১,২৫০	১৬,৬৬৭
৮। অমরপুর	১৩,৭০০	৭,৬১৬	৩,৭৩৪
৯। বিলোনীয়া	৩৮,২৫০	১৫,৬৫০	৮,৮৩৪
১০। সাবরুম	১১,৫৩৩	৫,৫৩০	৪,১০০
সর্বমোট	২,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	৯ ,৬৬৭

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 25

By Sri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সাল থেকে অদ্য পর্য্যন্ত কতজন তপশীলি জাতির ভূমিহীনদের ভূমি পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?

২) দেওয়া হইলে মহকুমাওয়ারী হিসাব ?

৩) এবং বাকী কত পরিবার ভূমিহীন আছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২ইং সনের এপ্রিল হইতে ১৯৭৪ ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সর্বমোট ২৫৯টি তপশীলি জাতিভুক্ত ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) মহকুমা ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক) সদর	২৮	পরিবার
খ) বিলোনীয়া	৪৪	,,
গ) সাবরুম	১০৩	,,
ঘ) কৈলাসহর	৯	,,
ঙ) কমলপুর	৭৫	,,

মোট—২৫৯ পরিবার

৩) : আনুমানিক আরও ২৩৭৩টি তপশীলিভুক্ত ভূমিহীন পরিবার আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 33

By Shri Samar Choudhury

Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to State:—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২, ৭৩, ৭৪ এবং ৭৫ এর এ পর্য্যন্ত কত মিটার এলুমিনিয়াম জলের পাইপ ক্রয় করা হয়েছে তার হিসাব ও আনুমানিক মূল্য ;

২) ঐ পাইপ কোন মহকুমায় কোন এলাকায় কত পরিমাণ জল সেচের জন্য বিলি বন্টন করা হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ;

৩) ঐ পাইপ কোথায় কোথায় এখনও ব্যবহার করা যায় নাই তাহার বিবরণ ; এবং

৪) বর্ত্তমানে কত মিটার পাইপ অব্যবহৃত অবস্থায় জমা রয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বৎসরগুলিতে ক্রীত এলুমিনিয়াম পাইপের পরিমাণ ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ :—

...ক বৎসর	পাইপ ক্রয়ের পরিমাণ সংখ্যায়	মিটারে	প্রতিটি পাইপের সাইজ	মোট ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
১৯৭২-৭৩	২০৪০	১২,২৪০	৫⁰ ব্যস ৬ মিঃ দৈর্ঘ	১২,৬৫.০০০
	১৭০০	১০,২০০	৬" ,, ৬ ,,	
১৯৭৩-৭৪	১০৩৮	৬২২৮	৫" ,, ৬ ,,	৭,৯৫৩৯১.৮৫
	১০৩৮	৬২২৮	৭" ,, ৬ ,,	
১৯৭৪-৭৫	Nil			
সর্ব্বমোট	৩০৭৮	১৮৪৬৮	৫"	২০,৬০,৩৯১.৮৫
	২৭৩৮	১৬৪২৮	৬"	
	৫৮১৬	৩৪,৮৯৬		

২) ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ এর এ পর্য্যন্ত সনে বিভিন্ন মহকুমায় যে যে এলাকার যে পরিমাণ এলুমিনিয়াম পাইপ জল সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

মহকুমার নাম	এলাকার নাম	ব্যবহৃত এলুমিনিয়াম পাইপের পরিমাণ (সংখ্যায়) ১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫
১) সদর	জম্পুইজলা	৪৯	—	—	—
	কাঞ্চনমালা (পূর্ব্ব)	—	৫০	—	—
	কাঞ্চনমালা (পশ্চিম)	—	—	১০০	
	রাজনগর		৮	৪৫	১০০
	রাণীর গাও		২০		
	বিজয় নগর		১৫		
	গোলাঘাটি		৫০		
	সেকের কোট		২২		
	জিরানীয়া		১১০		
	আমতলী (পূর্ব্ব)		১০১		

		দুর্গানগর		৫০		
		আমতলী (পশ্চিম)		১০১		
		দুই পাড়িল		২০	৮০	
		নোয়াবাদী		২৫		
		চাচুবাজার		৫০		
		লঙ্কামুড়া (সানমুড়া)		৫০		
		মহিষখলা		১৫	৩৫	
		বিশালগড় (মধ্যলক্ষ্মীবিল)		৩৫		
		ভগুদাস বাড়ী		১০		
		চান্দিনামুড়া				১০৪
		অজেন্দ্র বাজার		—	১০৬	
		মোট	৪৯	৭১২	৩৬০	২৫৪
২)	সোনামুড়া	সদর	—	৫০	১০০	—
		শ্রীমন্তপুর	—	৫০	—	—
		ভেলুয়ারচর	—	৫০	—	—
		কাঠালিয়া	—	৭৫	—	—
		গ্রামতলী (মেলাঘর, সদর)	—	৫০	—	—
		দুর্গাপুর	—	—	১০০	—
		মোট—	—	২৭৫	২০০	—
৩)	উদয়পুর	সদর	৫৩	—	—	—
		পালাটানা	২০	—	২০	৩৫
		রাজারবাগ	—	—	৭৬	—
		মোট—	৭৩	—	৯৬	৩৫
৪)	অমরপুর	তৈদু	—	২০	—	—
৫)	সাবরুম	সাতচাঁদ	১২৮	—	—	—
		বনকুল	—	—	১০০	—
		ভূয়াতলী	—	—	১০০	—
		মোট—	১২৮	—	২০০	—
৬)	বিলোনীয়া	রাজনগর	৭১	১৫	—	—
		বগাফা	৫৮	১৫		
		ভাতান বাড়ী	—	১৫		
		নলুয়া	—	—	১২৬	
		রতন বাড়ী	—	—	৭৬	
		লাউগাং	—	—	৭৬	
		কলসী	—	—	৭৬	
		রাজাপুর	—	—	—	১০০
		রাধা কিশোরগঞ্জ	—	—	—	১০০
			১২৯	৪৫	৩৫৪	২০০

			১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫
৭)	খোয়াই	তেলিয়ামুড়া (সদর)	—	৫০	—	
		কালরাজ ঘাট	—	১০	—	—
		তুষাবাড়ী	—	১০	—	—
		ব্রহ্মাবিল	—	১০	—	—
		চাম্পাহাওর	—	৬৫	৩৫	—
		সোনাতলা	=	৬৫	৩৫	—
		লক্ষ্মীনারায়ণপুর (বাগান বাড়ী)	—	—	১০	—
		মোট—		২১০	৮৯	—
৮)	কমলপুর	ভাতখাবড়ী	—	২০	—	—
		আভাঙ্গা	—	১০০	১২৫	—
		মলয়া	—	—	৬০	—
		সদর	—	—		১০০
		মোট—	—	১২০	১৮৫	১০০
৯)	কৈলাশহর	পশ্চিম কাঞ্চন বাড়ী	—	৫০	—	—
		ছইলেংটা	—	২৫	—	—
		পেঁচার ডর	—		১০০	—
		ছনতৈল	—		১০০	—
		সোলটারপুর	—	৫০		
		দুধপুর	—	—	—	১০১
					২০০	১০১
১০)	ধর্মনগর	আমবাড়ী	—	২৫	১০০	১০১
		রাজনগর	—	—	৫০	—
		শান্তিপুর	—	—	৫০	
		সদর	—	—	—	১০৯
		মাছমারা	—	২০	—	
		মোট—	৩৭৯	১৫৭২	১৮৭৫	৭১১

—৪৬১৭

৩) এমন কোন সংবাদ নাই।

৪) ৭১১৯৪মি পাইপ আপাততঃ অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 35

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আইস এ্যাণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজের জন্য রাজ্যের কোন কোন কোম্পানীকে আজ অবধি পারমিট ইস্যু করা হয়েছে এবং বর্ত্তমানে কয়টি চালু আছে?

২। কোন কোন কোম্পানীকে কত টাকা সরকারী ঋণ এই ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে এবং কোন গ্রাণ্ট দেওয়া হলে তার পরিমাণ কত ?

৩। এই সব কোলড ষ্টোরেজ ব্যবহার সম্পর্কে সরকার হতে কোন সর্ত বা নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা আছে কিনা ? থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

উত্তর

১। নিম্ন বর্ণিত আইস ফ্যাক্টরীকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে ঃ—

ক) বেণীমাধব আইস ফ্যাক্টরী, গোলবাজার, আগরতলা।

খ) রামকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা।

(আইস ব্যাণ্ডি এবং আইস চাংক্)

গ) সরোজিনী আইস ফ্যাক্টরী, বটতলা, আগরতলা।

ঘ) প্রেমদা আইস ফ্যাক্টরী,

প্রোঃ...শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নন্দী, ধর্ম্মনগর।

ইহার মধ্যে সরোজিনি আইস ফ্যাক্টরী এখনও চালু হয়নি, অন্য তিনটি বর্ত্তমানে চালু আছে।

এছাড়া ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে মেসার্স' ভুক্তোরিয়া ব্রাদার্স', আগরতলা একটি কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপন করেছেন। তাহা এখন চালু আছে।

২। একমাত্র প্রেমদা আইস ফ্যাক্টরী, ধর্ম্মনগর কে নিম্ন বর্ণিত সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে...

ক) গ্রামীন শিল্প প্রকল্পের আওতায় ২০ হাজার টাকা ঋণ।

খ) মূলধন বিনিয়োগ বাবৎ গ্রাণ্ট ২ হাজার ১ শত ৭৫ টাকা ৩ পয়সা।

৩। সরকারী অর্থ সাহায্যের সদ্ব্যবহার ছাড়া এইসব ফ্যাক্টরী পরিচালনার ব্যাপারে কোন সর্ত্ত বা নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা হয় নি।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 36

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোথায় কোথায় এগ্রিকালচারের প্রডিউস মার্কেট স্থাপন করা হয়েছে এবং কোন কোন তারিখে কখন করা হয়েছে? প্রত্যেক মার্কেটের জন্য কত ব্যয় করা হয়েছে ?

২। এই মার্কেটগুলো পরিচালনার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং কোন রুলস থাকলে সেগুলি কি ?

৩। কি কি মার্কেট সার্ভিস চালু করা হয়েছে এই মার্কেটগুলিতে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কোন "এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেট" স্থাপিত হয় নাই তবে "বম্বে এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস এ্যাক্ট ১৯৩৯" ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫৬ ইং সনে চালু করা হয়েছে এবং সেই এ্যাক্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের সদর মহকুমার অন্তর্গত বিশালগড় বাজারকে ১৯৬৪ ইং সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে "নিয়ন্ত্রিত বাজার" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। "বিশালগড় নিয়ন্ত্রিত বাজার"এর সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে সরকার তরফ হতে ১৯৭৩-৭৪ ইং সন পর্য্যন্ত মোট ৮১ হাজার ২ শত ৮৪ টা ৪ পয়সা ব্যয় করা হইয়াছে।

২) "বম্বে এগ্রিকালচারেল প্রডিউস্ মার্কেটস এ্যাক্ট" অনুযায়ী "বিশালগড় নিয়ন্ত্রিত বাজার" সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট "বিশালগড় এগ্রিকালচারেল প্রডিউস্ মার্কেট কমিটি" গঠন করা হয়েছে এবং ত্রিপুরায় "এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেট রুলস ১৯৬২" চালু হয়েছে।

৩) "বিশালগড় নিয়ন্ত্রিত বাজার" কৃষিপণ্য উৎপাদন কারী, ক্রেতা-বিক্রেতা ও অন্যান্য জনসাধারণের জন্য নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক) কৃষিপণ্য নিরাপদে বেচা কেনার জন্য দুইটি ৬২ মিটার × ৩১ মিটার বিক্রয় ঘর তৈরী করা হয়েছে।

খ) ন্যায্য ভাড়ায় ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য একটি ১৭ কোঠা বিশিষ্ট বিক্রয় ঘর তৈরী করা হয়েছে।

গ) বাজারে রাস্তা, পানীয় জল ও আলো ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) ক্রেতা-বিক্রেতার যাতায়াতের সুবিধার্থে 'বুড়ীমা' নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

ঙ) ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য সঠিক ওজন ও লেনদেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চ) ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

ছ) ন্যায্য ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জ) নির্ভরযোগ্য ও সাধুনিক বাজার দর নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঝ) বাজার প্রাঙ্গণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

UNSTARRED QUESTION No. 39

By—Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-৭৫এ অমরপুর মহকুমা খাদ্যে ঘাটতি ছিল কিনা; যদি থাকে তবে ঘাটতির পরিমাণ কত ?

২) এই বছর অমরপুর মহকুমার কোন রেশন শপ থেকে কতজনকে কি পরিমাণ খাদ্য বিলি করা হয়েছে তার মাস ভিত্তিক ও রেশন শপ ভিত্তিক হিসেব ?

৩) যদি চাহিদামত খাদ্য সরবরাহ না করা হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) ১৯৭৪-৭৫ (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত) অমরপুর মহকুমায় বিলিকৃত খাদ্যের পরিমাণ ও জনসংখ্যা মাস ভিত্তিক ও রেশন শপ ভিত্তিক সঙ্গীয় "ক" তালিকায় প্রদত্ত হইল।

৩) খাদ্যশস্য যে সমস্ত পরিবারের প্রয়োজন তাহাদিগকে রেশন শপের মাধ্যমে চলিত রেশনের হারে বিলি করা হইয়াছে।

ANNEXURE 'A' TO UNSTARRED QUESTION NO. 39

Name of Fair Price Shop.	Name of month.	Persons served with foodgrains during the month	Quantum of foodgrains (in Kg.) distributed during the month		
			Rice	Wheat/Atta	Paddy
1	2	3	4	5	6
Nutan Bazar F. P. Shop	April, 74	2852	7075	2300	Nil
	May, 74	3106	3925	1700	3,500
	June, 74	86	Nil	400	Nil
	July, 74	960	1600	2000	600
	August, 74	666	1650	600	Nil
	Sept. , 74	672	Nil	800	2,660
	Oct. , 74	1240	Nil	700	4,450
	Nov. , 74	102	Nil	Nil	325
	Dec. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Jan. , 75	—	300	Nil	Nil
			14,550	8,500	11,535
Karbook	April, 74	810	2,500	Nil	Nil
	May, 74	—	Nil	Nil	Nil
	June, 74	—	Nil	Nil	Nil
	July, 74	666	2,000	Nil	Nil
	August, 74	—	Nil	Nil	Nil
	Sept. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Oct. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Nov. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Dec. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Jan. , 75	—	Nil	Nil	Nil
			4,500		
	Aprl, 74	666	2,000	Nil	Nil
	May, 74	—	Nil	Nil	Nil
	June, 74	—	Nil	Nii	Nil
	July, 74	—	Nil	Nil	Nil
Jalaia	August, 74	—	Nil	Nil	Nil
	Sept. , 74	—	Nil	NIl	Nil
	Oct. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Nov. , 74	—	Nil	Nil	Nil
	Dec. , 75	—	Nil	Nil	Nil
	Jan , 75	—	Nil	Nil	Nil
			2,000		

1	2	3	4	5	6
Bampur F. P. Shop.	April, 74	500	1,520	Nil	Nil
	May, 74	914	570	Nil	3,500
	June, 74	—	Nil	Nil	Nil
	July, 74	—	Nil	Nil	Nil
	August, 74	—	Nil	Nil	Nil
	Sept., 74	—	Nil	Nil	Nil
	Oct., 74	—	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	—	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	—	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	—	Nil	Nil	Nil
			2,090		3,500
R. P. A. C.	April, 74	—	Nil	Nil	Nil
	May. 74	406	500	300	1,000
	June, 74	994	2,800	300	Nii
	July, 74	394	975	400	Nil
	August, 74	740	2,055	300	Nil
	Sept., 74	714	1,860	200	Nil
	Oct., 74	1350	3,780	300	Nil
	Nov., 74	540	1,900	100	Nil
	Dec., 74	46	Nil	200	Nil
	Jan,, 75	26	Nil	100	Nil
			3,1870	2,200	1,000
Amarpur F. P. Shop.	April, 74	3,940	23,945	4,100	Nil
	May, 74	1.740	12,075	2,500	5,000
	June, 74	1,538	13,965	900	5,600
	July, 74	2,072	15,200	1,800	Nil
	August. 74	1,202	5,320	1,300	700
	Sept., 74	380	2,330	800	Nil
	Oct., 74	544	6,080	1,200	Nil
	Nov.. 74	274	1,235	500	Nil
	Dec., 74	—	Nil	400	Nil
	Jan., 75	—	Nil	800	Nil
			80,150	14,400	10.600

1	2	3	4	5	6
Lebacherra	April, 74	—	Nil	Nil	Nil
	May, 74	334	Nil	Nil	1500
	June, 74	334	Nil	Nil	1500
	July, 74	134	Nil	400	Nil
	August, 74	134	Nil	400	Nil
	Sept., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
				800	3000
Ieraia. (Chellagong)	April, 74	134	400	Nil	Nil
	May, 74	2658	5425	Nil	2000
	June, 74	332	1000	Nil	Nil
	July, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Sept., 74	160	475	Nil	Nil
	Oct., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
			7300		2000
Amarpur Pry. Marketing Co-op. F.P. Shop.	April, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	May, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	June, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	July, 74	1258	3895	Nil	Nil
	Aug., 74	2394	7125	Nil	Nil
	Sept., 74	906	2850	Nil	Nil
	Oct., 74	2048	6175	Nil	Nil
	Nov., 74	560	1900	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
			21945		

1	2	3	4	5	6
Dalak F. P. Shop	April, 74	354	1,050	Nil	Nil
	May, 74	460	400	Nil	1,300
	June, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	July, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Sept., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
			1,450		1,300
Rangamati F. P. Shop	April, 74	Nill	Nil	Nil	Nil
	May, 74	426	Nil	500	1,300
	June, 74	154	Nil	Nil	700
	July, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Sept., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
				500	2,000
Cmpi F. P. Shop.	April, 74	3,084	Nil	Nil	14,300
	May, 74	1,466	Nil	Nil	6,300
	June, 74	416	Nil	Nil	1,750
	July, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Sept., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					22,050

1	2	3	4	5	6
Taidu F. P Shop	April, 74	1410	NIl	Nil	5950
	May, 74	838	Nil	Nil	3500
	June, 74	332	Nil	Nil	1400
	July. 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Hil	Nil	Nil	Nii
	Sept., 74	Nil	Nil	Nii	Nil
	Oct, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec. 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					10.850
Taisloz F. P. Shop	April, 74	2458	Nil	Nil	9000
	May, 74	800	Nil	NIl	3500
	June. 74	530	Nil	Nil	2100
	July, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Nil	Nii	Nil	Nil
	Sept, 74	Nii	Nil	Nil	Nil
	Oct, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec. 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					14,600
Bandacherra F. S.Shop	April 74	466	Nil	Nil	1500
	May, 74	1740	Nil	Nil	7500
	June. 74	1752	Nil	Nil	7500
	July, 74	2200	Nil	Nil	9500
	August, 74	1666	Nil	Nil	7550
	Sept. 74	2732	Nil	Nil	12000
	Oct, 74	3400	Nil	Nil	16000
	Nov. 74	1666	Nil	Nil	7550
	Dec. 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan. 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					69,100

1	2	3	4	5	6
Jambook Cherra F. P. Shop.	April, 74	962	Nil	Nil	7,700
	May, 74	566	Nil	Nil	4,200
	June, 74	350	Nil	Nil	2,800
	July, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	August, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	September, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					14,700
Dalapati para F. P. Shop.	April, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	May, 74	1,000	Nil	Nil	7,500
	June, 74	1,200	Nil	Nil	9,000
	July, 74	1,236	Nil	Nil	10,000
	August,74	1,236	Nil	Nil	9,750
	Sept.,74	734	Nil	Nil	5,505
	Oct., 74	1,200	Nil	Nil	9,000
	Nov,, 74	146	Nil	Nil	1,100
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					51,855
Raima F. P. Shop.	April, 74	400	Nil	Nil	3,000
	May, 74	416	Nil	Nil	3,075
	June, 74	1,000	Nil	Nil	7,500
	July, 74	1,066	Nil	Nil	8.000
	August,74	1,000	Nil	Nil	7,500
	Sept.,74	400	Nil	Nil	3,000
	Oct., 74	426	Nil	Nil	3,075
	Nov., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec., 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan., 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					35,150

1	2	3	4	5	6
Laxmipur F. P. Shop	April, 74	—	Nil	Nii	Nil
	May, 74	.1008	Nil	Nil	8000
	June, 74	874	Nil	Nil	6550
	July, 74	1008	Nil	Nil	7550
	August, 74	1008	Nil	Nil	8000
	Sept, 74	1008	Nil	Nil	12000
	Oct, 74	1008	Nil	Nil	7522
	Nov, 74	1008	Nil	Nil	9000
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nii	Nil	Nil
					58,622
Jagabandhu para F. P. Shop	April, 74	534	Nil	Nil	4000
	May, 74	2038	Nil	Nil	16000
	June, 74	1666	Nil	Nil	12500
	July, 74	1000	Nil	Nil	7500
	August, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Sept, 74	1276	Nil	Nil	9570
	Oct, 74	2038	Nil	Nil	16000
	Nov, 74	1006	Nil	Nil	7550
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					73,120
B/Basha F. P. Shop	April, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	May, 74	2134	Nil	Nil	16000
	June, 74	1266	Nil	Nil	9500
	July, 74	932	Nil	Nil	7000
	August, 74	932	Nil	Nil	7000
	Sept, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct. 74	1166	Nil	Nil	8550
	Nov, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					48,050

1	2	3	4	5	6
Bhagirathpara	April, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	May, 74	54	Nil	Nil	400
	June, 74	612	Nil	Nil	9000
	July, 74	612	Nil	Nil	7240
	August, 74	612	Nil	Nil	9000
	Sept, 74	612	Nil	Nil	7000
	Oct, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Nov, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					32,440
Boalkhali F. P. Shop	April, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	May, 74	1200	Nil	Nil	9000
	June, 74	1004	Nil	Nil	7535
	July, 74	160	Nil	Nil	1200
	August, 74	1008	Nil	Nil	7550
	Sept, 74	470	Nil	Nil	3520
	Oct, 74	1000	Nil	Nil	7500
	Nov, 74	74	Nil	Nil	550
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	Nil	Nil	Nil	Nil
					36,855
Chellagong Camp F. P. Shop.	April, 74	884	7284	Nil	Nil
	May, 74	176	1130	Nil	Nil
	June, 74	744	5580	Nil	Nil
	July, 74	884	7195	Nil	Nil
	August, 74	316	2375	Nil	Nil
	Sept, 74	100	760	Nil	Nil
	Oct, 74	236	1755	Nil	Nil
	Nov, 74	414	3110	Nil	Nil
	Dec, 74	312	2280	Nil	Nil
	Jan, 75	568	265	Nil	Nil
			35,734		

1	2	3	4	5	6
Malbasha Camp.	April, 74	342	2560	Nil	Nil
	May, 74	312	2280	Nil	Nil
	June, 74	202	1520	100	Nil
	July, 74	366	3350	Nil	Nil
	August 74	190	1425	Nil	Nil
	Sept., 74	134	1000	Nil	Nil
	Oct, 74	190	1425	Nil	Nii
	Nov, 74	134	1000	Nil	Nil
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	77	570	Nil	Nil
			15130	100	
Kurma F. P. Shop	April, 74	312	2850	Nil	Nil
	May, 74	100	4560	Nil	560
	June. 74	438	3280	Nil	Nil
	July, 74	600	5755	Nil	Nil
	August, 74	244	1820	Nil	Nil
	Sept, 74	66	475	Nil	Nil
	Oct, 74	330	2470	Nil	Nil
	Nov, 74	266	1995	Nil	Nil
	Dec, 74	36	285	Nil	Nil
	Jan, 75	50	380	Nil	Nil
			22,870		560
Sonacherra Camp	April, 74	368	2755	Nil	Nil
	May, 74	486	4275	Nil	1000
	June, 74	366	2850	Nil	Nil
	July, 74	480	3610	Nil	Nil.
	August, 74	252	1900	Nil	Nil
	Sept, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Oct. 74	26	190	Nil	Nil
	Nov, 74	50	380	Nil	Nil
	Dec, 74	Nil	Nil	Nil	Nil
	Jan, 75	76	570	Nil	Nil
			16,530		1000

UNSTARRED QUESTION NO. 40

By Shri Purna Mohan Tripura, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-৭৫এ কোন কোন সংস্থার মাধ্যমে কত পরিমাণ স্টেণ্ডার্ড ক্লথ বণ্টন করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক ও সংস্থা ভিত্তিক হিসেব ?

২) এই সময়ে মোট কি পরিমাণ স্টেণ্ডার্ড ক্লথ সরকারের হাতে আসে এবং তার মধ্যে কি পরিমাণ বিলি বণ্টন হয়েছে তার হিসেব ?

উত্তর

১) ১৯৭৪-৭৫ সনে (জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত) সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে স্টেণ্ডার্ড ক্লথ বণ্টনের মহকুমা ভিত্তিক ও সংস্থা হিসেব ক্রোড়পত্র — 'ক'তে দেখানো হয়েছে।

২) ঐ সময় পর্য্যন্ত মোট আমদানী হয় আনুমানিক ৪৬,৮৮০ জোড়া ধুতি, ৩৯,০০১ জোড়া শাড়ী ও ৮,৪৯,০০০ মিটার মার্কিন কাপড়। ঐ সময়ে মোট বণ্টন হয় ৩০,৪৪৮ জোড়া ধুতি, ২৮.২৩০ জোড়া শাড়ী ও ৮,২৬,৬২২ মিটার মার্কিন কাপড়।

১৯৭৪-৭৫ সনে মহকুমা ভিত্তিক ও সংস্থা ভিত্তিক স্টেণ্ডার্ড ক্লথ বন্টনের হিসাব—

ক্রোড়পত্র—"ক"

মহকুমার নাম	ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত			সমবায় সমিতি মারফত			অন্যান্য সংস্থা মারফত		
	ধুতি	শাড়ী	মার্কিন	ধুতি	শাড়ী	মার্কিন	ধুতি	শাড়ী	মার্কিন
১) সদর	৮,৮৬৮ জোড়া	৮,৬০৫ জোড়া	১,৯৭,০৪০৫ মিটার	১০৮৫ জে.ড়া	৭০০ জোড়া	২৮,৪০৫ মিটার	১০০ জোড়া	১০০ জোড়া	৩,৩২২ মিটার
২) খোয়াই	২,২,৬১ জোড়া	২,১৪৩ জোড়া	৭৩,৭০১ মিটার	—	—	—	—	—	—
৩) সোনামুড়া	২,৭২৫ জোড়া	২,২৬৭ জোড়া	৬৯,১৬৯৫ মিটার	—	—	—	—	—	—
৪) বিলোনীয়া	২,৫৪১ জোড়া	২,৬৪২ জোড়া	৮০,৬৫২ মিটার	—	—	—	—	—	—
৫) অমরপুর	১,৫৩৬ জোড়া	১,৫৩১ জোড়া	৪৫,৮৯৬ মিটার	—	—	—	—	—	—
৬) উদয়পুর	২.০৯২ জোড়া	২,৩০২ জোড়া	৪৯,৭৮২ মিটার	—	—	—	—	—	—
৭) কৈলাসহর	১,৩১৬ জোড়া	১,০১৭ জোড়া	৩৮,৪২৫ মিটার	১৩২৬ জোড়া	১,৩৭৪ জোড়া	৩৮,৫৬৪ মিটার	—	—	—
৮) কমলপুর	১,৪০০ জোড়া	১,০৫৬ জোড়া	৪৭,৭৩৬ মিটার	৬০৮ জোড়া	৬২০ জোড়া	২৩,৭৫০ মিটার	৮০ জোড়া	৪০ জোড়া	১,৭০০ মিটার
৯) সাবরুম	১,৯৭০ জোড়া	৯০৩ জোড়া	৫৮,০৫২৫ মিটার	—	—	—	—	—	—
১০) ধর্ম্মনগর	৩,৩১০ জোড়া	২,৯৬০ জোড়া	৯০,৩৮৯ মিটার	—	—	—	—	—	—
মোট—	২৭,২৪৯ জোড়া	২৫,৩৯৬ জোড়া	৭,৩,৮৮৯ মিটার	৩,০১৯ জোড়া	২,৬৯৪ জোড়া	৯০,৭১৯ মিটার	১৮০ জোড়া	১৪০ জোড়া	৫,০২২ মিটার

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 44

By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত কৈয়াঢেপা মৌজায় দিনারজলা সিক্সনেল বাঁধ না দিয়াই বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা হইয়াছে ;

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ; এবং

৩) এ সম্পর্কে জড়িত সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিগণের নাম কি ?

উত্তর

১) এই মর্মে একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল।

২) প্রাথমিক তদন্তান্তে বিশালগড় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে।

৩) এই কাজটা দেখাশুনার দায়িত্ব নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপর দেওয়া হইয়াছিল :
শ্রীরতিকান্ত মজুমদার, ভি, এল, ডব্লিউ।
শ্রী শ্রীধর সরকার, এগ্রি, এক্সেটনশন অফিসার।
শ্রী টি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ওভারসিয়ার।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 64

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be please to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-৭৫ এ সরকারী রেশন সপ থেকে কোন মাসে কত কার্ডের মাধ্যমে কত রেশন বন্টন করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব

এবং

২) ১৯৭৩-৭৪ এর তুলনায় এই সংখ্যা কম হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

১) ১৯৭৪-৭৫ সনে (ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত) সরকারী নায্যমূল্যের দোকান থেকে কোন মাসে কত কার্ডের মাধ্যমে কত রেশন বন্টন করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব অত্র সংগে যুক্ত করা গেল।

২) ১৯৭২-৭৩ সনে খরা পরিস্থিতির জন্য উৎপাদনকারীদের নিকট উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য থাকায় ১৯৭৩-৭৪ সনের প্রথমার্দ্ধে নায্যমূল্যের দোকান থেকে ১৯৭৪-৭৫ সনের তুলনায় অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য বন্টন করতে হয়। পক্ষান্তরে ১৯৭৩-৭৪ সনের ফসল অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ায় ১৯৭৪-৭৫ সনে নায্যমূল্যের দোকান মাধ্যমে খাদ্য শস্য বন্টনের পরিমাণ কম হয়

STATEMENT SHOWING THE COMMODITIES DISTRIBUTED THROUGH FAIR PRICE SHOPS AGAINST RATION CARDS DURING 1974-75 (Upto DECEMBER, 1974), MONTH-WISE, SUB-DIVISION WISE

Name of month	Name of Sub-Division	Quantity distributed against ration cards in M. T.				
		No. of Ration Cards	Ricc	Paddy	Wheat/ Atta	Sugar
1	2	3	4	5	6	7
April	Dharmanagar	30262	210	91	13	—
	Kailashahar	17321	132	92	14	35
	Kamalpur	12475	140	44	10	16
	Sadar.	90795	1217	622	663	204
	Sonamura	18273	21	—	—	16
	Udaipur	18824	x00	10	—	38
	Amarpur	6300	54	45	7	10
	Belonia	4656	12	—	3	33
	Sabroom	6960	—	—	—	9
	Khowai	29190	19	121	2	9
		2,35,056	1905	1025	712	370
May	Dharmanagar	30263	133	254	20	—
	Kailashahar	18679	84	164	18	35
	Kamalpur	12475	159	17	—	20
	Sadar	89895	1188	544	289	211
	Sonamura	17879	89	—	—	8
	Udaipur	18824	94	7	4	34
	Amarpur	9700	37	130	5	9
	Belonia	3644	6	—	3	33
	Sabroom	5960	—	1	—	8
	Khowai	29741	31	232	1	30
		2,37,059	1821	1349	340	388
June	Dharmanagar	30262	91	250	30	—
	Kailashahar	24437	74	236	13	35
	Kamalpur	12475	37	142	—	15
	Sadar	91186	1183	362	212	205
	Sonamura	17879	85	—	—	12
	Udaipur	18824	11	—	—	35
	Amarpur	6400	23	88	3	7
	Belonia	3644	5	—	1	33
	Sabroom	6180	—	—	—	9
	Khowai	30i17	33	144	—	25
		2,41,404	1542	1222	259	376

1	2	3	4	5	6	7
July	Dharmanagar	81	215	61	—	30,262
	Kailashahar	92	251	48	45	24,437
	Kamalpur	28	146	13	7	12,475
	Khowai	28	71	9	26	31,138
	Sadar	1208	183	292	216	89,439
	Sonamura	41	54	9	15	17,879
	Udaipur	21	—	3	17	26,532
	Amarpur	37	59	5	7	6,200
	Belonia	31	—	3	23	5,275
	Sabroom	—	—	—	9	6,800
		1,567	979	443	355	2,50,437
August	Dharmanagar	135	—	27	—	30,262
	Kailashahar	79	2	30	35	24,437
	Kamalpur	10	—	1	18	12,475
	Sadar	1,130	203	367	227	91,987
	Sonamura	33	109	14	14	17,879
	Udaipur	26	9	23	38	27,234
	Amarpur	44	57	4	8	5,700
	Belonia	9	85	5	33	8,029
	Sabroom	—	—	—	9	1,729
	Khowai	31	16	78	20	28,482
		1,497.	481	557	402	2,48,214
September	Dharmanagar	76	—	28	—	30,262
	Kailashahar	21	19	—	35	24,437
	Kamalpur	—	—	—	15	12,475
	Sadar	1,166	153	297	214	92,723
	Sonamura	20	104	32	16	17,879
	Udaipur	3	105	—	36	27,234
	Amarpur	10	60	2	10	4,800
	Belonia	46	106	5	38	18,493
	Sabroom	—	32	2	11	3,863
	Khowai	28	6	18	32	28522
		1,370	585	384	407	2,60,688
October	Dharmanagar	64	—	57	56	30,262
	Kailashahar	14	—	20	35	24,437
	Kamalpur	3	—	1	29	12,475
	Sadar	1,126	40	383	302	91,949
	Sonamura	66	14	89	29	17,879
	Udaipur	32	35	—	48	27,234
	Amarpur	22	58	3	25	5,800
	Belonia	57	65	15	42	18,842
	Sabroom	—	42	3	16	1,114
	Khowai	14	9	27	53	29,470
		1,398	263	598	635	2,59,462
November	Dharmanagar	79	—	46	37	30,262
	Kailashahar	16	—	19	35	876
	Kamalpur	—	—	2	20	12,475
	Sadar	144	22	349	213	91,719
	Sonamura	20	—	35	15	17,879
	Udaipur	9	—	—	41	27,234
	Amarpur	9	26	—	9	2,300
	Belonia	2	13	1	32	5,775
	Sabroom	—	4	—	10	119
	Khowai	6	11	8	35	29,677
		1185	76	460	447	2,18,316

1	2	3	4	5	6	7
December	Dharmanagar	91	—	28	37	30,262
	Kailashahar	6	—	22	30	876
	Kamalpur	2	—	1	22	12,475
	Sadar	933	21	395	155	91,831
	Sonamura	3	—	10	22	17,879
	Udaipur	8	—	—	34	27,234
	Amarpur	3	—	1	18	300
	Belonia	—	—	4	29	4530
	Sabroom	—	—	—	11	1,589
	Khowai	—	—	2	36	29,677
		1.046	21	463	394	2,16,653

ADMITTED UNSTRRED QUESTION NO. 67

By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ এ আগরতলার ক্লাবগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কোন আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে কি ?

২) হয়ে থাকলে কোন্ বছর, কোন ক্লাবকে কি বাবত কত টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) না।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUSTION NO. 18

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) মন্ত্রী ও প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাইরে টি. এ. এবং ডি. এ. বাবত কত টাকা খরচ হয়েছে তার বছর ভিত্তিক ও ব্যক্তিগত হিসাব ;

২) ঐ সময়ের মধ্যে মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রত্যেকের বাড়ীতে সরকারী টেলিফোন বাবদ কত খরচ হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৭২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৭৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রী ও প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাহিরে টি. এ. এবং ডি. এ. বাবদ খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

১৯৭২-৭৩ ইং সাল	১৯৭৩-৭৪ ইং সাল	১৯৭৪ ইং সালের এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত
২,২৭,৬৮৯.১৫ টা:	৩,৩২,১৩২.৮১ টা:	২,২৮,১২৫.৯২ টা:

তার বছর ভিত্তিক ও নাম ওয়ারী হিসাব সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২) উপরোক্ত সময়ে মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রত্যেকের বাড়ীতে সরকারী টেলিফোন বাবদ খরচের পরিমাণ সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

ANNEXURE—'A'

UN--STARRED QUESTION NO. 81

Name of Ministers/ Class I Officers with designation	Amount drawn during the year									Remaris
	1972–73 (April–March)			1973–74 (April–March)			1974–75 (April–31.12.74)			
	T.A. & D.A. in Tripura	T.A. & D.A. outside Tripura	Total	T.A. & D.A. in Tripura	T.A. & D.A. outside Tripura	Total	T.A. & D.A. in Tri ura	T.A. & D.A. outside Tripura	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
CIVIL SECRETARIAT										
Shri S. Sen Gupta, Chief Minister	80.75	14267.25	14348.00	151.75	12408.85	12560.60	—	1599.25	1599.25	
Shri Monoranjan Nath, Minister.	674.50	3370.00	4044.50	998.75	2311.85	3310.60	399.50	2328.50	2728.00	
Shri H. C. Choudhury, Minister.	1304.25	4447.85	5752(10	1200.00	—	1200.00	1570.25	—	1576.25	
Shri D. K. Choudhury, Minister.	787.25	2812.75	3600.00	991.75	2108.00	3060.00	305.50	1983.00	2288.50	
Shri K. C. Das, Minister.	2197.25	2277.10	4474.35	2115.00	2657.25	4772.25	1645.00	2877.05	4522.05	
Shri M. Ali, Deputy Minister.	1149.75	1723.25	2873.00	2107.50	2592.50	4700.00	1327.75	5750.00	7077.75	
Smti. Basana Chakraborty Deputy Minister	528.75	7803.25	8332.00	810.75	3938.55	4749.30	—	7445.00	7445.00	
Shri S. C. Shome, Deputy Minister.	693.50	1506.50	2200.00	1171.50	5628.50	6800.00	220.25	5150.00	5370.25	
CIVIL SECRETARIAT										
Shri V. P. Singhal Chief Secretary.	—	8875.80	8875.80	—	11923.00	11923.00	—	10486.40	10486.40	
Shri Amar Sinha, Development Commissioner cum-Secretary	—	1670.00	1670.00	—	6010.00	6010.00	—	3008.00	3008.00	
Shri K. D. Menon, Commissioner of Revenue Land Reforms & Taxes.	—	—	—	117.30	3901.01	4018.31	—	5534.50	5534.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Ks.)	(Rs.)	(Rs.)	((Rs.)	
Shri S. K. Ghatak, Secretary (Finance)	—	276.00	276.00	207.70	5712.50	5920.20	—	8725.85	8725.85	
Shri K. B. Gurung, Commissioner-cum-Secy. for Tribal Affairs.	—	—	—	—	—	—	—	1200.00	1200.00	
Shri D. N. Barua, Secretary.	—	3380.00	3380.00	—	2822.40	2822.40	61.65	4780.25	4842.00	
Shri S. Chakraborty, Secretary (Law).	25.85	1768.60	1794.45	165.25	4341.55	4506.80	136.20	5329.80	5466.00	
Shri K. P. Chakraborty, Joint Secretary.	—	—	—	35.50	1460.35	1492.85	—	—	—	
Shri C. S. Samal, Joint Secretary.	—	—	—	—	420.00	420.00	—	657.70	657.70	
Shri H. Ghosh, Joint Secretary.	—	1471.75	1471.75	40.85	1965.20	2005.05	—	—	—	
Shri C. R. Paul, Director of Vigilance.	—	727.85	727.85	—	—	—	—	500.00	500.00	
CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT										
Shri K. P. Dutta, Special Officer to Chief Minister.	—	4674.55	4674.55	—	15737.30	15737.30	—	2936.50	2936.50	
PUBLIC WORKS DEPARTMENT										
Shri T. S. Vadagiri, Chief Engineer & Ex-officio Secretary.	430.50	5442.85	5873.35	428.60	18596.25	19024.85	488.40	9575.55	10063.95	
Shri N. K. Dutta, Engineering Officer.	81.55	1372.00	1453.55	—	—	—	—	—	—	
Shri B. P. Bhattacharjee, Finance Officer.	—	—	—	—	—	—	716.50	—	716.50	
Shri A. C.Chakraborty, Finance Officer.	—	—	—	23.60	1100.00	1123.60	—	—	—	
Shri D. C. Deb Nath, Superintending Engineer	—	759.40	759.40	316.65	—	316.65	817.90	—	817.90	
Shri N. K. Sinha, Superintending Engineer.	188.35	744.10	932.45	432.96	—	432.96	298.65	—	298.65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
PUBLIC WORKS DEPARTMENT.										
Shri O. P. Goal, Superintending Engineer.	227.64	3295.10	3522.73	354.18	3508.19	3862.37	436.88	4368.04	4804.92	
Shri N. Veerabadhu, Superintending Engineer.	1998.50	—	1998.50	806.70	—	806.70	137.65	—	137.65	
Shri S. Sachidananda, Superintending Engineer.	377.35	4328.35	4705.70	—	—	—	—	—	—	
Shri S. K. Bhattacharjee, Superintending Engineer.	2573.07	—	2573.07	2979.73	1235.47	4215.20	1811.15	1391.00	3202.15	
Shri C. R. Bhattacharjee, Superintending Engineer.	—	6060.45	6060.45	161.95	2591.10	2753.05	—	417.95	417.95	
Shri R. K. Choudhury, Superintending Engineer.	—	2483.30	2483.30	165.35	5474.25	5639.60	119.00	1986.20	2105.20	
Shri B. K. Nandy, Executive Engineer.	421.50	—	421.50	—	2662.40	2662.40	—	983.50	983.50	
Shri S. Nag, Executive Engineer.	—	—	—	—	—	—	—	370.00	370.00	
Shri D. K. Das, Executive Engineer.	245.00	—	245.00	318.10	—	318.10	—	438.00	438.00	
Shri R. K. Mandal, Executive Engineer.	366.90	—	366.90	222.70	—	222.70	110.59	—	110.59	
Shri C. R. Choudhury, Executive Engineer.		—	—	—	186.97	186.97	65.30	—	65.30	
Shri P. L. Ganguly, Executive Engineer.	—	1655.10	1655.10	409.52	2800.30	3209.82	—	847.85	847.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
PUBLIC WORKS DEPARTMENT—Contd.										
Shri N. R. Sen Gupta, Executive Engineer.	733.90	—	733.90	—	1182.65	1182.65	217.45	734.55	952.00	
Shri S. Narasinham, Executive Engineer.	948.15	1883.32	2832.47	268.60	330.70	599.30	—	374.40	374.40	
Shri M. R. Deb Barma, Executive Engineer.	—	—	—	172.00	1220.00	1392.00	55.30	1014.00	1069.30	
Shri P. K. Biswas, Executive Engineer.	—	—	—	—	—	—	274.00	811.05	1085.05	
Shri N. D. Gupta, Executive Engineer.	291.27	1029.68	1320.95	486.95	1322.45	1809.40	—	—	—	
Shri D. Roy, Executive Engineer. (Electrical, Dharmanagar,	545.46	—	545.46	1384.30.	—	1384.30	625.90	—	625.90	
Shri D. Roy Executive Engineer, Ambassa.	493.25	—	493.25	1072.60	—	1072.60	423.18	—	423.18	
Shri J. P. Singhal, Executive Engineer.	528.60	—	528.60	1079.51	—	1079.51	—	—	—	
Shri J. M. Lal, Executive Engineer.	1340.65	—	1340.65	1705.77	—	1705.77	—	409.20	409.20	
Shri C. R. Choudhury, Executive Engineer.	—	—	—	—	186.97	186.97	71.25	—	71.25	
Shri B. C. Saha, Executive Engineer.	108.96	—	108.96	—	—	—	—	—	—	
Shri T. R. Chatterjee, Executive Engineer,	456.00	—	456.00	992.00	—	992.00	528.00	1164.00	1692.00	
Shri D. R. Sircar, Executive Engineer.	1016.20	—	1016.20	1280.30	—	1280.30	876.80	—	876.80	
Shri M. V. Chanda sakhar, Executive Engineer.	450.97	—	450.97	627.10	—	627.10	180.74	—	180.74	
Shri R. Godbale, Executive Engin r.	392.35	—	392.35	405.79	—	406.79	49.35	—	49.35	
Shri A. S. Murty, Asst. Executive Engineer.	—	—	—	—	235.00	235.00	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	/Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
BUBLIC WORKS DEPTT. (CONTD.)										
Shri Ramrakhyani, Executive Engineer.	296.10	—	296.10	—	—	—	—	—	—	
Shri G. S. Narayana, Executive Engineer.	289.40	—	289.40	—	—	—	—	—	—	
Shri P. C. G. Majumdar, Executive Engineer.	—	—	—	—	—	—	—	356.00	356.00	
Shri T. K. Dev Barma, Architect.	—	732.00	732.00	—	1762.75	1762.75	—	3907.75	3907.75	
Shri M. K. Das, Surveyor of Works.	203.89	—	203.89	186.75	—	186.76	54.50	740.88	795.38	
Shri S. Ganesam, Surveryor of Works.	19.25	924.00	943.25	105.45	434.64	540.09	37.95	—	37.95	
Shri S. G. Balasubramanaya, Executive Engineer.	445.60	350.00	795.60	—	294.10	294.10	—	—	—	
Shri R. Dutta, Executive Engineer.	—	—	—	414.30	—	414.30	—	—	—	
Shri J. N. Sondhi, Executive Engineer.	324.26	—	324.26	53.50	—	53.50	—	—	—	
Shri O. P. Jain, Executive Engineer.	594.86	1978.95	2573.81	—	2742.96	2742.96	—	—	—	
Shri D. K. Basu, Executive Engineer.	357.10	1600.00	1957.10	—	—	—	—	—	—	
CO-OPERATIVE DEPARTMENT										
Shri S. R. Chakraborty, Registrar of Co-operative Societies.	32.50	2000.35	2032.85	559.70	1993.00	2552.70	—	3577.98	3577.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
DISTRICT & SESSIONS JUDGE										
Shri S. B. Laskar, Dist. & Sessions Judge.	—	—	—	86.05	—	86.05	71.80	—	71.80	
Shri S. M. Ali, Addl. Dist. & Sessions Judge.	34.25	—	34.25	—	—	—	136.75	—	136.75	
STATISTICAL DEPARTMENT										
Shri J. Saha, Senior Statistical Officer	77.39	623.10	700.49	121.45	3473.30	3594.75	—	2074.00	2074.00	
ANIMAL HUSBANDRY DEPTT.										
Shri M. Sen Gupta, Director of Animal Husbandry.	—	—	—	102.20	1857.00	1959.20	13.30	2257.85	2271.15	
TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION.										
Shri G. P. Bagchi, Ex-Chairman, T.P.S.C.	—	1135.20	1135.20	—	1548.20	1548.20	—	—	—	
Shri I. K. Roy, Ex-Chairman, T.P.S.C.	—	—	—	—	1346.40	1346.40	—	4196.85	4196.75	
Shri H. K. Deb Barma, Member, T.P.S.C.	—	—	—	—	522.00	522.00	—	1672.40	1672.40	
Shri S. K. Choudhury, Deputy Secretary, T.P.S.C.	—	993.60	993.60	—	1094.95	1094.95	—	1538.05	1538.05	
DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS & TOURISM.										
Shri S. Sarkar, Ex-Director of Public Relations & Tourism.	—	262.80	262.80	—	2465.40	2465.40	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	Rs.)	(Rs.)	Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.) £	(Rs.)	...
DIRECTORATE OF PANCHAYATS										
Shri R. N. Bhattacharjee, Director of Panchayats,	—	—	—	—	—	—	434.00	—	434.00	
DIRECTORATE OF LAND RECORDS & SETTLEMENT.										
Shri Sankaranarayanan, Director of Land Records & Settlements.	127.60	2191.62	2319.25	163.75	4153.40	4317.15	141.45	4391.95	4533.40	
DISTRICT ADMINISTRATION (WEST)										
Shri Ashok Nath, Ex-D. M. & Collector.	121.25	—	121.25	—	—	—	—	—	—	
Shri Ajoy Sinha, D. M. & Collector	—	—	—	184.15	763.10	947.25	487.00	—	487.00	
Shri N. Chandra, Ex-Addl. D. M. & Collector.	850.00	—	850.00	850.00	1215.00	2065.00	263.10	—	263.10	
Shri M. L. Ganguly, Addl. D. M. & Collector.	—	—	—	—	—	—	121.70	—	121.70	
MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT.										
Dr. U. N. Roy, G.D.O., Gr. I.	779.60	—	779.60	449.10	—	449.10	277.40	—	277.40	
Dr. N. B. Seal, G.D.O, Gr. I	—	506.75	506.75	—	—	—	—	—	—	
Dr. T. K. Bhattacherjee, G.D.O, Gr. I.	885.55	—	885.55	—	—	—	—	—	—	
Dr. Krishan Mohan, Orthopaedic.	—	4360.70	4360.70	—	2434.54	2434.54	—	491.35	491.35	
Dr. P. K. Roy Choudhury Gr. I	184.85	—	184.85	275.30	—	275.30	—	—	—	
Dr. Subir Bhattacherjee, Gr. I	460.40	—	460.40	—	—	—	—	1291.24	1291.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(R.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs,)	(Rs.)	
MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPT. —Contd.										
Dr. R. M. Banik, Gr. I Dy. Supdt.	—	652.80	652.80	—	755.60	755.60	—	646.00	646.00	
Dr. S. K. Das, GDO, Gr. I.	296.97	—	296.97	241.14	—	241.14	—	—	—	
Dr. K. P. Paul, GDO, Gr. I.	245.15	—	245.15	70.56	—	70.56	—	—	—	
Dr. S. Deb, GDO, Gr. I	292.50	—	292.50	127.65	—	127.65	—	—	—	
Dr. M. K. Roy Choudhury, GDO, Gr. I	573.43	—	573.43	92.58	—	92.58	—	—	—	
Dr. D. K. Paul Choudhury, GDO, Gr. I.	38.40	—	38.40	700.00	—	700.00	—	—	—	
Dr. C. Acherjee, Eye Specialist.	—	997.10	997.10	100.25	—	100.25	—	—	—	
Dr. N. Deb Barman,	127.17	—	127.17	—	880.00	880.00	—	990.90	990.90	
Dr. S. Basu, GDO, Gr. I.	312.00	—	312.00	—	—	—	—	—	—	
Dr. R. Dutta, Medical Supdt.	—	684.75	684.75	—	847.50	847.50	—	546.50	546.50	
Dr. K. C. Seal, Ent. Specialist.	—	308.00	308.00	—	709.32	709.32	—	—	—	
Dr. S. Dutta Choudhury, GDO, Gr. I.	293.62	—	293.62	264.30	—	264.30	50.50	—	50.50	
Dr. C. C. Saha, GDO, Gr. I.	—	807.76	807.76	351.90	—	351.90	348.72	—	348.72	
Dr. P. B. Pramanik, GDO, Gr. I.	240.00	—	240.00	72.50	—	72.50	56.00	—	56.00	
Dr. (Mrs) Vimla Awasthi, Gr. I.	—	631.40	631.40	—	—	—	—	393.60	393.60	
Dr. B. Chatterjee, GDO, Gr. I.	—	367.50	367.50	—	—	—	—	—	—	

1	2 (Rs.)	3 (Rs.)	4 (Rs.)	5 (Rs.)	6 (Rs.)	7 (Rs.)	8 (Rs.)	9 (Rs.)	10 (Rs.)	11
MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPT.—Contd.										
Dr. D. N. Choudhury, Aneathetrist (Spc).	—	999.00	999.00	—	—	—	—	—	—	
Dr. L. D. Kundu, GDO, Gr. I.	147.36	—	147.36	—	516.60	516.60	512.78	—	512.78	
Dr. S. P. Laha, GDO, Gr. I.	—	815.14	815.14	—	1396.37	1396.37	522.80	—	522.80	
Dr. H. P. Das, GDO, Gr. I	42.72	—	42.72	—	539.40	539.40	24.00	—	24.00	
Dr. M. M. Chakraborty, Deputy Director of Health Service	—	1636.35	1636.35	—	1426.16	1426.16	408.60	—	408.60	
Dr. A. C. Tarafdar.	—	—	—	—	—	—	—	1353.34	1253.34	
Dr. S. C. Basak, Gynocologist.	—	—	—	14.00	—	14.00	—	667.45	667.45	
Dr. (Mrs) Puspa Dey, GDO, Gr. I.	—	—	—	—	573.00	573.00	—	—	—	
Dr. G. C. Chakraborty, GDO, Gr. I.	—	—	—	—	807.20	807.20	—	1063.60	1063.60	
Dr. K. A. Manan, GDO, Gr. I.	—	—	—	—	—	—	13.45	—	13.45	
Dr. S. B. Dutta, Gr. I.	—	—	—	147.20	—	147.20	129.30	323.00	452.30	
Dr. S. R. Ghosh, GDO, Gr.I.	—	—	—	—	861.50	861.50	62.50	—	62.50	
Dr. S. Wadder, GDO, Gr.I.	—	—	—	824.30	—	824.30	—	—	—	
Dr. H. S. Roy Choudhury, GDO, Gr. I.	—	—	—	—	1025.30	1025.30	—	323.00	323.00	
Dr. P. C. Das Gupta, GDO, Gr. I.	—	—	—	—	761.85	761.85	—	381.50	381.50	
Dr. H. B. Barua, Radiologist.	—	—	—	—	663.55	663.55	—	—	—	
Dr. A. M. Majumder, Physician.	—	—	—	—	—	—	—	996.40	996.40	
Dr. R. C. Paul, GDO Gr. I.	—	—	—	2009.60	—	2009.60	—	—	—	
Dr. Sujit Dey,	—	—	—	—	152.60	152.60	—	—	—	
Dr. G. Raman, Director Health Services	—	4299.46	4299.46	—	5593.20	5593.20	20.75	4496.30	4517.05	
Dr. S. R. Choudhury, M.M.O.	1190.20	200.00	1390.20	445.95	100.00	545.95	332.60	300.00	632.60	
Dr. A. Sen Gupta, Dy. D.H.S. (P)	119.40	3441.60	3561.00	82.75	1757.40	1840.15	134.12	5184.03	5318.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	Rs.)	
FOREST DEPARTMENT										
Shri N. C. Bhattacherjee, Ex-Conservator of Forests.	2507.94	540.00	3047.94	—	—	—	—	—	—	
Shri A. K. Ghosh, Conservator of Forests.	426.74	4212.75	4639.49	2902.60	4209.70	7112.30	796.61	1822.62	2619.23	
Shri M. Sarkar, Dy. C.F.	1284.62	—	1284.62	27.65	—	27.65	—	—	—	
Shri R. N. Chakraborty, Dy. C.F.	1713.40	1014.50	2727.90	553.85	601.00	1154.85	247.15	1452.90	1700.05	
Shri D. Nag, Dy. C.F.	353.58	—	353.58	525.25	690.85	1196.10	127.15	—	127.15	
AGRICULTURE DEPARTMENT.										
Shri S. Paul Choudhury, Ex-Director of Agriculture.	558.52	2517.80	3076.32	—	—	—	—	—	—	
Shri M. Sarkar, Director of Agri.	55.30	—	55.30	605.39	4091.60	4696.99	687.91	2041.83	2729.74	
POLICE ORGANISATION.										
Shri B. K. Mukherjee, IPS Ex-I.G.P.	806.95	2420.35	3227.30	—	—	—	—	—	—	
Shri B. R. Sur, IPS, Ex-Addl. I.G. Now Inspector General of Police.	—	952.00	952.00	629.83	7579.86	7209.69	784.84	6769.37	7554.21	
Shri Karter Singh, IPS Ex-Asstt. I.G.P.	105.05	600.00	705.05	—	—	—	—	—	—	
Shri B.J.K. Tampi, IPS, (Ex-A.I.G.) (Supdt. of Police, West)	—	700.00	700.00	204.45	1088.80	1292.25	99.35	327.60	426.95	
Shri S. P. Mehta, I.P.S. Asstt. Inspector General of Police.	—	—	—	141.45	766.30	907.75	90.20	1041.50	1131.70	
Shri R. N. Sheopory, IPS, Ex-Police	—	—	—	68.75	9320.90	9389.65	124.40	510.00	634.40	
Shri R. N. Shepory, IPS, Ex-Police Adviser.	—	—	—	68.75	9320.90	9389.65	124.40	510.00	634.40	
Shri I. M. Mahajan,	—	—	—	376.75	7957.00	8333.75	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
POLICE ORGANISATION(CONTD).										
Shri K. S. Subramanian, IPS, (C.P. CID) (On study leave).	185.60	829.60	1015.20	—	—	—	—	—	—	
Shri B. L. Vohra, S.P. CID.	—	—	—	170.30	1767.30	1937.60	295.00	2129.00	2424.00	
Shri C. Das Gupta, Supdt. of Police (South)	2138.05	547.25	2685.30	871.50	1295.80	2176.30	510.50	625.00	1135.50	
Shri R. C. Kochhar, Supdt. of Police (North)	1974.85	—	1974.85	1647.15	943.60	2590.75	—	—	—	
Shri Y. R. Dhuria, Ex-Supdt. of Police (North)	5211.62	1017.60	6229.02	—	—	—	—	—	—	
Shri R. Das, Ex-Supdt. of Police (North) Principal, P.T.C.	—	—	—	2171.60	—	2171.60	869.20	2500.00	3369.20	
Shri S. K. Chatterjee, Supdt. of Police (North)	—	—	—	171.60	—	171.60	495.85	—	495.85	
Shri A. K. Roy, Supdt. of Police (Enforcement)	—	—	—	—	—	—	136.00	—	136.00	
Shri Priya Ranjan, Commandant TAP Bn.	—	—	—	610.00	74.30	684.30	163.65	1675.55	1839.20	
Shri N. Gon Choudhury, Addl. S.P. (S.B.)	1078.00	877.25	1955.25	333.20	2110.15	2443.35	95.00	893.00	988...00	
Shri J. L. Kapoor, Supdt. of Police (South)	—	—	—	—	—	—	—	5000.00	5000.00	
Shri A. T. Chakraborty, Ex-Addl. S.P. (West)	720.85	—	720.85	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
FOOD & CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT										
Shri R. N. Bhattacherjee, Ex-Director of Food.	220.95	1745.55	1966.50	315.60	2310.25	2625.85	—	—	—	
Shri H. Mukherjee, Director of Food/ Ex-D.M. & Collector (North)	—	—	2567.70	370.60	—	3625.00	299.05	3547.70	3846.75	
INDUSTRIES DEPARTMENT										
Shri R. P. Sengupta, Director of Industries.	69.10	2398.15	2467.25	183.65	7807.65	7991.30	170.20	4995.55	5171.75	
Shri C. R. Bhattacherjee, Officer on Spl. dudy (Project)	—	—	—	—	5592.40	5592.40	200.45	3641.60	3842.05	
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR (SOUTH)										
Shri R. Badrinath, Ex-D.M. & Collector (South)	1086.60	—	1086.60	—	1086.60	—	—	—	—	
Shri K. P. Chakraborty, Ex-D.M. & Collector (South)	713.90	—	713.90	—	713.90	—	—	—	—	
Shri Ganga Dass, Ex-D.M. & Collector (South)	1919.85	—	1919.85	—	1919.85	1442.85	1442.85	—	—	
Shri R. N. Chavraborty, D.M. & Collector (South)	—	—	—	1995.10	—	1995.10	1959.25	3928.00	5887.25	
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR (NORTH)										
Shri N. P. Nawani, District Magistrate & Collector, (North),	—	—	—	878.75	—	878.75	3161.50	2057.40	5218.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs:)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
EDUCATION DEPARTMENT										
G. N. Chatterjee, Ex-Director of Education.	97.90	1065.60	1163.50	—	—	—	—	—	—	
Shri I. K. Roy, Ex-Director of Education.	28.15	6337.50	6365.65	—	922.75	922.75	—	—	—	
Shri A. K. Das Gupta, Director of Education.	—	—	—	—	—	—	46.85	4200.00	4246.85	
Shri A. K. Bhattacharjee, Principal, M.B.B. College.	—	603.80	603.80	—	295.20	295.20	—	500.00	500.00	
Shri S. Tewari, Reader, M. B. B. College.	—	365.00	365.00	—	1755.20	1755.20	—	544.20	544.20	
Shri J. B. Ganguly, Reader, M. B. B. College.	—	525.75	525.75	—	989.95	989.95	—	—	—	
Shri G. C. Bhattacharjee, Principal, B.T. (STT) College.	—	626.50	626.50	—	1359.20	1359.20	—	724.10	724.10	
Dr. S. B. Gupta, Principal, B. B. Evening College.	—	1002.10	1002.10	—	911.60	911.60	—	—	—	
Dr. H. L. Chatterjee, Principal, Women's College.	—	1389.90	1389.90	—	2000.00	2000.00	—	433.80	433.80	
Shri M. L. Das Gupta, Principal, Tripura Engg. College.	—	2820.85	2820.85	—	3598.85	3598.85	28.75	4085.30	4114.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	
EDUCATION DEPARTMENT (CONTD).										
Shri R. P. Sen Gupta, Professor of Physics.	—	1446.90	1446.90	—	8058.15	8058.15	—	—	—	
Shri A. K. Mitra, Professor, Mech. Engg.	—	204.20	204.20	—	262.90	262.90	—	—	—	
Shri M. Das, Professor, Civil Engg. Deptt.	—	—	—	—	—	—	—	250.00	250.00	
Shri R. K. Dutta, Asstt. Professor in Mech. Engg.	—	260.75	260.75	—	—	—		1500.00	1500.00	
Shri A. P. Joglekar, Asst. Professor in Applied Mech.	—	—	—	—	1355.25	1355.25	—	—	—	
Shri Sukdev Chakraborty, Asstt. Professor in Civil Engg.	—	119.85	119.85	—	—	—	—	422.75	422.75	
Shri J. C. Paul, Asstt. Professor in Elec. Engg.	—	—	—	—	—	—	—	745.45	745.45	
Shri J. C. Paul, Head of the Deptt. in Elec. Engg. Polytechnic Instt.	—	121.75	121.75	—	—	—	—	—	—	
Shri Raj Kumar, Head of the Deptt. in Mech. Engg.	—	365.00	365.00	—	—	—	—	—	—	
Shri A. K. Bhattacharjee, Principal, Polytechnic Institute, Narsingarh.	—	546.80	546.80	—	1392.05	1392.05	—	397.00	397.00	
GRAND TOTAL			2,24,685.16			3,32.732.81			2,28,125.92	

UNSTARRED QUESTION NO. 81.

ANNEXURE 'B'

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE INCURRED TOWARDS PAYMENT OF BILL FOR PRIVATE USE OF RESIDENTIAL TELEPHONES BY THE MINISTERS

Sl. No.	Name of Ministers	Expenditure incurred towards payment of bill for private use of residential telephones during the year			Remarks
		1972-73 (April to March)	1973-74 (April to March)	1974-75 (April to 31-12-74)	
1	2	3	4	5	6
1.	Shri K. C. Das, Minister.	Rs. 12.00	—	—	
2.	Shri M. Ali, Deputy Minister.	Rs. 181.80	—	—	
3.	Smti. Basana Chakraborty, Deputy Minister.	Rs. 18.00	—	—	
	TOTAL :	Rs. 211.80	—	—	

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 85

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং তারিখ অবধি বিভিন্ন দপ্তরে কতটি পদ খালি পরে আছে; তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

২) ঐ সকল পদগুলির মধ্যে ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণী কতটি ? তার শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব এবং

৩) পদগুলি খালি পড়ে থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ২০৫৯টি পদ খালি পড়ে ছিল। তার দপ্তর ভিত্তক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল (তবে ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক পদ পূরণ হইয়াছে।)

২) ঐ সকল খালি পদের দপ্তর ওয়ারী শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব উক্ত সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

৩) পদগুলি শূন্য থাকার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক) কারিগরীক ও অকারিগরীক উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে ;

খ) ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের আওতায় যে সমস্ত পদের অধিযাচন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে আয়োগের সুপারিশ না পাওয়ার দরুণ ;

৩) ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস জুনিয়র সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশ সার্ভিস এবং অন্যান্য জুনিয়র সার্ভিসের সিলেবাস তৈরী করিতে কিছু বিলম্ব হওয়ার দরুণ যাহা সবে মাত্র সম্পন্ন করা হইয়াছে ;

৪) কেডার ভুক্ত সর্বভারতীয় সার্ভিসের যথা আই, এ, এস, আই, পি, এস, এবং আই, এফ, এস, প্রার্থী না পাওয়াতে ,

৫) কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধি সম্পূর্ণ না হওয়ায় ;

৬) কোন কোন ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি লিষ্ট চুরান্ত না হওয়ায় প্রমোশন পদগুলি পূরণে অন্তরায়।

STATEMENT SHOWING DEPARTMENT WISE AND CLASS-WISE BREAK UP OF VACANT POSTS UNDER VARIOUS DEPARTMENTS AS ON 31. 12. 1974.

Sl. No.	Name of Departments and Offices.	Number of vacant posts as on 31. 12.74				Total (Col 3 to 6)
		Class 1	Class II	Class III	Class IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Industries Department	2	8	81	38	129
2.	Relief & Rehabilitation Deptt.	—	—	—	1	1
3.	Public Relations & Tourism ,,	—	6	32	8	46
4.	Agriculture Department	—	9	76	49	134
5.	Inspector General of Police	1	17	180	—	198
6.	District Registrar, West	—	—	2	—	2
7.	Labour Department	—	1	6	5	12
8.	Printing & Stationery Deptt.	—	2	17	12	31
9.	Transport Department	—	—	1	—	1
10.	Public Works Department	2	7	94	86	189
11.	Employment Service and Manpower Planning Deptt.	—	1	14	7	22
12.	Local Self Govt. Department.	—	1	9	—	10
13.	Health & Family Planning Department.	19	25	348	352	744
14.	Collector of Excise, West	—	—	1	—	1
15.	Directorate of Fire Services	—	—	9	—	9
16.	S. A. Deptt. (Civil Secretariat)	3	3	7	18	31
17.	Directorate of Land Records & Settlement.	—	1	—	—	1
18.	Office of Advocate General & Govt. Advocate.	—	—	1	—	1
19.	Enforcement & Anti-corruption Organisation.	—	—	1	1	2
20.	Co-operative Department	—	2	11	—	13
21.	Animal Husbandry Deptt.	—	8	90	26	124
22.	Forest Department	7	2	45	126	180
23.	R. W. S., Engineering Divn.	—	—	8	1	9

1	2	3	4	5	6	7
24.	Directorate of Civil Defence	—	—	3	—	3
25.	Evaluation Organisation	—	—	4	—	4
26.	State Planning Machinery (Development Deptt)	—	2	2	2	6
27.	D. M. & Collector, North	3	107	8	13	21 (164)
28.	D. M. & Collector, West			1	—	1
29.	D. M. & Collector, South			15	17	32
30.	Chief Minister, Secretariat	—	—	3	2	5
31.	Panchayat Raj Deptt.	—	—	13	—	13
32.	District & Sessions Judge	1	16	74	79	170
33.	Election Department	—	—	1	—	1
34.	Tripura Public Service. Commission.	—	3	6	—	9
35.	Food & Civil Supplies Department.	—	2	2	6	10
36.	Statistical Department	—	2	17	3	22
37.	Prisons Directorate	—	3	4	1	8
38.	Education Department	12	101	293	19	425
39.	Tribal Welfare Department	—	10	18	—	28
40.	District Registrar, South	—	—	1	—	1
	TOTAL :	50	339	1498	872	2759

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 97.
By Shri Niranjan Deb, M. L, A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ইং এবং ১৯৭৫ইং এ পর্য্যন্ত যাদের নামে সিমেন্টের পারমিট বণ্টন করা হইয়াছে —তাহাদের নাম ও ঠিকানা।

২) সিমেন্ট বণ্টনে কি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

উত্তর

১) নাম ও ঠিকানা ক্রোড় পত্রে দেওয়া হইল।

২) সিমেন্ট বন্টনে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিকে উপযুক্ত তদন্তের পর অগ্রাধিকার গণ্যের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে :—

ক) যাহারা সরকার হইতে বাড়ী নির্ম্মানের জন্য ঋণ পাইয়াছেন ;

খ) যাহারা আগুনে, বন্যায় অথবা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন :

গ) সেনিটারী পায়খানা তৈরী করার জন্য ;

ঘ) মন্দির, মসজিদ অথবা জনসাধারণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তৈরী করার জন্য।

LIST OF PERSONS TO WHOM PERMIT OF CEMENT ISSUED DURING 1974 AND 1975 UPTO FEBRUARY.

Name of Sub-Division—SADAR.
Moth of Issue. —JANUARY, 1974.

Sl. No.	Name and Address.
1	2
1.	Aman Chakraborty, Ramnagar.
2.	Nidhu Chakraborty, Hospital Road, Agartala.
3.	Anil Roy Choudhury, Krishnanagar.
4.	Laksmi Bhuiya, Krishnanagar.
5.	Jatindra Ch. Roy, Bhadharghat.
6.	Surjya Kumar Saha, Dhaleswar.
7.	Bhismadeb Bhattacharjee, Krishnanagar.
8.	N. N. Choudhury, Krishnanagar.
9.	Sunil Dutta, M. L. A.
10.	Dinesh Ch. Das, Banamalipur,
11.	Umesh Ch. Deb, Motorstand, Agartala.
12.	R. Rakshit, Melarmath.
13.	M. K. Deb Barma, Krishnanagar.
14.	M. L. Bhowmik, Speaker.
15.	Kamala Ranjan Choudhury Krishnanagar.
16.	Mahendra Lal Singha, Labour Officer.
17.	Nalini Sen Gupta, Banamalipur.
18.	Anil Roy Choudhury.
19.	Hiralal Deb Nath, Abhoynagar.
20.	Dhupendra Ch. Bhattacharjee, Dhaleswar.
21.	Bimal Kr. Bhattacharjee.. A. G. Office, Agartala.
22.	Amal Chakraborty, Ramnagar.
23.	Surjya Kanta Dutta, Krishnanagar
24.	Abinash Ghosh, Barjala.
25.	Sailendra Nath Das, Ramnagar—3.
26.	Indubhusan Shil, Abhoynagar.
27.	Nepal Ch. Deb, Chandinamura:
28.	Aparna Lodh, Ramnagar—5.
29.	Nityananda Paul, Akhaura Road.
30.	Rashik Ranjan Deb, Bordwali.
31.	Satya Gupta, D. S. P.
32.	Sukumal Ghosh, Palace Comound.
33.	Promode Das Gupta, Krishnanagar.
34.	Nepal Dey, Dindayal Ashram.
35.	P. C. Roy.
36.	Naresh Bhattacharjee, Ex-Conservator of Forest.
37.	Niren Bhattacharjee, Palace Compound.
38.	Rakesh Ch. Deb, O. S., D. M's Office.
39.	Hem Podder, Hospital Road.
40.	Sontosh Kr. Choudhury, Ramnagar.
41.	Sunil Chandra Dutta. Krishnanngar.
42.	Sishir Chakraborty, Ramthakur Road.
43.	Maltial Bhowmik, Assampara.
44.	Indreswar Saha, College Road.
45.	Radha Charan Deb Barma, Joynagar.
46.	Anil Ch. Deb, Joynagar.
47.	Nani Gopal Mitra, Pyari Babur Bagan, Agartala.
48.	Amarendra Deb Barma, Kalibari.
49.	Anil Paul, Mantri Bari Road.
50.	Jogesh Rn. Das, Radhanagar.
51.	Shyamapada Dutta, Secretariat.
52.	Minati Bala Debi, Krishnanagar.
53.	Sontosh Roy Choudhury, Ramnagar.
54.	Arunangsu Kar, P. W. D.
55.	Laksmi Rani Bhuya, C. R. Road, Agartala.
56.	Prafulla Kr. Dhar, Ramnagar Road No. 1.
57.	Uma Barman Roy, Bordwali.
58.	N. C. Deb Sarkar, Supdt. of Post Offices, Agartala.
59.	Kamala Sundari Basak, Town Pratapgarh.
60.	Sudhir Sur, Ramagar—6.
61.	Satyendra Sen Gupta, Arundhutinagar, Agartala.
62.	Paritosh Deb Barma, Krishnanagar.
63.	Nitya Ranjan Deb Barma, Banamalipur.

1	2
64.	Kanti Bikash Choudury, S. A. Department, Agartala.
65.	Indu Bikash Deb Barma, Krishnanagar.
66.	Subir Sankar Choudhury, Krishnanagar.
67.	M/S. Assam Bengal Carries.
68.	Nihar Sen Gupta, D. M's Office.
69.	Prodyut Dutta, College Road.
70.	Hari Gopal Das, D. M.'s Office.
71.	Priya Nath Chakraborty, West Pratapgarh.
72.	Budha Deb Barma, Abhoynagar.
73.	Prafulla Kr. Deb, Krishnanagar.
74.	B. C. Paul, Krishnanagar.
75.	Basanti Sen, Colonel Choumohani.
76.	Monomohan Das, Bordwali.
77.	Manju Gopal Deb, Ashram Choumohani.
78.	Ramendra Sarkar, Bordwali.
79.	Girish Bhowmlk, Joynagar.
80.	Kanak Laskar, Krishnanagar.
81.	K. Das Biswas, Kunjanan.
82.	Jogendra Ch. Deb, Abhoynagar.
83.	Sunil Ch. Dey, Steno to C. M.
84.	Samir Chakraborty, Banamalipur.
85.	Makhan Kar, Police Department.
86.	Birendra Dutta, M. P.
87.	Deboyjyoti Deb Roy, Bhattapukur.
88.	S. K. Ghatak, Ramnagar.
89.	R. Saha. Narayani Mura.
90.	Bimal Kar, Shibnagar.
91.	P. C. Chakraborty, Gangail Road.
92.	Matilal Nandi, Abhoynagar.
93.	Biswambar Deb Barma, Fire Brigade.
	Ila Rani Bhowmik, Ramnagar.
	U. P. Barman, Krishnanagar.
	G. C. Singha, Dhaleswar.
	M. Bhattacharjee.
	Tulshi Barwari, Joynagar.
	T. M. C., Agartala.
	P. K. Ghosh, Melarmath.
	Haripada Das Gupta, Mohanpur.
	Surjya Lal Deb Nath, Dhaleswar.
	Naresh Ch. Das, Ranirbazar.
	Lal Mohan Deb Nath, Ranirbazar.
	K. C. Ghosh, Krishnanagar.
106.	Abani Mohan Chakraborty, Ramnagar No. 6.
107.	Nani Gopal Majumdar, Ramnagar No. 6.
108.	Latika Bose, Ramnagar.
109.	Parimal Chandra Roy, Ramnagar No. 10.
	FEBRUARY, 1974.
110.	Bhairabi Ganga Ma, Melaghar.
111.	Satya Gupta, Ramnagar No. 2.
112.	Chittesh Das Gupta, Kunjaban.
113.	D. K. Das. Ex. Engineer.
114.	Arunendu Deb, Ramnagar No. 10.
115.	Nripendra Ch. Ganguli, Ramnagar No. 1.
116.	Abani Chakraborty, Ramnagar No. 6.
117.	Sujit Paul, Durga Choumohani.
118.	P. Deb Choudhury, Banamalipur.
119.	H. S. Deb Barma, Krishnanagar.
120.	N. N. Choudhury, Krishnanagar.
121.	Narayan Ch. Das, Dhaleswar.
122.	Sudhir Sur, Sur Cycle Stores.
123.	Amar Ch. Saha, Santipara.
124.	Gopal Krishna Majumdar, Mohanpur.
125.	H. Deb Choudhury, Shibnagar.
126.	Krishna Dhan Paul, Steno.
127.	Indreswar Saha, College Tilla.
128.	Satya Rn. Saha, Bishalgarh.
129.	Radha Gobinda Debnath, Ranirbazar.
130.	M. L. Das Gupta, Dhaleswar.
131.	Sontosh Choudhury, Ramnagar No. 10.
132.	Ajit Dhar Choudhury, H.G. Basak Road, Agt.
133.	S. Dutta, M. B. Road.
134.	Satyendra Ch. Bhowmik, Jail-Ashram Road.
135.	Mrityunjoy Saha, Shibnagar.
136.	Kamala Sundari Basak, Town Pratapgarh.
137.	Prafulla Kumar Das, N. S. Road.
138.	Jagabandhu Deb, Ramnagar No. 9.

1	2
139.	Prabhash Ch. Paul, Ranirbazar.
140.	Manindra Das Gupta, Joynagar.
141.	Nani Gopal Saha, Math Choumohani.
142.	Surjya Saha, Ranirbazar.
143.	Debendra Chandra Saha, Ranirbazar.
144.	Pulin Behari Deb Nath, Ranirbazar.
145.	Gopesh Saha, Ranirbazar.
146.	Nani Gopal Bhuya, Ranirbazar.
147.	Ganesh Ch. Saha, Abhoynagar.
148.	Matilal Paul, A. G. Office.
149.	Anita Bhattacharjee, Indranagar.
150.	Sachindra Deb Nath, Ranirbazar.
151.	Monoranjan Saha.
152.	Rukshini Narayan Bhattacharjee, Krishnanagar.
153.	Krishna Kumar Saha, Town Pratapgarh.
154.	S. B. Sarkar, Ramnagar No. 2.
155.	Nani Gopal Nath, P. A. to Chairman.

MARCH, 1974.

1	2
156.	Runu Bhusan Deb, Ramnagar.
157.	Shisir Kr. Roy, Banamalipur.
158.	Prabir Kumar Das, Town Pratapgarh.
159.	Hiralal Deb Nath, Abhoynagar.
160.	Sudhangshu Bikash Dutta, Amarpur.
161.	Nepal Paul, Ranirbazar.
162.	Tarani Kanta Sarkar, Joynagar.
163.	Nepal Ch. Paul, Bridhyanagar.
164.	Gouranga Ch. Paul, Ranirbazar.
165.	Dr. Sudhangshu Bhattacharjee, M. B. B. College (Feb. '74).

FEBRUARY, 1974.

1	2
166.	Rathindra Nandi, N. S. School, Agartala.
167.	Krishna Hari Saha, Central Road.
168.	Satya Brata Dutta, Joynagar.
169	N. S. Vidyaniketan, Agt.
170.	Umesh Nath, Jail-Ashram Road.
171.	Himangshu Bhattacharjee, W. Pratapgarh.
172.	Ruhini Chakraborty, Ramnagar.
173.	K. K. Thakur, Joynagar.
174.	Jitendra Ch. Paul, Pratapgarh.
175.	Matilal Nandi, Abhoynagar.
176.	Manika Rani Das Gupta, Ranirbazar.
177.	Apurba Kr. Ghosh, Telegram Office.
178.	Rakhal Ch. Deb Roy, Joynagar.
179.	Matilal Bhattacharjee, N. S. Road.
180.	Snehalata Debnath, Banamalipur.
181.	Naresh Ch. Das, Ranirbazar.
182.	Raj Kumar Debnath, Banamalipur.
183.	Narendra Nath Chakraborty, West Pratapgarh.
184.	Aswini Kumar Aydaa, Akhura Road.
185.	Kair Mohan Debnath, Banamalipur.
186.	Dhanu Deb Barma, Krishnanagar.
187.	Gouranga Ch. Ghosh, Shibnagar.
188.	Rathindra Rakhsit, Melarmath.
189.	Phani Bhusan Dutta Gupta, Ramnagar.
190	Bhuban Mohan Goswami, Palace Compound.
191.	Gita Dutta, Dhaleswar.
192.	Narayan Bhattacharjee, Joynagar.
193.	Laxmi Rani Bhuya, N. S. Road.
194.	Atul Deb Nath, Indranagar.
195.	Kiran Prava Roy, Ramangar No. 9.
196.	Ganesh Ch. Das, Shop No. 19.
197.	Basu Deb Bhattacharjee, Indranagar.
198.	Manik Baran Majumdar, Indranagar.
199.	Sankar Lal Roy, Shibnagar.
200.	Ananta Prasad Bhattacharjee, Krishnanngar.
201.	Lal Mohan Ghosh, Dhaleswar.
202.	Santi Prava Talukdar, Mohanpur.
203.	Hara Lal Paul, Ranirbazar.
204.	Gogesh Ch. Saha, Bishalgarh.
205.	Nagendra Dutta, Mohanpur.
206.	Dhirendra Debnath, Abhoynagar.

1	2
207.	Parimal Kr. Roy, Shibnagar
208.	Surjya Kr. Chakraborty, Krishnanagar.
209.	N. R. Dutta, Shibnagar.
210.	Kala Chand Dutta, Sekharkot.
211.	Bhavatosh Sen, Joynagar.
212.	Uma Dutta, H. G. B. Road.
213.	Iresh Lal Roy, Payari Babur bagan.
214.	Rekha Bhowmik, Ramnagar.
215.	T. L. Dutta, Dudge,
216.	Subhash Dutta, P. A. to Dy. Minister.
217.	Mandakini Deb Barma, Office Lane.
218.	Krishna Kanta Dutta, Krishnanagar.
219.	Beni Madhab Dey, Krishnanagar.
220.	Harendra Chandra Basak, Motor Stand Road.
221.	Dinesh Ch. Bhattacherjee, Krishnanagar.
222.	Rabindra Kr. Das, Abhoynagar.
223.	Usha Ranjan Deb, Krishnanagar.
224.	Satish Ch. Saha, Central Road.
225.	P. C. Chakraborty, Customs Office.
226.	Hashi Roy, Krishnanagar.
227.	K. P. Roy, M. B. B. College.
228.	R. Gupta, M. L. A.
229.	Anil Paul, Mantri Bari Road.
230.	Ranjit Das Gupta, Joynagar.
231.	Atul Krishna Deb Barma, Krishnanagar.
232.	Priya Ranjan Choudhury, Sabroom.
233.	K. B. Paul Choudhury, Krishnanagar.
234.	S. R. Nandi, Under Secretary.
235.	R. K. Sen, S. D. C. (P), Sadar.
236.	Laxmi Charan Saha, Bishalgarh.
237.	Ramendra Narayan Bhattacharjee, Tribal Welfare.
238.	Jyotilal Das Gupta, Dhaleswar.
239.	Hari Charan Bhowmik, Dhaleswar.
240.	Mono mohan Paul, Maharajganj Bazar.
241.	Manindra Ch. Deb Roy, Advocate. K. Nagar.
242.	Jiban Kr. Banerjee, Under Secretary.
243.	Ashoke Bhattacharjee, M. L. A.
244.	Tapan Kr. Bhattacharjee, D. M's Office.
245.	Gopal Krishna Chanda, Bhati Abhoynagar.
246.	Haridas Saha, Jirania.
247.	Subash Roy Bhowmik, C. I. D. Office.
248.	Krishna Bhowmik, A. D. Nagar.
249.	Susama Sundari Baral, Ramnagar No. 4.
250.	Pranesh Chandra Saha, Gangail Road.
251.	Gokul Ram Chouhan, Ramnagar,
252.	Anil Ch. Bose, Ranirbazar.
253.	N. Purakayastha, Manik Bhandar, Kamalpur.
254.	Subhash Choudhury, Krishnanagar.
255.	Bijoy Krishna Roy, H. G. Basak Road.
256.	Nani Gopal Majumdar, D. M's Office
257.	Prodyut Kumar Chakraborty, Shibnagar.
258.	Suruchi Das, Ramnagar 4.
259.	Lalit Mohan Saha, Motor Stand Road.
260	Jitendra Ch. Roy, Shop No. 20.
261.	Hemangini Roy, Ramnagar No. 10.
262.	K. P. Nath, Kunjaban.
263.	Pannalal Chakrabarty,
264.	Kamala Rn. Choudhury, Krishnanagar.
265.	Sibash Ranjan Biswas, P. W. Department.
266.	Manindra Chandra Dey, P. W. Department.
267.	K. B. Dutta, S. D. C. (P), Food & Civil Supplies.
268.	Nalini Rn. Sarkar, Inspector of Food.
269.	Matilal Roy, Banamalipur.
270.	Prativa Rani Paul, Old Kalibari Road.
271.	Prafulla Das, Jogendra Nagar.
272.	Tarini Kanta Paul,

1	2	1	2
273.	Surendra Chandra Bhowmik, Shibnagar.		MARCH 1974.
274.	Sunil Ch. Dutta, M. L. A.	305.	Gouranga Ch. Paul, A. D. Nagar.
275.	M. L. Bhowmik, Speaker.	306.	Amiya Lal Saha, T. Pratapgarh.
276.	M. L. Ganguli, Administrator, Municipality.	307.	L. N. Chanda, Economik Investigator.
277.	Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker.	308.	Illa Rani Bhowmik, Ramnagar -8.
278.	Gouri Sen, Head Clerk. Tribal Welfare.	309.	Puspa Rani Debi, Ramnagar No. 1.
279.	Prafulla Kr. Bhattacharjee. P. A. to Speaker.	310.	Amulya Rn. Dhar, Office Lane.
280.	Hamendra Mallik, Teliamura.	311.	Girendra Ch. Deb, College Tilla.
281.	Sishir Rn. Mallik, Teliamura.	312.	Tapash Rn. Choudhury, Kunjaban.
282.	Shishir Chakraborty, Town Pratapgarh.	313.	Durga Prasad Bhattacharjee, Ramnagar.
283.	H. G. Bhowmik, Jail-Ashram Road.	314.	Kailesh Ch. Saha. Masjid Road.
284.	Bishya Pada Roy, Bordwali.	315.	Dinesh Ch. Saha, N. S. Road.
285.	S. M. Ali, Addl. Judge.	316.	Gopal Ch. Das Gupta, Badharghat.
286.	Haradhan Shib, Ramnagar.	317.	Jatindra Ch. Chakraborty, Bordwali.
287.	Dipak Dutta, Krishnanagar Natun Palli.	318.	Debasish Dey, D. M's Office.
288.	Dr. P. K. Roy Choudhury, Banamalipur.	319.	Hamendra Ch. Saha, Ramnagar.
289.	Harendra Chandra Das, Sonamura.	320.	Sakti Pada Deb, Joynagar.
290.	Gopal Ch. Das, Sonamura.	321.	Nripendra Ch. Bhowmik, Indranagar.
291.	Pulin Behari Paul, Ker Choumohani.	322.	Manindra Ch. Roy, Bamutia.
292.	Umesh Ch. Deb, Motor Stand.	323.	Jamini Mohan Acharjee, Krishnanagar.
293.	Maya Chakraborty, Joynagar.	324.	Debendra Ch. Saha, Bridhyanagar.
294.	Amarendra Chakraborty, Editor. Janaklyan.	325.	Dinabandhu Roy, Jirania.
295.	Pran Krishna, Sebashram.	326.	Dhirendra Mohan Das, Dhaleswar.
296.	Dr. Sudhir Bhattacharjee, Akhaura Road.	327.	Bhuban Mohan Goswami, Palace Compound.
297.	Dr. Rathindra Dutta, Supdt., V. M. & G. B. Hospital.	328.	Satish Ch. Ghosh, Old Agartala.
298.	Ramendra Kr. Bhattacharjee, Ramnagar No. 6.	329.	Subhash Kar, A. G. Office.
299.	S. K. Dewanjee, Advocate.	330.	Sukumar Saha, A. D. Nagar.
300.	Kamala Talapatra, Editor.	331.	Kamala Sundari Basak, T. Pratapgarh.
301.	Kamala Chakraborty, Krishnanagar.	332.	Keshab Ch. Nag, Ramnagar No. 6.
302.	Hari Mohan Dutta Thakurdar, Belonia.	333.	Prafulla Paul, Town Pratapgarh.
303.	Manindra Ch. Dutta Thakurdar, Belonia.	334.	Birendra Ch. Paul, Dhaleswar.
304.	Krishna Kr. Saha, Bhattapukur.	335.	Kamala Ranjan Modak, College Tilla.
		336.	Matilal Deb Barma, Krishnanagar.
		337.	Dibendu Bikash Sen Gupta, Joynagar.
		338.	Manik Lal Dey, Banamalipur.
		339.	Priya Roy Barman, Krishnanagar.
		340.	Gopal Chakraborty, Old Kalibari Road.

2	1	2	3

Rana Billat Jong, Krishnanagar.
R. C. Kocher, Gakunagar.
Jiban Kr. Bhattacharjee, Ramnagar No. 6.
Suchitra Sen Gupta, 16, Thana Road.
Surendra Kr. Das, Melargarh.
Nepal Ch. Saha, Shibnagar.
Dhirendra Ch. Chakraborty, Dhaleswar,
Subudh Ghosh, Abhoynagar.
Hari Bhusan Paul, Bagma.
Promode Das Dupta, Ex. M. L. A.
Hari Mohan Das, Sonamura.
Ashish Bhowmik, Jogendranagar.
Latika Ghosh, Ramnagar No. 6.
Durga Prasad Dey, Palace Compound.
Susanta Chakraborty, Ramnagar.
Kalpana Roy, Shibnagar.
Gopal Saha, A. G. Office.
Priya Ranjan Deb Barma, Krishnanagar.
Promothe Kr. Deb, Krishnanagar.
Jatindra Ch. Paul, Banamalipnr.
Kanak Chakraborty, H. G. Basak Road.
J. K. Bhattacharjee, Rajbari.
Surja Kumar Saha, H. G. Basak Road.
Mahendra Rudrapual, West Joynagar.
Rajendra Kumar Singha, Kamalpur.
Rabindra Parisad, Jagannath bari Road.
Prafulla Majumder, Krishnanagar.
Samir Barman, M. L. A.
Ajit Bhattacharjee, Bhati Abhoynagar.
Ramendra Narayan Bhattacharjee, T. Welfare.
S. B. Sarkar, Ramnagar-2.
Sudhir Paul, Ramnagar.
Manindra Paul, -do-
Prafulla Das, Sonamura.
Bimal Bhattacharjee, A. G. Office.
Nripendra Bhattacharjee, Post Office Choumohani.

377. Dr. A. [illegible] Gupta, Dy. Director of Health.
378. Kali Das Paul, Office Superintendent.
379. S. Sarma, Durga Choumohani.
380. Sephal Ch. Saha, Santipara.
381. Sukumal Ghosh, Palace Compound.
382. Nani Gopal Bhattacharjee, Banamalipur.
383. Pradip Kar, Krishnanagar.
384. Uma Dutta, H. G. Basak Road.
385. Debbrata Bhattacharjee, Krishnaragar.
386. Atul Ch. Das, Khyerpur.
387. Sen & Sen, Central Road.
388. Bijan Kar, Indranagar.
389. Tripurandra Ganguli, H. G. Basak Road.
390. Shishir Kr. Roy, Banamalipur.
391. Milan Bela Saha, Maharajganj Bazar.
392. Gopal Singha, Dhaleswar.
393. Chitra Katha Cinema Hall.
394. Radha Gobinda Paul, Town Pratapgarh.
395. Gopilal Singha, Joynagar.
396. B. K. Bhowmik, P. W. D.
397. Aruna Sen Gupta, I. A. Corporation.
398. Surjya Ghar Cinema, Agt.
399. S. C. Das, Addl. Judge.
400. Ratna Prava Das, Krishnanagar.
401. D. J. Rana. Palace Compound.
402. Asit Kr. Chakraborty.
403. K. K. Deb Barma, Thakur Palli Road.
404. H. K. Bhowmik, Krishnanagar.
405. Mono Ranjan Dhar, Joynagar.
406. Santi Prava Talikdar, Mohanpur.
407. S. C. Das Biswas, Jagannath Bari Road,
408. Priya Nath Chakraborty, West Pratapgarh.
409. Shishu Thirtha, Agartala.
410. Dipali Slate Industries, Town Pratapgarh.
411. Krishna Chemical Works, Agartala.

1	2
412.	Sambhu Mukherjee, Motor Stand Road.
413.	K. K. Thakur, Joynagar.
414.	Manik Lal Deb, Arundhutinagar.
415.	Nira Rani Nandi, Town Pratapgarh.
416.	Hira Lal Podder, Amarpur.
417.	Latika Bose, Ramnagar.
418.	Kanti Ghosh Roy, Ramnagar, Deputy Collector.
419.	D. K. Das, Executive Engineer.
420.	Sitanath Banerjee, Advocate.
421.	Dr. Sudhir Bhattacharjee.
422.	Krishnadhan Deb, Kamarpukur Par.
423.	G. K. Chakraborty, Krishnanagar.
424.	Dilip Majumdar, Krishnanagar.
425.	Sankat Singha Roy, H. G. Basak Road.
426.	Charu Bala Roy, Akhura Road.
427.	Malati Chakraborty, Kalibari Road.
428.	Iresh Lal Roy, P. A. to Dy. Minister.
423.	Subhash Dutta, P. A. to Dy. Minister.
430.	Satyendra Nath Das, T. G. Road.
481.	Himangshu Lodh, Ramnagar No. 2.
432.	Sarada Charan Das, Banamalipur.
433.	Nilajit Deb Barma, Banamalipur.
434.	C. R. Bhattacharjee Kunjaban.
435.	Amari Bala Paul, Sankar Choumohani.
436.	S. K. Mukherjee, State Bank of India.
437.	P. K. Dutta, Shibnagar.
438.	Keltish Ch. Ghosh, Krishnanagar.
439.	Matilal Bhattacharjee, Ranirbazar.
440.	Himangshu Dutta, Krishnanagar,
441.	Narayan Sarkar, Town Pratapgarh.
442.	Gouranga Das.
443.	Gouri Sen, D. M's Office.
444.	Barun Kanti Das, Shibnagar,
445.	Ajit Kr. Bhattacharjee. A. D. Nagar.
446.	H. K. Deb Barma, Commission.
447.	M. Sen Gupta, Banamalipur,

1	2
448.	Adhir Dhar Choudhury, Ushaba
449.	Basudeb Bhattacharjee, P. A. t Chief Secy.
450.	Sanstosh Singha Roy, H. G. Basa Road.
451.	Dinabandhu Pharrmacy, H. G. Basak Road.
452.	Jahar Dal Choudhury, Ramnaga No. 2.
453.	Lalit Mohan Dutta, Melaghar.
454.	Nepal Choudhury, Amarpur.
455.	Krishnadhan Roy, Amtali.
456.	Dhananjoy Deb Barma, Kunjaba
457.	Haripada Shiba, Deputy Collecto
458.	Apurba Roy, Shibnagar.
459.	Dr. P. K. Roy Choudhury, Banamalipur.
460.	Johan Legardo, Shibnagar.
461.	J. K. Bhattacharjee, D. C.
462.	Binoy Kr. Deb, Air Office.
463.	Matilal Chakraborty, Krishnanag
464.	Phani Ghosh, Kashipur.
465.	Himangshu Bhattacharjee, C. O. Department.
466.	Jitendra Ch. Lodh, Sabroom.
467.	Rama Bhattacharjee, Krishnanag
468.	Gouri Bala Ghosh, Mantri Bari Road.
469.	Surjya Ranta Paul, H. G. Basak Road.
470.	Subhash Bhattacharjee, Ramnag
471.	Sudhangshu Upadhya, Melarmath
472.	Sushil Chatterjee, Banamalipur.
473.	Nikhil Acharjee, Gangail Road.
474.	Johna Logendo, Kashipur.
475.	Reba Dutta, Thakur Palli Rd.
476.	Mahendra Singha, Radhanagar.
477.	Metrological office, Airport.
478.	Pratima Deb Barma, Krishnanag
479.	Jahar Lal Choudhury, Ramnag No. 2.
480.	P. K. Dutta, College Road.
481.	Akhil Rn. Chakraborty, Civil Secretariat.
482.	Manik Lal Choudhury, Joynagar
483.	B. C. Biswas, Driver.
484.	Srish Ch. Choudhury, Town Bo dwali.

1	2
485.	Nikunja Behari Sarkar, Joynagar.
486.	P. Singha, Publicity, Office.
487.	Santosh Kr. Roy Choudhury, Ramnagr No. 9.
488.	[illegible]deb Choudhury· Ramnagar.
489.	Ashutosh Bhattacharjee, Colonel House.
490.	Mahendra Singha, Radhanagar.
491.	Sadhan Ch. Chakraborty, Bhattapukur.
492.	Satya Ranjan Saha, Battala.
493.	Vivekananda Vayamagar, Melarmath.
494.	H. Paul, Customs Inspector.
495.	K. K. Deb Barma —do—
496.	Ranjit Chakraborty,
497.	Prabhash Bhowmik, H. G. Basak Road.
498.	Indu Bikash Deb Barma.
499.	Hari Lal Dutta, Accounts Office.
500.	Renuka Chakraborty, Ker Choumohni.
501.	Apurba Bhattacharjee, Ramnagar No. 4.
502.	Maya Prava Debi, A. K. Road.
503.	Subhash Sen Gupta, Ramnagar.
504.	Sriso Ch. Choudhury, Town Bardwali
505.	Anil Ch. Bhattacharjee, Durga Choumohani.
506.	N. Deb Barma, Chief Inspector, Food.
507.	Hari Lal Bhowmik, Ranirbazar.
508.	General Manager, Tripura Small Industries Coop., Krishnanagar.
509.	Tribal Welfare Office.
510.	Chandranagar Coop. Society.
511.	Samar Bijoy Chakraborty, Ramnagar.
512.	Asstt. Engineer, Microwave Project.
513.	N. K. Roy, North Banamalipur.
514.	Pratibha Rani Paul, Old Kalibari Road.
515.	Dina Dayal Ashram, Ramnagar No. 4.
516.	Kumar Rona, Nandannagar.
517.	Pradip Deb Choudhury, Motorstand Road.
518.	Rana Manik Jong Bilal, Radhanagar.
519.	Arun Chakraborty, Banamalipur.
520.	Chanchala Deb Nath, Dhaleswar.
521.	B. K. Deb Barma, Palace Compound.
522.	Anil Ch. Saha, P. & K. Imarati Bhandar.
523.	Gopal Taran, Indranagar.
524.	Kanti Bikash Chakraborty, Krishnanagar.
525.	Dinadayal Ashram, Ramnagar.
526.	Asim Kr. Sen, Gandhighat,
527.	Paritosh Choudhury, A. D. Nagar.
528.	N. K. Deb Barma, Krishnangaar.
529.	B. K. Saha, A. R. C. S. Agt.
530.	Aditya Kisore Deb Barma, Radhanagar.
531.	Sukumar Saha, Melaghar.
532.	Harendranagar Tea Estate, Mohanpur.
533.	Meghliban Tea Estate, Mohanpur.
534.	S. P. Chakraborty, North Badarghat.
535.	Nirmal Kr. Chanda, Jail Ashram Road.
536.	Shyama Pada Dutta, Bordwali.
537.	Than Mog Choudhury, Sabroom.
538.	Chaya Dutta, Lake Chou.
539.	Pranesh Rn. Dutta, Town Bardwali.
540.	Prasanna Chakraborty, Bishalgarn.
541.	Dilip Kr. Paul, Sonamura.
542.	Sudhangshu Bhowmik, H. G. Basak Road.
543.	Lalit Mohan Paul, Dhaleswar.
544.	Dijen Dey, Akhura Road.
555.	Sankar Dey, Krishnanagar.
546.	Hrikesh Saha, Central Raod.
547.	Nilmani Deb, Dimsagar.
548.	Dilip Kr. Paul, Krishnanagar.
549.	Chandra Sekhar Sen Gupta, Charipara.
550.	P. Sen Gapta, Melarmath.
551.	Priya Bala Bardhan Roy, Joynagar.
552.	B. B. Josef, Inspector of Motor Vehicles.
553.	Manindra Choudhury, Accounts Section.

1	2
554.	Susanta Kr. Chakraborty, Ramnagar.
555.	S bhendu Das, Akhaura Rd.
556.	Alpana Deb, Vhati Abhoynagar.
557.	R. Rakshit, Melarmath.
558.	P. K. Ghosh, Melarmath.
559.	Gopilal Singha, Joynagar.
560.	Debabrata Majumdar, Jogendra Nagar.
561.	Hemanta Roy, Dhaleswar.
562.	Lal Mohan Kar, Jaynagar.
563.	Dhananjoy Choudhury, Ramnagar No. 2.
564.	Arunangshu Kar, Banamalipur.
565.	Subal Dhar, Ramnagar, No. 4.
566.	Bikash Das, Badharghat.
567.	P. K. Dutta, Ramnagar No. 5.
568.	Krishna Dayal Bhattachaajee, Ramnagar 2.
569.	B. C. Saha, Banamalipur.
570.	Dr. Puspa Dey, V. M. Hospital.
571.	Dipak Bhattacharjee, Food Section, Agartala.
572.	Kanti Bikash Chakraborty, Krishnanagar.
573.	Ajit Dhar Choudhury, H. G. Basak Road.
574.	M. Dasgupta, Dhaleswar.
575.	B. B. Bhattacharjee, A. G.S' Office.
576.	Nila Majumdar, Banamalipur.
577,	Amulya Sarkar, Thakur Palli Rd.
578.	Gopal Kar, Joynagar.
579.	Sasadhar Dutta, Ramnagar, No. 2.
580.	Anil Ch. Paul, Mantri Bari Road.
581.	Hari Gopal Das, Resham Bagan.
582.	M. C. Paul, H. G. Basak Road.
583.	Nripendra Ganguli, Ramnagar No. 1.
584.	Nirmal Deb Choudhury, Banamalipur.
585.	Naresh Dutta, Ramnagar 2.
586.	Amal Kr. Majumdar, A. K. Road.
587.	Debendra Ch. Debnath, Dhaleswar.
588.	Narayan Ch. Sarkar, Hariganga Basak Road.
589.	Nihar Bala Rakhsit, Ramnagar, No. 2.
590.	Bimal Bhattacharjee, Jogendranagar
591.	Parimal Roy, Shibnagar.
592.	K. B. Dutta, Hospital Road.
593.	Nalini Ranjan Sarkar, Hospital Rd,
594.	Bina Mukharjee, Joynagar.
595.	Chittesh Dasgupta, S. P. South, Kunjaban.
596.	Chitta Rn. Bhattacharjee, Joynagar
597.	Debendra Mukharjee. Central Road, Agartala.
598.	Ranjit Chakraborty, 79, Akhaura Road.
599.	Ajit Ranjan Chakraborty, Jogendranagar.
600.	Debendra Deb Barma, Mohanpur.
601.	N. N. Choudhury, Krishnanagar.
602.	Hari Gopal Das, Resham Bagan.
603.	P. C. Choudhury, Ramnagar Rd.
604.	Sailesh Barman, Ramnagar No. 11.
605.	Anil Sarkar, Dhaleswar.
606.	Chitta Rn. Nath Bhowmik, Joynagar.
607.	B. B. Sen, Deputy Collector, Food & Supplies.
608.	K. B. Dutta, Gangail Road.
609.	Nalini Ranjan Sarkar, Gangail Rd.
610.	Himangshu Dutta, Officers Quarter Lane, Agt.
611.	Krishna Chandra Deb Barma, Krishnanagar.
612.	Dr. Puspa Dey, V. M. Hospital.
613.	Nagendra Ch. Das, Banamalipur.
614.	Sunil Bhattacharjee, Chandrapur.
615.	Gopal Ch. Chakraborty, Joynagar,
616.	Fanindra Lal Nath, Indranagar.
617.	Uma Charan Debnath, Dhaleswar.
618.	Dinesh Ch. Debnath, Dhaleswar.
619.	Mahananda Roy, Ramnagar, Road No. 8/9.
620.	Bijoy Kr. Ganguly, Joynagar.
621.	Kamala Das, B. K. Road.
622.	Nikhil Ch. Bhattacharjee, Bordwali
623.	Sachindra Prasad Roy, Ramnagar, No. 9.
624.	Bimal Dutta Choudhury, Ramnagar
625.	Ajit Narayan Roy, S. D. C. (P) Food.
526.	M. L. Bhowmik, Speaker.
627.	Manindra Lal Deb Roy, Advocate.

1	2

628. Bani Mukharjee, Joynagar.
629. Amar Ch. Chakrabcity, College Tilla.
630. Bijoy Kr. Chakrabortv, College Tilla.
631. Sontosh Kr. Choudhury, Ramnagar APRIL, 1974.
632. Satyendra Sengupta, Civil Secretariat.
633. Parari Mohan Debnath, Payari Babur Bagan.
634. Kamaljit Singha, Math Chowmohanl.
635. Rajendra Deb Barma, Krishnanagar
636. Jatra Mohan Sarkar, Sabroom.
637. Nidhulal Chakraborty, Hospital Road.
638. Birendra Dutta, M. P.
639. Chapa Rani Das, Chitta Ranjan Road.
640. Kanak Prava Choudhury, H. G. Basak Road.
641. Sukumar Chakraborty.
642. Surabendhu Chandra Bhattacharjee
643. L.M. Naha, Dhaleswar.
644. Durgapada Dey, Krishnanagar.
645. Hem Dutta, Ramnagar No. 5.
646. Mukunda Ghosh, Palace Compound
647. Makhan Lal Dhar, Bhattapukur.
648. Umesh Ch. Saha, Radhanagar.
649. Priya Ranjan Deb Barma, Krishnanagar.
650. S. P. Chakraborty, Ramnagar No. 3
651. Ajit Bhattacharjee, Inspector of Food.
652. Naresh Bhattacharjee, 79, Tilla.
653. Priya Das Chakraborty, Joynagar.
654. K. P. Dutta, Ramnagar No. 4.
655. Nirapada Gon Choudhury, Jagannath bari Road.
656. Hhradhan Saha, Durgabari.
AUGUST, 1974.
657. U. P. Barman, Krishnanagar.
658. Kunja Behari Singha, Dhaleswar.
659. Iresh Lal Roy, P. A. to Dy. Minister.
660. Subash Ch. Dutta, P. A. to Dy. Minister.
661. Khagesh Ch. Choudhury, Ramnagar.
662. Rabindra Bhowmik, Shibnagar.
663. Makhan Das Gupta, Abhoynagar.
664. Subarna Lata Deb, Krishnanagar.
665. Ajit Kr. Bhattacharjee, Director of Census.
666. Bhuban Mohan Goswami, Palace Compound.
667. Girish Bhowmik, Joynagar.
668. Samar Ranjan Saha, Bardowali.
669. Gouranga Banerjee, Krishnagar.
670. Parimal Roy Ramnagar—10.
671. Girindra Ch. Paul, Joynagar.
672. Nibaran Ch. Dey, Dhaleswar.
673. Samir Barman, M. L. A.
674. Kanak Prava Roy Choudhury, H. G. Basak Road.
675. Gandhi Memorial School, Agartala.
676. Gopal Dey, Joynagar,
677. Ajit Bhattacharjee, Arundhutinagar.
678. Jahar Lal Choudhury, Ramnagar.
679. N. C. Dutta, Accounts Officer,
680. Paritosh Mukharjee, Banamalipur.
681. Susanta Kr. Chakraborty, Ramnagar.
682. Nani Gopal Nath, Law Department.
683. Bimal Kanti Roy, Dhaleswar.
684. M. L. Saha, Rupasi Cinema Hall, Agt.
685. Hiran Bala Choudhury, N. S. Road.
686. Sarada Sundari Gope, T. Pratapgharh.
687. Amal Gupta, Banamalipur,
688. Bishnu Pada Roy, Bordwali.
689. Sujit Rn. Paul, Durga Choumohani.
690. Kanti Bikash Chakraborty, Krishnanagar.
691. Subhash Bhattacharjee, Ramnagar No. 3.
692. Swarnalata Debi, Krishnanagar.
693. Promotha Deb, Krishnanagar.

1	2
694.	Dhiresh Dutta, Law Department.
695.	K. K. Thakur, Joynagar.
696.	D. Bhattacharjee, S. T. O. Khowai.
697.	D. Choudhury, Head Clerk, Revenue Section.
698.	G. Sen Gupta, Banamalipur.
699.	Sitanath Banerjee, Krishnanagar.
700.	B. B. Roy Barman, Asstt. Engineer,
701.	Kalipada Paul, Dhaleswar.
702.	Surabala Deb, Office Lane.
703.	Dr. M. L. Saha, Jagannath Bari Road.
704.	G. K. Bhattacharjee, Special Sectt.
705.	Ajoy Bhowmik, Supdt. of Agriculture.
706.	Kanti Ghosh Roy, Ramnagar No. 3.
707.	B. C. Saha, Executive Engineer.
708.	Sailesh Roy, Shibnagar.
709.	Priyanath Chakraborty.
710.	Promotha Rn. Deb, Civil Secretariat.
711.	Shishir Chakraborty.
712.	Bina Gon Choudhury, Jaganath Bari Road.
713.	Jitendra Bhattacharjee, Ramnagar.
714.	Jitendra Bhattacharjee, Ramnagar.
715.	Jiban Bhattacharjee, Ramnagar.
716.	P. R. Dutta Choudhury, Town Pratapgarh.
717.	N. C. Deb Barma, Chitra Katha Cinema Hall.
718.	U. K. Chanda, Krishnanagar.
719.	Manik Lal Chakraborty, Joynagar.
720.	Manindra Ch. Paul, Dhaleswar.
721.	Automobiles, Assam Agartala Road.
722,	S. N. Saha, Dy. Director of Education Department.
723.	S. K. Paul, Durgachoumohani.
724.	Manada Sundari Roy, Motor Stand Road.
725.	Nani Gopal Saha, Radhanagar.
726.	Dhiresh Ch. Dutta, Joynagar.
727.	Bhanu Rani Paul, Dimsagar.

I	2
728.	Hari Charan Choudhury, Trible Welfare Minister.
729.	D. C. Debnath, Ranirbazar.
730.	Upendra Ch. Gope, H. G. Basak Road.
731.	Fultu Rani Choudhury, Officers' Quarter Lane.
732.	Usha Rn. Bhattacharjee, Krishnanagar.
733.	Braja Bhallab Saha, H. G. Basak Road, Agartata.
734.	Anil Ch. Bhowmik, A Road.
735.	Narayan Ch. Deb Roy, Akhaura Road.
736.	Tripurendra Ganguli, H. G. Basak Road.
737	Dr. Sudhir Bhattacharjee, Akhura Road.
738.	Sandhya Rani Nandi, Shibnagar.
739.	Pranjit Kumar Choudhury, Ramnagar No. 2.
740.	Sitanath Banerjee, Advocate.
741.	Nanigopal Banik, A. D. Nagar.
742.	Binode Lal Roy, H. G. Basak Road.
743.	D. P. Sen Gupta, Ex. B. D. O., Jirania.
744.	Dhiresh Ch. Dutta, Joynagar.
745.	Sambhu Mukharjee, Banamalipur.
746.	J. K. Bhattacharjee, Personol Secty. Rajbari.
747.	H. C. Roy & Co., Motor Stand Road.
748.	M. L. Bhowmik, Speaker.
749.	Rathindra Dutta, Supdt. of V. M. & G. B. Hospital.
750.	K. B. Dutta, Hospital Road.
751.	Himangshu Dutta, Food Office, Agartala.
752.	Nalani Rn. Sarkar, Hospital Road, Agartala.
753.	Phanindra Choudhury, Ramnagar No. 4.
754.	Rabidas Mukharjee, Joynagar.
755.	B. B. Sen, Deputy Collector, Food & Supplies.
756.	Manindra Ch. Deb Roy, Advocate.
757.	Bimal Dutta Choudhury, Joynagar.

1	2
758.	H. K. Deb Barma.
759.	S. B. K. Deb Barma, Director of Trible Welfare
760.	M. L. Ganguli, Administrator of Municipality.
761.	Jitu Sen, Under Secy.
762.	M. L. Das Gupta, Dhaleswar.
763.	P. Das, Steno of Chief Secretary.
764.	Dr. Puspa Dey, V. M. Hospital.
765.	Bashudeb Bhattacharjee, Joynagar, P. A. to Chief Secy.
766.	Sudhamoy Bhattacharjee, Jagannath Bari Road.
767.	Dr. M. L. Saha, Jagannath Bari Road.
768.	Uma Bhramaha Roy, Bordowali.
769.	Sailesh Barman, Durga Choumohani.
770.	Nripendrra Laskar, Krishnanagar.
771.	Usha Rani Dey, Shibnagar.
772.	Gouri Bala Saha, M. B Raad.
773.	Rathindra Rakhsit, Melarmath.
774.	Sudhangshu Sen Ganguli.
775.	Krishnadas Bhattacharjee, M. L. A.
776.	P. C. Chakraborty, Gangail Road.
777.	Jitendra Bhattacharjee, Ramnagar No. 6.
778.	Kala Majumder, Banamalipur.
779.	Manindra Chandra Paul, Ramnagar.
780.	Rakhal Choudhury, Dimsagar.
781.	Thambam Chand Singha, Dhaleswar.
782.	Jatindra Kr. Mazumder, Noagaon, M. L. A,
783.	Amar Chandra Chakraborty, College Tilla.
784.	Sukhendu Ch. Dutta, Mantri Bari Road.
785.	Jatindra Sen Gupta, Under Secretary.
786.	Krishnadas Bhattacharjee, M. L. A

1	2
	OCTOBER 1974.
787.	Fulto Rani Choudhury, Officer Quarter Lane.
788.	Susanta Kr. Chakraborty, Joynagar.
789.	Krishna Hari Saha, Central Road.
790.	Khagendra Kr. Chakraborty, Thakur, Joynagar.
791.	
792.	Amal Kr. Majumder, Ramnagar No. 1.
793.	Madhu Sudhan Chakraborty, Joynagar.
794.	K. B. Dutta, Hospital Road.
795.	Nalini Rn. Sarkar, Hospital Road, Agt.
796.	Dinesh Ch. Dutta, Town Pratapgarh.
797.	Arunendu Deb, Ramnagar No. 10.
798.	Himangshu Dutta, Officers' Quarter Lane.
799.	Bir Kr. Ghosh, Ramnagar 7.
800.	Guru Charan Saha, Sukuntala Road.
801.	Anil Chandra Paul, Mantri Bari Road.
802.	Basudeb Bhattacharjee. Joynagar.
803.	Mandakini Deb Barma, Officers' Quarter Lane, Agt.
804.	Sudhangshu Rn. Pooder. Badharghat.
805.	Krishna Kanta Dutta, Hospital Road.
806.	Kanti Bikash Chakraborty, Thakur Palli Road.
807.	Gouranga Ghatak, Ramnagar No. 3.
808.	Reba Majumder, Thakur Palli Rd.
809.	Rama Pada Roy, Krishnanagar
820.	Jadu Gopal Nath, Ujan Abhoy-nagar
821.	Krishnadas Bhattacharjee M.L.A.
822.	Suvendu Das, Joynagar
813.	Amulya Ranjan Saha, Rajnagar
814.	Amar Gupta, Banamalipur

1	2
815.	Kartik Ch. Saha, Town Pratapgar
816.	Manada Sundari Roy, Motor Stand
817.	Basudeb Bhattacharjee Indranagar
818.	Hemendra Deb Barma, West
819.	Kamala Ranjan Choudhury, Ramnagar
820.	Phanindra Choudhury, Ramnagar 4
821.	Mahendra Nath Chondhury, Advocate
822.	P·anab Kumar Dey, Akhaura
823.	Brajendra Talukdar, Krishn nagar
824.	Jaga Bandhu Ghosh, Town Pratapga.h
825.	Sunil Ch. Dutta, Krishnanagar
826.	Shirish Ch. Roy. H, G. B. Road
827.	Monu Rani Roy, Iown Pratapgarh
828.	Dr. Puspa Dey, V.M. Hospital
829.	Chan· Lal Saha East Shibnagar
830.	S. C. Tarafdar, Kunjaban
831.	N. C. Saha, A. D. Nagar
832.	Haradhan Debnath, Assampara
833.	Nani Gopal Paul, Debinagar
834.	Ashoke Kvmar Dey, Indranagar
835	Prodyot Kuma Dutta, College
836.	Ramendra Narayan Bhattacharjee Trible Welfare .
837.	Alpana Singha. College Tilla
838.	Sontosh Kr. Roy, Chondhury, Ramnagar—8
849.	Dhirendra Kar, Joynagar
840.	Puspa Sen, H. G. B. Koad
841.	Niherandu Rakhsit, Hospital Road
842.	Nanda Lal Singha, Printing & Stationary Deptt.
833.	Sital Mohan Dey, Radhanagar
844.	Narayan Ch. Dey, Ramnagan No. 10
845.	Charu Bala Roy, Akhura Road
846.	Mahendra Kishore Sarkar, Dhale-
847.	Matilal Roy, Banamalipur
848.	Jamini Chakrabofty, Banamalipur
849.	Asit Sarkar, Ramnagar 6
850	Saswadar Bikram Deb Barma. Krishnanagar
851.	Sukumar Ghosh, Town Pratapgarh
852.	Dr. P. K. Roy Choudhury, Banamalipur
853.	Niranjan Dutta, Ranir Bazar
854.	Ram Krishna Asram Vidya Maneir
855.	Tripura Rabindra Parisad, Agartala
856.	Lal Mohan Kar, Joynagar
857.	Hari Charan Bhomik, Dhaleswar
858.	Lalit Moban Paul, Statistical Officer
859.	Balai Charan Saha, Mantri Bari Road
860.	Kalipand Bhattacharjee, Krishnanagar
861.	Secretary Ram Thakur Ashram, Agartala
862.	Secretary Ram Thakur Ustab Committee, Agartala
863.	Pranesh Chandra paul, Ramnngar
864.	Jogendra Kr. Bhomik Jagatpur
865.	Nani Gopal Ghosh, Ramnagar 7
866.	Nishi Kanta Bhowmik. Dhaleswar
867.	P. C. Chakraborty, Gangail Road
868.	Prava Nath Chakraborty, West Pratapghar
869.	Chitta Ranjan Saha
870.	Ksitish Chakraborty, Bishalgar
871.	Krishan Kumar Bhowmick, Mohanpur
872.	Karaimura H. S. School, Bishalgarh
873.	Madhu Kumar Shil, T, Pratapgarh
874.	Satya Brata Dutta Gupta, Ramnagar—8
875,	Nimai Deb Barma, Krishnanagar
876.	Kshetrr Mohan Saha, Krishnanagar
877.	Tapan Kumar Bhattacharjee
878.	Subarna Lata Deb, Krishnanagar
879,	Rakesh Rn. Deb, Bhattapukur
880,	Nani Gopal Banik, A. D. Nagar
881.	Satya Prava Banerjee. Co.-Op
882.	Soroj Kanti Dutta, Khosh Bagan
883.	Mati Lal Nandi, Abhoynagar
884.	Prativa Rani Pul, Old Kali Bari Road
885.	Hemangani Roy, Ramnagar No. 10
886,	Umesh Ch. Saha, Radhanagar
887.	Sunil Kumar Dey, Kashipur
888.	Jogomaya Debi, Banamalipur
889,	Rai Mohan Majumder, U. D. Assistant, Agt,
890.	Susanta Kr. Kuri, Akhura Road
891.	Subhash Sengupta
892.	Renu Saha, Akhura Road

1	2
913.	Braja Gopal Ich, Town Pratapgarh
914.	Parimal Kanti Duttn, Banamalipur
915.	Lalit Mohan Deb Barma, Krishnanagar
916.	Hara Krishna Kuri, Banamalipur
917.	Abani Kumar Chakraborty, H. G. B. Rd.
918.	Monoranjan Chakraborty, Joynagar
919.	Haripada Chakraborty, V. M. Hospital
920,	Sabirry Singha, Dhaleswar
921.	Parul Bala Sen, Banamalipur
922.	Surendra Ch. Sengupta, Banamali-
923.	Nira Pada Paul, Kashipur
924.	Kunja Mohan Saha, N. S Road
925.	Rukhini Narayan Bhattacharjee, Krishnanagar
926.	Ramendra Bhattacharjee, Ramlagar
927.	P. C. Roy, Krishnanagar
928.	Nirmala Sundari Saha, Town Pratapgarh
929.	Ranjit Chakraborty, Akhura Road
930.	Hari Gopal Das, Reshambagan
931.	Priya Gopal Dutta, Kunjaban
932.	Suresh Chandra Bhowmik, Shibnagar
933.	Matilal Dasgupta, Dhaleswar
934.	Hiran Bala Debi, Banamalipur
935.	G. D. Ganguli, H. G. B. Road
936.	Milly Roy, Hospital Road
937.	G. K. Chakraborty, Krishnanagar
938.	Promode Dasgupta. Krishnanagar
939.	Sudhangsu Sen, Gangail Road
940.	M. k. Singha, Radhanagar
941.	C. R. Paul, Rabindrapalli
042.	Tulsi Baruari, Joynagar
943.	Chanchalla Debnath, Abhoynagar
944.	Mantala Tea Estate, Mantala
945.	Haripada Dasgupta, Mohanpur East
946.	Ranir Bazar S.S.S.S. Ranirbazar
947.	Gopal Laskar, Ranirbazar
948.	Ramesh Ch. Saha, Chandrapur
949.	Sudhir Kumar Paul, Durgachawmohani
950.	Dinadayal Asharam, Akhura Road
951.	Head Master Prachya Bharati School, Agat.
952.	Jibananda Ghosh
953.	Prithish Choudhury, Ramnagar 8
954.	Kabindra Bhowmik
955.	Jogesh Ch. Saha, Debinagar
956.	Dulal Ch. Dey, Ranirbazar
957.	Upendra Ch. Gope, P. C. ●. Road
958.	Sujit Kumar Paul. Durgachowmohani
959.	Matilal Saha, Banamalipur
960.	M. B. Baral, Ramnagar
961.	Braja Gopal Goswami, Kashipur
962.	Indu Bhusan Deb Barman, Krishnanagar
963	Sephal Dasgupta, Arundhutinagar
964.	Amalesh Ch. Dutta Gupta, Krishnanagar
965.	Miss. Kalpana Roy, College Road
966.	B. V. Josef, Kunjaban
967.	Lalit Mohan Saha, Motor Stand Road
968.	Dugali Singha, Bhattapukur
969.	Kali Kumar Dey, Banamalipur
970.	Kunja Mohan Saha, Maharajgonj Bazar
971.	Sailesh Saha, Shibnagar
972.	Biswember Bhowmik, Dhaleswar
973.	Suprakash Barua, Abhoynagar
974.	Matilal Bhomik, Assampara
975.	Bhupendra Kr. Bhowmik, Krishnanagar
976.	Prafulla Kr. Dhar, Ramnagar
977.	Hari Rani Roy, Colonel House. Krishnanagar
978.	Sunil Kr. Bose, Ranir Bazar
979.	Upendra Ch. Choudhury, Jirania
980.	Premananda Nath, Under Secretary
981.	Sailen Chakraborty, Ranir Bazar
982.	Banka Behari Saha, Motor Stand Road
983.	Sandhya Nandi, Shibnagar
984.	Uma Dutta, 75/ H. G. B. Road
985.	Tarani Kanta Sarkar, Joynagar
986.	Sasanka Sekhar Podder, Dhaleswar
987.	Mihir Kr. Ganguli, Durgachowmohani
988.	Ambaresh Bhowmik, Town Indranagar
989.	Amalesh Ghosh, Ramnagar 1
990.	Kali Das Paul, Joynagar
991.	Krishna Bhowmik, Arundhutinagar

1	2
992.	Meghli Para Tea Estate. Sedhai
993.	Harendranagar Tea Estate, Lambucherra
994.	Kalkalia Tea Estate, Kalkalia Road
995.	Ujjala Mani Bhowmik, Ashram
996.	Priya Gopal Dasgupta, Ramnagar No. 1
997.	Sukhendu Bikash Paul, Bamotia
998.	Hara Kumar Debnath, Laxmi Narayan Road
999.	Narayan Ch. Das, Joynagar
1000.	Gita Sen Biswas, Ramnagar 3
1001.	Ranir Bazar Bidhya Mandir, Ranir Bazar
1002.	Head Master, Netaji Subhash School, Agartala
1003.	Indra Kumar Roy, Badharghat
1004.	Dinabandhu Paul, Shibnagar
1005.	Purnendu Bikash Saha, Thakur Palli Road
1006.	Satya Ranjan Dasgupta, 22 Office Qtr. Lane
1007.	Soroj Kumar Majumder, Dhaleswar
1008.	Bhuban Mohan Barman, Barman Tilla
1009.	Uma Barhma Roy, Bordowali
1010.	Prasanta Kumar Bhattacharjee, Chandrapur
1011.	Satyandra Nath Das, Krishnanagar
1012.	Haripada Shiba, Dhaleswar
1013.	Paritosh Choudhury, Arundhutinagar
1014.	Surendra Ch. Debnath, Dhaleswar
1015.	Debabrata Majumder, Jogendranagar
1016.	Saroj Kumar Bhowmik, Ramnagar
1017.	Rakhal Ch. Roy, Ramnagar 4
1018.	Manindra Sutradhar, Krishnanagar
1019.	Joytsna Rani Deb, Nutan Palli, Krishnanagar
1020.	Jyotish Deb Barma, Krishnanagar
1021.	Sunil Ch. Shome, Joynagar
1022.	Jogendra Ch. Deb, Abhoynagar
1023.	Mahananda Roy, Ramnagar 8-9
1024.	Sudhangsu Sekhar Bhowmik. H. G. B. Road
1025.	Bimal Dutta Choudhury, Joynagar
1026.	Nila Majumder, Colonel Choumohoni

1	2
1027.	Dulal Ch. Saha, Ramnagar 8
1028.	Narendra Ch. Deb, Supdt. of Post Office.
1029.	Akhil Ch. Paul, Banamalipur
1030.	Gita Dutta, Dhaleswar
1031.	Debendra Deb Barma, Daldalia
1032.	S. S. Chakraborty, Badharghat
1033.	Uma Nanda Bhattacharjee, College Tilla
034.	Arunangsu Kar, Banamalipur
1035.	Kiran Sashi Saha, College Tilla
1036.	Dhananjoy Choudhury, Ramnagar 2
1037.	Amal Chakraborty, Trible Welfare
1038.	Indrajit Paul, Melarmath
1039	Mahendra Charan Paul
1040.	Mukunda Ch. Ghosh, Palace Compound
1041.	Jhon Legardo, Kashipur.
1042.	Ranjit Bose, Joynagar
1043.	Smti Asha Rani Roy, Joynagar
1044.	Anil Chandra Ghosh, Krishnanagar
1045.	Sudhangsu Bhattacharjee
1046.	Nagendra Ch. Dey, Ramnagar 10
1047.	Sasank Nath, Banamalipur
1048.	Pramila Deb Barma, Office Qtr. Lane
1049.	Md. Savadur Rahaman. Visha Office, Agt.
1050.	S. D. Sarkar, Ramnagar 2
1051.	Budha Deb Barma, Radhanagar
1052.	Supdt. of Post Office, Agartala
1053.	Anath Bandhu Saha, Ramnagar 2
1054.	Dipak Kumar Sarkar, A.D. Nagar
1055.	Nirode Choudhury, Ramnagar 5
1056.	Anima Chakraborty, Trible Welfare
1057.	Narayan Chandra Saha, Shibnagar
1058.	Subarna Talukder, N. Badharghat
1059.	Dr. M. L. Saha, Jaganath Bari Road
1060.	J. K. Bhattacharjee, Ramnagar 6
1061.	N. L. Chakraborty, N. Badharghat
1062.	Mahendra Nath Choudhury, Ramnagar 8
1063.	Nihar Ch. Sengupta, Thakurpalli Road
1064.	Himangshu Sarkar, Reshambagan
1065.	Sukhlal Roy, Bordowali
1066.	M/S. A. K. Roy Choudhury, Durgabari
1067.	Prafulla Kr. Choudhury, Ramnagar

1	2
	For the month of November, 74
	Anil Sarkar, M. L. A. Dhaleswar.
	Nani Gopal Raha, Krishnanagar.
	Nani Gopal Nath. Dhaleswar.
	Sunil Ch. Den, Sundar Tilla.
	Jiban Kr. Chakraborty, Akhura Road.
	Nalini Rn. Sarkar, Hospital Road.
	K. B. Dutta, S. D. C. (P).
	Asit Kumar Dutta, Small Savings Agartala.
	Head Master, Mahatma Gandhi School.
10.	Anil Kumar Dutta, Dhaleswar.
11.	Paresh Ch. Saha, Bishalgarh.
	Jadu Gopal Majumder, Town Pratapgarh.
13.	Manindra Ch. Debnath, Dhaleswar.
14,	Bimalal Kanti Deb, Dhaleswar.
15.	Narayan Ch. Paul, Resham Bagan
16.	Renu Bala Ghose. Ramnagar 9.
17.	Makhan Lal Das, Town Pratapgarh.
·18.	Amrit Mallik —do—
19.	Sakhi Charan Vidyanikatan N. S. Road.
	Rebati Mohan Laskar, Krishnanagar.
	Dipali Slate Industries, Town Fratapgarh.
	Samar Rn. Ghosh, Reshambagan.
	Braja Gopal Singh, Ramnagar 10.
	Phanindra Mohan Banik, Dhaleswar.
	Hiranjan Sen, Town Pratapgarh.
	Sudhangsu Sekhar Saha, Joynagar.
	G. C. Taran, Kunjaban.
	Rabindra Kr. Paul, Town Pratapgarh.
	Tarani Mohan Roy, V. Abhoynagar.
	Narayan Ch. Saha, Hatipara.
	Harendra Ch. Das, T. Pratapgarh.
	Radha Binode Singha, Dhaleswar.
	Milan Bala Paul, Dhaleswar.
	Bijoy Krishna Roy, Choudhury. T. Pratapgarh.
	Rathindra Rakshit, Melarmath.
	Hiranmoyee Kar, Ramnagar—1.
	Kamal Prava Debi, Palace Compound.
38.	Kamal Prava Debi ,Kunjaban.
39.	H. C. Deb Barma, Krishnanagar,
40.	Mahadeb Saha, Champaknagar.
41.	Laxmi Rani Bhuia, Chittaranjan Road.
42.	Laxmi Prasad Roy, Gangail Road.
43.	Mohan Lal Saha, South Badharghat.
44.	Bidhu Mukhi Acharjee, Krishnanagar.
45.	Arjun Kumar Deb, Charilam.
46.	Ram Krishnamath, Kunaban-
47.	Secretary, Ram Krishna Ashram.
48.	R. Bhattacharjee, District Inspector. of School.
49.	Swapan Kanti Roy Choudhury, Sibnagar.
50	Rani Bala Das, Krishnanagar.
51.	Kunja Mohan Saha, Maharajgong Bazar.
52.	Swami Dayalanda Ashram, Dhaleswar.
53.	B. C. Debnath. Ranir Bazar.
53.	Indu Bhusan Shil, Abhoynagar.
55.	Dinesh Ch. Dasgupta, Joynagar.
56.	Promodo Ranjan Roy, Dhaleswar.
57.	Gopal Ch. Chada, Abhoynagar.
58,	G. D. Ganguli, H. G B. Road.
·59.	Harendra Chandra Dutta, Mantri Bari.
	For the month of December, 1974
1.	M. L. Bhowmik, Speaker.
2.	Dr. Rathindra Dutta, Supdt, of V. M. & G. B.
3.	Samir Ranjan Barman, M. L. A.
4.	Lalit Mohan Saha, Motor Stand Road.
5.	Manada Sundari Roy, —do—
6.	Krishna Kr. Das, Biswas, Kunjaban.
7.	Rana Lazha Bir Jonh Palace Compound.

1	2
8.	Dhirendra Ch. Banik, Shibnagar.
9.	Pradip Kar. Sakuntala Road.
10.	Santi Kana Ghosh, Ramnagar.
11.	Hiran Ch. Gupta, 16 Office lanne.
12.	Priya Gopal Dasgupta, Ramanagar.
13.	Mira Rani Paul, Dhaleswar.
14.	Salil Ganguli, Madhapara.
15.	Kiran Sashi Saha, College Tilla.
16.	Smti. Prativa Deb Barma, Palace Compound.
17.	Pandab Bhowmik, Shibnagar.
18.	Anil Ch, Dey, Indian Airlines.
19.	Rabindra Kumar Saha, Town Pratapgarh.
20.	Ramapada Roy, Krishnanagar.
21.	Anil Chandra Saha, Ranirbazar.
22.	Manindra Ch. Bhowmik, Banamalipur.
23.	Naresh Ch. Majumder —do—
24.	Putul Rani Dutta, Ramnagar—4
25,	Rabindra Ch. Banik, Banamalipur.
26.	Narayan Ch, Sen, —do—
27.	Pijush Kanti Majumder —do—
28.	P. C. Das, Joynagar. •
29.	Kamal Chakraborty, Krishnanagar.
30.	Biswanath Paul, Jogendranagar.
31.	Krishnadas Bhattacharjee, M. L. A.
32.	Tapan Kumar Bhattacharjee, Ronasald Road, Agartala.
33.	Mabatma Gandhi School, Agartala.
34.	Dinesh Ch. Banik, Champaknagar.
35.	Jadu Gopal Choudhury. Office Quarter lane.
36.	Manindra Chakraborty, Joynagar.
37,	Suresh Ch. Chakraborty, Arundhutinagar.
38.	Parimal Majumder, Reshambagan.
39.	Khadhi Board, Agartala.
40.	Mangal Chandra Rupini, Teliamura.
41.	Aghore Chandra Deb Barma, Banamalipur.
42.	Mira Mitra, Krishnanagar.
43.	Hari Bandhu Rupini, Jirania.
44.	Phulto Rani Choudhury, Office-lane.
45.	Hira lal Roy, Banamalipur.
46.	Khagendra Ch. Debnath, West Pratapgarh.

1	2
47.	Manindra Ch. Roy, Jirania.
48.	Ramkrishna Sarada Mayee Kutir.
46.	Tapash Rn. Choudhury, Bhati Abhoynagar.
50.	Amal Chakraborty, Joynagar,
51.	Harish Nagar Tea estate, Bishalgarh,
52.	Ratan Prava Das, Krishnanagar.
53.	Debendra Ch, Saha, Banamalipur.
54.	Lalit Mohan Majumder, Champaknagar.
55.	Bhupen Dutta Bhowmik, Jagannath Bari Road.
56.	Nilajyit Deb Barma. Dhaleswar,
57.	Chitta Ran. Majumder. Jirania.
58.	Chitta Ranjan Saha. Jogendranagar
59.	Girendra Deb, Bhattapukur.
60.	Bhudhmal Began, Badharghat.
61.	Haripada Dutta, Joynagar.
62.	Sujit Roy, Krishnanagar.
63.	Swadesh Majumder —do—
64.	Haradhan Bhowmik, Mohanpur.
65.	Sukhid Saha, Santipara.
66.	Malati Chakraborty, Krishnanagar.
67.	Chandra Mohan Das, Town Pratapgarh.
68.	Shrish Chandra Dey, Abhoynagar.
69.	Monmohan Saha, Town Pratapgarh
70,	Nihar Kanti Bhattacharjee, A, G. Office.
71.	Banka Behari Bhowmik Ranir Bazar,
72.	Jogendra Singha Thakur, Dhaleswar.
73,	Surabala Deb, Office Lane.
74.	Parimal Ch. Mazumder, Reshambagan.
73.	Ganesh Ch. Saha. Abhoynagar.
76.	Secretary Bhela giri. Seva Ashram.
77.	Sechindra Ch, Bhowmik, Central Rd.
78.	Bipad Bhanjan Banerjee, Krishnanagar.
79.	Dulal Kanti Bhowmik, Dhaleswar.
80.	Pramila Chakraborty, Krshnanagar,
81.	Mohanpur Tea Estate, Mohanpur,
82.	Kalachara Tea Estate, Kalachara.
83.	Santi Brata Roy, North Banamalipur,

1	2
84.	Samarendra Choudhnry, Jogendranagar·
85.	Nepal Ch, Dey. Dinadayal Ashram.
86,	Sukhesh Bhattacharjee, Bordowali.
87,	Nitai Charan Saha, Bishalgarh.
18.	Modhan Mohan Dutta, 45 H. G, B. Road.
89.	Manindra Ch. Bardhan Gakulnagar.
90.	Himangsu Chakraborty.
91,	Sital Chakraborty, Mohanpur.
92.	Jitendra Chakraborty, Abhoyanagar.
93.	Anjan Banerjee, Krishnanagar.
94.	Kartik Deb Barma. Jirania,
95,	Dhanu Choudhury, Ichamura.
96.	Jatindra Mohan Choudhury, Colonel Choumahoni
97,	Nani Gopal Dutta, Town Bordowali
98.	Baren Bhattacharjee, Kunjaban.
99.	Haripada Kabyathirtha Kunjaban.
100.	Prabir Kr. Das, Town Pratapgarh.
101-	Makhan Chandra paul, H. G. B. Road.
102.	Swadesh Ranian Roy. College Tilla
103.	Hiralal Debnath, Akhura Road.
104.	Sujit Ranjan Paul, Durgachoumohini.
105.	Sudhamoy Bhattacharjee, Jaganath B Road.
136.	Gopal Ch. Saha, Banamalipur.
107.	Pravesh Ch. Banerjee, Banamalipur,
108	Lutan Krishna Paul. Central Road.
109.	Debendra Ch. Debnath, Dhaleswar,
110.	Usha Rani Chakraborty, Ranir Bazar.
111.	Nagendra Ranjan Basak. Town Pratapgarh.
J12.	Gopal Krishna Goswami —d—
113.	Jogendra Ch. Basak —do—
114.	Radha Ranjan Basak —do—
115.	Nani Gopal Biswas Joynagar.
115.	S. B. Deb Barma, Director of Tribal Welfare.
117.	Bina Pani Saha, Shibnagar.
118.	Narayan Ch. Paul, Shibnagar.
119.	Rabindra Ch, Saha, Town Pratap-

1	2
120.	Priya Ranjan Deb Barma, Krishnanagar.
121.	Charu Lata Chakraborty, Ramnagar—1.
122.	Kumade Ranjan Paul Choudhury. College Tilla.
123.	Sushil Mazumder.
124.	Asit Baran Roy, Ramnagar.
125.	Abani Kumar Acharjee,
126.	Sudhip Roy, Krishnanagar.
127.	Sarada Chakraborty, Ashram Road
128.	Rebati Ranjan Barman, Banamalipur.
J29.	Girendra Ch. Bhowmik· Joynagar.
130.	Maya Rani Debnath, Town Pratapgarh.
131.	G. C. Debnath, Pratapgarh.
132.	Girilal Debnath. Town Pratapgarh.
133·	Bishnu Pada Rakshit, College Tilla.
134.	Ramenendra Narayan Bhattacharjee, Abhoynagrr.
135.	Manindra Ch. Roy, Bamutia.
136.	Jogendra Ch. Das, Indranagar.
137.	Balaram Choudhury, Dhaleswar.
138.	Shaker Prasad Chakraborty, Krishnanagar.
139.	Ramani Mohan Nath, Ashram Road.
140.	Braja Gopal Goswami, Dhaleswar.
141.	Kunjalal Nath, Bishalgarh.
142.	Shankar Bhander, Agartala.
143.	Satya Brata Dutta, H. G. B. Road.
144.	Krishna Lal Saha, Nandannagar.
145.	Amulya Deb Roy, Ramnagar—2.
146.	Nirapada Gon Choudhury. Jagannath B. Road.
147.	Nagendra Ch. Debnath,Mohanpur.
148.	Braia Kr. Debnath, Dhalsewar.
149.	Dr. Rupchend Debnath, Dhaleswar.
150.	Manindra Ch. Paul. Mohanpur.
151.	Smti Promode Rani Deb, Arundhutinagar.
152.	Prafulla Saha, Radhanagar.

1	2
FOR THE MONTH OF JANUARY, 75	
1.	Bhuban Mohan Bhattacherjee, Ramnagar.
2.	Parul Bala Sengupta, Banamalipur.
3.	Labannya Prava Brahman, Old Kali Bari lane.
4.	Gouri Bala Ghosh, Mantri Bari Road.
5.	Nani Gopal Nath, Assam Para.
6.	Ashutosh Das, Hospital Road.
7.	Nanda Lal Debnath, Debinagar.
8.	Rakhal Chandra Choudhury A, D. Nagar.
9.	Monoranjan Debnath, Nalgaria.
10.	Nepal Bhattacherjee, Dhaleswar.
11,	Ramesh Ch. Dhar, Ranirbazar.
12.	Fatik Sen, Akhaura Road.
13.	Madhu Banerjee, Fatikcharra.
14.	Debabrata Nandi, West Pratapgarh.
15.	Harilal Das, Dimnagar.
16.	Paresh Chandra Majumder, Palace Compound.
17.	Satyendra Lal Singha, Old Colonel House.
18.	Diresh Chandra Ghosh, Ker Choumohani.
19.	Amulya Charan Dutta, Joynagar.
20.	Digambar Bhowmik, Debinagar.
21.	Susanta Kumar Kuri, Akhaura Road.
22.	I. K. Roy, Banamalipur.
23.	Haricharan Bhowmik, Dhaleswar.
24.	Amiya Bala Paul, Sankar Choumohani,
25.	Nani Gopal Banik, Town Pratapgarh.
26.	Chintaharan Sen Biswas.
27.	Promode Ghosh, Krishnanagar.
28.	S. B. K. Debbarma, Director of Tribal Welfare.
29.	Sudhir Ch. Sur, Ramnagar 6.
30.	Jatindra Chandra Paul, Banamalipur.
31.	Promode Ranjan Saha, Bishalgarh.
32.	Bhanu Rani Paul, Dimnagar.
33.	Bhuban Mohan Dey, H. G. B. Road.
34.	Gopal Kar, Joynagar.
35.	Himansu Sekhar Dhar, —do—
36.	Nandalal Debnath, Ranirbazar.
37.	Debasish Dey, D. M's Office.
38.	Ratna Roy Choudhury, Banamalipur.
39.	Amar Chakraborty, Ramnagar.
40.	Naresh Chandra Bhattacherjee, Gangail Road.
41.	A. K. Chattarjee, Shibnagar.
42.	Mrs. Tripti Dhar, Kunjaban.
43.	Parimal Saha, Motor Stand Road.
44.	Hriday Ranjan Sen, Akhura Road.
45.	Rakesh Chandra Deb, O. S. D. M's Office.
46.	Indra Bala Saha, Dhaleswar.
47.	Himangsu Dutta, Food & Supplies, Agartala.
48.	Hashi Kana Choudhury, Ramnagar.
49.	Montosh Dutta, Ramnagar.
50.	Dr. M. L. Saha, Jogannath Bari Road.
51.	B. N. Roy Choudhury, Office Quarter Lane.
52.	Dinesh Chandra Roy, Gangail Road.
53.	Maya Rani Chakraborty, College Tilla.
54.	Kunja Mohan Dey, Ramnagar No. 5,
55.	M. L. Das, Melarmath.
56.	Manindra Ch. Das, Shibnagar.
57.	Nilima Deb, Jogendranagar.
58.	Chitta Ranjan Dutta, Joynagar.
59.	Drijendra Chandra Banik' M. Pratapnarh.
60.	Apurba Roy, Shibnagar.
61.	Anil Ch. Shil, Town Pratapgarh.
62.	Mahendra Lal Singha.
63.	Kamal Chakraborty, Krishnanagar.
64.	Benoytosh Dutta, Jogendranagar.
65.	Narendra Chandra Deb Roy. Bhattapukur.
66.	Dinesh Chandra Deb Roy, Bhattapukur.
67.	Haran Chandra Roy Barman, Joynagar,
68.	Sudhungsu Choudhury. Joynagar.
69.	Santosh Chandra Choudhury, Ramnagar—10.
70.	M. L. Bhowmik, Speaker.

1	2
71.	Indu Bhusan Choudhury, Banamalipur.
72.	Sakhipada Deb, Ronaldsay Road.
73.	Ujjal Mani Bhowmik, Dhaleswar.
74.	Jatindra Mohan Choudhury. Education Deptt.
75	Jogendra Paul, Akhaura Road.
76.	Krishna Dayal Bhattacherjee, Ramnagar—2
77.	Anil Bhattacharjee, I. A. C.
78.	Apurba Kumar Roy, Banamalipur.
79.	Sunil Deb, Jogendranagar.
80.	Paresh Ch. Chakraborty, Old Kali Bari Road.
81.	Viveykananda Vayamagar, Agartala.
82.	Munjusree Bose, Dimsagar.
83.	Secty. Ramdas Kathiya Baba, Sakuntala.
84.	Umesh Ch. Nag, Jail Ashram Road.
85.	Darika Podder, Palace Compound.
86.	T. L. Dutta, Ramnagar.
87.	Ganesh Chandra Banerjee, Ramnagar—3.
88.	Pankaj Kumar Roy, Dhaleswar.
89.	Sudhan Ch. Debnath, Dhaleswar.
90.	Putul Rani Saha, Shibnagar.
91.	Dinesh Chandra Saha, Shibnagar.
92.	Satish Ch. Bhattacherjee, Battala.
93.	Sefali Deb Barma, Krishnanagar.
94.	J. K. Bhattacherjee. Ramnagar—5.
95.	Dr. Puspa Dey, V. M. Hospital.
96.	Reba Majumder, Krishnanagar.
97.	Kedarnath Agurwal, Central Road.
98.	Chitta Ranjan Bhattacherjee, North Joynagar,
99.	Bijoy Kumar Deb Barma, Joynagar.
100.	Indu Bhusan Bhattacharjee, South Dhaleswar
101.	Jamini Mohan Debnath, Shibnagar.
102.	Dinesh Ch. Bhowmik, Dhaleswar.
103.	Harendra Kishore Roy Barman, Banamalipur.
104	Jamini Acharjee, Colonel Choumuhani.
105.	Manindra Chandra Saha, Usha Bazar.
106.	Akhil Chandra Paul, North Banamalipur.
107.	Sukumar Das. Dhaleswar.
108.	Suresh Ch, Gupta. Banamalipur.
109.	Sunil Chandra Chakraborty, Krishnanagar.
110.	K. P. Tripathi, Krishnanagar.
111.	Sailendra Deb, Banamalipur.
112.	Himangsu Das, Joynagar.
113.	Dr. Lila Bose, Dhaleswar.
114.	Nikyamonda Seb, Town Pratapgarh.
115,	Joydeb Chakraborty, Ramnagar,
116.	Biswaswar Bhowmik, Dhaleswar.
117.	Binode Lal Roy, Badharghat.
118.	Chandika Deb Choudhury, Banamalipur.
119.	Mamju Kanta Dhar Choudhury, Krishnanagar.
120	Amanghsu Choudhury, Ramnagar.
121.	Ranjit Kumar Das Gupta, Joynagar.
122.	P. K. Debbarma, Kunjaban.
123.	Durga Prasad Das, Palace Compound.
124,	P. Sengupta, Melarmath.
125.	Jatindra Mohan Saha, Jail Ashram Road,
126	Jitendra Ch. Paul, Dhaleswar.
127.	Bimal Kanta Deb, —do—
128.	Santipada Roy, North Banamalipur.
129.	B pintra Debnath, Old Agartala.
130.	Dipak Sengupta, Joynagar.
131.	Sunil Kr. Choudhury, Gangail.
132.	Debendra Chandra Paul, Town Bardowali.
133.	Dr. P. K. Roy Choudhury, Banamalipur.
	Parul Bala Ghosh, Shibnagar.
	Umesh Ch. Deb, Joynagar.
	Tapan Kumar Saha, Shibnagar.
	Sushil Ch. Podder. Jirania.
	Jamini Mohan Roy, Mohanpur.
	Renu Bala Ghosh, Ramnagar—9.
	Hem Cdandra Kar, Shibnagar.
	B. C. Saha, Executive Engineer, Thana Rd.

1	2
142.	Autosh Bhattacharjee, Anhou-nagar.
143.	Hem Ch, Roy, Ramnagar. No. 6
144.	Aahuroah Bhattacharjee, Abhoy-Nagar.
145,	Mukul Rani Roy Choudhury, Palace Compound.
146..	Sanjib Kuma Das, Inaranagar.
147.	S. Bhattacharjee, Dhaleswar.
148.	Mihir Dutta, Ramnagar—3.
149.	Ajit Dhar Choudhry, H. G. B. Road.
150.	Secty. Ramkrishna Seba Ashram, Agartala.
151.	Kamal Choudhury, Krishnanagar.
152.	Promotha Kumar Deb, —do—
153.	Krishnapada Bhattacharjee, Joynagar.
154.	Kashi Mohan Das. Assampara.
155.	Ploor Corner, Melarmath.
156.	Jyoti Prosad Sen Gupta, D. M's Office.
157.	G. C. Choudhury, Akhaura Road.
158.	Ranjit Kr. Saha, Akhaura Road,
159.	Anil Kr. Saha, Debinagar
160,	Amar Ganguli Ramnagar No. 8.
161.	Krishna Gopal Majumder, Ranir Bazar.
162.	Sushil Ch. Shome, Joynagar.
163.	Anima Choudhury, Kalibari Road.
164.	Ram Krishna Ashram, Gangail Road.
165.	Ramesh Ch. Das, Ramnagar.
166.	Nepal Ch. Dey, Akhaura Road.
167.	Jagadish Ch. Saha, Jogendranagar.
168.	M/S. M. M. Mitra, Krishnanagar.
169.	Bordowali H. S. School, Agartala.
170.	Ranjit Kumar Roy, Jogendranagar,
171-	Santosh Ch. Saha, College Tilla.
172.	Satyendra Prasad Bhattacharjee, Dhaleswar.
173.	Braja Bhallab Saha, Shibnagar.
174.	Tapesh Sen, Dhaleswar.
175.	Krishna Kanti Dutta, Krishna-nagar.
176.	Deba Brata Deb Barma, Krishna-nagar.
177.	Dhirendra Chandra Banik, Shib-nagar.
178	Ramendra Bhattacharjee, Ram-nagar.
179.	Nalini Ranjan Debnath,
180,	Binode Bhowmik, Shibnagar.
181.	Madhn Sadwan Deb Maszid Road.
182.	Susanta Chakraborty, Banamali-pur.
183.	Smti. Pulay Basi Paul, Town Pra-tapgar.
184.	Rati Ranjan Deb.
185.	Thakur Chakraborty.
186.	Chandra Prava Roy, Dhaleswar.
187.	Chandan Banerjee, Colonel Chou-muhani.
188.	Sunil Shome, Joynagar.
189.	Birendra Chakraborty, A. D. Nagar:
190.	Amulya Chandra Dhar, Durga-Choumohani
191.	Dhirendra Chandra Deb. Indra-nagar.
192.	Mani Bala Ghosh, Khosh Bagan.
193,	Satish Chakraborty, Ramna-gar-210.
194.	Bidhan Chandra Roy, Banamali-pur.
195.	Kiran Ch. Banik, Krishnanagar.
196.	Naresh Chandra Choudhury, Shibnagar.
197.	Jatindra Chandra Paul, Town Prajapgarh.
198.	Jyoti Rani Paul.
199.	Prafulla Kumar Bhowmik, Banamal pur.
200.	Badal Deb, Kalibari Road.
201.	Harida Saha, Jirania.
202.	Manik Lal Paul, Durga-choumohani.
203.	Subhash Chandra Paul, Chitta-ranjan Road.
204.	Samir Ranjan Ghosh, Resham Bagan.
205.	Ramani Kumar Ghosh, Town Pratapgarh.
206.	Gouranga Ch. Saha, —do—
207.	Jogesh Chandra Dutta, Math Choumohini.
208.	Sashi Bala Debi, Rupali Rice Mill.
209,	Major Dutta, Mantribari Road.

1	2
210.	Hiranmoy Deb, Old Kalibari Road.
211.	Sudhir Ranjan Nandi, Town Bordowali
212.	Chan Mohan Saha, Debubagar.
213.	Dinesh Chandra Debnath, Dhaleswar.
214.	Himangshu Bhattacherjee, Dhaleswar,
215.	Balendra Deb Barma, Krishnanagar.
216.	Ranjit Kr. Majumder, Krishnanagar.
217.	Binode Behari Saha, Radhanagar.
218.	Jatirmoy Deb Roy, Krishanagar.
219.	Dhirendra Mohan Das, Askhram Road.
220.	Manik Roy, Ramnagar-3.
221.	Subodh Ghosh, Bhati Abhoynagar.
222.	Birendra Kumar Choudhury, Ramnagar.
223.	Chandan Debnath, Amtali Bazar.
224.	Ira Paul, Education Department.
225.	Anjali Sarkar, —do—
226.	Minu Bhattacharjee. —do—
227.	Nulu Bhattacharjee, —do—
228.	Nibu Chakrabarty, —do—
229.	Monomohan Saha, Dhaleswar.
230.	Parikhsit Das, Town Pratapgar.
231.	Dhananjoy Choudhury, Ramnagar.
232.	Anil Saha, Dhaleswar.
233.	Animesh Talapatra, Ramnagar—2,
234.	Asim Deb Barma, Indranagar.
235.	Nkropama Kar, Melarmath.
236.	Sushil Majumder, Shibnagar.
237.	Salil Ganguli, Madhaypara.
238.	Susil Majumder, Shibnagar.
239.	Chitra Ranjan Paul, Mantri Bari Road.
240.	Anil Roy Choudhury, Town Pratapgar.
241.	Mukul Roy, Town Boadowali.
242.	Gopendeb Jalan, Bhadharghat.
243.	Aswini Kr. Saha, Shibnagar.
243.	Nikunja Bihari Debnath, Indranagar.
245.	Madhu Sudhan Champaknagar, Akhaura Road.
246.	Bharateswari Saha, Chakraborty.
247.	Parimal Dey: Town Rampar,
248.	Ashutosh Baidya.Abhoynagar.
249.	Ratan Prava Das, Krishnanagar.
250.	Monoranjan Roy Choudhury, Central Road.
251.	Chandra Dayal Dey, Shibnagar.
252.	Bimal Kanti Bhattacharjee, A. G. Office.
253.	Amal Chandra Saha, Chandrapur.
254.	Lalit Mohan Paul, Dhaleswar.
255.	Swasadhar Dutta, Ramnagar-2.
256.	Bina Pani Majumder (Chaki), B. K. Road.
257.	Gopal Deb, Ramnagar-3.
258.	Dulal Chandra Saha.
259.	Kanak Laskar, Thakur Palli Road.
260.	Murari Dhar Jalan, Badharghat.
261.	Usha Ranjan Dutta, Ramnagar.
262.	Sandhya Bhattacharjee, Dhaleswar.

For the Month of February, 1975.

1. Rabindra Ch. Deb, Palace Compound.
2. Bankim Ch. Dutta, Dhaleswar.
3. Sukhamoy Dutta, Dhaleswar.
4. Manimoy Bhowmik, Jagannath Bari Rd.
5. Aparajita Roy, Dy. Director of Education.
6. Mrinaka Roy, Palace Compound.
7. Secretary, Cletoria Club, M. B. Road.
8. Atul Gautam, Akhaura Road.
9. Haridas Mukharjee, Director of Food & Civil Supplies.
10. Promotha Bhattacharjee, Krishnanagar.
12. Sukhendra Chandra Dutta, Asstt. Headmaster.

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

Issued—Surint 1974.

1. Subodh Bhattacharjee, Nayapara.
2. Manindra Chandra Deb, „
3. Ramendra Kr. Bhattacharjee, Old Post Office Rd.

1	2
4.	Gopendra Kumar Paul, Rajbari.
5.	Narsingha Nath Choudhury, Padmapur.
6.	Kripesh Chandra Shil, Office Tilla.
7.	Mechu Sen, Nayapara.
8.	Nandalal Nath, ,,
9.	Bhupesh Roy Choudhury, Nayapara.
10.	Manmatha Deb, Nayapara.
11.	Nidhu Paul, East Nayapara.
12.	Dhruba Deb, Purthi Road,
13.	Goswai Singh, ,,
14.	B. K. Kar, Nayapara.
15.	M/S. H. C. M. S. Coopt., Rajbari.
16.	Barada Kanta Paul Choudhury, Rajbari.
17.	Malina Bhattacharjee, Nayapara.
18.	Radha Raman Mahanta, Hospital Road.
19.	Gopi Ranjan Sarma, Old Post Office Road.
20.	Nalini Kanta Dey, B. K. Mission Road.
21.	K. P. Bhattacharjee, Chandrapur, (Armi personel)
22.	Ranadhir Bhattacharjee, ,,
23.	Ashutosh Adhikari, ,,
24.	Ram Kinkar Bhattacharjee, Shibbari Road.
25.	Abani Kr. Bhattacharjee, (Army personel) Nayapara.
26.	Naresh Chandra Chanda, Old Post Office Rd.
27.	Dinesh Chandra Deb, Hospital Road.
28.	Md. Nawab Ali, Latugang.
29.	Satish Chandra Nath, Dhigalpara.
30.	Nilima Bhattacharjee, Krishnapur.
31.	Sadya Das, Panisagar.
32.	Md. Ahmed Ali, ,,
33.	Kripamoy Das, ,,
34.	Krishna Kr. Singha, Nadiyapur.
35.	Girindra Kr. Sarma Choudhury, Bijoynagar.
36.	Satish Chandra Das, Birajnagar.
37.	Nadia Chandra Das, Brajendranagar.

1	2
38.	Kunja Mohan Nath, Jalebassa.
39.	Kula Chandra Dutta, Dharmanagar Narayanpara.
40.	Tripura Electric House, Dighirpar.
41.	Rajani Bidyaratna, Kanchanpur.
42.	Gourgopal Das, Old Post Office Road.
43.	Raj Kumar Das, Panisagar.
43.	Chandra Kishore Bhattacharjee.
45.	Gopendra Chandra Roy, S/o. Shri Gopi Nath Roy.
46.	Hari Mohan Nath, Narayanpara.
47.	Dhirendra Kumar Nath, Mantri Hotel.
48.	Hiralal Sutradhar, Aligapur Road.
49.	President, Mahila Samity, Dharmanagar.
50.	Secy., D. N. Vidya Mandir, Dharmanagar.
51.	Subodh Bhattacharjee, Advocate, Narayanpara.
52.	Sukhamoy Singh, Rajbari.
53.	A. K. Sarma, Office Tilla.
54.	Arati Chakraborty, Rajbari.
55.	Sadya Bhattacharjee, Old Post Office Road.
56.	Bejon Bose, Dharmanagar.
57.	Kamal Dutta, ,,
58.	Rajani Kumar Nath, Purba Chandrapur.
59.	Gopendra Paul, Rajbari.
60.	Sashan Banik, ,,
61.	Pijush Kanango ,,
62.	Benode Behari Paul, Rajbari.
63.	Upa-pradhan, Bagpasa.
64.	Kumode Nath, Jubarajnagar.
65.	Girija Kanta Das, Jalebasa.
66.	Secy, Mousumi, Padmabil.
67.	Barada Nag, ,,
68.	R. N. Bhattacharjee, Dharmanagar.
69.	Dinamoy Das, Panisagar.
70.	Ramnagar Balayadi.
71.	Radhapur Bara Akhara.
72.	Ramendra Das Baishnab.
73.	Pulin Behari Deb, Kalibari Rd.
74.	Dinadayal Baishnab.
75.	Secy. Fish Babashye Sangha.
76.	Pradhan, Fukaruddin Ahmed.

1	2
77.	Secy., D. N. Vidyamandir School.
78.	Secy. Nayapara Kalibari.
79.	Bidhu Bhusan Dey, Padmapur.
80.	Debendra Paul, Dimsara.
81.	Monoranjan Nath, Khuryaba.i.
82.	Dinesh Chandra Deb, Kalibari Road.
83.	M/S. G. C. & J. C. Roy Choudhury, A.O.C. Agent.
84.	Satish Chandra Nath, Dighalback.
85.	Himangshu Shekhar Bhattachariee.
86.	Jitendra Kumar Debnath, Dayacherra.
87.	Lalit Das, Rajbari.
88.	M/S. Das Brothers, Dharmanagar.
89.	Dhirendra Purakayastha. Chandrapur.
90.	Jogesh Bhattacharjee.
91.	Nepal Kanti Roy, Nayapara.
92.	Arabinda Bhowmik, ,,
93.	Bijan Paul, ,,
94.	Prasanna Nath, ,,
95.	Manager, Peyari Cherra Tea Garden.
96.	Ambika Charan Paul, Kanchanpur.
97.	Nipesh Deb, Dharmanagar Town.
98.	Jitendra Nath Mitra.
99.	Pijush Kanta Deb, Kanango, Nayapara.
100.	Mihir Rn. Das, Nayapara.
101.	Jyotirmoy Das, R. K. Mission Rd.
102.	Nagendra Kr. Paul, Chandrapur.
103.	Chakrapani Bhattacharjee, Nayapara.
104.	Pradip Kr. Chakraborty,
105.	Paresh Rn. Chakraborty, Hospital Rd.
106.	Joyanta Kr. Biswas, Nayapara.
107.	Sachindra Mohan Goswami.
108.	Nanigopal Bhattacharjee, Dharmanagar.
109.	Haripada Das, Kadamtala.
110.	Bata Bros, Dharmanagar.
111.	Karuna Dutta, Chandrapur.
112.	Dhirendra Kr. Purakayastha, Chandrapur,
113.	Kripesh Chandra Shil.
114.	Gopendra Paul, Rajnagar.
115.	Promode Rn. Paul, Radhapur.
116.	Harendra Chandra Nath.
117.	Chitta Ranjan Bhattacharjee, Old Post Office Rd.
118.	Benode Behari Paul, Rajbari.
119.	Mira Dey, Dharmanagar Town.
120.	Sabita Rani Das, Rajbari.
121.	Radharam Mahanta, Dharmanagar.
122.	Gobinda Ballav Dey, Dharmonagar.
123.	Ranadhir Bhattacharjee, Chandrapur.
124.	Monoranjan Nath, Dayaback.
125.	Jogada Ranjan Kar, Chandrapur.
126.	Pradip Kanti Roy, Dharmanagar.
127.	Nagendra Kr. Nath, Kashipur.
128.	Nanigopal Majumder.
129.	Brajendra Kr. Nath, Office Tilla.
130.	Bipin Ch. Nath.
131.	Birendra Kr. Bhattacharjee.
132.	Nabab Ali Choudhury, Lalitgaon.
133.	Bhupesh Roy Choudhury,
134,	Bashar Nath, Jagatpur.
135.	Rabi Rn. Paul, Radhapur.
136.	Dhanu Singha, Nadiyapur.
137.	Pratibha Chakraborty, Office Tilla
138.	Barada Kr. Kar, Nayapara.
139.	Kumode Rn. Nath, ,,
140.	Haridas Singha, Ragsha.
141.	Dhirendra Kr. Vidyapith, Dharmanagar.
142.	Mrinal Kanti Roy, Kanchanpur.
143.	Ranjit Kumar Chakraborty, Thana Road.
144.	Rohini Kumar Bhattacharjee, Chandrapur.
145.	Rabindra Kumar Paul, Chandrapur.
146.	Hari Mohan Goswami, Chandrapur.
147.	Mrinal Chandra Dey, Algapur.
148.	Joytish Rn. Das, Thana Road.
149.	Gopi Rn. Sarma, Dharmanagar Town.
150.	Uddab Chandra Goswami, Nayapara.
151.	Hazi Sokat Ali, Panisagar.
152.	Md. Ali, Paniragar.

1	2
153.	Girija Kanta Talukdar, Jalebasa.
154.	Digbejoy Roy, Netaji Road.
155.	Md. Abdul Sattar Choudhury, Kadamtali.
156.	Sambhu Bikash Nath, Panisagar.
157.	Basanta Kumar Das, ,,
158.	Manmath Kr. Deb, Dharmanagar.
159.	Man Mohan Rahut, Nayapara.
160.	Ambika Charan Debnath, Digalback.
161.	Nirode Ranjan Das, Chandrapur.
162.	Kalu Sen, Dharmanagar,
163.	Ardhendu Kishore Sen Choudhury, Dharmanagar,
164.	Bidhu Bhusan Paul, Dighalback,
165.	Manik Lal Paul, Raghna.
166.	Haralal Sutradhar, Algapur.
167.	Ranjit Kanta Nath, Dharmanagar.
168.	Biren Bose, Old Post Office Road.
169.	Renuka Bala Roy, Dharmanagar Bazar.
170.	Narmada Ranjan Das, Rajbari.
171.	Hiralal Chakraborty, Kadamtala.
172.	Prabhat Ranjan Debnath, Bilthai.
173.	Aswani Kr. Debnath, Kadamtala.
174.	Benode Behari Acharjee, Shibbari Road.
175.	Mon Mohan Roy, Nayapara.
176.	Haradhan Kr. Nath, Padmapur.
177.	Nalini Rn. Biswas, Chandrapur.
178.	Satyendra Mohan Nath, Padmapur.
179.	Bejoy Kr. Roy, Chandrapur.
180.	Subodh Chandra Acharjee, Shibbari Road.
181.	Sachindra Bhattacharjee, Chandrapur.
182.	Hara Krishna Das, Rajbari.
183.	Ram Ranjan Bhattacharjee. Chandrapur.
184.	Usha Rani Gupta, Dharmanagar.
185.	Satyendra Kr. Paul, Radhapur.
186.	Dhirendra Kr. Dey, S. D. O's Office.
187.	Shibapada Dev Choudhury, Kameswar.
188.	Pijush Kanti Paul, Radhapur.
189.	Nripendra Ch. Paul, Tarakapur.
190.	Shibaprasad Yarai, Dhanpur.
191.	Sudhir Ch. Sarma, Netaji Road.
192.	Arun Ch. Nath, Deocherra.
193.	Radha Raman Adhikari, Dharmanagar.
194.	Nishi Kanta Roy, Nayapara.
195.	Pran Gopal Goswami, Sonaraiabasa.
196.	Parimal Ch. Deb, Dharmanagar.
197.	Narayan Bhusan Chandra, Dharmanagar.
198.	Alo Choudhury, Dharmanagar.
199.	Tripura Electrical Officer, Dharmanagar.
200.	Mahitosh Roy, Thana Road.
201.	Dhera Singh, Nadiapur.
202.	Rabindra Kr. Paul, Chandrapur.
203.	Jotish Rn. Das, Thana Road.
204.	Sunil Ch. Paul, Raghna.
205.	Mukteswar Chandra Nath, Laxmibazar,
206.	Nirmal Majumder, Kalikapur.
207.	Basir Al., Kurti.
208.	A. Choudhury, Pradhan, Kadamtali.
209.	Adhir Chandra Das, Lalcherra
210.	Iman Udin, Bagow.
211.	Ramendra Bhattachariee, Nayap
212.	Prasanna Dey, Ramnagar.
213.	Benoy Das, Panisagar.
214.	Biswaswar Das, Panisagar.
215.	Kshirode Das, Deocharra.
216.	Bakul Nath, Tilthai.
217.	Tarini Dhar, Kurti.
218.	Forjen Ali, Kalagangespur.
219.	Sukumar Paul, Dulukandi.
220.	Gopendra Deb Roy, Chandrapu
221.	Nagendra Bardhan, Dharmana
222.	Kali Kumar Nath, Digalback.
223.	Srish Das, Dewanpassa.
224.	A. Khaleque, Bilthai.
225.	Mechu Sen, Dharmanagar.
226.	Rabindra Bhowmik, Thana R
227.	Abdul Goan Choudhury. Kadamtala.
228.	Bipin Ch. Nath, Digalback.
229.	Sampadlal, Dharmanagar.
230.	Prabindra Choudhury. Ichaitalcherra.

2

31. Bankim Paul, Rajbari
32. Ramesh Bhattacharjee, Pearicherra T. E.
D. K. Dey, Dharmanagar,
Chapala Dutta, Dharmanagar,
35. Thakurmani Debnath, Jabarajnagar.
36. Gopendra Roy. Dupirband.
37. Hari Mohan Nath, Nayapur.
38. Lal Mohan Saha, Dharmanagar,
39. Nripendra Bhattacherjee,
Naresh Dey, Rajbari.
41. Chandan Kishore Bhattacharjee. Dharmanagar.
42. Barada Paul, Rajbari.
43. Ramkrishna Bhattacharjee, Dharmanagar.
44. Gopendra Bhattacharjee, Dharmanagar.
45. Nantu Lal Nath, Nayapara,
46. A. Mannan, Ichai Nutunpara.
47. Anil Paul, Rajbari.
48. Deed Writer Association, Dharmanagar.
Krishna Nath.
Binoy Bose, Dharmanagar.
Nilima Bhattacharjee, Dharmanagar.
Nripendra Roy, Dharmanagar.
Gopi Mohan Singha, Dharmanagar
Nandalal Nama, Ichailalcherra.
Ramani Goswami.
Chandra Singha.
Kamini Sinha, Padmapur.
Sushil Saha. Dharmanagar, bazar.
R. Choudhury.
Rabindra Kar, Nayapara.
Dhirendra Kr. Choudhury Dharmanagar.
Durgapada Choudhury, Dharmanagar,
Rasamoy Paul, Dharmanagar.
M/S. Marati Bros, „
Hazi Md. Sunkar Ali, „
Nadia Charan Das „
Nitya Nanda Roy, „
Satya Rn. Bhattacharjee „

1	2
269.	Nanda Gopal Singha, Dharmangar.
270.	Charumani Debnath „
271.	Wacha Ali „
272.	Rasaraj Bhattacharjee „
273.	Sasadhar Kar „
274.	Sadhan Lal Banik „
275.	Nani Gopal Dutta, Central Excise, Dharmanagar.
276.	Yoshai Singh „
277.	Saroj Biswas „
278.	Mon Mohan Biswas „
279.	Raghunath Dey „
280.	Kamini Kr. Singha „
281.	Radha Ballav Dey, Dharmanagar.
282.	Anil Sarkar, Office tilla, Dharmanagar.
283.	Mahendra Nath, Dharmanagar.
284.	Bishendu Deb, Advocate. Dharmanagar.
285.	A. K. Bhattacharjee, Nayapassa.
286.	Rosamoy Dey, East Bhandrapur.
287.	Dinesh Ch. Deb, Hospital Road.
288.	Radha Raman Mohanta, Hospital Road.
289.	Prop. Maya Cinema, Dharmanagar.
290.	Harendra Kanta Deb, D/Nagar.
291.	Baishnub Ch. Roy. -do-
292.	Kali Chandra Dutta, Dharmanagar bazar.
293.	Rabi Rn. Paul, Radhapur.
294.	Dinesh Rn. Deb, Hospital Rd.
295.	Abdul Mohammad Choudhury, Ichaitilgaon.
296.	Aswani Kumar Sarma, Dharmanagar.
297.	A. K. Bhattacharjee, Nayapara.
298.	Amarendra Bhattacharjee, Kadamtala.
299.	Nirmal Kanti Sarma, Radhapur.
300.	Pradhan, Khudacherra.
301.	Thakur Chand Singh.
302.	Nirmal Kanti Sarma.
303.	Sova Rani Sarkar.
304.	Babulal Hazarat, Dharmanagar.
305.	Santi Rn. Roy, —do—
306.	Harendra Kr. Ghosh.
307.	Sonamani Debnath, Tongibari (West)

1	2
308.	Meehu Sen, Dharmanagar.
309.	Prassanna Nath, Tilthai.
310.	Manager, Mohanpur Tea Estate.
311.	Gopal Soap Factory, Dharmanagar.
312.	Dwijendra Lal Chakraborty, Dharmanagar.
313.	Sukesh Paul, Office Tilla.
314.	Ram Kinkar Bhattacharjee, Telephone Exchange, DMN.
315.	Rabindra Kumar Bhattacharjee, D/Nagar.
316.	Kumidini Paul, Chandrapur.
317.	Parimal Nath Choudhury, Office tilla.
318.	Narmada Das, D/Nagar.
319.	Mohanlal Purkayastha, Pecharthal.
320.	Ramendra Bhattacharjee, Dharmanagar.
321.	Malini Bhattacharjee, Dharmanagar.
322.	Nidhu Bhusan Paul, Dharmanagar.
323.	Anil Kr. Das, Ganganagar.
324.	Hari Mohan Nath, Dharmanagar.
325.	Ranjini Mohan Vidyaratna, Dharmanagar.
326.	Chandra Kanta Debnath, Kalacharra.
327.	Hara Kumar Sarkar, Bilthai.
328.	Satish Nath, Kanchannagar.
329.	Durga Chandra Nath, Sonarambazar.
330.	Harendra Kumar Nath, Kadamtala.
331.	J. K. Bhattacharjee, Dharmanagar.
332.	Secy. Fulbari Senior Madrasa, Fulbari.
333.	P. E. O., Kanchanpur.
334.	Jyotikha Bhattacharjee, Kailasahar.
335.	Nadia Charan Das, Brijanagar.
336.	Bircnbra Kr. Das, —do—
337.	Md. Ali, Panisagar,
338.	A. K. Bhattacharjee, Nayapara.
339.	Chittaranjan Bhattacharjee, Hd. Clerk, S. D. Os Office.
340.	Nanda Lal Nama, Gobindapur Colony.
341.	Hazi Muksud Hosain, Upa-Pradhan, Mongalkali.
342.	Ramendra Das Baishnab, Radhapur.
343.	Naresh Nath, Radhapur.
344.	Sohag Nath, Tilthai.
345.	Sukhamoy Nath, „
346.	Nowab Ali, Latugoan.
347.	Prativa Chakraborty, Office Tilla.
348.	Manager, Mahishpur Tea Estate.
349.	Rasamoy Dey, Chandrapur.
350.	Srish Chandra Gupta, Kalikapur.
351.	Barindra Kr. Deb, Gangasagar.
352.	Surendra Chandra Deb, Sanicharra.
353.	Kalyani Bhattacharjee, Dharmanagar.
354.	Chitta Ranjan Nath, Ichaisonapur.
355.	Sudhir Chandra Debnath, Laxminagar.
356.	Abdul Noor Choudhury, Bagpasa.
357.	Kumud Nath, Mangalkali.
358.	D. Nath, Rajnagar.
359.	Haridhan Nath, Rajnagar.
360.	T. Barman, Dharmanagar.

UDAIPUR SUB-DIVISION

1	2
1.	Shib Sankar Dey, C/O. Sankar Studio, Udaipur.
2.	Sunil Bikash Paul, Gakulpur.
3.	Monoranjan Baishnab, N. T. Road.
4.	Guruprasad Roy, Rajarbag,
5.	Bazi Roa Narayan Ghosh.
6.	Mafazal Hossan, East Bank of Jagannath Dighi.
7.	Swapan Saha, Badarmukam.
8.	Sontosh Kumar Das, Rajabari.
9.	Anil Chandra Deb Roy, Udaipur.
10.	Lalit Mohan Saha, West Bank of Amarsagar.
11.	Chinta Haran Saha, Kakraban.
12.	Anil Chandra Sarkar, Udaipur.
13.	Debaki Dulal Bhattacharjee, Udaipur.
14.	Pabitra Kishore Jamatia, Maharani.
15.	Kartik Ghosh, Udaipur.

1	2
16.	Makhan Lal Saha, C/O. M/S. Gream, Udaipur.
17.	Satish Debnath, Chandrapur.
18.	Taraprasanna Roy, Udaipur.
19.	Rabindra Majumder, Chandrapur R. S.
20.	Manik Biswas, Garji.
21.	Amal Chakraborty, Udaipur.
22.	Jaladhan Bhowmik, Chandrapur R. F.
23.	Lakshmi Narayan Das, Fulkumari.
24.	Parimal Saha, Central Road, Udaipur.
25.	Jagabandhu Das Gupta, Surendranagar.
26.	Benode Behari Das. Udaipur.
27.	Sukhoymoy Baidya, Murapara.
28.	Sachindra Sen, Mogpuskurini.
29.	Dulal Kanti Majumder, Chandrapur.
30.	Arjun Saha, Central Road, Udaipur.
31.	Harinarayan Chakraborty, Amtali.
32.	Chitta Ranjan Saha, Main Road, Udaipur.
33.	Rakhal Chandra Dutta, Udaipur.
34.	Sachindra Ch. Das, Maharani.
35.	Subodh Chakraborty, Palatana.
36.	Naresh Chandra Saha, Amtali.
37.	Kumud Behari Saha, Udaipur.
38.	Sital Ch. Ghosh, Mirja.
39.	Benu Bhusan Saha, Udaipur.
40.	Mumtaj Uddin Ahmmed, N. Maharani.
41.	Haradhan Deb, Jamjuri.
42.	Tarani Paul, Bagma.
43.	Sudarshan Saha, Manu Road, Udaipur.
44.	Head Master, Ramesh H. S. School, Udaipur.
45.	Sadhan Chandra Debnath, Dubpuskurini.
46.	Sunil Baran Saha, Udaipur.
47.	Baji Rao Narayan Ghosh and Manjusree Ghosh.
48.	Santosh Dutta, D. M.s Office, Udaipur.
49.	Santosh Choudhury, Chhanban.
50.	Gurupada Roy, Rajarbag.
51.	Dhirendra Nath Mukherjee, Rajarbar.
52.	Gouranga Roy Barman, Udaipur.
53.	Samir Sarkar, West Bank of Amarsagar.
54.	Haradhan Dutta, Rajarbag.
55.	Birendra Sarkar, C/O D. D. Enterprise, Udaipur.
56.	Shib Sankar Dey, N. T. Road, Udaipur.
57.	Lakshmi Narayan Dey, Fulkumari.
58.	Surendra Choudhury, Madhayapura, Udaipur.
59.	Narayan Bhattacharjee, Fulkumari.
60.	Gouranga Debnath, N. T. Road, Udaipur.
61.	Sudarshan Saha, Badarmukum, Udaipur.
62.	Sakshi Gopal Baishnab, Udaipur.
63.	Nil Mohan Karmakar, Santi Pally.
64.	Makhan Lal Saha, Udaipur.
65.	Banamali Dutta, Central Road. Udaipur.
66.	Dinabandhu Das, Fulkumari.
67.	Udaipur Pry. Marketing Coopt.
68.	Krishna Pada Dutta, Rajabar.
69.	Mafazzal Hossain, East Bank of Jagannath Dighi.
70.	Santosh Saha, Subhash Road, Udaipur.
71.	Madhu Sudhan Dutta, Udaipur.
72.	Suniti Rani Saha, W/O. R. S. Saha, Udaipur.
73.	Kanti Bhusan Chakraborty, Udaipur.
74.	Durga pada Kaisha Banik, S. Nagar, Chhanban.
75.	Manik Lal Chakraborty, near K. B. I. Udaipur.
76.	Prafulla Dutta, near Ramesh H.S. School.
77.	Nabin Saha, Kakraban.
78.	Nani Gopal Saha ,,
79.	Rohini Roy Sarkar, ,,
80.	Indra Lal Saha, ,,
81.	Rabindra Majumder, Chandrapur.
82.	Jadadhar Bhowmik, Udaipur.

1	2
83.	Dinabandhu Baishnab, Gakulnagar.
84.	Dwa, akanath Paul, Khilpara.
85.	Rajani Kanta Bhadra, Khilpara.
86.	Sadhan Debnath, Dudpuskurini.
87.	Dilip Home Roy, Rajarbar.
88.	Pyari Mohan Dhar, Khilpara.
89.	Monoranjan Baishnab, Udaipur.
90.	Braja Krishna Lodh, Udaipur,
91.	Nitya Das Shil, Sonamura, Udaipur.
92.	Nitya Das, Vill, Sonamura, Udaipur.
93.	Kshirode Murasingh, Udaipur.
94.	Gopal, Mantu and Swapan Debnath, Udaipur.
95.	Sukhamoy Sen, East Bank of Jagannathdighi.
96.	Swapna Saha W/O. B. C. Saha, Udaipur.
97.	Surendra Chakraborty, Badar-mukam.
98.	Sukumar Paul, Fulkumari.
99.	Ranjit Roy, near Vetty. Hospital, Udaipur.
100.	Jogesh Gope, Chandrapur, Udaipur.
101.	Haladhar Bhowmik, Chandrapur.
102.	Nani Gopal Baishnab, C/O. Bata Stores.
103.	Amulya Bhowmik, Kakraban.
104.	Gita Saha, C/O. Lalit Saha, Kakraban.
105.	Dinesh Podder, Kakraban.
106.	Haribhusan Paul, Bagma,
107.	Naresh Saha, Udaipur, Amtali.
108.	Manik Lal Dey, Chandrapur.
109.	Nepal Dey, „
110.	Sachindra Deb, Mirja.
111.	Sitel Ghosh, „
112.	Pranoy Mallick, Tulamura.
113.	Nashu Chanda, Kakraban.
114.	Dulal Majumder, Chadrapur.
115.	Secy. Ramesh H. S. School, Udaipur.
116.	Rahkal Dutta, Udaipur.
117.	Amalya Saha, Central Road, Udaipur.
118.	Debendra Saha, Kakraban.
119.	Ramani Mohan Nandi, Baraghuiya.
120.	Chunilal Saha 2, Fulkumari.
121.	Nagendra Sarkar, West Bank of Mahadebdighi.
122.	Secy. Tripura Bus Sundicate, Udaipur.
123	Harinarayan Chakraborty, Amtali, Udaipur.
124.	Tarini Mohan Paul, Bagma, Udaipur.
125.	Naresh Chandra Saha, Central Rd. Udaipur.
126.	Birendra Shil, Town Road, Udaipur.
127.	Kamini Karmakar, N. T. Road.
128.	parikshit Bawal, East Bank of Amarsagar.
129.	Chintaharan Paul, Bagma.
130.	M/s. A. K. Roy Choudhury, A.O.C. Agent, Udaipur.
131.	Arun Kr. Sur, Fulkumari.
132.	Narayan Paul, Kirja.
133,	Sashsnka Majumder, S. Nagar, Udaipur.
134.	Nikhil Saha, Udaipur.
135.	Manik Lal Das. C/o. Kalipada Singha, Udaipur.
136.	Sailendra Nath Goswami, Ramkrishna Path Chakraborty, Udaipur.
137.	Ram Manikya Saha, Kakraban.
138.	Ramani Debnath, Ishanchandpur.
139.	Atul Saha, Kakraban.
140.	Dukup Saha, Kakraban.
141.	Dukup Debnath, Kakraban, Coopt.
142.	Satindra Debnath, Chandrapur.
143.	Sudhir Debnath „
144.	Mon Mohan Debnath „
145.	Hiralal Debnath „
146.	Rakhal Bhattacharjee, Chandrapur.
147.	Nepal Ch. Saha, „
148.	Mrinal Kanti Ghosh, Jamjuri.
149,	Hemendra Saha, Goutammani-chara, Udaipur.
150.	Chhapala Roy, C/o. Taraparasanna Roy, Udaipur.
151.	Bina Dalal Khlipara,

1	2
153.	Haridas Deb. Jamjuri.
154.	Harikrishna Goswami, Matribari.
155.	Benode Das, East bank of Mahadebdighi.
156.	Earshad Ali Choudhury, Udaipur.
157.	Nishi Kanta Sarkar, Udaipur.
158.	Purna Ghosh, Udaipur.
159.	Sunil Deb, No. 2, Fulkumari.
160.	Bimala Sarkar. Udaipur.
161.	Brajendra Sarkar, ,,
162.	Monoranjan Chakraborty, Udaipur.
163.	Narayan Niogi, Khilpara.
164.	Makhan Lal Deb, West Bank of Jagannathdighi.
165.	Bidhu Mukhi Saha, W/o. Hemendra Saha, Udaipur.
166.	Kumud Behari Saha, Udaipur.
167.	Prabhakar Roy Choudhury, Kak·aban.
168.	Madhan Mohan Kaiai Singh, Brisamanipara.
169.	Ramkrishna Path Chakra, Udaipur.
170.	B. D. O. Udaipur, for R. W. S. Work.
171,	C. Das Gupta S. P. South, Udaipur.
172.	P. E. O. Pilot Project, Amarpur.
173.	M/s. A. K. Roy Choudhury, A. O. C. Agent Udaipur.
174.	Secy. Ramesh H. S. School, Udaipur.

BELONIA SUB-DIVISION

1	2
1.	Pijush Aice, Hrishyamukh. Belonia.
2.	Anil Bhowmik, West Charakbai.
3,	B. P. M. Syppliy, Belonia.
4.	Manindra Kr. Shil, S/Belonia.
5.	Pabitra Das Gupta, Belonia.
6.	Harimohan Dutta, Hrishyamukh.
7.	Nishi Kanta Mallik, Belonia.
8.	Upendra Kr. Saha, Belonia.
9.	Manik Majumdei, S/Belonia.
10.	Sachindra Sutradhar, Belonia.
11.	Pratap Baidhya, Barpathari.
12.	Beni Lal Saha, Belonia.
13.	Anil Biswas, Jolaibari.
14.	Jatindra Majumdar, Saltila.
15.	Prithibindu Roy, Baraj Colony,
16.	Priyalal Bhowmik, Netaji Pally.
17.	Suresh Majumder, Bankar.
18.	Bimal Kanti Das, Belonia.
19.	Nagendra Kr. Sarkar, Baikhara.
20.	Ansnts Baidya, W/Cheragbari.
21.	Monmohan Shome, Netaji Pally.
22.	Sujit Biswas, Belonia.
23.	Prabhat Paul, Master para.
24.	Tripti Dutta, Netaji Pally.
25.	Nirmal Mohari, Lowgang.
26.	Amritlal Sarkar, Belonia.
27.	Nripendra Roy, Belonia.
28.	Sital Das, Belonia.
29.	Phani Ghosh, Belonia.
30.	Secy. Bar Association, Belonia.
31.	Jagadish Kr. Sen Gupta, S. B. C. Nagar.
32.	Kananbala Choudhury, Jolaibari.
33.	Birendra Kishore Dutta, Archjya Colony, Belonia.
34.	Chandra Bhusan Nandi, Belonia
35.	Anukul Haldar, C/o. B. D. O. Bagafa, Social Centre, North Mohanpur.
36.	Hari Prassanna Chakraborty, Netaji Pally.
37.	Attal Chandra Das, Belonia, Vidyapith.
38.	Ranjit Roy, Kanchannagar.
39.	Surendra Kr. Sen, Belonia.
40.	Nani Gopal Saha, Belonia, M/s. Bijoy Laxmi Stores.
41.	Rebati Mohon Ghosh, K/Nagar, Belonia.
42.	President Congress, House, Belonia. Construction Comm.
43.	Amaresh Ch, Deb, Acharjya Colony.
44.	Rabindra Kr, Joypur.
45.	Aswini Kr. Biswas, Joypur.
46.	Nani Gopal Bhattacharjee, Belonia College.
47.	Prasanna Kr. Baidya, Sonapur.
48.	Rabindra Kr. Baidya, Hrishyamukh.
4.9	Pran Kr. Reang, Lakshmi cherra,
50.	Muktadhan Reang

1	2
51.	Kanu Dey, Belonia.
52.	Ashutosh Saha, Acharjya Colony.
53.	Surjyamam Begam, Rajnagar.
54.	Keshab Baidya, Sonaicharra,
55.	Mal Podder, Belonia.
56.	Jitendra Kr. Munshi, Kalinagar.
57.	Chinta Haran Mitra, Gagaria.
58.	Adhir Kr. Shome, Belonia.
59.	Sudhir Bhowmik, Debipur.
60.	Kshetra Mohan Majnmder, Jolaibari.
61,	Jitendra Kr. Debnath, Bankar.
62.	Sudhir Biswas, Belonia, Amaalpura.
63.	Sunil Sen Choudhury, Kanchannagar.
64.	Atul Debnath, Radhanagar.
65.	Manindra Debnath, Ekinpur,
66.	Rajendra Banik, Belonia.
67.	Sarada Seva Sangha, Belonia.
68.	Ramananda Reang, Manubazar.
69.	Sunil Sarkar, Baikhera,
70.	Benoy Haldar, Santirbazar.
71.	Adhinath Dey, Rangamura.
72.	Sukhendu Mitra, Santir bazar.
73.	Suresh Singha, Manubazar.
74.	Birendra Reang, Manubazar.
75.	Ananda Guha, Moharipur.
76.	Dinesh Saha, Santirbazar.
77.	Sudhir Majumder, Jolaibari.
78.	Jagadish Majumder ,,
79.	Kiran Chakraborty, Lowagong.
80.	Nagendra Saha, Belonia.
81.	Khagendra Saha, ,,
82.	Ranjit Saha, C/o. Sriguru Bhander, Belonia.
83.	Adhir Paul, Belonia.
84.	Ramthakur Seva Sangha, Belonia
85.	Ranjit Podder, C/o. Rana Textile, Belonia.
86.	Monoranjan Majumder, Near Fire Service, Belonia.
87.	Manindra Karmakar, Santirbazar.
88.	Sudhir Nath Choudhury, East Charakbari.
89.	Surendra Mall, Sarashima.
90.	Harendra Mallick, Sonaicharri.
91.	Jagabandhu Sen, Haripur.
92.	Ganga Ma, Belonia.
93.	Dulal Sarkar, Belonia.
94.	Ashutosh Choudhury, Krishnanagar, Belonia.
95.	Radha Krishna Biswas, East Charakbarri.
96.	Nalini Sen Gupta, Belonia.
97.	Sahadeb Saha. Santirbazar.
98.	Manindra Baidya, South Belonia.
99.	Rakhal Paul, Belonia.
100.	Kalipada Majumder, Kalinagar.
101.	Sarasa Sen, Debdaru, Belonia.
102,	Gopal Saha, Bankar, Belonia.
103.	Sudhir Biswas, Amalpara.
104.	Priti Bandhu Roy, Belonia.
105.	Sukhen Paul, South Belonia.
106.	Manindra Shil ,,
107.	Jharna Sen Choudhury, Sarasima.
108.	Prabhati Das Gupta, Belonia Town
109.	Santosh Biswas, Arjya Colony,
110.	Narendra Roy, South Belonia,
111.	Mukunda Sen, , ,
112.	Upendra Saha, Kalinagar.
113.	Ranagar Belonia Marketing Cooperative, Belonia.
114.	Beni Lal Saha, Belonia,
115.	Brajendra Lal Saha, Belonia,
116.	Manindra Paul, South Belonia,
117.	Nani Gopal Sarkar, North Belonia
118.	Kukul Sarkar, Sarasima.
119.	Tribeni Mohan Chakraborty, Belonia.
120.	Dilip Rn. Chakraborty, S/Belonia,
121,	Amulya Ratan Bhowmik, Belonia.
122.	Dulal Chakraborty, Belonia College.
123.	Bipin Majumder, Kalinagar,
124,	Ashish Kanti Roy, Jolaibari.
125.	Prabhat Biswas, Jolaibari
126.	Anil Biswas ,,
127.	Anil Bhowmik, Saikhera.
128.	Chitta Ranjan Saha, Santirbazar.
129.	Jadab Majumdar, Jolaibari.
130.	Subal Majumder, Narifang.
131.	Mrinal Kanti Das, Santirbazar.
132.	Sudhirath Choudhury, East Charakbari.

1	2
133.	Ananta Baidya East Charakbari
134.	Basanta Reang, Lakshmicherra.
135.	Harimohan Dutta, Teacher, Hrishyamukh.
136.	Thakur Chand Banik, Matai.
137.	Kamini Paul ,,
138.	Brajendra Bhowmik, Krishnanagar.
139.	Secy. Ramkrishna Sevasangha, Hrishyamukh.
140.	Ranjit Podder, Belonia.
141.	Nishi Kanta Mallik, Belonia.
142.	Sudhanmoy Saha, Arjya Colony.
143.	Mon Mohan Shome. South Belonia.
144.	Mahendra Chakraborty, Belonia.
145.	Sukhen Podder, Belonia.
146.	Rama Prasanna Roy, Belonia.
147.	Bimal Kanti Das, Belonia.
148.	Shyam Charan Saha, Belonia.
149.	Sujit Biswas, Belonia.
150.	Manoranjan Majumder, S/Belonia.
151.	Bharat Ch. Paul, Belonia.
152.	Ramesh Das, Belonia.
153.	Sasadhar Majumder, Belonia.
154.	Ranjit Roy, Kalinagar.
155.	Bishnu Pada Roy, Arjya Colony.
156.	Surendra Baidya, Belonia.
157.	Manik Majumder, South Belonia.
158.	Prabhat Paul, Belonia.
159.	Brajya Behari Chakraborty, Asharampara.
160.	Pitambar Saha, Belonia.
161.	Tripti Dutta, Belonia.
162.	Sukumar Deb, Belonia.
163.	Jogesh Saha, Belonia.
164.	Sachindra Sutradhar, Belonia.
165.	Nemai Sarkar, Belonia.
166.	Aswini Choudhury, Belonia.
167.	Phani Bhusah Roy, Belonia.
168.	Suresh Majumder, S/Belonia.
169.	Swapan Dutta Belonia.
170.	Keshab Narayan Das, Belonia.
171.	Nepal Roy, Belonia.
172.	Badal Biswas, Belonia.
173.	Mahendra Paul, Belonia Town.
174.	Biplav Dutta, Belonia.
175.	Sekhar Chakraborty, Belonia.
176.	Amulya Kar, Palasi.
177.	Sarat Choudhury, Santirbazar,
178.	Mathura Mohan Majumder, Barpathari.
179.	Rash Mohan Paul, Arjya Colony.
180.	Ashutosh Biswas, Sarasima.
181.	Ashutosh Majumder, Belonia.
182.	Tarani Banik, Belonia.
183.	Chitta Ranjan Chakraborty, Sarasima.
184.	Subaneswar Saha, Belonia.
185,	Nagendra Sarkar, Baikhera.
186.	Suradhani Baishnab. Sarasima.
187.	Pratap Baidya, Barpathari.
188.	Suresh Sen, Kanchannagar.
189.	Pijush Aich, Hrishyamukh.
190.	Ranjit Majumder. M. Tilak.
191.	Ramendra Das Gupta, Belonia.
192.	Jagadish Bhowmik, Kanchannagar.
193.	Niranjan Chakraborty, Mohanipur.
194.	Nirmal Muhuri. Lawgong.

KAILASHAHAR SUB DIVISION

1	2
1.	Gitesh Ranjan Kar, Gobindapur.
2.	Dekhina Rn. Saha, ,,
3.	Debabrata Paul, ,,
4.	Jagadish Ch. Ghosh, ,,
5.	Manilal Das, Dulilpur ,,
6.	Anil Chandra Chakraborty, ,,
7.	Sachindra Kr. Saha, ,,
8.	Nepal Roy, ,,
9.	Joyanta Gupa, Katlapur.
10.	Jyotirmoy Bhattacharjee, Baulpara.
11.	M. Basak, Kanchanbari.
12.	Moulabi Md. Ali, Irani.
13.	Debendrn Das, Motor Stand.
14.	Nakuleswar Biswas, Gobindapur
15.	Sukumar Saha, Mahanpur
16.	Manik Lal Saha, Kazirgoan.
17.	Jitendra Dey, Kalatpur.
18.	Jyotish Chakraborty, Boulpara.
19.	Sailendra Bhattacharjee, ,,
20.	Amalendu Bhattacharje, Gobindapur.
21.	Paresh Ch. Paul, Gobindapur.
22.	Arabindra Bhattacharjee, Baulpara.
23.	Satish Ch. Das, ,,
24.	Sukhamoy Dutta, Paitur Bazar.

1	2
25.	Promesh Dutta, Durgapur.
26.	Mujibur Rahaman, Laxmipur,
27.	Abdul Rope, Srinathpur.
28.	Raimohan Singha, Bidyanagar.
29.	Kamala Kanta purakaystha, Gobindapur.
30.	Secretary, Co-op, Sonamara.
31.	Simatini Bhattacharjee, Gobindapur.
32.	Nani Gopal Dey, Kailashahar Town.
33.	Kamala Mukherjee, Gobindapur.
34.	Nripesh Ch. Dey, Kirtantali.
35.	Ramtarak Adhikari, Gobindapur.
36.	Adhir Ch. Sen, Padmapur.
37.	Bholanath Saha, Manu.
38.	Adhir Paul, ,,
39.	Kshirode Paul, Dhumchara.
40.	Kamakhya Paul, Manu.
41.	Gopinath Tripura, Dhumchera.
42.	Shushil Dey, Manu.
43.	Prafulla Revaja, Dhumchera.
44.	Narendra Reang, Betcha-a.
45.	Dasohar Charch, Pabiacharra.
46.	Narendra Malakar, Saidapur.
47.	Dhirendra Barman, Patik Roy.
48.	Anil Cl. Nath, ,,
49.	Rama Rani Biswas, Kanchanbari.
50.	Pulin Ch. Paul, Assambasti.
51.	Mono Rn. Basak, Kanchanbari.
52.	Ketaki Paul, Saidapar.
53.	Fazan Ali, Ratachara.
54.	Sushital Dhar, Kumarghat.
55.	Prabhat Paul ,,
56.	Gopesh Ch. Dey, ,,
57.	Arunaday Goswami, Kalidigirpur
58.	Secy. Sat Sangha, Kailashahar Town.
59.	Abani Kr. Paul, Paitur Bazar.
60.	Sudhir Singha, Kailashahar Town.
61.	Haripada Dutta, Paitur Bazar.
62.	Ram Tarak Adhikari, Gobindapur.
63.	Pratap Dutta, Paitur Bazar.
64.	Promode Rn. Mohanta, Baulpara.
65.	Adinesh Das, Gobindapur.
66.	Azir Uddin, Babur Bazar.
67.	Dilip Das, Kazirgdan.
68.	Dipak Deb Roy, Baulpara.
69.	Santosh Paul Thana Road,
70.	Haripada Bhattacharjee, Kalipur.
71.	Ratish Chakraborty, Gobindapur.
72.	Jyata Gupta, Katalpur.
73.	Girija Bhander, ,,
74.	Satish Das, Baulpara.
75.	Bimalendu Dutta, Gobindapur.
76.	Mahendra Kr. Singha, Tilakpur,
77.	Rasamoy Paul, Rangauti.
78.	Pulin Behari Paul, Mahanpur.
79.	Mohan Lal Geon, Gobindapur.
80.	Manik Lal Saha, Mohanpur.
81.	Nripendra Kr. Das, Kogir Goan.
82.	Naresh Ch. Dutta, Mohanpur.
83.	Shamal Das, Baulpara.
84.	Niranjan Malakar, Baulpara.
85.	Satish Ch. Dey Choudhury, Gournagar.
86.	Chitta Rn. Dhar, Gobindapur
87.	Jitendra Dey, Katalpur.
88.	Sukhomoy Paul, Gobindapur.
89.	Kamal Kanta Mukherjee, Gobindapur.
90.	Kamini Nath, Gobindapur.
91.	Nakhuleswar Biswas, ,,
92.	Gitesh Kar, Gobindapur.
93.	Prafulla Sen, Kailashahar Town
94.	Manik Chakraborty, Srirampur.
95.	Dhirendra Bhattacharjee, Kanchanaghat.
96.	Susil Ch. Deb, Baulpara.
97.	Nani Gopal Dey, Bhadrapalli,
98.	Kamar Uddin Ahamed, Irani.
99.	Mridul Misra, Gobindapur.
100.	Sailen Das, Kanchanghat.
101.	Gopesh Bhattacharjee, Kanchanghat.
102.	Nishi Bhattacharjee, Baulpara.
103.	Sudhir Dhar, Kailashahar Town.
104.	Abdul Salam, Irani.
105.	Gopal Deb, Doulalpur.
106.	Kalidas Paul, Kailashahar Town.
107.	Kshitish Paul, Noagoan.
108.	Haripada Deb, Mohanpur.
109.	Rasandra Dutta, Jalia.
110.	Hemendra Deb, Durgapur Town.
111.	Rama Prasad Bhattacharjee, Kailashahar Town.

1	2
112.	Anukul Bhattacharjee, Gobindapur.
113.	Ramesh Sen, Gobindapur.
114.	Dilip Kr. Das, „
115.	Dilip Kr. Das,
116.	Jyatshnamoy Choudhury, Kanchanghat.
117.	Sodhir Sen, Paitur Bazar.
118.	Sachindra Saha, Mahanpur.
119.	Sailendra Bhattacharjee, Baulpara.
120.	Kashyap Dey, Paitur Bazar.
121.	M. A. Sarkar, Kailashahar.
122.	Abdul Sarkar, Panichawki Bazar.
123.	Jamini Kr. Das, Mohanpur.
124.	Sukumar Saha, Gobindapur.
125.	Ranjit Siugha, Kailashahar,
126,	Dirai Das Gupta, Katalpar.
127.	Pankan Bhattacharjee, Baulpara.
128.	Jyotish Ch. Chakraborty, Kailashahar.
129.	Dulal Sen, Baulpara.
130.	Labanya Prava, Kazirgoan.
131.	Sushil Biswas, Gobindapur.
132.	Labanya Moyee Dev, „
133.	Anil Ghosh „
134.	Barindra Deb, Ichabpur.
135	Nirode Paul, Ramgauti.
136.	Kamala Dutta, Gobindapur.
137.	Jogesh Das, Gobindapur.
138.	Gour Gobinda Dhar, Gobindapur.
139.	E. B. B. Majumdar, Kathalpara.
140.	Dinesh Das, O/C. P. S. Kailashahar.
141.	Mujibur Rahaman, Laxmipur
142.	Madan Gopal Das, Gobindapur.
143.	Farujee Meah, Kailashahar
144.	Rakhal Ch. Majumdar Kathalpara.
145.	Mamed Ali, Tillagoan.
146.	Ketaki Bushan Deb. Baulpara.
147.	Almas Ali, Bangoan.
148	Moulana Abdul Latif, M.L.A., Tillagoan.
149.	B. K. Oalit, Kailashahar Town.
150.	Ramendra Bhattacharjee, Gobindapur.
151.	Nani Gopal Dey, Kailashahar.
152	Baikuntha Nath Choudhury, Kailashahar Town.
153.	Usha Singha Roy, Kailashahar.
154.	Jagadish Ghosh, Gobindapur.
155.	Matilal Das, Kancharghat.
156	Adhir Sen, Paitur Bazar.

AMARPUR SUB DIVISION

April, 1974.

1. Khagendra Kumar Saha of Amarpur.
2. Behari Lal Saha of Natunbazar.
3. Behari Lal Saha of Amarpur.
4. Sunil Baran Chakraborty of Amarpur.
5. Hari Narayan Saha of Nutanbazar.
6. Sudhangshu Bikash Gon of Amarpur.
7. Narayan Ch. Sarkar of Amarpur.
8. Sachindra Kr. Roy of Amarpur
9. Hiralal Podder of Amarpur.
10. P. E. O. Pilot Project, Amarpur.
11. Murari Monan Das of Amarpur.
12. Birendra Choudhury of Amarpur.
13. Pankaj Kr. Saha of Nutan bazar.
14. Haladhar Bhowmik of Amarpur.
15. Kanai Lal Sarkar of Amarpur.

May, 1974.

1. Monoharan Saha of Amarpur.
2. Nagendra Kr. Saha of Natunbazar,
3. Nil Mohan Saha of Amarpur.
4. Prafulla Kr. Saha of Nutanbazar.
5. Rabindra Kr. Saha of Amarpur.
6. Himangsu Bikash Saha of Amarpur.
7. Nani Gopal Dey of Amarpur.
8. Bana Behari Modak of Amarpur.
9. Monoranjan Debnath of Amarpur.
10. Chairman, Amarpur Pry. Marketing Society.
11. Gopi Mohan Saha of Amarpur Bazar.
12. Sachindra Kumar Das Choudhury of Amarpur.
13. Promode Lal Ghosh of Amarpur,

1	2

June, 1974.

1. Suprava Mitra, Amarpur.
2. Hiralal Podder, Amarpur,
3. Amritalal Saha, Amarpur.
4. Jogesh Chakraborty, Amarpur.
5. Badal Sen, Amarpur.
6. Sunil Baran Chakraborty, Fatiksagar.
7. Indra Lal Saha Bhowmik, Mailok.
8. Nripendra Ch. Saha, Amarpur.
9. Nepal Choudhury, Amarpur.
10. Shanta Kumar Saha, Amarpur.
11. Mukunda Mohan Roy, Amarpur.

February, 1975.

1. Jitendra Mohan Saha, Amarpur.
2. Brajenswar Bhowmik, Nutanbazar.
3. Rabindra Kumar Paul, Nutanbazar.
4. Dhirendra Kr. Saha, Nutanbazar.
5. Indralal Saha Bhowmik, Amarpur.
6. Gouranga Majumder, Amarpur.
7. Lal Mohan Das, Amarpur.
8. Dhinendra Kr. Bhattacharjee, Amarpur.
9. Bidhu Bhusan Paul, Amarpur.
10. Behari Lal Saha, Nutanbazar.
11. Monohar Das, Amarpur.
12. Suprava Mitra, Amarpur.
13. Nil Mohan Saha, Amarpur.
14. P. E. O, M. P. Block, Amarpur.
15. Ranjit Kr. Paul, Nutanbazar.
16. Hari Narayan Saha, Natunbazar.

KHOWAI SUB-DIVISION
During 1974 and
upto Feb, 1975

1. The Block Development Officer, Khowai
2. Kamanaprasanna Bhattacharjee ,,
3. Sushil Choudhhury. Khowai Town.
4. Bijali Paul Choudqury, ,,
5. Matilal Banik, ,,
6. Rathindra Sarkar, Khawai
7. Sailesh Ch. Das, ,,
8. Jatish Chandra Bardhan, ,,
9. Hari Charan Paul, ,,
10. Arun Kar, ,,
11. Subodh Ch. Dutta, ,,
12. Khagesh Rn. Choudhury ,,
13. Monoranjan Gupta, ,,
14. Manish Kr. Das, ,,
15. Pramode Ch. Roy, ,,
16. Haralal Gope, ,,
17. Raichand Sarkar, ,,
18. Ranjit Kr. Paul, ,,
19. Dulal Kar Choudhury, ,,
20. Sudhangshu Rn. Dhar, ,,
21. Nagarbasi Ghosh, ,,
22. Harendra Ch Deb, ,,
23. Sanat Kr. Dey, ,,
24. Sailendra Bhattacharjee, ,,
25. Sudhir Paul, ,,
26. J. P. Bhattacharjee, ,,
27. Jyoti Cinema,(Khowai) ,,
28. Radha Cinema (Teliamura)
29. Jagadish Aeharjee ,,
30. The D. F. O. Teliamura.
31. Usha Ranjan Kar, ,,
32. Sukumar Ghosh ,,
33. Pramode Ch. Deb ,,
34. Surendra Kr. Sur, ,,
35. Subhash Chandra Deb, ,,
36. Durga Deb Barma, ,,
37. Santosh Ch. Dey, ,,
38. Satyendra Prasad Biswas, ,,
39. Sunil Kar. Acharjee, ,,
40. Kadambini Biswas, ,,
41. Harendra Ch. Deb, Khowai Ganki.
42. Rathindra Ch. Sarkar,
43. S/O. Ramesh Ch. Sarkar, Subhash Park.
44. Santi Rn. Singha Choudhury, ,,
45. Ratish Ch. Biswas, Ashrambari.
46. Monoranjan Bhattacharjee, S/O. L. Umesh Bhattacharjee, Khowai
47. Khopangrai Deb Barma, S/O. L. Raj Chandra Debbarma, ,,
48. Prafullya Rn. Banik, S/O. Mohan Rn. Banik. Khowai Town.

1	2
49.	Nibaran Ch. Debnath, Paharmura.
50.	Maran Ch. Dey, Dwarikapur.
51.	Khagendra Das Gupta, Teacher, Khowai.
52.	Hirendra Ch. Nath, S/O. Harendra Ch. Nath, Ganki.
53.	Santosh Dey Sarkar, Khowai.
54.	Kandarpa Paul, Chebri.
55.	Chitta Rn. Das, Jambari.
56.	Satish Ch. Dey, ,,
57.	Makhan Ch Paul, S/O. Lt. Bipin Ch. Paul, Khowai.
58.	Ananta Kr. Thakurtha, ,,
59.	Sudhangshu Tar'fdar, Lalcherra.
60.	Jatindra Paul Choudhury, Khowai Bazar.
61.	Bimal Deb, S/O. Ramesh Ch. Deb, Office Tilla, Khowai.
62.	Nitya Gopal Modak, Khowai.
63.	Makhan Ch Deb, Advocate Khowai.
64.	Sachindra Debbarma, Kalyan ur
65.	Shisir Kr. Mallik, Trishabari.
66.	Sonoranjan Paul, Khowa .
67.	Bani Roy, W/O. Lt. Lalit Roy, Khowai.
68.	Khagendra Ch. Debbarma, Nakshatabari.
69.	Niranjan Prasad Chakraborty, Teacher Khowal Town.
70.	Puranjan Prasad Chakraborty, Head Master, Khowai.
71.	Nalini Mohan Biswas, Khowai.
72.	Ramini Sen, W/Singhichara, Khowai.
73.	Takrioy Debbarma, Ramdayalbari, Khowai.
74.	Jadhu Prasanna Bhattacharjee, M. L. A. Khowai.
75,	Hamendra Cbandra Debbarma Harimaratilla, Khowai.
76.	Khagesh Roy Choudhury, Subhash Park.
77.	Subal Debbarma, Gopalagar, Khowai.
78.	Nirmal Ghose, Durganagar, Khowai.
79.	Rajendra Ch. Nath, Champahour, Khowai.
80.	Sudhangshu Rn. Paul Khowai Bazar.
81.	Sanjit Kr. Bhattacharjee, Khowai.
82.	Rabindra Ramkhal. Teliamura,
83,	Keshab Chandra Das, Khowai Town,
84.	The Manager Khowai, Pry. Marketing Coopt, Stores Ltd,, Khowai,
85.	Hiranmoy Biswas, Advocate Khowai Town.
86.	Rabindra Narayan Chattarjee, Khowai Town.
87.	Balak Baba Ashram, Ea st. R/C. Ghat, Khowai,
88.	Nani Gopal Deb, S/O. Lt. Nagendra Deb, Rajnagar, Khowai.
89.	Jagadish Majumder, Karilong, TLM.
90.	Digendra Choudhury, Durganagar, Khowai.
91.	Monoj Kanti Ch oudhury, Ganki. Khowai.
92.	Anil Ch. Roy, Lalcherra, Khowai.
93.	Kali Paul, Khowai Bazar.
94.	Nikunja Paul, Karaiiong, Laliamura.
95.	S. P, Biswas. Decliatilla.
96.	Jatindra Paul Choudhury, Khowai.

SABROOM SUB-DIVISION

1	2
1.	Niranjan Debnath,Manubazar.
2.	Rash Mohan Dutta, ,,
3.	Netai Charan Majumder, Sabroom.
4,	Pulak Ranjan Dey, ,,
5.	Birendra Lal Dey, ,,
6.	Harihar Dey, ,,
7.	Nani Gopal Saha, Manubazar.
8.	Subhash Ch. Saha, ,,
9.	Satyaban Saha, ,,
10.	Lalit Mohan Debnath, ,,
11.	Jamini Bhusan Roy Choudhury, Sabroom.
12.	Dinabandhu Chakraborty, Sabroom.
13.	Chitta Ranjan Nath, Krishnanagar.
14.	Chitta Copal Dey, Sabroom.
15.	Sunil Chandra Dey. Harina.
16.	Subr. ta Banerjee, Sabroom.
17.	Jagabandhu Kar, Sabroom.

1	2
18.	Jaladhar Baidya, Manubazar.
19.	Nikhileswar Podder, ,,
20.	Sudhir Ch. Sarma, ,,
21.	Chittaranjan Nath, Krishnanagar.
22.	Birendra Lal Dey, Sabroom.
23.	Lalit Mohan Debnath. Manubazar.
24.	Nani Prava Laskar, ,,
25.	Harihar Dey, Sabroom.
26.	K. P. Banerjee, (M. L. A.) Sabroom.
27.	Nani Gopal Saha, Manubazar.
28.	Sabhash Ch. Saha, ,,
29.	Debendra Kumar Nath, Brajendranagar.
30.	Kshetra Mohan Debnath, Sabroom.
31.	Nil Kamal Tipra, Sonaicharri.
32.	Sachindra Kumar Majumder. Sabroom.
33.	Rash Mohan Dutta, Manubazar.
34.	Ratan Dutta, ,,
35.	Jatra Mohan Sarkar, ,,
36.	Secretary, Bhuratali Kalibari. Bhuratali.
37.	Angju Mag Chowdhury, New Manu Bankul.
38.	Amal Ch. Saha, Manubazar.
39.	Kshitisa Ch. Paul, Manu Bankul-
40.	Madhusudhan Laskar. Manubazar.
41	Chitta Rn. Dutta, Harina.

KAMALPUR SUB-DIVISION

1	2
1.	Rajendra Kumar Roy, Manikbhander.
2.	Nani Gopal Majumder. Kamalpur Town.
3.	Bipin Chandra Ghosh, Manik-Bhander,
4.	Secretary, B. T. S. S. of Manik-Bhander.
5.	Chitta Dey, Halahali.
6.	Rajendra Kumar Singha. Halahali.
7.	Prafulla Chandra Ghosh, Fulchari.
8.	Kalyan Singha, Kamalpur Town.
9.	Subimal Bhattacharjee, Kamalpur Town.
10.	Bijoy Kr. Singha Chounhury, Kamalpur Town.
11.	Khagendra Chakraborty, Kamalpur.
12.	Sunil Dutta, ,,
13.	Tarani Kumar Deb, Dalitang
14.	Ashoke Bhattacharjee, Kamalpur Town.
15.	Subhash Karmakar,, ,,
16.	Monoranjan Roy, ,,
17.	Jitendra Banik, ,,
18.	Bimala Bala Chosh. ,,
19.	Dipak Dutta, ,,
20.	Karmamani Debbarma, Lembu.
21.	Kanak Ranjan Ghosh, Fulchari.
22.	Nepal Bhattacharjee, ,,
23.	Ramijuddin, Metirmia. ,,
24.	Rasendra Nag, Manikbhander.
25.	Benode Bihari Dhar, Fulchari.
26.	Santi Bhowmik, Kamalpur Town.
27.	Paritosh Bhattacharjee, Kamalpur Town.
28.	Nalini Purkayastha, Manikbhander.
29.	Ashit Dutta, Baligang.
30.	Dilip Majumder, Ramdurlabhour,
31.	Nishi Kanta Deb, Fulchari.
32.	Subodh Debnath, Kanchucheria,
33.	Gouranga Ghosh, Kamalpur
34.	Basanta Kumar Roy, Kalai.
35.	Nripendra Bhattacharjee, Fulchari.
36.	Nani Gopal Bhattacharjee, Kamalpur.
37.	Nagendra Deb, Kamalpur Town.
38.	Sailesh Debnath, ,,
39.	Kashinath Paul, Halahali.
40.	Madhusudan Deb, Nowagang.
41.	Kartik Das, Manikbhandar.
42.	Chitta Deb Halahali.
43.	Rajendra Kr. Roy, Manikbhander.
44.	Prafullya Ghosh, Fulchari.
45.	Ajit Kr. Deb, Fulchari.
46.	Ashit Dutta. Baligang.
47.	Anil Bhattacharjee, Kamalpur Town.
48.	Kanak Ghosh, Fulchari.
49.	Paritosh Bhattacharjee, Kamalpur Town.
50.	Monoranjan Roy, Kamalpur Town.
51.	Subhash Karmakar, ,,
52.	Rajendra Singha, Halahali.
53.	Upendra Das Salama
54.	Basanta Kumar Roy, Kalai
55.	Ramendra Debnath, Selama,
56.	Champalal Sand, Ambassa.

SONAMURA SUB-DIVISION

1. Bidhu Saha, Melaghar.
2. Bejoy Bardhan, Sonamura.
3. Lal Mohan Sen ,,
4. Sudhir Roy, Nalchar.
5. Jaladhar Debbarma, Urmai.
6. Dhirendra Bhattacharjee, Sonamura.
7. Abul Keder Choudhury, N, C. Nagar.
8. Ashish Dutta, Sonamura.
9. Nimai Dutta, Bejimara.
10. Gopal Das, Poangbari,
11. Soramani Das, Khedabari.
12. Harendra Paul, Nidaya.
13. Habibur Rahaman, Boxanagar.
14. Nazir Ali, Paharpur.
15. Ali Miah, Rahimpur.
16. Manindra Paul, Sonamura.

UNSTARRED QUESTION NO. 98
By Shri Gunapada Jamatia, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supplies Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ এবং ১৯৭৫ এ পর্য্যন্ত যাদের নামে সি-আই-সিট এর পারমিট দেওয়া হয়েছে— তাদের নাম ও ঠিকানা ?

২) এই পারমিটের—অগ্রাধিকার কি ভাবে বিবেচিত হয় ?

উত্তর

১) মহকুমা ভিত্তিক নাম ও ঠিকানা ক্রোড় পত্রে দেওয়া হইল।

২) জি-সি-আই-সিট বন্টনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপযুক্ত তদন্তের পর অগ্রাধিকার দানের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

ক) ঝড়ে, আগুনে অথবা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার।

খ) যাহারা ধান সংগ্রহ কালে সরকারী ভাণ্ডারে ভাল পরিমাণ ধান দিয়াছেন।

গ) মন্দির, মসজিদ অথবা জনসাধারণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তৈরী করার জন্য।

ANNEXURE

Sl No.	Name and Address.	Year of Issue
1	2	3

SADAR SUB-DIVISION

During—1974.

1. Shri Dhirendra Ch, Das, S/O. Ananda Mohan Das, Ranjitnagar.
2. ,, Amar Ch. Chakraborty, S/O., Mahim Ch. Chakraborty, North Banamalipur.
3. ,, P. C. Chakraborty, S/O. Girish Ch. Chakraborty, Matri Bhavan, Gangail Road.
4. ,, K. B. Chakraborty, S/O. Binode Ch. Chakraborty, 17/2, Thakurpalli Lane.

1	2	3

5. Shri R, R. Das, S/O. Lt. Raj Govinda Das, Ramnagar. 6, Agartala.
6. ,, Sukhumar Dey, S/O. Harimohan Dey, Bhattapukur.
7. ,, Ranjit Kr. Sarkar, A. S. I., Offise of the I. G. P., Tripura.
8. ,, Sudarshan Debbarma, S/O. Lt. Bhuban Mohan Debbarma, B. K. Road.
9. ,, Tapan Kr. Deb, S/O. Shri Nakul Ch. Deb, North Banamalipore.
10. ,, Indra Mohan Bhattacharjee, S/O. Kunjamohan Bhattacharjee, Abhoynagar,
11. Miss Gouri Singha Roy, W/O. Jogadish Singha Roy, Town Bardowali.
12. Shri M. K. Singha, Labour Officer, Radhanagar.
13. ,, G. L. Singh, S/O. Lt. Dinadayal Singh, Joynagar.
14. ,, Khagendra Choudhury, S/O. Promode Choudhury, H. G, Basak Road.
15, Miss Renuka Singh, Asstt. Teacher, N. S. Vidyaniketan, Joynagar.
16. Dr. Sudhir Ch. Bhattacharjee, M. O. BloOd Bank, Ramnagar.
17. Shri Prafulla Chandra Paul, S/O. Lt. Sarat Paul, Hd. Clerk, Basic Training College.
18. ,, Biren Dutta, M. P. Joynagar.
19. ,, Jaganath Roy, S/O. Lt. Matilal Roy, 97, H. G, Basak Road.
20. ,, Dhirendra Ch. Dutta, S/O. Kalachand Dutta, Dasamighat.
21. ,, Satish Ch. Roy, S/O. Chandra Nath Roy, College Tilla.
22. ,, Mahendra Choudhury, S/O. Nanda Kr. Choudhury, Ramnagar 8.
23. ,, B. B. Sen, Dy. Collector, S/O. Banka Behari Sen, Ramnagar, 8.
24. ,, Mrs. Raj Laxmi Debi, W/O Lt. Suresh Ch. Chakraborty, Callegetilla.
25. Shri P. K. Coakraborty, 33, T, G. Road.
26. ,, C. K. Chakraborty, S/O. Lt. Hemanta Kr. Chakraborty, Supdt. Custom.
27. ,, Mahendra Kishore Sarkar, S/O. Baikuntha Sarkar, Dhaleswar, Newpalli.
28. ,, Sushil Chatterjee, S/O. Shri Jamini Kr. Chatterjee, Banamalipur,
29. ,, Promode Ch. Das, S/O. Shri Srish Ch. Das, North Joynagar.
30. ,, Dilip Rn. Roy, S/O. Lt. Sudhir Roy, Joynagar West.
31. ,, Sankarsaa Banik, S/O, Shri Sachindra Banik, North Badharghat.
32. ,, Samarjit Dey, S/O. Shri Satish Ch. Dey, 13/1, Joynagar.
33. ,, Kantimoy Chakraborty, S/O, Lt, Prafulla Ch. Chakraborty, Ujjan Abhoynagar.
34. ,, Banamali Biswas, S/O, Lt. Brindaban Biswas, Ujjan Abhoynagar,
35. ,, Sachindra Mohan Debbarma, S/O, Lt, Indramohan Debbarma, west Joynagar,
36. Shri Chinta Haran Sen Biswas. S/O. Chandra Kanta Sen Biswas. Ramnagar 3.
37. ,, Krishna Pada Mukherjee, S/O. Harish Ch. Mukherjee, Abhoynagar.
38. ,, Krishna Ch. Roy, S/O. Charu Bhushan Roy, Abhoynagar.
39. ,, Sunil Sengupta, S/o. Lt. Aswini Kr. Sengupta, Joynagar.
40. ,, Panchu Sengupta, S/O. Lt. Kamini Sengupta, Joynagar.
41. ,, Nibaran Ch. Dey, S/O. Lt. Harimohan Dey, Melarmath.
42. ,, Promode Rn. Majumder. Town Bardowali.
43. ,, Dinesh Ch. Bhowmick, Dhaleswar.
44. ,, Ashutosh Baidya, Town Indranagar.
45. ,, Md. Kazi Wali. Ramnagar.
46. Smti. Renu Das, Ranirbazar.
47. Shri Gangrdhar Chakraborty, A. D. Nagar.
48. ,, U. P. Barman A/O. Krishnanagar.
49. ,, Dhirendra Kishore Dutta, Dhaleswar.
50. ,, Brajadulal Choudhury, Dhaleswar.
51. ,, Chitta Ranjan Debbarma, Krishnanagar.
52. ,, Himangshu Bhattacharjee, Baldakhal.
53. ,, Dr. S. K. Bhattacharjee, M. B. B. College.

1 | 2 | 3

54. Shri Surendra Ch. Debnath, Dhaleswar.
55. ,, Sailesh Ch. Roy, Kalitilla.
56. ,, Priya Rn. Roy, Joynagar.
57. ,, Ranabir Paul, Dimsagar.
58. Smti. Bimala Rani Mazumder. Kashipur.
59. ,, Miss Usha Rani Sarkar. (Das), Gandail Road.
60. Shri Vivekananda Adhikari, East Pratapgarh.
61. ,, Pran Ballav Banik, ,,
62. ,, Krishna Das, East Pratapgarh.
63. ,, Prafulla Kr. Das, Sekerkut.
64. ,, Satish Bhattacharjee, Battala.
65. ,, Nalini Rn. Sarkar, L. D. Asstt. Office of the Minister of Labour.
66. ,, Haradhan Kuri, Ranirbazar.
67. ,, Jaladhar Oria, Ranirbazar.
68. ,, Surendra Biswas, Nowabadi.
69. ,, Lal Mohan Dey, ,,
70. ,, Laxmi Kanta Oria, ,,
71. ,, Jamini Nama ,,
72. ,, Haradhan Lodh, Durganagar.
73. ,, Nripendra Ch. Chakraborty, M. L. A.
74. ,, Manindra Sarkar, West Gakulnagar.
75. ,, Mahim Ch. Laskar. Banamalipur.
76. ,, Rakhal Ch. Bhattacharjee, K/Nagar.
77. ,, A. B. Bhattacharjee, Director of Census, Officer's Quarter Lane.
78. ,, R. Das Gupta, Joynagar.
79. ,, Santosh Kr. Choudhury, Town Rampur.
80. ,, Bipin Ch. Rishidas, Bankimnagar.
81. ,, Sukumar Rishidas, ,,
82. ,, Suklal Rishidas, ,,
83. ,, Fuleswar Rishidas, ,,
84. ,, Suresh Ch. Rishidas, ,,
85. ,, Dulal Ch, Saha. Ramnagar 8.
86. ,, Idan Mia Tailor. College Road.
87. ,, Debendra Ch. Debbarma Daldalia.
88. Miss Ranjita Baidya, Joynagar.
89. Sri Chaitana Kr. Jamatia, Jampaijala.
90. ,, Rana Ch. Jamatia.
91. Sri Subal Ch. Debbarma, Takarjala.

DURING 1975

92. ,, Rabi Ch. Debbarma, Golaghati.
93. ,, Raj Mohan Debnath, Paschim Simna.
94. ,, Umesh Ch. Bhowmick, Sidhai.
95. ,, Secretary Ramkrishna Sevashram, Amtali.
96. Sri Srish Ch. Saha, Mantala Colony.
97. ,, Monoranjan Saha, ,,
98. ,, Das Narayan Rupini, Brigodasbari.
99. ,, Anukul Saha, Birendranagar.
100. ,, Prafulla Das, Sachindranagar.

1	2	3
101.	Shri Manindra Ch. Debbarma, Goliraibari.	
102.	„ Rabidas Debbarma, Chandrakumar Sardarpara.	
103.	„ Sreedam Debbarma. Takarjala.	
104.	„ Kurpan Ali, Amarendranagar.	
105.	„ Sudhir Ch. Saha, Kalagasis.	
106.	„ Jitendra Ch. Nandi, Sundertilla.	
107.	„ Birendra Ch. Deb, Katlamara.	
108.	„ Chandra Kanta Roy, „	
109.	„ Iswar Chandra Debbarma Ramthakurpara.	
110.	„ Rashik Lal Roy. Motai.	
111.	„ Naba Kr. Debbarma, Jampaijala.	
112.	„ Girendra Ch. Das, Amarendranagar.	
113.	„ Jaga Mohan Jamatia, Sombarbazar.	
114,	„ Dharmacharan Jamatia, „	
115.	„ Lalu Chandrn Debbarma,	
116.	„ Narayan Ch. Debbarma, Baskhatal,	
117.	„ Rabindra Debbarma, Kutnabari	
118.	„ Jogeswar Majumder, Bankimnagar.	
119.	„ Suku Chandra Debbarma, Radhapur.	
120.	„ Rabi Chandra Debbama, „	
121.	„ Sishu Chand a Debbarma, „	
122.	„ Pandit Debbarma, Radhachowdhuripara.	
123.	„ Baishak Debbarma, Tamakari.	
124.	„ Malendra Debbarma. Chachu.	
125,	„ Purna Chandra Dutta, Bhugjur, Bamutia.	
126.	„ Madan Mohan Debnath. Barjala.	
127.	„ Gopal Chandru Choudhury, Arundhutinagar.	
128.	„ Gahan Chandra Debbarma, Guliraibari, Lashalgarh.	
129.	„ Chand Mohan Saha, A. D. Nagar.	

KAILASHAHAR SUB-DIVISION

1. Sri Birendra Kr. Palit, Pleader. Kailashahar Town. DURING 1974.
2. „ Nanda Kr. Tripura, s/o. Chandi Ram Tripur Paschim Karamcherra.
3. „ Secretary, Town Club, Kailashahar.
4. „ Kamala Dutta Purkayastha, Gobindapur.
5. „ Promode Mahanta, Kailashahar Town,
6. „ Dr, Jitendra Mohan Dutta, Kirantali.
7. „ Hazi Mustafa Mia, Kubja, Kailashahar.
8. „ Hazi Mukmud Ali. Imman of Nurpur. Kailashahar.
0. „ Debendra Baidya, Samurpar.
10. „ Askar Ali, „
11, „ Barindra Deb, Ishabpur.
12. „ Kamakshya Paul, Manughat.
13. „ Gopal Chandra Saha, Machli.
14. „ Monuronjan Basak, Kanchanbari Bazar.
15. „ Mukunda Das, Brajabasi, Sonamura, Kailasahar.

1	2	3

16. Shri Arun Ch. Saha, S/o. Sri Chinta Haran Saha, Manughat.
17. „ Girija Bhusan Dutta, S/o. Lt. Gurudayal Dutta, Kumarghat.
18. „ Sayed Ulla, S/O. Ilim Ulla, Kalarkandi, Kailasahar,
19. „ Katai Mia, S/O. Barkat Ulla, „
20. „ Iyamich Ali, S/O. Lt. Abadh Ulla „
21. „ Phani Bhushan Barua, Chawmanubazar.
22. „ Lalit Mohan Bhattacharjee, Manughat.
23. „ Ranjit Deb, Kanchanbari.
24. „ Rasamoy Ch. Malakar, Saidarpar.
25. „ Kripesh Ch. Deb, Fatikroy Bazar.
26. „ Benode Behari Paul, Dumcherra Bazar.
27. „ Guru Narayan Deb, „
28. „ Sachi Ram Saha, „
29. „ Mani Bhusan Das, „
30. „ Harendra Kr. Roy, „
31. „ Birendra Ch. Paul, S/O. Lt. Prakash Ch. Paul, Dumcherrabazar.
32. „ Debendra Kr. Das, S/O. Tokani Ram Das, „
33. „ Digendra Mohan Roy, „
34. „ Krishnadhan Banik, „
35. „ Swadesh Ranjan Chanda, „
36. „ Ashendu Bikash Talukdar, „
37. „ Sukhendhu Bikash Saha, „
38. „ Ranjan Banik, S/O. Kailash Ch. Banik, „
39. „ Khukan Lal Dey, S/o. Jamini Mohan Dey, Betcherra.
40. „ Dinesh Dhar, S/O. Lt. Dharani Kanta Dhar, „
41. „ Sub-Area Organisor, Kailasahar.
42. „ Hriday Ch. Ghosh, Chaintail, Kailasahar.
43. „ Girish Dutta, Ranghuti.
44. „ Nishi Ranjan Bhattacharjee, KLS Town.
45. „ Santosh Kr. Shil, Bobindapur.
46. „ Nani Gopal Das Gupta, KLS Town.
47. „ Sitesh Ch. Kar, Katalpur.
48. Smti. Bakul Rani Das, Bobindapur.
49. Sri Surjya Kanta Sarkar, „
50. „ Kripesh Ch. Das, Durgapur.
51. „ Narendra Ch. Dey, Pabiacherra.
52. „ Kalidas Paul, Kalirdighirpar.
53. „ Narendra Reang Choudhury, Pradhan, Betcherra GoanSabha.
54. „ Bhudeb Bhattacharjee, Pradhan, Gakulnagar.
55. „ Jogesh Ch. Nama, „
56. Smti. Binapani Bhattacharjee, W/O. Sri Anil Chakraborty, Kazirgaon.
57. Shri Dilip Kr. Das, Kazirgaon.
58. „ Abdul Rahaman, Jubarajnagar.
59. „ Gopesh Chandra Deb, Fatikroy.
60. „ Gopal Deb, Katcharghat.
61. „ Matilal Das, Daulatpur,
62. „ Satish Chandra Das, Kailasahar Town.
63. „ Paresh Ch, Paul, Gobindapur.
64. „ Abani Kr. Paul, Kaulikura.

1	2	3
65.	Shri Bindhu Madhab Singha, Ichabpur, KLS.	
66	„ Arunodai Goswami, KLS Town.	
67.	„ Anil Kumar Roy, Kaulikura, KLS.	
68.	„ Nabadwip Ch. Ghosh, Daulatpur.	
69.	Dr. Jagatjit Gupta, KLS Town.	
70.	„ Nihar Ranjan Chanda, Pabiacherra bazar.	
71.	„ M. Bhattacherjee, Boulapasa.	
72.	„ Secy. R. K. S. P. KLS.	
73.	Shri Nirode Paul, Rangutia, KLS.	
74.	„ Nripendra Nama, Khowrabil.	
75.	„ Paresh Chakraborty, Kazirgaon.	
76.	„ Bidyot Deb Choudhury, KLS Town.	
77.	„ Nepal Deb, Mohanpur.	
78.	„ Nani Deb, Kazirgaon.	
79.	„ Rashendra Dutta, Jalai.	
80.	„ Nagendra Mitra, Fulbarikandi.	
81.	„ Anil Kumar Ghosh, Gobindapur.	
82.	„ Dilip Kr. Das, Kazirgaon.	
83.	„ Abdus Sattar, Rangutia.	
84.	„ Jamini Mohan Roy, Manughat.	
85.	„ Premangshu Bhushan Sarkar, KLS Town.	
86.	„ Ramani Mohan Dutta, Kailasahar.	
87.	Dr. Surendra Kr. Deb, Panichowki Bazar.	
88.	Sri Birendra Kr. Sinha, Radhanagar.	
89.	„ Bimal Kr. Palit, Saidarpar.	
90.	„ Ramdhan Sinha, KLS.	
91.	„ Kalipada Bhattacharjee, KLS.	
92.	„ Surendra Sutradhar, KLS.	
93.	„ Prop. North Tripura Ware House, Kumarghat.	
94.	„ Jamir Ali, Rangutia, KLS.	
95.	„ Subimal Ch. Paul, Kumarghat.	
96.	„ Jitendra Chandra Dey, Katalpur.	
97.	„ Atul Krishna Dey, Chandipur.	
98.	„ Dinabandhu Roy, Gobindpur.	
99.	„ Subir Sinha, KLS.	
100.	„ Sahid Khan, Rangauti.	
101.	„ Kamal Chandra Sukla Baidya, Rangauti.	
102.	Dr. Jatindra Mohan Dutta, Kutantalli.	
103.	Smti. Binapani Bhattacharjee, Kazirgaon.	
104.	Sri Rakhal Majumder (Dr.), KLS Town	
105.	„ Birajit Sinha, Kamrangabari.	
106.	„ Nikhil Ch. Deb, Kanchanbari.	
107.	„ Jyotsna Sarkar, KLS Town.	
108.	„ Manindra Ch. Sikdar, KLS Town.	
109.	„ Mangal Ballav Roaja, Mainarma.	
110.	„ Sailendra Kr. Dutta, A/T. Ratacherra S. B. School.	
111.	„ Harimohan Das, Kamrangabari.	
112.	„ Paresh Rn. Roy, Bhagabannagar.	
113.	„ Bani Prava Das, W/O. Jogesh Ch. Das, Gobindapur.	

1	2	
114.	Sri Premesh Lal Roy, Ratacherra.	
115.	„ Narendra Ch. Saha, Gobindapur.	
116.	„ Gouranga Ch. Saha, Saidarpar.	
117.	„ Madhu Sudhan Dutta, Purba Ratacherra.	
118.	„ Shyam Kishore Sarkar, KLS Town.	
119.	Shri Van Lal Darlong, Daraehai, KLS.	
120.	„ Abdul Shooker, Panichowkibazar.	
121.	„ Mayur Ram. Malakar. Telia.	
122.	„ Satyendra Kr. Sarkar. KLS Town.	
123.	„ A. M. Bhattacharjee, Boulapasa.	
124.	Secy. R. K. S. P. (for construction of Tribal Hostel).	
125.	Shri S. K. Goswami, Chaintali, KLS.	DURING 1975.
126.	„ Nagendra Kr. Ghosh, Fultali.	
127.	„ Sariot Ulla, Pradhan, Srinathpur Gaon Sabha.	
128.	„ Kamar Uddin Ahmed, Pradhan, Irani Goan Sabha.	
129.	„ Nalini Kr. Paul, Jarailtali.	
130.	„ Churamini Debnath. Bagabannagar.	
131.	„ Raich Ali, Pradhan, Gournagar Goan Sabha.	
132.	„ Tambajit Rajkumar, Kaulikura.	
133.	„ Katu Mia, Rangutia.	
134.	„ Satyendra Chakraborty, Fulbarikandi.	
135.	„ Sayed Madasir Ali, Tillabazar.	
136.	„ Hazi Mustafa Mia, Laxmipur.	
137.	„ Benoy Palit, Fatikroy,	
138.	„ Mangal Sing Debbarma, Saidacherra.	
139.	„ Binanda Choudhury, Ganganagar.	
140.	„ Hriday Debnath, „	
141.	„ Shyama Charan Nath, Ujjan Sonaimuri.	
142.	„ Upendra Ch. Debnath, „	
143.	„ Laxmi Charan Debnath, Saidabari.	
144.	„ Ketaki Paul, „	
145.	„ Rathindra Deb, Tarapur.	
146.	„ Krishna Dhan Singha, Assam Basti.	
147.	„ Rasmoy Malakar, East Ratacherra.	
148.	„ Ashed Ali, Krishnanagar.	
149.	„ Girindra Dhar, East Ratacherra.	
150.	„ Rasaraj Malakar, „	
151.	„ Narendra Reang, Betcherra.	
152.	„ Narendra Malakar, Bhati Sonaimuri.	
153.	„ Kshirode Paul, Dhumacherra.	
154.	„ Gopinath Tipura „	
155.	„ Kumud Rn. Deb, Uttar „	
156.	„ Sunil Ch. Biswas, Uttar „	
157.	„ Subha Ram Reang, Mangalvallabpara.	
158.	„ Bindu Lal Karbari, Lalcherra.	
159.	„ Birendra Debbarma, Joralcherra.	
160.	„ Abinash Bhattacharjee, Rajnagar.	
161.	„ Sudhir Chandra Shil, Sreedampur.	

1	2	3
162.	Shri Nripesh Ch. Roy, Gobindapur.	
163.	„ Hazi Mohemad Ali, Immam, Noorpur.	
164.	„ Sudhir Rn. Dutta, Bilashpur.	
165.	„ Paresh Chakraborty, Kajirgaon.	
166.	„ Nikhil Rn. Paul, Paiturbazar.	
167.	„ Surjya Sarkar, KLS Town.	
168.	„ Surendra Sutradhar. „	
169.	„ Sreebash Debroy, Panichowkibazar.	
170.	„ Answar Mia, Kanakpur.	
171.	„ Hazi Md. Ali, Pradhan Tillagoan.	
172.	„ Kanaklata Deb, West Muchali.	
173.	„ Sachindra Kr. Roy, East Machali.	
174.	„ Bejoy Kr. Chowhan, Kshitricherra, West Chowhanu.	
175.	„ Nijamani Kalai, Uttar Dhumacherra.	
176.	„ Upendra Chnndra Paul, „	
177.	„ Madan Mohan Karbari, Mainarma.	
178.	„ Hemanta Dewan, Lalcherra.	
179.	„ Sailesh Ch. Kar, Dudpur,	
180.	„ Sarada Charan Dey, Emrapassa.	
181.	„ Rakhal Chandra Saha, Kanchancherra.	

UDAIPUR B SUDIVISSION DURING 1974 and UPTO 1975.

1. Shri Haripada Roy, Baishabari.
2. „ Sachindra Choudaury, Baisabari.
3. „ Pabitra Bashi Kalai, Chaigharria.
4. „ Budha Ch. Kalai, „
5. „ Daudi Bahadur Marshum.
6. „ Radha Krishan Jamatia, North Brajendranagar.
7. „ Birendra Kishore Jamatia, „
8. „ Baidya Mohan Jamatia, „
9. „ Raj Kumar Jamatia, „
10. „ Ramani Mohan Jamatia, Tairupabari
11. „ Kunja Mohan Dey, Akhalia.
12. „ Sachindra Kr. Sen, Mogpuskarini.
13. „ Dhyendra Reang, Paratia
14. „ Dhananjoy Reang, longbar.
15. „ Sainaroy Reang, Chandrapur.
16. „ Abdul Meah Chowdhury, Talaibari.
17. „ Patiram Reang, Taliabari.
18. „ Mono Mohan Das, Chandimura.
19. „ Jagadish Sen, Mirza.
20. „ Birendra Kishore Paul, Garjeecherra.
21. „ Chiita Ranjan Paul, „
22. „ Dhukhiram Das, Chandanmura.
23. „ Dosh Mohamed, Chaprlabari.
24. „ Hari Kishore Jamatia, Khupilong.

1	2	3

25. Shri Bijoy Kumar Jamatia, ,,
26. ,, Alpa Mohan Marsum, Alpa Mohan Bari.
27. ,, Krishna Kanta Sarkar, Gangacherra.
28. ,, Dhanya Kishore Jamatia. Kashigong.
29. ,, Purna Ch. Dutta, Gangacherra.
30. ,, Surjyamani Debnath, Dudpuskurini.
31. ,, Natan Mohan Marsum, Darjeelingbari,
32. ,, Gouranga Ch. Majumder, ,,
33. ,, Khala Padma Marsum, Raiya Marsumbari.
34. ,, Dhirendra Chandra Dey, Garjee.
35. ,, Gour Sadhan Jamatia, Dewanbari.
36. ,, Lankeswar Tripura, South Tripura.
37. ,, Rai Mohon Dey, Garjeceherra.
38. ,, Shumily Kr. Jamatia, South Maharani,
39. ,, Tilak Ch. Jang, Dewanbari.
40. ,, Upendra Ch. Das, Dhuptali.
41. ,, Bharat Ch. Debnath. ,,
42. ,, Umesh Ch. Shil, ,,

AMARPUR SUBDIVISION DURING 1974.

1. Sri Radha Ballav Das, Amarpur Bazar.
2. ,, Ruhini Shil, ,,
3. ,, Indra Lal Saha Bhowmik, ,,
4. ,, Amarpur Marketing Co-operative Society Ltd, Amarpur Bazar.
5. ,, Gopi Mohan Saha, Amarpur Bazar.
6. ,, Project Executive Officer, Amarpur.
7. ,, Madhu Sudhan Jamatia, Changong.
8. ,, Satya Ranjan Dhar, Amarpur Bazar.
9. ,, Surendra Jamatia, Chechhurabari.
10. ,, Khepenroy Jamatia, Changong.
11. ,, Lalit Mohan Jamatia, Dakshin Taidu.
12. ,, Naresh Chandra Das, Ampinagar.
13. ,, Gopal Chandra Shome, ,,
14. ,, Madan Kalai, ,,
15. ,, Mitra Kalai, ,,
16. ,, Naresh Ch. Bhowmik, ,,
17. ,, Lalit Kalai Singh, ,,
18. ,, Parimal Das, ,,
19. ,, Nanda Lal Das, ,,
20. ,, Kajendra Kalai Singh, Dakshin Taidu.
21. ,, Purba Singh Jamatia, ,,
22. ,, Gour Kumar Jamatia, Singlonbari.
23. ,, Hari Roy Kalai, Taidu.
24. ,, Manajer Kalai, Taislaug.
25. ,, Sukla Das, ,,
26. ,, Meering Kaipang, Jambookcherra,
27. ,, Nikunja Paul, Taidu Depa.

1	2	3

28. Shri Durgamani Mursung, Jambookcherra.
29. „ Manthanj Kaipang, „
30. „ Biswanath Ghosh, Bampur.
31. „ Amrita Lal Chakraborty, Birganj,
32. „ Paresh Ch. Majumder, Nutanbazar.
33. „ Manohar Das, Birganj.
34. „ Prabin Mohan Roaja, Karbook.
35. „ Anil Kumar Shome, Natunbazar.
36. „ Prafulla Banik, „
37. „ Biswanath Saha, „
38. „ Hirendra Kr. Palul, „
39. „ Hari Nurayan Saha, „
40. „ Nikhil Ch. Banik, „
41. „ Behari Lal Saha, „
42. „ Nakhyatra Banik. „
43. „ Sailesh Ch. Saha, „
44. „ Manindra Kr. Ganguly, „
45. „ Gouranga Saha, „
46. „ Khitish Ch. Saha, Natunbazar.
47. „ Bipindra Jamatia, Burburia.
48. „ Satish Ch. Saha, Birganj.
49. „ Dharmadata Jamatia, Nagarai.
50. „ Binonde Behari Das, Birgonj.
51. „ Mahendra Kr. Das Choudhury, Mailak.
52. „ Chinta Haran Chakraborty, Birganj.
53. „ Rabi Das, Malbasa.
54. „ Gabordhan Banik, Natunbazar.
55. „ Haridas Majumdar, Malbasa.
56. „ Rabi Hara Bhowmik, Ranamati.
57. „ Pijush Kanti Saha, Natunbazar.
58. „ Krishnajay Reang, Bairumbari.

DURING 1975.

1. Sri Jarma Hari Jamatia, S/o. Haridas Jamatia, Paulong Choudhurypara.
2. „ Dibyadas Jamatia, S/o. Lt. Gakul Ch. Jamatia, Sabroom.
3. „ Nabin Behari Jamatia, S/o. Ananda Jamatia, Paulong Choudhurypara.
4. „ Nitya Pada Jamatia, S/o. Haridas Jamatia, Garbong.
5. „ Nani Gopal Jamatia, S/o. Bishau Pada Jamatia, Kachkobari.
6. „ Purba Dhan Reang, S/o. Kamphiha Reang, Purba Dhanbari.
7. „ Harendra Ch. Paul, S/o. Lt. Girish Paul, Rampur.
8. „ Khir Mohan Paul, S/o. Lt. Jaladhar Paul, „
9. „ Gobinda Mohan Jamatia, S/o. Lt. Dhanjoya Hari Jamatia, Chechuabari.
10. „ Madhu Prom Jamatia, S/o. Lt. Gouhurnath Jamatia, Nagari.
11. „ Debendra Kr. Jamatia, S/o. Shyam Joladhar Jamatia, „
12. „ Baacharam Paul, S/o. Lt. Nagarbashi Paul, Rampur.

1	2	3
13.	Shri Mohan Bashi Das, S/o. Madan Mohan Jamatia, Nalbasa.	
14.	„ Jaistha Mohan Jamatia, S/o. Madan Mohan Jamatia, Sabroom.	
15.	„ Bichitra Kr. Jamatia, S/o. Lt. Subal Ch. Jamatia, Nagari.	
16.	„ Madhurjya Mohan Jamatia, S/o. Lt. Jagabandhu Jamatia, Tingharia	
17.	„ Balaram Das, S/o. Banka Behari Das, Taichanchara.	
18.	„ Surendra Kr. Jamatia, S/o. Lt. Durgabari Jamatia, Chechhua.	
19.	„ Robindra Ch. Rudra Paul, S/o. Lt. Udai Ch. Rudra Paul, Taichancharra.	
20.	„ Biswanath Ghosh. S/o. Lt. Sanathan Ghosh, Bampur.	
21.	„ Gobinda Mohan Jamatia, S/o. Lt. Dhanjabari Jamatia, Chechhuabarl.	
22.	„ Gouranga Ch. Saha, S/o. Lt. Murari Mohan Saha, Taichancharra.	
23.	„ Jatindra Jamatia, S/o. Purnahari Jamatia, Nagari.	
24.	„ Makhan Lal Deb, S/o. Lt. Sadav Gobinda Deb „	
25.	„ Sarba Hari Jnmatia, S/o. Lt. Rujpada Jamatsa „	
26.	„ Abid Kumar Jamatia, S/o. Lt. Sarba Rr. Jamatia, „	
27.	„ Anjjay Reang, S/o. St. Thangomaiya Reang. Duluma.	
28.	„ Biratam Reang, S/o. Tharpriarai Reang, „	
29.	„ Abhiram Reang, S/o. Lt. Dhananjoy Reang „	
30.	„ Dalarai Reang, S/o. Lacemanjoy Reang. „	
31.	„ Purnajoy Reang, S/o. Lt. Raghat Singha Reang „	
32.	„ Manager Kalai, S/o. Madan Kalai, Taidu Khamarbari.	
33.	„ Urbashi Kr. Jamatia, S/o. Lt. Siba Ch. Jamatia, Taidu Bari.	
34.	„ Mitra Ch. Kalai Singha S/o. Lt. Baishyamani Kalaisingha, Baishyamanipara.	
35.	„ Nikunja Kumar Jamatia S/o. Lt. Shyamdas Jamatia, Tuibaglai.	
36.	„ Bidrampada Jamatia S/o. Nikunja Kr. Jamatia, „	
37.	„ Mono Mohan Dey S/o. Lt. Aparna Charan Dey, Majumderpara (Ampi).	
38.	„ Bipin Chakma S/o. Lt. Kashi Kanta Chakma, Jalaiya.	
39.	„ Mathu Mog S/o. Late Puri Mog of Jaliya	
40.	„ Golamari Roaja S/o. Late Duk Singha Tripura, Patichari.	
41.	„ Upendra Kr. Tripura S/o. Siddhijoy Tripura, „	
42.	„ Kanga Mag S/o. Late Hachai Mog. Jalaiya.	
43.	„ Kumardhan Tripura S/o. Late Bhantamani Tripura, Patichari.	
44.	„ Promode Ranjan Das S/o. Nabin Ch. Das, Jalaiya.	
45.	„ Jatindra Debbarma, Karbook.	
46.	„ Dhirenra Ch. Deb Das S/o. Lt. Ram Ch. Deb Das, Challagang.	
47.	„ Jamini Kr. Das S/o. Satya Kumar Das, Ekchari.	
48.	„ Radha Kanta Jamatia S/o. Arjunpada Jamatia, Malbasa.	

KAMALPUR SUB-DIVISION

DURING 1974 and UPTO JANUARY 1975.

1. Sri Hari Pada Dutta, Kulai.
2. , Sachindra Chakraborty, Fulcherri.
3. , Sarada Charan Dey, M. Bhandar.
4. , Barindra Kr. Paul, „
5. , Sunadhan Das, „
6. „ Ramakanta Ghosh „
7. , Haridas Saha. „
8. Gopal Das, „
9. Ram Lal Das, „

1	2	3

10. Shri Mityendra Banio, Kamalpur Town.
11. „ Jitendra Banik, „ „
12. „ Rajendra Banik, „ „
13. „ Braja Singha, Halahali.
14. „ Digendra Kr. Das, Halahali.
15. „ Bishananda Debbarma, Lamboo.
16. „ Ramdas Debbarma, „
17. „ Mukta Chan Debbarma, „
18. „ Sadanandu Bhattacharjee, KMP Town.
19. „ Surendra Sangma, Kamalacherra.
20. „ Satish Ch. Ghosh, Kolachari.
21. „ Chitta Rn. Deb, Purba Halichera.
22. „ Nazar Khan, Metirmia.
23. „ Hazi Abdul Rahaman Kkan, „
24. „ Bisha Kr. Debbarma, Mendi.
25. „ Mahananda Ghosh, Kandigram.
26. „ Bhudhan Mohan Sinha, Apareshhar.
27. „ Sonamani Namasudra, E. Dalucherra.
28. „ Ramananda Debnath, Dubbari.
29. „ Puspa Ch. Debnath, Dalucherra.
30. „ Amar Ch. Das, Narerchola.
31. „ Nikhil Ch. Deb, Noagaon.
32. „ Lalbabu Sinha, Rupashpur.
33. „ Amulya Dutta, Lalcherri.
34. „ Harendra Ch. Debbarma, West N. Bhan
35. „ Rabindra Debbarma, Shrirampur.
36. „ Ramdas Debbarma, Lamboo.
37. „ Mukhram Ahir, Moracherra.
38. „ Dhirendra Sarma, Kamalcherra.
39. „ Usha Rn. Singharoy, Ambasa.
40. „ Basanta Kr. Roy, Kulai.
41. „ Upendra Ch. Das, Salema.
42. „ Har Mohan Nath, KMP Town.
43. „ Gyatri Roy, „
44. „ Ramendra Sen, Noagaon.
45. „ Kshitish Bhattacharjee, KMP Town.
46. „ Sachindra Malakar, Katalutma,
47. „ Ramani Mohan Debbarma, Panbua.
48. „ Rabindra Debbarma, Srirampur.
49. „ Radha Mohan Deb Choudhury, KMP.
50. „ Duti Mohan Debbarma, Panbua.
51. „ Sashanka Sekhar Sarkar, Salema.
52. „ Tarini Choudhury, Chotasurma.
53. „ Amrita Lal Das, Kuchainala.
54. „ Surjya Kr. Das, Kaimacherra.
55. „ Dhani Singh, Kuchainala.
56. „ Gopesh Malakar, Darang.
57. „ Nakul Debbarma, Durai.
58. „ Nusj Ch. Debbarma, Halahali.
59. „ Nirmal Kanti Paul, Kulai.

1	2	3

SUBROOM SUB-DIVISION
DURING 1974 AND UPTO JANUARY 1975.

1. Abhi Rn. Roy, Silachari.
2. Hem Ch. Choudhury, Taichara.
3. Puspa Ram Roaja, Gurdang.
4. Haresh Ch. Tripura, Ghorakappa.
5. Hari Mohan Biswas, Madhabnagar.
6. Indra Kumar Debnath, Madhabnagar.
7. Matahari Choudhury, Bhuratali,
8. Maila Mag, S. Manubankul.
9. Mompai Mog, N. Manubakul.
10. Patha Mog, S. ,,
11. Amarchand Debnath, Bhuratali.
12. Priya Rn. Choudhury, ,,
13. Aswini Saha, Manubazar.
14. Sukumar Roy Choudhury, Manubazar.
15. Rabi Choudhury, ,,
16. Sukumar Banik, ,,
17. Manindra Banik, ,,
18. Ratan Laskar, ,,
19. Jadu Laskar, ,,
20. Jatra Mohan Bhowmik, ,,
21. Bijoy Rn. Roy, Silachari.
22. Madhu Laskar, Manubazar.
23. Harmohan Laskar, ,,
24. Lalu Laskar, ,,
25. Nagendra Nath, ,,
26. Jogesh Ch. Patowary, ,,
27. Pusparam Roaja, Gardang.
28. Birendra Lal Chakraborty, Sabroom.
29. Anil Ch. Dutta, Kalapania.
30. Prakash Ch. Saha. East Jalefa.
31. Sarat Ch. Debnath, Bijoynagar.
32. Harendra Kr. Dutta, ,,
33. Dinabadhu Das, Bhuratali (Ramgus)
34. Bangshi Roaja, Kaladefa.
35. Jagabandhu Basak, Sabroom.
36. Manindra Bhusan Palit, Harina.
37. Madhab Choudhury. Madhabnagar.
38. Prahllad Choudhury, Bhuratali·
39. Raj Kumar Choudhury, ,,
40. Kajashi Mog, Silachari.
41. Kajashi Mog' Silachari.
42. Amrita Choudhury, Uttar Taichara.
43. Amal Ch. Saha, Manubazar.
44. Pabitra Kr. Tripura, Suknachari.
45. Batakrishna Choudhury, Ghorakppa,
46. Madhusudan Mog. New Manu Bankul.

1 2 3

47. Shri Thairai Mog Choudhury, S. Manubankul
48. Dinabandhu Nath, Bhuratali.
49. Bachang Mag, S. Manubankul.
50. Ramesh Ch. Paul, Sabroom.
51. Anju Mog Choudhury, N. Manubankul.
52. Prahllad Choudhury, Bhuratali.
53. Krishna Laskar, Manubazar
54. Sankar Banik, ,,
55. Santosh Choudhury, ,,
56. Manindra Biswas, ,,
57. Ajit Laskar, ,,
58. Amalendu Laskar, ,,
59. Bhaba Rn. Das, Bagma Ramgua.
60. Banamali Saha, Manubazar.
61. Santosh Laskar, ,,
62. Rakhal Laskar, ,,
63. Gouranga Laskar. ,,
64. Bimal Banik, ,,
65. Achiram Nath, ,,
66. P. E. O. Satchand, T. D. Block.
67. Jagabandhu Khisha, Silachari.
68. Sadhan Ch. Dey, South Kalapania.
69. Kangchhai Mog, ,,
70. Mathura Mohan Paul, Jalefa.
71. Sova Rani Debnath, Bijoynagar.
72. Surendra Kr. Nath, ,,
73. Jyotsna Majumder, Dolbari.
74. Dhruba Ch. Tripura, Kaladefa.
75. Ramani Mohan Das, East Jalefa.
76. Mani Ch. Tripura, Sonaichari.
77. Batakrishna Choudhury, Ghorakappa.
78. Matahari Choudhury, Bhuratali.
79. Hem Ch. Roaja, Taichama

KHOWAI SUB-DIVISION

DURING 1974 and UPTO JAN. 1975.

1. Shri Kandarpa Kr. Paul S/o. Kali Kr. Paul, Chebri.
2. ,, Sunil Ch. Deb Chokdhury S/o. Kali Sankar Deb Choudhury, Chebri.
3. ,, Anil Deb Barma S/o. Birendra Deb Barma, Chebri.
4. ,, Sunil Ch. Paul S/o. Sri Sudarshan Paul, Chebri.
5. ,, Khela Mohan Deb Barma S/o. L. Nabin Thakur, Ratanpur.
6. ,, Jagat Ch. Deb Barma, S/o. L. Radhamohan Thakur, Monaicherra.
7. ,, Jatindra Deb Barma S/o. Lt. Indhisthir Debnath, ,,
8. ,, Sanjoy Deb, S/o. Shri Behode Behari Deb, North Ramchandraghat.
9. ,, Sachindra Ghosh, Kaminipara, ,,

1	2	3
10.	Shri Nirmal Kanti Sarkar S/o. Dwarikanath Sarkar, Bramhacherra.	
11	,, Amal Kanti Sarkar, S/o. —do— ,,	
12	,, Khagendra Ch. Das, S/o. Lt. Magarbashi Das.	
13.	,, Mahendra Deb Barma S/o. Lt. Biswa Senapati, East Bachaibari.	
14.	,, Prafulla Deb Barma S/o. Shri Johati Deb Barma, ,,	
15.	,, Budhirai Deb Barma S/o. Brindaban Deb Barma, West ,,	
16.	,, Parimal Ch. Das, S/o. Shri Prinath Das, Laxminarayanpur.	
17.	,, Maran Bhowmik, of Dwarikapur.	
18.	,, Naresh Ch. Bir, S/o. Lt. Kalachand Bir, Dwarikapur.	
19.	,, Birendra Ch. Nandi S/o. Lt. Girish Ch. Nandi, Laxminarayanpur.	
20.	,, Sarada Charan Nandi S/o. Lt. Udaichand Nandi, ,,	
21.	,, Sonatan Deb, S/o. Lt. Sarat Ch. Deb, Dwarikapur.	
22.	,, Kshetra Mohan Das, S/o. Lt. Joyhari Das, ,,	
23.	,, Upendra Kr. Das, S/o. Lt. Krishna Das, Durgapur.	
24.	,, Barada Kr. Roy S/o. Shri Aswini Kr. Das, ,,	
25.	,, Sudhahgshu Kr. Roy. —do— ,,	
26.	,, Sibabrata Roy Barman, S/o. Lt. Raj Behari Roy Barman, Khowai.	
27.	,, Prasanna Kr. Bhattacherjee, S/o. Lt. Prakash Ch. Bhattacherjee.	
28.	,, Lajya Ch. Deb Barma, Behalabari.	
29.	,, Nakul Deb Barma ,,	
30.	,, Naresh Ch. Sarkar, Asharambari.	
31.	,, Dhirendra Ch. Biswas S/o. Digehdra Biswas, Asharambari.	
32.	,, Nripendra Biswas, S/o. Nagendra Biswas. ,,	
33.	,, Budhu Deb Roy, ,,	
34.	,, Sudhir Ch. Sarkar S/o. Lt. Satrugna Sarkar, West Karangicherra.	
35.	,, Padma Lochan Deb Barma, West Laxmicherra.	
36.	,, Sashi Mohah Deb Sarkar, Singhicherra.	
37.	,, Suresh Roy, ,,	
38.	,, Nagendra Das, ,,	
39.	,, Dhirehdra Deb Sarkar, ,,	
40.	,, Suresh Ch. Sarkar, C/o. Addl. Tehsilder, Kalyanpur Tehshil.	
41.	,, Sunil Kr. Deb, S/o. Lt, Banamali Deb, Paschim Champahour.	
42.	,, Naba Rn. Deb Barma, S/o. Lt. Wakhi Roy Deb Barma, Paschim Rajnagar.	
43.	,, Adatya Deb Barma S/o. Lt. Ram Narayan Deb Barma. ,,	
44.	,, Gobinda Deb Barma, S/o. Lt. Joy Ram Deb Barma, Paschim Champahour.	
45.	,, Sukumar Ghosh, S/o. Lt. Kamini Ghosh, Netajinagar, Teliamura.	
46.	,, Amulya Ch. Nag, S/o. Pratap Ch. Nag, Durganagar.	
47.	,, Prafulla Ch. Deb, S/o. Lt. Rajani Ch. Deb, Santinagar.	
48.	,, Kiran Ch. Deb, S/o. Lt. Umesh Ch. Deb, Purba Ramchandraghat.	
49.	,, Mono Mohan Deb Barma S/o. Britinia Deb Barma, Garmanipara.	
50.	,, Naba Charan Suklavaidya S/o. Thakurdhan Suklavaidya, Uttar Padmabil.	
51.	,, Panki Rai Debbarma, S/O. Bhadramay Debbarmo, Ratanpur,	
52,	,, Indra Mohan Gope, S/O, L. Joygobinda Gope, Madhya Kalyanpur.	
53.	,, Prasanna Kr, Debbarma S/O, Jagabandhu Das Baisnab, N, Maharanipur,	
54,	,, Sukumar Bhowmik, S/O. Monomohan Bhowmik, N. Gakulnagar,	
55,	,, Pankhi Rai Debbarma, S/O. Bisarai Debbarma, Sardukarlari,	
56,	,, Judhistir Ralai, S/O. Buthumani Kalai, ,,	
57.	,, Kshetra Mohan Debnath, S/O. Krishna Ch. Debnath, Karilong.	
58	,, Kunjalal Jamatia, S/O. Birendra Kishre Jamatia, Moharcharra.	

1	2	3

59. Shri Anil Ch. Roy, Moharcharra.
60. „ Jagat Ch. Paul, S/O. Gorachand Paul, Sonatala.
61. „ Niranjan Ghosh, S/O. L. Durga Charan Ghosh, Kamunupra, N. Ramchandra-ghat.
62. „ Mangal Ch. Debbarma, S/O. Prassanna Debbarma, Bachaibari.
63. „ Hari Roy Debbarma, S/O. L. Daya Ram Debbarma, Chankhola.
64. „ Upendra Ch. Debbarma, S/o. Ruhi Ch. Debbarma, „
65. „ Ramesh Ch. Paul, S/O. L. Dwarikanath Paul, South Pulinpur.
66. „ Rash Mohan Debnath, S/O. Harinath Debnath, Howaibari.
67. „ Suresh Paul, S/O. L. Dwarikanath Paul, South Pulinpur.
68. „ Ganesh Debnath. S/O. L. Prakesh Debnath, Kamalnagar.
69. „ Mahesh Kr. Debbarma, S/O. L. Joyanta Kr. Debbarma, Kamalnagar.
70. „ Nakul Debnath, S/O. L. Dugal Debnath, „
71. „ Gourhari Bhowmik, S/O. Shri Kailash Bhowmik, Tuibangcherra
72. „ Satish Bhowmik, S/O. Shri Sushen Bhowmik, Teliamura R/F.
73. „ Mohandra Ch. Debnath, S/O. L. Dinabandhu Debnath, Maharanipur.
74. „ Sukumar Bhowmik, S/O. Shri Monomohan Bhowmik.
75. „ Subal Sarkar, S/O. Shri Ram Nath Sarkar, Brammacherra.
76. „ Dharma Sadhan Jamatia, S/O. Gour Charan Jamatia „
77. „ Krishna Debbarma, S/O. Satya Ram Debbarma, Uttar Pulinpur.
78. „ Ganesh Sarkar, S/O. L. Mathur Sarkar, Chalitabari.
79. „ Ardhamani Jamatia, Darjeelingtilla.
80. „ Krishnapada Jamatia, S/O. L. Nagarbashi Jamatia, Trishabari.
81. „ Kush Ch. Jamatia, S/O. Majindra Jamatia, Khamarbari.
82. „ Anantahari Jamatia, S/O. —do—
83. „ Ramani Kr. Jamatia, S/O. L. Indra Kr. Jamatia, Trishabari.
84. „ Mahendra Das, S/O. L. Gopinath Das, Teliamura.
85. „ Satish Paul, S/O. Naidarchand Paul, —do—
86. „ Sashi Bhushan Bhattacharjee —do—.
87. „ Baman Ch. Debbarma, S/O. L. Jagana Ch. Debbarma.
88. „ Krishnahow Kaipeng, S/O. L. Mirpha Kaipeng, Sardukarkari.
89. „ Bhakta Bahadur Jamatia, S/O. Simbhu Jamatia.
90. „ Padma Charan Rankhal, S/O. L. Bhakta Charan Rankhal.
91. „ Arun Ch. Debnath, SsO. Shri Radha Mohan Debnath.
92. „ Prakash Ch. Das, S/O. L. Jaggneswar Das, Nayanpur.
93. „ Nakshtra Jamatia, S/O. L. Karunadawal Jamatia, Madhya Kalyanpur.
94. „ Harinarayan Jamatia, S/O. L. Prakash Jamatia, South Pulinpur.
95. „ Najadhan Jamatia, S/O. L. Gopinath Jamatia, Moharcharra.
96. „ Hari Kr. Debnath, S/O. L. Bipin Debnath, Ghilatali.
97. „ Nitai Bhowmik, S/O. L. Kailash Bhowmik Teliamura, R/F.
98. „ Ranjit Kr. Das, S/O. Adyata Das, Mahadevtilla.
99. „ Sashi Mohan Das, S/O. L. Bhagaban Ch. Das, Paharmura.
100. „ Prabhat Ch. Debbarma, S/O. Takhirai Debbarma, East Bachaibari.
101. „ Sudhir Ch. Deb, Barabil.
102. „ Dagu Munda, S/o. Lt. Nagua Munda, Bagabil.
103. „ Sunadhan Ch. Gope. S/o. Lt. Dinadandhu Gope W. Bachaibari.
104. „ Nagendra Debbarma, S/O. Wakhirai Debbarma, Rajnagar.
105. „ Shyma Charan Debbarma, S/O. Soma Charan Debbarma, W. Laxmicherra.

1	2	3

106. Shri Ganesh Nath, S/O. Kali Charan Nath, Dewliatila.
107. „ Hriday Ch. Debbarma, S/O, Haria Debbarma, Manicherra.
108. „ Aswini Debbarma, S/O. Lt. Takhiroy Debbarma, Ratanpur.
109. „ Sobhananda Debbarma, S/O. Lt. Bisarath Debbarma, E. Champacherra.
110. „ Jamini Kr. Debnath, S/O. Benode Behari Debnath, Parshurambari.
111. „ Kusum Ch. Debbarma, S/O. Lt. Singhamon Debbarma, Idankur (Sikaribari).
112, „ Padma Kr. Debbarma, S/O. Ram Thakur Debbarma, N. Padmabil.
113, „ Khagendra Debbarma, S/O. Bishu Kr. Debbarma, E. Ramchandraghat.
114. „ Bisha Lakha Debbarma. S/O. Narahari Debbarma, P. Laxmicherra.
115. „ Narendra Ch. Debnath, S/O. Lt. Adhar Ch. Debnath, Paknicherra.
116. „ Baidya Ch. Debbarma, M. L. A. Behalabari.
117. „ Sankar Barua, S/O. Lt. Abilash Barua, Barkher.
118. „ Jiban Krishna Nandi, S/O. Sri Matilal Nandi, Baijalbari.
119. „ Jagannath Debbarma, S/O, Lt. Gagan Ch. Debbarma,.
121. „ Sunil Ch. Shil, S/O. Kamini Shil.
121. „ Rashik Chanda. S/O. Lt. Akhil Ch. Chanda, Kunjaban.
122. „ 'Bichitra Kr. Singha, S/O. Lt. Somijan Sinha, Kunjaban.
123. „ Parshuram Debbarma, S/O. Kheiarai Debbarma, Ramdayalbari.
124. „ Debendra Debbarma, of Ramdayalbari.
125. „ Hari Rai Debbarma, „
126. „ Manindra Ch. Roy, S/O. Sri Mahendra Ch. Roy, Madhya Kalyanpur.

SONAMURA SUB-DIVISION DURING 1974 and UPTO JAN, 1975.

1. Shri Munsur Ali, S/O. Lt. Noagazi, Barnarayan P. S. Jatrapur.
2. „ Ali Azzam, S/O. Fazlor Rahaman, „
3. „ Baidya Nath Debnath, South Paharpur „
4. „ Kala Miah, S/O. Lt. Kabil Mahammad „
5. „ Narendra Paul, S/O. Lt. Nabin Ch. Paul, „
6. „ Sudhir Ch. Pandit, S/O. Nishi Kanta Pandit, Jatrapur.
7. „ Kunja Mohan Das, S/O. Lt. Girish Ch. Das, Bhabanipur, Jatrapur.
8. „ Sridam Ch. Debnath, S/O. Lt. Ram Sundar Debnath, Maheshpur, Jatrapur.
9. „ Soramani Paul, S/O. Lt. Ram Dayal Paul, Manaipathar, „
10. „ Abdul Rashid, S/O. Kaji Abdulla, Baranarayan, „
11. „ Manindra Kishore Paul, Maheshpur. „
12. „ Lalit Mohan Das, S/O. Girish Mohah Das, Veluarchar, Kalamchoura.
13. „ Abdul Malok, S/O. Lt. Lal Miah, Jatrapur.
14. „ Nitai Chand Debbarma. S/O. Ganga Charan Debbarma, Kalamchoura.
15. „ Abdul Kader, S/O. Amud Ali, Sovapur, P. S. Sonamura.
16. „ Lucky Ahammad, S/O. Late Korban Ali, Aralia „
17. „ Abdul Rejjak, S/O. Lt. Hakim Ali, Matinagar, „
18. „ Upendra Ch. Sarkar, S/O. Lt. Gobardhan Sarkar, Bagber (Kalamchoura).
19. „ Fajlur Rahaman, S/O. Main Uddin, Boxanagar, P. O. Kalamchoura.
20. „ Ayakub Ali, S/O. Lt. Munsur Ali, —do—
21. „ Abdul Majid S/O. L. Abdul Ajij. Kalamchoura
22. „ Sheru Miah, S/o. L. Maharam Ali, „
23. „ Ramesh Ch. Shil, S/o. L. Girish Ch. Shil, Sonamura.
24. „ Pulin Behari Dey, S/o- L. Ruhini Dey, Maheshpur. Jatrapur.

1	2	3

25. Shri Hiralal Sarkar S/o. L. Rajani Kanta Sarkar,
26. „ Harimohan Das, S/o. Radhamohan Das, Paharpur, Jatrapur.
27. „ Ibrahim Mia, S/o. Mahammed Hossain, „
28. „ Narendra Ch. Kar. S/o. L. Chandra Kanta Kar, Chandigar.
29. „ Amar Dutta, S/o. L. Jagat Dutta, Sonamura.
30. „ Sagar Ch. Biswas S/o. L. Kailash Ch. Biswas, Kalshimura.
31. „ Rash Mohan Das, Khash Chowmohani, Sonamura.
32. „ Lal Mohan Das. S/o. L. Pradash Ch. Das, Sonamura.
33. „ Harimohan Debnath, S/o. Tirtha Raj Debnath „
34. „ Siddiqur Rahaman, S/o. Lt. Chand Miah, Kulubari, Sonamura.
35. „ Habibur Rahaman, S/o. Chand Miah, -do-
36. „ Abdul Gaffur, S/o. Raijuddin, Nagarpur Kalamchoura.
37. „ Oab Ali S/o. Tarabuddin, Kalshimura.
38. „ Abdul Kader Choudhury, S/o. L. Akram Ali Choudhury, Sonamura-
39. „ Surendra Paul, S/o. L. Naba Ch. Paul Nidaya, Jatrapur.
40. „ Mridul Chakraborty, S/o. Dr. Promode Chakraborty, Veluarchar Kalamchoura.
41. „ Rupendra Ch. Paul, S/o. Sri Hari Mohan Paul, Sonamura.
42. „ Maidar Ali, S/o. L. Hacham Ali, Kulubari, Sonamura.
43. „ Santi Guha, S/o. Sri Krishna Ch. Guha, Sonamura,
44. „ Himangshu Debbnath, S/o. L. Haricharan Debnath, Sonamura.
45. „ Smti. Bimala Sundari Ghosh, W/o. L. Upendra Ch. Ghosh, Bhabanipur.
46. „ Secretary, Rabindra Bhavan (for construction of Rabindra Bhavan).
47. Sri Anu Miah, Secretary, Aralia Masjid Committee (for construction of Mosque at Aralia).

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

DURING 1974 and UPTO JANUARY, 1975.

1. Shri Raj Chandra Das, Kadamtala.
2. „ Nadiya Chand Das, Brajendranagar.
3. „ Chitta Roy, Karaicherra.
4. „ Lalit Mohan Debnath, Tilthai.
5. „ Prasanna Kr. Nath: „
6. „ Gopimohan Debnath, Deocherra.
7. „ Gopesh Ch. Das,Ganganagar.
8. „ Suresh Ch. Das, Panisagar.
9. „ Kamani Mohan Debnath, Deocherra.
10. „ Ramani Mohan Debnath „
11. „ Tarini Kanta Deb Purakayastha, Panisagar.
12. „ Barindra Kr. Deb, Ganganagar.
13. „ Monoranjan Dey. Chandrapur.
14. „ Rasamoy Dey, „
15. „ Sukhendu Kr. Deb, Sanicherra.
16. „ Mohan Chand Singh, Ragna.
17. „ Mukta Kis Chakma, Kanchanpur.
18. „ Indrajit Kr. Sinha, Gobindapur.

1	2	3
19.	Shri Banabir Barua, Kanchanpur.	
20.	„ Ananta Kr. Nath, Kanchanpur.	
21.	„ Harendta Kr. Nath, Kadamtala.	
22.	.. Manindra Kr. Nath, Kadamtala.	
23.	„ Prabir Kr. Bhattacharjee, „	
24.	„ Rajendra Kr. Debnath, P. Sagar.	
25.	„ Md. Lutfur Rahaman Choudhury, Fulbari.	
26.	„ Jogesh Ch. Nath, Saiashpur.	
27.	„ Abdul Gani Choudhury,	
28.	.. Md. Suramia Choudhury, Kadamtala.	
29.	„ Ranjit Kr. Das, Panisagar.	
30,	„ Manindra Kr. Das, „	
31.	., Upendra Ch. Das, „	
32-	„ Gurucharan Nath, Kadamtala.	
33.	„ Adhar Ch. Das, Panisagar,	
34.	Miss. Urmila Debi, Panisagar.	
35.	„ Haralal Chakraborty, Kadamtala.	
36.	„ Anil Kr. Roy, Panisagar.	
37.	„ Basanta Kumar Das, Panisagar.	
38,	„ Mahendra Kr. Das, „	
39.	„ Surendra Kr. Das, „	
40.	., Pramila Bala Debnath	
41.	,, Basanta Kr. Das, Uptakhali.	
42.	„ Dhirendra Kr. Deb, D. Nagar.	
43,	„ Pulin Behari Das, Kadamtala.	
44.	„ Sushil Rn. Choudhury, D. Nagar.	
45.	„ Sudhir Rn. Paul, DMN.	
46,	„ Mono Rn. Goswami, Kadamtala.	
47	„ Nani Gopal Dutta, Hoepital Rd.	
48.	„ Abdul Chattar Choudhury, Baghan.	
49.	„ Hazi Ichak Ali, Rajnagar.	
50.	„ Hazi Basidali, Jerjuri,	
51.	„ Md. Balan Mia, Fulbari,	
52.	„ Md. Ranjan Ali, Fulbari.	
53..	., Hazi Arjan Ali, Fulbari	
54.	„ Isab Ali „	
55.	„ Nichar Ali, „	
56.	„ Muchan Ali, „	
57.	Hazi Ismail Ali, „	
58.	Hazi Abdul Rab, „	
59.	Hazi Abdul Gan Choudhury, Fulbari.	
60.	„ Upendra Kr. Das, Panisagar.	
61.	„ Tarani Mohan Dhar, Maniknagar.	
62.	„ Raj Kumar Das, Panisagar.	
63.	„ P. Nath Gupta, D. Nagar.	
64.	„ Nadiya Chand Das, Birajanagar.	
65.	„ Haripada Das, Kadamtala.	
66.	„ Kahitish Sinha, Khorenjan.	
67.	„ Md. Abdul Gafur, Kadamtala.	

1	2	3

68. Shri Ajit Chakraborty, Kanchanpur.
69. „ Rajendra Lal Dey, „
70. „ Satish Ch. Ghosh, „
71. „ Kripesh Ch. Das, Panisagar.
72. „ Barindra Ch. Debnath, „
73. „ Abhoy Charan Nath, „
74. „ Manamohan Das, „
75. „ Nehari Lal Dey, Kanchanpur,
76. „ Samar Chandra Ghosh, DMN Town.
77. „ Rasamoy Dey, Office Tilla DMN.
78. „ Chandra Kishore Bhattacharjee, Nayapara.
79. „ Manoranjan Bhattacharjee „
80. „ Nandalal Nath, Bamuia.
81. „ Prafulla Kr. Nath, „
82. „ Brikesh Ch. Dev, Kanchanpu..
83. „ B. K. Kar, D. Nagar.
84. „ Jatindra Mohan Debnath, Panisagar.
85. „ Upendra Ch. Nath, Jalabasa.
86. „ Sashibhusan Debnath, P. Sagar.
87. „ Pramila Bala Nath, P. Sagar.
88. „ Jatindra Mohan Nath, P. Sagar.
89. „ Matilal Kar, P. Sagar.
90. „ Rasamoy Bhowmik, P. Sagar.
91. „ Sashimohan Debnath, „
92. „ Mahendra Nath, „
93. „ Nagendra Das, „
94. „ Karkumar Das, „
95. „ Prabhat Ch. Debnath, Chamtilla.
96. „ Rakesh Ch. Choudhury, Rowa.
97. „ Kumud Rn. Debnath, Rowa.
98. „ Monoranjan Debnath, N. P. Sagar.
99. „ Dayamoy Das, Panisagar.
100. „ Kripamoy Das, „
101. „ Upendra Ch, Nath, Jalabasa.
102. „ Rajendra Chakraborty, Panisagar.
103. „ Abdul Noor Choudhury, Ichai Tulgaon.
104. „ Narayan Chakraborty, D. N. V. Rd.
105. „ Pratim Chakraborty, D. M. N. Town.
106 „ Birendra Lal Roy. Office Tila.
107. „ Malina Bhattacharjee, Nayapara.
108. „ Kandarpa Chakraborby, DMN Town.
109. „ Nihar Rn, Choudhury, Rajbari.
110. „ G. M. Saha, Kailasahar.
111. „ Rajmohan Nath, Sunarubasa.
112. „ Monoranjan Bhattacharjee, Chandrapur.
113. Hazi Md. Abdul Rasid, Nayapara.
114. „ Abdul Noor, Nayapara.
115. „ Chakrapani Bhattacharjee, Nayapara.
116. „ Rasamoy Dey, Office tilla.

1	2	3

117. Shri Samar Ch. Ghosh, D/Nagar Town.
118. „ Karunakanta Dutta, Office tilla.
119. „ Payari Mohan Barman, Office Tilla.
120. „ B. K. Kar, D/Nagar Town.
121. „ Pran Gopal Goswami, Sonarubasa.
122. „ Brajendra Kr. Dey, Kameswargaon.
123. „ Nikunja Behari Nath.
124, „ Netai Ch. Sinha, Rajbari.
125. „ Chandra Kishore Bhattacharjee, N/para.
126. „ Subash Ch. Bhattacharjee, DMN Town.
127. „ Rabindra Kr. Dhar, Padmapur.
128. „ Thakur Mani Debnath, Jubrajnagar.
129. „ Secy. D. N. Vidyamandir, Dharmanagar.
130. „ Ramesh Nath, D/Nagar Town.
131. „ Rabindra Kanta Nath, Radhapur.
132. „ Nripendra Ch. Paul, Tarakpur.
133. „ Rajkumar Nath, Kadamtala.

BELONIA SUB-DIVISION

DURING 1974 and UPTO JAN, 1975.

1. Sri Surendra Majumder, Radhakishoreganj.
2. „ Gouranga Debnath, Siddinagar.
3. „ Hari Mohan Banik, I. C. Nagar.
4. „ Manindra Kr. Roy, —do—
5. „ Kamal Kanta Das, Belonia.
6. Smti. Bakul Rani Roy, Belonia.
7. Sri Maran Ch. Dey, East Charakbai.
8. „ Krishna Majumder, —do—
9. „ Radhakrishna Biswas, Laxmicherra.
10. „ Dhananjoy Bhowmik, Pipariakhola.
11. „ Sachiram Baidya, Debipur.
12. „ Brajendra Majumder, Motai.
13. „ Pratap Ch. Baidya, Barpathari.
14. „ Manindra Debnath, Ekinpur.
15. „ Upendra Nath, Radhanagar.
16. „ Surjya Kanta Debnath, Rajnagar.
17, „ Narmada Kanti Debnath, Sarashima.
18. „ Bidhubhshan Saha, Takmacherra.
19. „ Harinarayan Bardhan, Belonia.
20. „ Rabindra Bhowmik, Jolaibari.
21. „ Brajendra Mahajan, Kanchannagar.
22. „ Lal Mohan Dutta, Motai.
23. „ Krishna Mohan Tripura, Debipur.
24. „ Narayan Shil Sarma, Sonaichari.
25. „ Bidhu Bhushan Saha, Takmacharra.
26. „ Khetra Mohan Biswas, Motai.
27. „ Mahendra Chakraborty, Muhuripur.
28. „ Prafulla Baidya, Jolaibari.
29. „ Jatindra Debnath, Rangamura.
30. „ Himangshu Mitra, Santirbazar.

1	2	3
31.	Shri Raimohan Rudrapaul, Betaga.	
32.	Parimal Baidya, Madhya Pillak.	
33.	„ Abani Mohan Sen, Debdaru.	
34.	„ Darkanath Majumder, Hrishyamukh.	
35.	„ Ananta Reang, Laxmicherra.	
36.	„ Aswini Debnath, Betaga.	
37.	„ Upendra Kr. Das, Rajnagar.	
38.	„ Chan Mia, —do—	
39.	„ Jagabandhu Sen, Haripur.	
40.	„ Harendra Guha, I. C. Nagar.	
41.	„ Mono Ranjan Sarkar, West Charakbai.	
42.	„ Nainga Mag, Lowgang,	
43.	„ Debendra Sarkar, Kalashi.	
44.	„ Nitai Baidya, Jashmura,	
45.	„ Hemanta Baidya, Hrishyamuk.	
46.	„ Mukunda Paul, Jashmura.	
47.	„ Jogendra Kr. Debnath, Chittamara.	
48.	„ Birchandra Debnath, Pipariakhola.	
49.	„ Ashutosh Choudhury, Krishnnagar.	
50.	„ Jatra Mohan Malla, Champaknagar.	
51.	„ Sukhendhu Mitra, Motai.	
52.	„ Ananta Bhowmik, Krishnanagar.	
53.	„ Mantu Paul, Gazaria.	
54.	„ Hari Mohan Bhowmik, Abhoynagar.	
55.	„ Jamini Kanta Sarkar, Barpathari.	
56.	„ Sukhen Podder, Belonia.	
57.	Sukumar Deb, Belonia Town.	
58.	„ Tikanshu Sarkar, Mirjapur.	
59.	„ Nikhil Podder, Belonia	
60.	„ Jagadish Debnath, Kalinagar.	
61.	„ Satish Biswas, Debipur.	
62.	„ Hiranmoy Majumder, I. C. Nagar.	
63.	„ Ruhini Dabnath, Bagafa.	
64.	„ M/S. Kalabaria Youth Club, Kalabaria.	
65.	„ Barun Ch. Saha, Baspara Colony.	
66.	„ Dipak Dutta, Krishnanagar.	
67.	„ Dhananjoy Bhowmik, Krishnanagar.	
68.	Krishna Ch. Reang, Laxmicherra.	
69.	Chana Ranjan Sen, Debipur.	
70.	B. D. O. Bagafa, (for Harijan Colony).	
71.	Biren Dutta Gupta, (for Belonia Jagannathbar).	
72.	Sudangshu Biswas, Kalabaria.	
73.	Pri Mohan Reang, Gangarai.	
74.	Prafulla Kr. Nath, Ekinpur.	
75.	Abinash Ch. Das, Kalinagar.	
76.	Phani Bhushan Chakraborty, Belonia.	
77.	Sachindra Saha, Belonia.	
78.	Dilip Rn. Chakraborty, Sarashima.	
79.	Jatindra Sarkar, Pipariakhola.	
80.	Hari Narayan Bardhan, Belonia.	
81.	Bir Chandra Debnath, Pipariakhola.	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

FRIDAY, 14TH MARCH, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday the 14th March, 1975 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmik, in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers and 47 Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned Admitted question No. 2, Shri Samar Choudhury.

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আজকে যে আমরা সিটিং করছি, অধিবেশন সুরু করছি, এইটা আইন সংগত কি না এবং কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আজকে সেশন চলে কি করে স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— এইটাতো কালকে এনাউন্সমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, আপনাদের তরফ থেকে এই প্রস্তাব করা হয়েছিল সেইটা হাউসে মেনে নিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা কি প্রস্তাব করেছি স্যার, আমরা তো কোন প্রশ্ন তুলি নি। আমরা জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছি যে কালকে ১৫ মিঃ হাউস অ্যাডজর্ণড করা হয়েছিল। সেই অ্যাডজর্ণমেন্টের পরে প্রায় দুই ঘন্টার মত অধিবেশন বসে নি।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে ? এই সম্পর্কে আমি রোলিং দেবো কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আগে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সেশন চলে কি করে ? এইটা আইন সংগত কি না, বেআইনী সেশন চলছে কি না এইটা বুঝবো কি করে ?

মিঃ স্পীকার :— এইটা আইন সংগত, কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে রোলিং দেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে কি করে হবে স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ার তো এসেম্বলির সেশনের একটা অংগ।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, আপনারা যদি চান কোয়েশ্চান আওয়ারের আগেই রোলিং দিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কালকে এই হাউসের সামনে আজকের সিটিং বসার সম্পর্কে একটা প্রস্তাব এসেছিল এবং সেই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের যিনি এখন নায়ক কিংবা নেতা এবং আমাদের তরফ থেকে উভয় দিক থেকেই বলা হয়েছিল যে আমাদের আপত্তি নাই। সেই হিসাবে আজকের হাউস বসেছে—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস্, মাননীয় সদস্য আমি আমার রোলিং দিচ্ছি। A point of order was raised yesterday by Sri Samir Ranjan Barman and Sri Kalipada Banerjee on the point if Speaker can adjourn the House outside the House. In this connection, I like to draw the attention of the Hon'ble Members to the Rule 19 of the Rules of Proeedure and Conduct of business in the Tripura Legislative Assembly which has empowered the Speaker that the Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sinedie or to a particular day, or to an hour or pare of the same day. To read with this I would recall a decision taken outside the House by me regarding adjournment of the House. During the Budget session 1973, I adjourned the House from outside for a day and thereafter the Leader of the House and the Leader of the opposition accepted my action. The action taken by me was also in conformity with the interpretation of the similar ruling in the Lok Sabha. Regarding the point raised by Sri Tapas Dey, regarding the relation of the Speaker and the House, I would say that the Speaker is certainly not the master of the House but its servant who exercises powers to implement the rules framed by the House itself and to see that the privileges of the members of the House are protected.

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটা কোন সময় আলোচনা হয়েছে এইটা বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :— দেয়ার কেন নট বি এনি ডিসকাশন অন মাই রোলিং।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটু বক্তব্য আছে, আপনি এইখানে যা বললেন তাতে বুঝা যাচ্ছে যে আপনি আপনার চেম্বার থেকে এর আগেও আপনি হাউস অ্যাডজর্ণড করেছিলেন এবং এইটা রোলসে আছে, রোলসে এই কথাই বলে যে কোন পাটিকুলার সময়ের জন্য হাউস অ্যাডজর্ণড বা সাইনিডাই আপনি করতে পারেন। কিন্তু আপনি যে ১৫ মিনিট হাউস অ্যাডজর্ণ করার পর আরও অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা হাউস অ্যাডজর্ণড ছিল এই অতিরিক্ত সময়, এইটাতো হাউসের কাছে কম্যুনিকেট হওয়া উচিত ছিল। তা না হলে আমরা কি করে বুঝবো যে আপনি ১৫ মিনিটের পর হাউস অ্যাডজর্ণড করেছেন? পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিস অনুযায়ী বা যে সমস্ত ইনষ্ট্যান্ট আছে তাতে দেখা যায় যেমন লাইসেন্স ক্যালেংকারীর সময় পার্লিয়ামেন্টে এই রকম ঘটনা ঘটেছে। তারপর দেখা গেল বিরোধী দলের নেতাদের সংগে আলোচনা করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাউস অ্যাডজর্ণড করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি যে চেম্বার থেকে হাউস অ্যাডজর্ণড করলেন এটাই তো হাউসের কাছে কমুনিকেট

করার দরকার ছিল যেমন করে পার্লিয়ামেন্টে কমুনিকেট করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি ১৫ মিনিট অ্যাডজর্ণড করার পর সেইটা স্যার, অ্যাডজর্ণড হয়ে রইলো, এই যে দুই ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় হাউস অ্যাডজর্ণড হয়ে রইলো এইটাতো আপনার কমুনিকেট করা উচিত ছিল। কাজেই সেইটা আমরা কি করে বুঝবো যে আপনি দুই ঘণ্টার জন্য হাউস অ্যাডজর্ণড করেছিলেন? এবং রোলসে যেটা আছে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাউস আপনি অ্যাডজর্ণ করতে পারেন কিন্তু এই যে দুই ঘণ্টার জন্য হাউস অ্যাডজর্ণ হয়ে রইলো সেইটা ব্রেক অব দি সেশন হয়ে গেল সেইটা কনষ্টিটিউশনেল কি না এবং গত কালকের রাজ্যপালের যে ভাষণ যেটা পাশ করে নেওয়া হয়েছে সেইটা কনষ্টিটিউশনেল কি না এবং আজকেও যে হাউস চলছে সেইটা কনষ্টিটিউশনেল কি না সেইটা আমরা কি করে বুঝবো? কাজেই আপনি যে রোলিং দিলেন আপনার রোলিং অনুসারে বুঝা যাচ্ছে ঐ যে দুই ঘণ্টা সেই দুই ঘণ্টা সময়ের জন্য কোন নোটিশ আমাদের কাছে আসেনি। কাজেই, আপনি যেটুকু বললেন সেইটার মধ্যে দুই ঘণ্টার জন্য হাউস যে অ্যাড-জর্ণড ছিল সেই সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন নি।

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন আপনাদের সংগে আলাপ হয়েছে, আপনাদের কাছে বলা হয়েছে, অনেক মেম্বারের কাছেও বলা হয়েছে। অনারেবল মেম্বার প্লীজ টেক ইওর সীট। নো ডিসকাশন অন দিস ইস্যু।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আমাকে একটু ক্লিয়ার করতে দিন, কি আলোচনা হয়েছে সেইটা আমরা জানি, কি ঘটনা ঘটেছে সেইটা আমরা পার্টিগতভাবে জানি কিন্তু হাউসের মেম্বার্স তো সেইটাকে এইভাবে নেবেন না। আপনার চেম্বারে যেটা আলোচনা হয়েছে সেইটা ইনফরমেল, সেইটা অ্যাসেম্বলির রুলসের মধ্যে পড়ে না, এইটা প্রাইভেট অ্যাফেয়াসের মধ্যে চলে যায় এসেম্বলির বাইরে কিন্তু হাউসকে তো সেইটা জানাতে হবে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। হাউস এইটাকে অ্যাকসেপ্ট করলো কি না এই কাজটুকু আপনি করলেন না এবং না করার জন্যই আমরা প্রশ্ন তুলেছি এইটা কনষ্টিটিউশনেল কি না সেই সম্পর্কে আপনি একটা রুলিং দেন। কি জন্য আমরা এইটা করেছি সেইটা আপনি বুঝেন, আমরাও বুঝি কিন্তু এইটা ফরমেল নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আপনি রোলিং যদি দিতে হয় সেইটা আফটার কোয়েশ্চান আওয়ার দিন। কোয়েশ্চান আওয়ার কি করে নষ্ট করা হবে? কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে আপনার রোলিং দিন।

মিঃ স্পীকার :—Let me go to the business of the House (interruption)

Shri Samar Choudhury :—Sir, আমরা আপনার রুলিং বুঝতে পারি নাই। ঐ দুই ঘণ্টা কি হাউস এডজোর্ণ করা হয়েছে যে দুই ঘণ্টা হাউস এডজোর্ণ ছিল (ইণ্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে হবে (ইণ্টারাপশান)।

মিঃ স্পীকার :—Now let me go to the business of the House (interruption) today in the list of the business are the follnwing questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Samar Choudhury. (interruption)

Shri Samar Choudhury:—আগে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্য বিজনেস আনতে পারেন না (ইন্টারাপশান—গণ্ডগোল—টেবিল চাপড়ানি)।

Mr. Speaker :—Hon'ble Members you are requested not to interrupt the business of the House (interruption) Shri Ananta Hari Jamatia.

Shri AnantaHari Jamatia :—Question No. 26

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Question No. 26

প্রশ্ন	উত্তর
১) খোয়াই মহকুমায় এস, ডি, পি, আর ও অফিস আছে কি ? থাকিলে এই অফিসে বর্তমানে কর্মরত কর্মচারী কতজন ?	(ক) হ্যা। (খ) পাঁচ জন।
২) গত দুই (২) বৎসরে এই অফিস হইতে কয়টি কমিউনিটি রেডিও সেট বিতরণ, মেরামত ও ডকোমেন্টারী ফিলম দেখানো হইয়াছে ?	(ক) ১৪টি কমিউনিটি রিসিভিং সেট এই অফিস হইতে বিতরণ করা হইয়াছে। (খ) ২৭টি কমিউনিটি সেট মেরামত করান হইয়াছে। (গ) ৯টী ডকোমেন্টারী ফিলম দেখানো হইয়াছে।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :—স্যার, কোয়েশ্চানের উত্তর শুনা যাচ্ছে না (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to take their seats (interruption)—Please take your seats—Shri Tapash Dey (interruption)—

Shri Tapash Dey :—Question No. 32

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Question No. 32

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্য ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে কোন প্লেনিং বোর্ড আছে কি না ?	১) রাজ্য ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে কোন প্লেনিং বোর্ড নাই।
২) যদি না থাকে তার কারণ ?	২) এইরূপ প্লেনিং বোর্ড গঠন করার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে

(ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :—Please take your seat—don't disturb the House (interruption)—Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—Question No. 53

(Interruption)

Shri Monuranjan Nath :—Question No. 53

প্রশ্ন

১) বিলনীয়ার বীরচন্দ্র গাঁও সভার অন্তর্গত মনুবাজার এলাকায় আগামী ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক সনে সরকারী ডাক্তারখানা খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

২) থাকিলে কখন কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১) আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য কোন পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিষয়ের উপর আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেম্বারদের মধ্যে এই হাউসের অনেক মাননীয় সদস্যদের কথা আমরা শুনেছি এবং বিভিন্ন তরফ থেকে যে অভিযোগ উঠেছে যে কোয়েশ্চান আওয়ার কমে যাচ্ছে—আজকের অধিবেশন যদি ঠিকমত হয়ে থাকে তাহলে কোয়েশ্চান আওয়ার চলতে দেওয়া উচিত। যেখানে মাননীয় স্পীকার নিজে রুলিং দিয়েছেন, দেবেন বলেছিলেন যে কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে এটা টেক আপ করা হবে সেখানে কোয়েশ্চান আওয়ারকে এই ভাবে কাটেল করার অধিকার কোন মেম্বারের আছে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা আমরা স্বীকার করছি—আপনি পনর মিনিটের জন্য হাউসের এডজোর্ণ করেছিলেন এটা আপনিও বলেছেন। কিন্তু দেখা গেল (ইন্টারাপশান)—

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়ে আমি রুলিং দিয়েছি (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই হাউসের সামনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কথা ছিল যে কোয়েশ্চান আওয়ারের পর রুলিং দেবেন, এখন এটাকে নিয়ে এইভাবে গোলমাল কেন আমি বুঝতে পারছি না (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :—আপনি ১৫ মিনিটের জন্য হাউস এডজোর্ণ করেছিলেন। তারপর এক ঘন্টা ৪৫ মিনিট অতিরিক্ত হাউস বন্ধ রইল সেই সময়টা আপনি এডজোর্ণ করেছিলেন কি না এটা আমি জানতে চাই। সেই সম্পর্কে আপনার কি রুলিং (ইন্টারাপশান) (ভয়েস—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার)

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ নট পয়েন্ট অব অর্ডার (ইন্টারপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :—আপনি জোর করে চালাচ্ছেন। হাউসের মধ্যে কাম এণ্ড কোয়াটেনেস থাকে, সেটা আপনি চান না।

মিঃ স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে হাউসের কাজ আপনারা চলতে দেবেন না, তার জন্যই এইসব কথা বলছেন (ইন্টারাপশান)—I would request the Hon'ble Members to take their seats (interruption).

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, আপনার রুলিংকে আমি চেলেঞ্জ করছি না। আপনি ১৫ মিনিটের জন্য হাউস এডজোর্ণ করেছিলেন কিন্তু এক ঘন্টা ৪৫ মিনিটের জন্য হাউস যে বন্ধ রইল সেটা আপনি এডজোর্ণ করেছিলেন কিনা সেটাই আমাদের জানার প্রশ্ন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকাশীকান্ত ব্যানার্জী :— আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা দয়া করে কোয়েশ্চান আওয়ারের পর যদি এই সম্পর্কে আলোচনা করেন তাহলে ভাল হয়। কোয়েশ্চান আওয়ারটা নষ্ট করাটা সবার পক্ষেই অসুবিধা (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনষ্টিটিউশন্যাল কোন পয়েন্ট যদি আসে তাহলে সেটা ঠাণ্ডা মাথায়ই বিবেচনা করতে হবে। কনষ্টিটিউশন্যাল পয়েন্ট যদি বিবেচনা করতে হয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— হাউস জোর করে চালান হচ্ছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :— ক'টা থেকে ক'টা পর্য্যন্ত এডজোর্ণ করেছিলেন সেটাই আমরা জানতে চাই (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— কালকেই আমি জানিয়ে দিয়েছি। (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :— একটা থেকে একটার পর কতক্ষণ হাউস এডজোর্ণ ছিল। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— এটা জানান হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :-- আপনি এই চেয়ারের সমস্ত সুযোগ নিচ্ছেন (ইন্টারাপশান) ক'টা থেকে ক'টা পর্য্য হাউস এডজোর্ণ ছিল সেটা বললেই চলে।

মি: স্পীকার :— সেটাও বলা হয়েছে (ইন্টারাপশান) গতকাল বহুবার বলা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— এর থেকে বেশী কথা আপনি বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— I would request the Hon'ble Members to take their seats and please co-operate with the Presiding Officer to carry on the Business of the House. Please co-operate with the Presiding Officer to carry on the Business of the House. This is my earnest appeal to the Hon'ble Members.

Shri Anil Sarker :— I want a simple reply. কতক্ষণ এডজোর্ণ ছিল, শুধু একটাই কথা। আপনি ক্ল্যারিফাই করুন কতক্ষণ অ্যাডজোর্ণড ছিল। শুধু একটাই কথা। আপনি ক্ল্যারিফাই করুন কতক্ষণ হাউস অ্যাডজোর্ণড ছিল বা কালকে সমস্ত সময়টা অ্যাডজোর্ণড ছিল কিনা। আপনি অনেক কথা বলেছেন। আপনার রুলিংটা ব্যাখ্যা করুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আমার দেওয়া রুলিং সম্পর্কে আপনাদের কোন বক্তব্য থাকলে আপনারা অনুগ্রহ করে আমার চেম্বারে আসুন, আমি পরে বলব, নট হীয়ার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— আমরা আপনাদের চেম্বারের মেম্বার নই. আমরা হাউসের মেম্বার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্পীকারের রুলিং-এর উপর যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কিনা, এক নম্বর। দুই নম্বর প্রশ্ন হল এখানে হাউসের মধ্যে অনেক মাননীয় সদস্য রয়েছেন যারা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য। সেখানে তাদের অধিকার ভঙ্গ করার অধিকার কোন মেম্বারের আছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। কিন্তু দু' ঘন্টা কি করে হল।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমাদের প্রিভিলেজ। আমাদের প্রিভিলেজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— রুলিং-এর কোন ব্যাখ্যা হাউসে দেওয়া হয় না। কোথায়ও না। কোন সময়, কোন কালেও না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—রুলিং-এর কোন ব্যাখ্যা হয় না, তাহলে রুলিং দেওয়ার পরে আপনি এই কথাও বলতে পারেন না যে আমার চেম্বারে যাবেন। রুলিং ইজ রুলিং।

Mr. Speaker :— Then please don't compel me to take any unpleasant action. I would request the Hon'ble Members to take their seats. Please don't compel me to take any unpleasant action.

Shri Anil Sarker :— You may take. When you are here we may be the victims of many unpleasant action. You take year aetion. Yes, you take your action.

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :— আপনি ওদের সঙ্গে কথা না বলে বিজনেস চালিয়ে যান স্যার। লেট দেম ক্রাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা, শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— এই কাজের পরে অ্যাসেম্বলী নাই স্যার। অ্যাসেম্বলী ভেঙ্গে গেছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— কিসের অ্যাসেম্বলী।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

প্রশ্ন

১) গোমতী পত্রিকা সরকারী ছাপাখানায় ছাপা না হওয়ার কারণ কি ?

২) ছাপা বাবদে প্রকাশন কাল থেকে এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

১) গোমতী প্রথম সংখ্যা সরকারী ছাপাখানাতেই ছাপানো হয়। সরকারী ছাপাখানা নানা জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় পাক্ষিক গোমতী নিয়মিতভাবে সরকারী ছাপাখানা থেকে ছেপে

প্রকাশ সম্ভব হয় নি। বে-সরকারী ছাপাখানা থেকে সাময়িকভাবে "গোমতী" ছাপাখানার কাজ চলছে।

২) ছাপা কাগজের মূল্য ও ব্লকের মূল্য বাবদ ২য় সংখ্যা হইতে ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ১৫,৫৬৯·৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তম্মধ্যে ব্লক বাবদ খরচ হইয়াছে ৯৯০·০০ টাকা কলিকাতা হইতে মুদ্রিত রঙিণ প্রচ্ছদের জন্য খরচ হইয়াছে ২,০৩০·০০ টাকা এবং স্থানীয় প্রেস হইতে ভিতরের পৃষ্ঠাগুলো ছাপা ও বাঁধাই বাবদ ব্যয় হইয়াছে ১২,৫৪৯·৫০ টাকা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাসে কত কপি গোমতী পত্রিকা প্রেস থেকে বের হয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ১২টি সংখ্যা বেরিয়েছে। তার মধ্যে একটি সংখ্যা সরকারী ছাপাখানায় ছাপা হয়েছিল। এখানকার কাজের অসুবিধার জন্য এই কাগজ বাইরের প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সরকারী ছাপাখানায় না ছাপাবার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— নুতন সংখ্যা বের হবার পর কাজের অসুবিধার জন্য জরুরী কাজের চাপের জন্য সরকারী প্রেস এই কাজ করতে পারছে না, সেজন্য বাইরের প্রেস থেকে নিয়মিত বিধি অনুসারে এটা করা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই গোমতী পত্রিকা ত্রিপুরার বিভিন্ন ইনফরমেশান সেন্টারে দেওয়া হয় কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা নিয়মিতভাবে যত সংখ্যক ছাপা হয় তা নিয়মিতভাবে বিলি করা হয়।

মি: স্পীকার :— শ্রীবিচিত্রমোহন সাহা। ভদ্রমণি দেববর্ম্মা, শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস, শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১) মাননীয় সরকার অবগত আছেন কি যে কত ইংরেজী সনে তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিস স্থাপন করা হইয়াছিল?

২) এবং ঐ অফিসের বাড়ী ভাড়া বাবদ এ পর্য্যন্ত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ও কত টাকা বাকী আছে?

৩) ইহা কি সত্য যে ঐ ভাড়াটিয়া বাড়ীটি সরকারী খাস ভুমির উপর নির্মিত?

উত্তর

১) তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিসটি ১৪ই নভেম্বর ১৯৬২ ইং সনে স্থাপিত হইয়াছে।

২) ঐ অফিসের বাড়ী ভাড়া বাবদ এ পর্যন্ত ২৪,৩১৮ (চব্বিশ হাজার তিনশত আটার) টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯,২৪৮ (উনিশ হাজার দুইশত আটচল্লিশ) টাকা বাকী আছে।

৩) না, মহাশয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত,:—মাননীর মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিসটী সরকারীভাবে তৈয়ার করার কোন পরিকল্পনা সরকারীভাবে আছে কিনা ?

(এতক্ষণ গোলমালের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর হইতেছিল। এই সময়ে শ্রী বুলু কুকী, এম, এল, এ, স্পীকারের ডায়াসের দিকে এগিয়ে এসে কি যেন বলতে চান)

মিঃ স্পীকারঃ—আপনি আপনার সিটে বসুন গিয়ে। হোয়াট আর ইউ ডুয়িং ?

(এই সময়ে ধাক্কা ধাক্কি এবং খুব গণ্ডগোল সুরু হয়)

Mr. Speaker :—The meeting is adjourned for half an hour.

(Please see ANNEXURE 'C')

মিঃ স্পীকার :—আজকে আমার সঙ্গে লীডার অব দি হাউস এবং লীডার অব দি অপজিশানের সঙ্গে কথা হয়েছে। যদি এই হাউসে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডকে হাউসের ভিতরে ঢুকতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মার্শাল আমার অনুমতি নিয়ে তা করবেন।

Mr. Speaker :—Next Business befor she House is introduction of "The Tripura Land Revenue And Land Reforms (Third Amendment) Bill, 1975 (Tripura Bill No. 2 of 1975)., Now, I request the Hon'ble Law Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Hon'ble Law Minister (Shri M. R, Nath), :—

—Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Land Revenue And Land Reforms (Third Amendment) Bill, 1975 (Tripura Bill No, 2 of 1975),

Mr Speaker — The question before the House is the Motion moved by the Law Minister for leave to introduce "The Tripura Land Revenue And Land Reforms (Third Amendment) Bill, 1975 (Tripura Bill No, 2 of 1975)

As many as are of that opinion will please Say "AYES",

As many as are of contrary opinion will please Say "NOSE"

I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it

The leave to introduce the Bill is granted,

Mr. Secretary :—A Bill further to amend the 'Tripura Land Revenue And Land Reforms Act, 1960,

Mr. Speaker :—Now, I would call on the Hon'ble Law Minister to move his motion to introduce 'The Tripura Land Revenue And Land Reforms (Third Amendment) Bill. 1975, Tripura Bill No, 2 of 1975),

Law Minister (M. R. Nath) :—

Mr. Speaker :— Sir, I beg to move 'that the Tripura Land Revenue And Land Reforms (Third Amendment) Bill, 1975, Tripura Bill No, 2 of 1975), ' be introduced,

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by the Law Minister—that 'The Tripura Land Revenue And Land Reforms (Third Amendment) Bill, 1975 (Tripura Bill No, 2 of 1975),' be introduced,

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOSE'
I think 'AYES' have it 'AYES' have it

'AYES' have it,

The Bill is introduced,

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Mr. Speaker :—Next Business of the House is Private Member's Resolution, First I shall take up the following resolution of Shri Ajoy Biswas moved on 11-10-74 during the .7th Session of the Assembly, that 'This Assembly of opinion that an Assembly Committee be set up to lay down the basic principles which should be followed by the Government of Tripura in matters of transfer & posting of government employees,

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার অজয় বিশ্বাস আজকে অনুপস্থিত। তাই যে কোন মেম্বার এই রিজলিউশনের উপর আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, অজয় বাবু গতকালকেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—হ্যাঁ, আমি এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার এখানে কি চাকুরী ক্ষেত্রে কি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে যে নীতি মেনে চলছেন সেটা সুষ্ঠ নীতি নয়। তাই মাননীয় সদস্য অজয় বাবু এখানে যে অ্যাসেম্বলী কমিটী

মিঃ স্পীকার :—অ্যাসেম্বলী কমিটী আলোচনা করে ঠিক করেছেন যে এই রিজিলিউশনের জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয়া হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা —অ্যাসেম্বলী কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব আমি যে জিনিষটা দেখছি সেটা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে কিংবা ট্র্যান্সফারের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সরকারী দপ্তর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। এবং তার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছেন। এবং শিক্ষক-কর্ম্মচারীরা যখন তাদের ন্যায্য সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করেন সেখানে আমরা দেখেছি আন্দোলন যারা করেন, এবং যারা আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং এই আন্দোলনের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দেন কিংবা নেতৃত্ব স্থানীয় লোকদের উপর

ট্র্যান্সফারের খড়্গটা বেশী ঝুলে পড়ে। এই জিনিসটা কেবল বর্তমান কালে নয়। সর্ব সময়েই এটা ঘটে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি যে যখনই শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের দাবী দাওয়া পেশ করছেন ঠিক তখনই দেখা গেছে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি না করে বর্তমান সরকার তাদের বেতন ভাতা কমানোর ষড়যন্ত্র করছেন। তারা তাদের কথা যখনই তুলে ধরেছেন ঠিক তখনই তাদের উপর দমন পীড়নের খড়্গটা ঝুলানো হয়। এই ধর্মঘটের যারা নেতৃত্ব করছেন, বিভিন্ন কমিটির সেক্রেটারী যারা রয়েছেন তাদের ট্র্যান্সফার করা হচ্ছে অম্পি, সাব্রুম প্রভৃতি জেলায়। ট্র্যান্সফারের নিয়ম কি সেটা প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। যখনই কাউকে ট্রান্সফার করা হবে কি নিয়মে তাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। যাকে বদলী করা হচ্ছে দেখতে হবে কোন সাব-ডিভিশানে তার ঘর বাড়ী আছে। সেই সাব-ডিভিশানের মধ্যেই তাকে রাখা উচিত। কিন্তু তা দেখে ইনডিসমেন্টেলী একজনকে যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে ট্র্যান্সফার উচিত নয়। যার ফলে আমরা দেখছি ট্র্যান্সফার সম্পর্কিত কোন নীতি এই সরকার এখনও গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ ঐ নীতি গ্রহণের জন্য শিক্ষক কর্মচারীরা বার বার আবেদন জানিয়েছেন। তারা তাদের দাবী জানিয়েছেন। অথচ ট্র্যান্সফারের কোন নীতি, নিয়োগের কোন নীতি, কোন সুষ্ঠু নীতি আজ পর্য্যন্ত গঠিত হয় নি। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা আরো দেখলাম। যেমন বদলীর ক্ষেত্রে এক জায়গার লোককে অন্য জায়গায় বদলী করা হচ্ছে। এই বদলীর ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু নিয়ম নেই। এবং ধর্মনগর, সাব্রুম এবং অম্পি প্রভৃতি জায়গায় বদলী করা হচ্ছে। এই রিসেন্টলী, কিছু দিন আগেও সাব্রুমে যারা নেতৃ স্থানীয় লোকদের সেখান থেকে বাইরে বদলী করা হয়েছে। আমরা দেখেছি নিযুক্তির ক্ষেত্রেও কোন নীতি নেই। নিযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি এটা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির বেলায় এবং যারা আমরা আছেন তাদের নিজেদের স্বার্থে নিয়োগ করে যাচ্ছেন। বার বার এই জিনিসগুলি দেখা যাচ্ছে। তাই একটা সুষ্ঠু নীতি পোষ্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রণয়ণ করার প্রয়োজন আছে। এখানে প্রস্তাবে বলা হয়েছে এ্যাসেম্বলী কমিটি গঠন করা হোক। এ্যাসেম্বলী কমিটি গঠিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ্যাসেম্বলী কমিটি গঠিত হলে পরে এ্যাসেম্বলীর সদস্যগণই এই কমিটির মেম্বার হবেন। তাঁদের একটা নির্দিষ্ট প্রিন্সিপল থাকবে। এসব কি নিয়ম নীতি তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন সেটা ভাল ভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখবেন। সুনির্দিষ্ট নীতি যদি এই সব ব্যাপারে পালন না করা যায় তাহলে আমরা দেখব যে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা এই জিনিষগুলি বার বার করে যাবেন। আজ যে কর্মচারীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন সেখানে সেই দমন পীড়ন নীতি চলবে। এবং এই দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারীরা তাদের দাবী দাওয়া পেশ করেছেন। তারা আবেদন করেছেন। কিন্তু এই সব করে তারা দেখেছেন যে কিছু হয় না। এখন তারা দেখছেন যে ধর্মঘট ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। তাই তারা আজকে লাগাতর ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হচ্ছেন। আজকে কেন লাগাতর ধর্মঘট হচ্ছে? সরকারের সেটা উপলব্ধি করা উচিত। উপলব্ধি করে যাতে এই ধর্মঘট এড়ানো যায় তার চেষ্টা করুন। তার জন্য আপনারা আলোচনায় বসুন। সময় এখনও আছে। কাজেই কর্মচারীদের এই যে ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রাম এটাকে এই দিক থেকে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। এই সরকার যদি এটাকে দমন পীড়নের দিক

দিয়ে মোকাবিলা করতে চান তাহলে আমি বলতে পারি সে পথ সুষ্ঠু পথ নয়। স্যার, আমি ঐ প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে আজকে কর্মচারী সমাজের প্রতি যে মনোভাব দেখানো প্রয়োজন ছিল সেইটা দেখানো হয় নাই। কাজেই যে কমিটি গঠন করার প্রস্তাব এসেছে সেই কমিটিটা গঠিত হোক এবং সেই কমিটিতে কে কে থাকবে সেইটা এসেম্বলিতে ঠিক করা হোক। এই কমিটি কর্মচারীদের ট্রেন্সফার বা পোষ্টিং এর কি নীতি হবে সেইটা ঠিক করে দিবে। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীঅজয় বিশ্বাস যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং আমি অনুরোধ করছি যে এই এসেম্বলির সদস্যদেরকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হোক এবং তারা ট্রেন্সফার এবং পোষ্টিং এর একটা সুষ্ঠ নীতি নির্দ্ধারণ করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে শাসক গোষ্ঠী কর্মচারীদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য যে সমস্ত পথ আছে এবং যারা শাসক গোষ্ঠীর হুমকিকে স্বীকার করতে রাজী না তাদেরকে কি শাস্তি দেয়া যায় এই সম্পর্কে তাদের একটা নিজস্ব সম্পত্তি এইটা হলো কর্মচারীদেরকে যদৃচ্ছভাবে নিজেদের খেয়াল খুশীমত ট্রেন্সফার করা। এইটা কোন সুষ্ঠু নীতির ভিত্তিতে করা হয় না। আমরা দেখেছি এমন কর্মচারী ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন যারা বছরের পর বছর ৫ বছর থেকে ৬ বছর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রেন্সফার হতে পারছেন না। কারণ তিনি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর নীতির সঙ্গে নিজের নীতি মিলাতে পারছেন না। অতএব তাকে শাস্তি দিতে হবে। যার ফলে দেখা যায় ত্রিপুরার অরণ্য অঞ্চল, দূরবর্ত্তী অঞ্চল সেই সব জায়গাতে তাকে বার বার ট্রেন্সফার করা হয়েছে সেইটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আর পাশাপাশি দেখা যায় যারা মন্ত্রীদের সঙ্গে দহরম মহরম করেন, তাদের কথাবার্তায় তারা অন্যায় অবিচার যা করেন তাতেই তারা আনকণ্ডিশনেলি সাপোর্ট দিয়ে যান, তারা অনেকটা জামাইর মত দিনের পর দিন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বহাল তবিয়তে আছেন। এমন ঘটনা বহুত আছে ১৪/১৫ বছর পর্য্যন্ত সদরে আছেন, আগরতলায় আছেন তাদের কোন ট্রেন্সফারের প্রশ্ন আসে না। আবার একটা কর্মচারী যে হয়তো চাকুরীর প্রথম দিক থেকে রাইমাশর্মার অরণ্য অঞ্চলে আছে দীর্ঘদিন যাবত বহু আবেদন নিবেদন করেছেন তার কেজটা বিবেচনা হচ্ছে না। ট্রেন্সফার হতে হলে কি করতে হবে যৌথ কর্মচারী সমিতি করতে হবে যেটাতে উপমন্ত্রী আছেন তার সংগে থাকতে হবে এবং তার কথামত যদি রাত্রিতে গোপনে বৈঠক করে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম ষড়যন্ত্র করা যায় তাহলে রাইমাশর্মা অরণ্য অঞ্চল থেকে তিনি সুর সুর করে সদরে চলে আসতে পারেন আগরতলা শহরে থাকতে পারেন এমন কি তাকে হেডমাষ্টার পোষ্টে পর্য্যন্ত প্রমোশন দেওয়া যায়, আমি প্রসংগত কথাটা বললাম। কাজেই এই কর্মচারীদেরকে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য তাদের কোন নীতির প্রশ্ন নেই যারা তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন তাদের তার নীতির কথা বলেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই ট্রেন্সফারের অস্ত্রটা ব্যবহার করা হয় এবং এই মন্ত্রীসভা ভাত দিতে পারছে না অথচ কিল মারার গোসাই। ওরা যখন বলে যে বেতন ভাতা বাড়াও

আমার নূন্যতম মজুরী দেওয়া হোক এবং দিনের পর দিন যখন ওরা আবেদন নিবেদন করে আন্দোলনে যায় তখন এইটা ওদের কাছে খারাপ লাগে, ওরা তখন হয়ে যায় দেশদ্রোহী, ওরা তখন হয়ে যায় আইন শৃঙ্খলা ভংগকারী ওদের বিরুদ্ধে তখন যে কোন আক্রমণ গ্রেফতার সব কিছু ব্যবহার করা যায়. ডাইরেক্ট অভিযোগ জানাতে গেলে ওদের চোখে তখন বালি পরে। আর পাশাপাশি যারা ওদেরকে তোয়াজ করে চলে ওদের কথামত চলে তাদের দালালী করতে পারে তারা বেশ আরামেই আছে। কাজেই আমি একটা বক্তব্য রাখতে চাই যে এমন একটা কমিটি গঠিত হোক এই কমিটি অন্ততঃ পক্ষে এই রাজ্যের যারা কর্ম্মচারী ৩০ হাজার কর্ম্মচারী আছে যারা এই প্রশাসন চালাচ্ছে তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে এই প্রশাসন চলতে পারে না কিন্তু শাসক গোষ্টীর সেই দিকে কোন খেয়াল নেই। কারণ তারা ওটাতে ইন্টারেস্ট দেখতে পান। ইন্টারেস্ট হলো তার যে শোষণ নীতি, অত্যাচার এইটার যে কোন দিক থেকে যদি আঘাত আসে কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন হয়তো সেখানে মজুতদার ও জুতদার যারা আছে তাদের যে ইন্টারেস্ট টাকা পয়সা সেইটা কমাতে হবে সেই জন্য আমরা দেখি দুই কোটি টাকা কর্ম্মচারীদের বেতন ভাতা বাড়ানোর জন্য সেই টাকা ফেরত যায়। কিন্তু কর্মচারীদেরকে ঠকানোর জন্য যে পুলিশ ফোর্স সেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এর মধ্যে শাসক গোষ্টীর পলিসি হচ্ছে যারা আন্দোলন করে, যারা বাঁচার কথা বলে তাদেরকে সহ্য করা যাবে না তাদেরকে যে কোন রকমভাবে শাস্তি দিতে হবে এবং তাদেরকে শাস্তি দিতে গিয়ে তাদের যে বড় অস্ত্র ট্রেন্সফার সেইটাকে প্রয়োগ করা হয়। এবং এই করে গত ২৭ বছর একটার পর একটা ইতিহাস তারা তৈরী করে চলেছেন এবং সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা সেই-টাকে সবচেয়ে জঘন্যভাবে ব্যবহার করেছে। তার একটা মন্ত্রীকে লাগাম ছাড়া করে দিয়েছে। তার কোন কাজ নেই। তার একমাত্র কাজ তুমি কেবল সংগঠন কর দালাল খোজে বের কর এবং তাকে এমন একটা মিনিসট্রিতে তাকে নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের মধ্যে যেখানে একটা বিগেস্ট অংশ যেখানে আছে সেখানে ভয় দেখানো যায়, দালাল বানানো যায় সেই চেষ্টা করছে। তারফলে দেখা যায় যে কোন সময় ট্রেন্সফারের নোটিশ চলে আসে কারণ সে নাকি মন্ত্রীর পছন্দ নয়। কাজেই অজয় বিশ্বাস যে প্রস্তাব এনেছেন যে একটা সুষ্ট কমিটি গঠন করা হোক যেখানে এসেম্বলির সদস্যরা থাকবেন, যারা এই রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি সেইটা নয়। ঐ যে আমলা যে প্রমোশনের জন্য মন্ত্রীদের পা টিপে দেয়, তাদের কথামত সেই ট্রেন্সফার পলিসি নির্ধারিত হবে। কাজেই আজকে এই আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে সেই বৃটিশ পদ্ধতিতে তখনকার দিনে আই, এ, এসরা ইংরাজকে রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করতেন সেইটাকে নূতনভাবে ভারতবর্ষের যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এতে এই আমলারাই হয়েছেন মন্ত্রীদের অর্থাৎ রোলিং পার্টির সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর। কাজেই তাদের দ্বারা ট্রেন্সফার নীতি নির্ধারিত হবে না কারণ যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, যারা বিভিন্ন এলাকার প্রোসেস জানেন কোন স্কুলে কোন মাষ্টারটা থাকা দরকার কোথায় তাকে ট্রেন্সফার করলে কি হতে পারে সেইটা তারা বুঝেন অনেক বেশী। এই রাজ্যের মধ্যে যেটা আই, এ, এস বডি তারাই কর্মচারীদের মধ্যে নানাভাবে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। যার ফলে আজকে ত্রিপুরার

৩০ হাজার কর্মচারী নিরুপায় হয়ে তারা আজকে লাগাতরের দিকে পা দিয়েছে। সেই একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে নয়, অন্যান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ জমা হয়েছে এবং তা আজকে ১৯শে মার্চে তা বিষ্ফুরিত হতে চলছে। কাজেই শাসক গোষ্ঠী যে পাপ করেছেন তার ফল আজকে প্রশাসনের যারা ছিল এই সরকারের লেটোয়া কর্মচারী যাদের দরখাস্তের লিখা থাকত ইউরস ফেতফুল বিশ্বস্ত কর্মচারী তারাই আজকে অবিশ্বাসের কারণ হয়ে পরেছে। তারা আজকে শাসক গোষ্ঠীকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ কর্মচারীদের তারা আত্মাক বিকৃত করছে এই শাসক গোষ্ঠী। এই ৩০ হাজার কর্মচারীর তাদের প্রত্যেকের পরিবারে যদি ৫ জন করে লোক সংখ্যা ধরা হয় তাহলে দেড় লক্ষ মানুষ আজকে এই সরকারকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজকে যে প্রস্তাব এসেছে নানাদিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে শাসক গোষ্ঠীর ট্রেজারী বেঞ্চের একটা সুষ্ঠু বদলী নীতির জন্য এসেম্বলীতে একটা কমিটি গঠিত হউক এই বলে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাসের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—ডেপুটি মিনিষ্টার শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের সপক্ষে বলতে গিয়ে মাননীয় দুই জন সদস্য সুষ্ঠু বদলী নীতি সম্পর্কে যে কমিটি করা হবে সেই বদলী নীতির একতিয়ারকে আজকে উরা এমন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন যেখানে আজকে কর্মচারীদের আন্দোলনের সাথে এর সংশ্রব খুব কম। কর্মচারীরা যখন আজকে আন্দোলন করছে তাদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য তখনই এই প্রশ্নটাকে সামনে তুলে ধরবার জন্য এসেম্বলীতে আলোচনা করবার জন্য এই বদলী নীতির কথাটাকে আলোচনা করতে এসেছেন। যেহেতু প্রস্তাবের মধ্যে এই বিষয়টি নেই—সুতরাং এই সম্পর্কে আজকে কর্মচারীদের আন্দোলনের যে কথা বলা হচ্ছে সেই সম্পর্কে বলছি। কর্মচারীদের যে কাজের জন্য তাকে নিয়োজিত করা হয় সেই কাজ যদি এক জায়গায় না থাকে, কি এর অফিসের মধ্যে না থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার থাকে তাহলে স্বভাবতই তার একটা বদলীর বিধান আছে। বদলী হয়ে থাকে এই প্রসংগে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সমস্ত কর্মচারীরা তাদের দাবী দাওয়ার জন্য আন্দোলন করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য।

তাদের ভিকটিমাইজ করার জন্য তাদের বদলী করা হয় এই কথা যথার্থ নয়। যদি এই কথা যথার্থ হত তাহলে যে সমস্ত কর্মচারী আন্দোলন করছেন তারা দীর্ঘদিন যাবৎ—তারা যে জায়গায় থাকলে তাদের সব চেয়ে সুবিধা হয় এই সহরের বুকে তারা সেখানেই রয়েছে তাদের বদলী করা হয়নি। সুতরাং বদলী নীতি প্রসংগে প্রথমেই যে কথা বলা হয়েছে আজকে কর্মচারী আন্দোলনের সংগে সেই প্রসংগ আসে না। তাতে যে কথা বলা হয়েছে যে কর্মচারীদের ভিকটিমাইজ করা হচ্ছে—যদি তাই হত তাহলে যে সমস্ত কর্মচারী আন্দোলন করছেন তারা দীর্ঘদিন যাবত তাদের সবাইকে অন্যান্য জায়গায় অনবরত ট্রান্সফার করা হত। কিন্তু

তারা বহাল ভবিষ্যতেই এখানে আছেন। তারা তাদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছেন সেজন্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করছেন না। এমন কতগুলি চাকরী রয়েছে যে চাকরীগুলি গ্রামে গ্রামান্তরে—যেমন ধরুন ভি, এল, ডাবলিও ইত্যাদি—তাদের চাকরী সহরের জন্য নয় তাদের পোষ্টিং সহরে হতে পারে না। সুতরাং স্বভাবতই তারা দুর্গম এলাকায় থাকবে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে থাকবে এবং একজন কর্মচারী শিক্ষক এক জায়গার মধ্যে থাকতে পারে না। এমন কিছু কর্মচারী রয়েছে যারা গ্রাম শাসনের সংগে যুক্ত থাকেন তখন তাদের সংগে জনসংযোগের জন্য জনসংযোগ যাতে ভাল হয় এবং জনসাধারণ তাদের অনেক ক্ষেত্রে পছন্দ করেন। সুতরাং তারা হয়ত কিছু দীর্ঘদিন এক জায়গার মধ্যে থাকতে পারেন। এমন কতগুলি ক্ষেত্র দাঁড়ায় যেখানে জনসাধারণের সংগে সম্পর্ক যে কোন কারণেই হউক ভাল হয় না সুতরাং প্রশাসনিক কাজ সেখানে ব্যহত হয় এই জন্য প্রয়োজন হয় সেইসব কর্মচারীদের সেখান থেকে জনসাধারণের প্রয়োজনে তাদের ট্রান্সফার করা। এই কথা সত্যি নয় যে উদের ভিকটিমাইজ করার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের বদলী করা হয়। তার কারণ বদলী করার অর্থ শাস্তি নয়। চাকরীর নিয়মানুযায়ীই সে বদলী হবে। বদলী করা আর শাস্তি দেওয়া এক কথা নয়। সুতরাং যে কথা এখানে বলা হয়েছে যে কর্মচারীদের শাস্তির পরিকল্পনা নিয়ে বদলী করা হচ্ছে তা নয়। এমন কতগুলি কাজ রয়েছে যে কাজগুলি কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির ঐ কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন এবং যে যে জায়গায় সেই কাজগুলি রয়েছে সেই কাজগুলি তারা করেন—যেমন কোন একটা স্কুলের মধ্যে সাবজেক্ট টিচার, সায়েন্স টিচার থাকেন যেখানে সায়েন্স সাবজেক্ট নেই সেখানে তাকে ট্র্যান্সফার করার প্রশ্ন আসে না। সুতরাং যে জায়গায় তার অভাব হয় স্বভাবতঃই তাকে অন্যত্র ট্র্যান্সফার করা হতে পারে। এই জন্য এই প্রশ্ন আসে না যে উদের শাস্তি দেওয়ার জন্য—উরা দাবী দাওয়ার জন্য যে আন্দোলন করে সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ট্র্যান্সফার করা হয় এই কথা সত্যি নয়। তার কারণ—তাছাড়াও এমন কিছু কাজ রয়েছে যে কারণে বদলা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। আর এই কথাটা যারা দাবি দাওয়ার জন্য আন্দোলন করে তাদের ট্র্যান্সফার করা হয় আর যারা এই আন্দোলনের সংগে সামিল হয় না তারা যদি ট্র্যান্সফার না হত তাহলে এই সব অভিযোগের যৌক্তিকতা থাকত। কিন্তু তারা আন্দোলন করে না আন্দোলনের সংগে কোন সম্পর্ক নাই তারাও ট্র্যান্সফার হচ্ছে। সুতরাং আন্দোলন আর ট্র্যান্সফারের সংগে কোন যোগাযোগ নেই। আজকে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে এই জন্য আজকে কর্মচারীর মধ্যে তাদের দাবী দাওয়ার জন্য কিছু কিছু অসন্তোষ দেখা দিয়েছে সেই অসন্তোষকে কাজে লাগানোর জন্য এবং এই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখে তাদের সেন্টিমেন্টে আঘাত করার জন্য এই সব কথা বলা হয়েছে। আর এর সংগে বদলা নীতির বাস্তবে কোন সম্পর্ক নেই। এই কথা জোরের সংগে বলা যায় কর্মচারী আন্দোলনের সংগে যারা যুক্ত আছে উরাও ট্র্যান্সফার হচ্ছে এবং যারা যুক্ত নাই তারাও কোথাও না কোথাও ট্র্যান্সফার হচ্ছে। সুতরাং একটা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে এটা হচ্ছে তাদের ভিকটিমাইজ করার জন্য নয় এই জন্য আমি মনে করি যে এই বিধান সভায় কোন কমিটি করার প্রয়োজন পড়ে না। যার জন্য বিচার বিবেচনা করা হবে। সুতরাং কর্মচারীদের মনে যে সব গ্রীভেন্স আছে সেগুলি সম্পর্কে তাদের এপয়েন্টিং অথরিটির কাছে সেইসব গ্রীভেন্সের সুরাহা হতে পারে এই জন্য কোন কমিটি করার প্রস্তাব আনার কোন প্রয়োজন নেই। এই বলে আমি প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now the discussion on the resolution is over. I am putting the resolution to vote. Now the question before the House is the resolution moved by Shri Ajoy Biswas that :—

"This Assembly is of opinion that an Assembly Committee be set up to lay down the basic principles which should be followed by the Government of Tripura in matters transfer and posting of Government employees".

(It was put to voice vote and lost).

Next Resolution is of Shri Jatindra Kr. Majumder. Now I would call on Shri Majumder to move his resolution.

"ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষায় অনগ্রসর (other backward classes of Tripura) সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে ত্রিপুরা সরকারের ও সরকারের grant-in-aid প্রাপ্ত স্কুল কলেজে বিনা বেতনে পড়া লেখার সুযোগ পায় এমন একটি সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ করার জন্য এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে"।

As the Hon'ble Member is absent, his resolution is falls through.

Next resolution is of Shri Bajuban Riyan. I would call on Shri Bajuban Riyan to move his resolution :—

"This Assembly requests the Government to set up, as early as possible, a University, a Medical College, seven Colleges and 30 High Schools in Tripura and provide adequate boarding facilities for the Tribal Students".

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাব আমি মুভ করছি এবং আবার পড়ে শোনাচ্ছি—"This Assembly requests the Government to set up, as early as possible, a University, a Medical College, seven Colleges and 30 High Schools in Tripura and provide adequate boarding facilities for the Tribal students.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের রাজ্য পূর্ণরাজ্য হয়েছে। অথচ আমাদের ত্রিপুরার জনজীবনে অর্থ নৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে পড়ে আমরা দেখি যে আমরা আগের থেকে অনেক গরীব হয়ে গেছি এবং সেই গরীবের সংখ্যা গ্রামেই বেশী। এবং সেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বর্তমানে যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে এই অবস্থাতে অনেকই পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। কারণ আমাদের এখানে এখনও ইউনিভার্সিটি নেই। ইউনিভার্সিটি না থাকাতে আমরা অন্য একটা রাজ্যের আণ্ডারে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এখন আমাদের থাকতে হচ্ছে পশ্চিম বংগের আণ্ডারে। আপনারা জানেন পশ্চিম বংগে কি অবস্থা। আপনারা জানেন সেখানে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। সেদিনও আপনারা পত্রিকায় দেখেছেন যে নকুল দাস নামে একটা ছেলে পশ্চিম বংগে ল' পড়তে গিয়েছিল। তাকে সেখানে গুণ্ডারা ধরে মেরেছে। শুধু নকুল দাস নয়, সেখানে অন্যান্য যারা পড়তে গিয়েছে সবারই একই অবস্থা। পশ্চিম বংগে যে অবস্থা সেখানে তারিখ মত পরীক্ষা হবে কি হবে না, পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারবে কি পারবে না তার কোন ঠিক নেই। পশ্চিম বংগে যে তারিখে পরীক্ষা হবে সেই তারিখে আমাদের ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হবে, সেখানে যদি পরীক্ষার তারিখ বাতিল হয় তাহলে এখানেও পরীক্ষার তারিখ বাতিল হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। আপনারা জানেন স্যার সেখান থেকে অনেক সময় মার্কস শীট অনেক ছেলেই পায় না বা অ্যাডমিট কার্ড সময় মত আসে না। এটা একটা প্রতিদিনের ঘটনা। এখন পরীক্ষা চলছে। তাই সেই অসুবিধাটাকে দূর করার জন্য আমি চাই যে অবিলম্বে আমাদের ত্রিপুরাতে একটা ইউনিভার্সিটি করা হোক। আমাদের গ্রামের ছেলেরা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর অনেকেই কলেজে যেতে পারছেন না। বর্তমানে ত্রিপুরার ১০টা সাবডিভিশনের মধ্যে মাত্র তিনটা সাবডিভিশনে কলেজ আছে। এর মধ্যে শুধু আগরতলাতে কলেজের সংখ্যা বেশী। কিন্তু আগরতলা ছাড়া বাকী সব কয়টাতে ভর্তি হওয়ার জায়গা পাচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। তাই আমি দাবী করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে অন্তত একটা করে কলেজ আপনারা খুলুন। বিশেষ করে উদয়পুর সাব-ডিভিশনের পক্ষ থেকে অনেক দাবী উঠেছে এবং অ্যাসেম্বলীতে অনেক বলা হয়েছে এবং খোয়াই কলেজ করার অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি গেল কোথায়? তাই আমি আবার হাউসের কাছে রিকোয়েষ্ট করছি যে ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমায় অন্তত: একটা করে কলেজ করতেই হবে।

আর আমাদের এখানে হাই স্কুলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আগরতলা এবং বিলোনীয়া ছাড়া আর কোন সহরে বেশী হাই স্কুল নাই। অন্যান্য মহকুমা টাউনে কম। বেশীরভাগ গ্রামে হাই স্কুল নাই বললেই চলে। সদরের উত্তর দিকে যদি দেখি তাহলে কাতলামারা ছাড়া অন্য জায়গায় কোন হাই স্কুল নাই। আমরা দেখি সিনিয়ার বেসিক পাশ করার পর গ্রামের ছেলেদের শহরে আসতে হয় এবং শহরে তাদের কোন হোষ্টেল নেই এবং ঐ ছেলেরা যদি তপশীল জাতিভুক্ত হয় বা তপশীল উপজাতিভুক্ত হয় তাহলে মুষ্টিমেয় যে কয়টি বোর্ডিং আছে তাতে থাকতে পারবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয় তাহলে তো কোন উপায় নাই, তাদের জন্য হোষ্টেলে কোন জায়গা হবে না। মানে তাদের পড়াশুনা ঐ পর্য্যন্ত শেষ। অর্থাৎ আট ক্লাশ পাশ করেই তাদের পড়াশুনা শেষ। হাইস্কুলে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ তাদের থাকছে না। যাদের পয়সা আছে তারাই শুধু সেখানে পড়াশুনা করতে পারছে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই হাই স্কুলের ক্ষেত্রে যে কত গুলি নিয়ম আরোপ করা আছে সেগুলি শিথিল করে আরও হাই স্কুল করতে হবে। এখন যে নিয়ম আছে তাতে একটা হাইস্কুল করতে গেলে সরকারকে জমি দিতে হবে, কিছু মাষ্টার নিয়োগ করে দিতে হবে, টাকা দিতে হবে, তারপর স্কুল হবে। এই হচ্ছে সরকারের বর্ত্তমান ব্যবস্থা। কিন্তু গ্রামে যেখানে লোকে খেতে পায় না, আটারমুড়ার মত জায়গায় যেখানে তারা খেতে পায় না, দশদা, গণ্ডাছড়া এলাকায় যেখানে তারা খেতে পারছে না সেখানে তারা কিভাবে ঐ সমস্ত শর্ত্ত পূরণ করে স্কুল করবে। কিন্তু এই সরকার কি এটাই চান যে শহরের ছেলেরাই শুধু লেখাপড়া শিখুক আর গ্রামের ছেলেরা চুপ করে বসে থাকুক? যদি তারা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ না করতে পারে তাহলে তাদের চাকুরী দিতে হবে না, বেকার ভাতা চাইতে পারবে না. সংবিধান মত তারা দাবী করতে পারবে না। এইটুকুই কি তারা বলতে চায়? তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করব আগামী আর্থিক বছরে অন্ততঃ আরও তিনটি হাই স্কুল খোলে গ্রামের যারা ছেলে মেয়ে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেবেন। আর আমাদের ত্রিপুরাতে তপশীলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু বোর্ডিং করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কি দেখি? যেমন আগর-তলা কলেজ বোর্ডিং এর অবস্থা। সেখানে জায়গা খুব কম এবং সেখানে প্রায়ই গোলমাল লেগেই আছে এবং সরকারী পলিসির জন্য গোলমাল লেগেই আছে। তার ফলে তারা সেই হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে পারছে না। সেজন্য আমরা দেখি খোয়াইএর এবং বিলো-নীয়ায় অনেক ছেলে এবং বিভিন্ন জায়গায় ট্রাইবেল ছেলেরাও হোষ্টেলে থাকতে না পেরে অনেক কষ্ট করে তারা বাসা ভাড়া করে থাকে। বাসা ভাড়া করে থাকলে পরে বাড়ী থেকে চাউল আনতে হয়। সেই পারমিশান পাবে না, ফলে সে চাল আনতে পারবে না। এখানে চাল কিনে খাওয়া মানে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা করে কিনে খাওয়া। মানে একটা ছেলের পেছনে অন্ততঃ মাসে দুই'শ টাকা খরচ করতে হয়। খুব কম সংখ্যক অভিবাবক সেটা করতে পারছেন। সরকার স্টাইপেন্ড দেন ঠিকই কিন্তু সেই ষ্টাইপেণ্ডটা পায় কখন? আমরা জানি স্যার, কোন ছেলেই এই শিক্ষা বৎসরে ষ্টাইপেণ্ড পায় নি। তার মানে কি মাসে মাসে যারা দুই'শ টাকা করে দিতে পারবে তাদের ছেলেরাই পড়াশুনা করবে আর বাকীরা? তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। তাই আমি দাবী করছি যে আমাদের হোষ্টেলের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং হোষ্টেলের অব্যবস্থা দূর করতে হবে এবং সেখানে কোন গুণ্ডা ছাত্র

আশ্রয় যাতে না পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা জানি কলেজের দুই নম্বর হোষ্টেল থেকে সুরু করে প্রায় হোষ্টেলেই গুণ্ডা রাখা হচ্ছে এবং সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে স্যার। শুধু কলেজে নয়, স্কুলেও কতগুলি জায়গাতে বোর্ডিং আছে এবং বোর্ডিং এর এমন একটা অবস্থা, প্রায় বোর্ডিং ঘরই এক একটা সিনেমা হলের মত হল ঘর। আলাদা কোন রুম নাই, অনেক হোষ্টেলই নাই এবং যার ফলে ছাত্রদের মধ্যে গল্প গুজব অনেক বেশী হয়, পড়াশুনা কমই হয়। জানিনা আজকাল ছাত্রদের একটা প্রবণতা বেড়েছে, তারা নকল করে পাশ করবে। পড়াশুনা হয় না, তাই নকল করে পাশ করে।

তাই আমি দাবী করছি আমার ত্রিপুরা শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য উপজাতি এলাকায় বিশেষ করে গ্রামে যাতে শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া হয় সেজন্য আমাদের এখানে বেশী সংখ্যায় স্কুল কলেজের ব্যবস্থা করুন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবন রিয়াং যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, সেটা আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরায় ইউনিভার্সিটি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটা নূতন করে বলার দরকার নেই। কেন প্রয়োজন? কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অবস্থা চলছে, আজকে ১৯৭৩ সনের এম, এ, পরীক্ষা হয়নি, জুনের শেষে ১৯৭৪ সনে যেটা হওয়ার কথা ছিল, সেটা দুই দুই বার পিছিয়ে গেছে, ১৯৭৩ সনের এম, এ, পরীক্ষা আজও হয় নি। পরীক্ষা হলে তার রেজাল্ট কবে বেরুবে তার কোন ঠিক নেই। এমন একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিষটা দেখতে পাচ্ছি—যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদই বলুন আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই বলুন, তার জন্য আমার ত্রিপুরার ছাত্রদের ভুগতে হচ্ছে। ত্রিপুরাকে ঐ সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ায় আজকে ত্রিপুরার ছাত্রদের ঐ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেই অবস্থাটাকে দূর করার কোন প্রচেষ্টা ত্রিপুরা সরকারের নেই। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কথা আমরা বহুবার শুনেছি, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস এবং ইউনিভার্সিটী এক জিনিষ নয়। আর সেই জিনিষটা কি করে হয় স্যার? ইউনিভার্সিটি না করে কি করে ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস হয়, এই অবস্থাটা লক্ষ্য করার মত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিল পাশ করেও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না তাও আমরা জানতে পারছি না। আর আজকে দেখতে পাচ্ছি যে তাঁরা ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস করে ফেলছেন এবং তার থেকে ধীরে ধীরে ইউনিভারসিটি হবে, সেই জিনিষটা মোটেই পরিষ্কার হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজন কি করে মেটানো যায়, সেই দিকে সুষ্ঠু দৃষ্টি যে দেওয়া প্রয়োজন ছিল, বর্ত্তমান সরকার তা দিচ্ছেন না।

মেডিক্যাল কলেজের কথা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন, প্রি মেডিক্যাল কোর্স ফাষ্ট ইয়ার যারা পাশ করেছিল, প্রথম বৎসরে তার মধ্যে ১৩/১৪ জন মেডিক্যাল কোর্স বাইরে পড়ার চান্স পায় নাই এবং এর পরবর্তী বছর যারা পাশ করল তারা কোথায় গেল, তাদের অবস্থাটা কি হল, তাদের পড়াশোনার সুযোগটা কোথায় করে দেওয়া হচ্ছে, সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। বাইরে কয়জনকে কলেজে পাঠাতে পেরেছেন এবং কতজনকে পাঠাতে

পারবেন এবং প্রথম ব্যাচের যারা রয়ে গেল, তাদের মধ্যে কতজনকে পাঠাতে পারবেন কিনা, সেই সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি তাঁরা দিতে পারবেন ? কোন গ্যারান্টি নেই। কয়জনকে পাঠাতে পারবেনএবং কয়জনকে দিনের পর দিন, বছরের পরবছর বসে থাকবে সেকথা বলার তাঁদের অবস্থা নেই, এই অবস্থায় এসে তাঁরা পৌঁচেছেন। আমাদের ছেলে মেয়েদের কোথায় ওঁরা নিয়ে যাচ্ছেন স্যার দেখুন। আমাদের ত্রিপুরায় ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরায় যদি মেডিক্যাল কলেজ খোলা যেত তাহলে অন্ততঃ ত্রিপুরার বহু ছেলে মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ পেত। ডাক্তার পেতেও আমাদের অসুবিধা হত না। বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার নেই, ডাক্তারের অভাব আমরা সব সময়ে শুনে আসছি। অথচ সেই ডাক্তারের সংখ্যা কি করে বাড়ানো যায়, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ কি করে সৃষ্টি করা যায়, তার কথা তারা ভাবেন না, রাজ্যপালের ভাষণে তার ছিঁটে ফোটাও নেই আমরা যদি তার কিছু প্রয়াস দেখতাম, তাহলে বিশ্বাস করতাম তাঁদের কথা যে তাঁদের চেষ্টা আছে, কিন্তু সেই বিশ্বাস তাঁরা জন্মাতে পারছেন না। মুখে মাঝে মাঝে বললেই হয় না, হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করছি।

আমরা এই সংগে আরও দেখছি এখানে সাতটি কলেজের কথা প্রস্তাবে আছে আর আছে ৩০টি মাধ্যমিক স্কুলের কথা। সাতটি কলেজ বিভিন্ন বিভাগে করার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্যার অন্তত: মিনিমাম একটা দাবী এই হাউসে বারবার এসেছে যে তিনটি কলেজ আপনারা করুন—ধর্মনগর, উদয়পুর, খোয়াই এই তিনটি কলেজের জন্য মিনিমাম দাবী যেটা এসেছে, সেই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা কোনদিন এমন কথা বলেননি আমরা কলেজ করব অথবা করার চেষ্টা করছি, সেকথা কোনদিন তাঁরা বলেন নি। সেন্ট্রালাইজড করেছেন কোথায় ? সেন্ট্রেলাইজড করেছেন আগরতলায়। সমস্ত কলেজ সকাল থেকে রাত্রি অবধি সেখানে ক্লাশ চলে কিন্তু মফ:স্বলে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ধর্মনগরের ছেলে আজকে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন না, বহু ছেলে মেয়ে যারা কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। খোয়াইর ছেলে আজ পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছেন। অথচ ধর্মনগরের লোক আমরা দেখছি বারবার বলেছে আমাদের এখানে কলেজ দাও, সেই দাবা তাঁরা মেনে নেননি। যখন ধর্মনগর'এর মানুষ দাবী তুলে ধরেছে, তাঁরা মাঝে মাঝে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা দেখছি ব্যাপারটা কি করা যায়, কিন্তু এর পর আমরা দেখেছি কোন প্রয়াস বা কোন প্রচেষ্টা নেই। বেসরকারী উদ্যোগে তারা চেষ্টা করেছিল এবং অনেকটা তারা এগিয়েছিল কলেজ খোলার জন্য, জায়গা তারা জোগার করেছিল, সরকার থেকে সেই জায়গা কিনে নিতে পারতেন কিন্তু কলেজ করার সামান্যতম প্রচেষ্টা নেই তাঁদের। কাজেই তাদের কাছ থেকে আমরা কলেজ আশা করতে পারিনা। আর স্যার এর সংগে অন্যান্য যে বিভাগে কলেজ করার প্রয়োজন ছিল, সেটা হবে সেকথা আমরা আশা করতে পারিনা। বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ করার প্রয়াস নেওয়া হয়, কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগে নানাধরণের অপচেষ্টা এবং নানাধরণের যে অপকর্ম সেখানে দেখা দেয়, সেগুলিকে রোধ করার যে প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়াসও তাঁরা নেননা, সেই জিনিষটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়।

স্যার এই সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলের কথা উল্লেখ করছি, বহু ছেলে মেয়ে ভর্তি হতে পাচ্ছেন। যেমন কেবল অষ্টম শ্রেণীই নয়, নবম শ্রেণী এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে দেখুন

বহু ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার চান্স পাচ্ছেনা, স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে, বিশেষ করে ধর্মনগরের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি স্যার, সেখানে গার্লস্ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কি অবস্থা? সেখানে নয় শ' ছাত্রি আছে তাদের জায়গা নেই, ভর্তি করতে তাঁরা পারছেন না। বহু সংখ্যক ছাত্রী রয়ে গেছে। ওঁরা বলছেন যে মধুপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, কিন্তু সেখানে স্যার বহু ছেলে মেয়ে ভর্তি হয়েছে। ছেলে নিয়ে আর মেয়েদের নেওয়ার মত জায়গা থাকেনা। বেশীরভাগ স্কুলেই এই অবস্থাটা চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েদের বাড়ীতে বসে থাকতে হচ্ছে তাদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে সরকার পারছেন না। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন যে অনেক মেয়ে বাড়ীতে বসে আছে। এই সরকার সুষ্ঠুকোন পা্রকল্প নেন নি। কোন প্রিন্সিপল তাঁদের নেই, সেইজন্যই আজকে সেই ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছেনা। আমাদের ধর্মনগরের আশেপাশে অন্তত: চারটি স্কুলকে আপগ্রেড করার প্রয়োজন ছিল—হাই স্কুলে আপগ্রেড করার প্রয়োজন ছিল। যেমন নয়াপাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল, চন্দ্রপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল, কৃষ্ণপুর সিনিযর বেসিক স্কুল, কলাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল এইগুলিকে হাই স্কুলে উন্নীত করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য, সেইদিকে দৃষ্টি কোনদিন তাঁরা দেননি, আজ পর্য্যন্ত তার চেষ্টা তাঁরা নিচ্ছেন না। সেগুলিকে হাই স্কুলে পরিণত করার যথেষ্ট চান্স রয়ে গেছে এবং প্রয়োজনও রয়ে গেছে। জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে হলে যে সংখ্যক হাই স্কুল সেখানে করার প্রয়োজন ছিল তা তারা করছেন না। শুধু ধর্মনগরে নয়, সবজায়গায়ই এই অবস্থাটা আমরা দেখছি। ছেলেমেয়েদের আর্থিক সংগতির অভাবের দরুন, তাদের পক্ষে দূরে যেয়ে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। তাদের বাবা মাযের অবস্থা এমন নয় যে তাদের ছেলে মেয়েদের দূরে রেখে পড়াতে পারেন. কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা তাঁরা করে দিতে পারছেন না। সেই দায় দায়িত্ব কাঁর? সরকার তার দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করেন নি তাই মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে কলেজ এবং ৩০টি হাই স্কুলের দাবী সারা ত্রিপুরার জন্য করেছেন, সেই দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই দাবী উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে স্কুল করব, তার জন্য যে কণ্ডিশান ফুলফিল করার কথা, সেই কণ্ডিশান ফুলফিল করে নাই. সেই জন্য আমরা স্কুল করতে পারছি না, এই ধরণের কথা বলা হচ্ছে। প্রয়োজন যেখানে আছে, যেখানে সীটের অভাবে ছাত্ররা ভর্তি হতে পারছে না, সেখানে সরকারের উচিত ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী সীটের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আজকে মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু যে প্রস্তাব করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০টি স্কুল ১টি ইউনিভার্সিটি, ১টি মেডিক্যাল কলেজ, এবং ৭টি কলেজের জন্য সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টের জন্য এডিকোয়েট বোর্ডিংয়ের কথা বলা হয়েছে এটাকেও আমি সমর্থন করি। কারণ উপজাতিরা শিক্ষার সুযোগ প্রায় পাচ্ছে না। সীটের অভাবে তাদের বাইরে থেকে পড়তে হয়। জায়গা থাকে না। অবশ্য সার্টিফিকেট দিয়ে সীট পাওয়া অন্য কথা। কিন্তু আসন যেখানে নেই, সেই আসন বাড়াবার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না? বহু মাধ্যমিক স্কুল আছে, সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে যেখানে বোর্ডিং পর্য্যন্ত নেই। আরো অন্যান্য ফেসিলিটি আছে, তাদের স্কলারশীপ

দিতে হবে, তাদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকার তাদের আর্থিক দিকটা দেখছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করা হোক। এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে প্রস্তাবটি হাউসের কাছে রেখেছেন যদিও সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, তবুও এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করব কি না কিংবা বিরোধীতা করব সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কারণ কোন সনে এই স্কুলগুলি, কিংবা মেডিক্যাল কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি কিংবা কলেজগুলি স্থাপন করা হবে সেই সম্পর্কে তিনি কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এই রিজলিউশনে রাখতে পারেন নি। সেইটা ভ্যাগ রয়ে গেছে' এটাকে সমর্থন করব কিনা তা বুঝতে পারছিনা। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য অনগ্রসর, পিছিয়ে আছে এটা ঠিক নয়। এই বছরেও ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ৩টি কলেজকে আপগ্রেড করার জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে ১০টি স্কুলকে আপগ্রেড করার কথা আছে আমার যতটুকু জানা আছে। কিন্তু ৩০টি স্কুল কান সনে সরকারকে করতে হবে সেটা না থাকায় আমি সেটাকে ঠিক সমর্থন করতে পারিনা। আমরা গত অ্যাসেম্বলীতে আমাদের মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় উদয়পুর, খোয়াই এবং ধর্মনগরে কলেজ স্থাপন করার জন্য পিটিশন করেছিলেন। সেই পিটিশন আমরা পিটিশন কমিটিতে এ্যাক্সজামিনেশান করে দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সংকটের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিলোনীয়াতে কলেজে সাইন্স নেই, কমার্স নেই, অন্যান্য সুবিধা নেই, কৈলাসহরের কলেজে যেসব সাবজেক্টগুলি নেই সেই সব করার প্রস্তাব আমাদের পিটিশন কমিটিতে বসে আলোচনার মাধ্যমে নিয়েছি। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই পিটিশন কি আপনার কাছে পেশ করা হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সেটা আমি কথায় বলেছি। যে আমরা আলোচনা করেছি পিটিশন কমিটিতে বসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা ক্যান বী রিজেকটেড।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এটাকে উইড্র করতে হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সেটা আমি উল্লেখ করে বলেছি। মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। কোন সনে এই স্কুল কলেজগুলি স্থাপন করতে হবে তার কোন তিনি উল্লেখ করেন নি। তাই এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবন রিয়াং যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য এই দাবীটা ত্রিপুরার

শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিক্ষার সমস্ত সুযোগ সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে খুলে দেওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে। এই প্রস্তাবে এটা জনগণের জাতীয় দাবী প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বা শিক্ষার সুযোগ দানের ক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠি একটা অনমনীয় দৃষ্টি ভঙ্গী প্রতিফলিত হচ্ছে। আরও ৩০টা স্কুল খোলা হোক, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় চাই, মেডিক্যাল কলেজের দরকার আছে। গত বছর এই নিয়ে অ্যাসেম্বলীতে কোয়েশ্চান উঠেছে। উপজাতি বোর্ডিং চাই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি শাসক গোষ্ঠির এইদিকে নজর কম। দীর্ঘ ২৭ বছর একটা রাজ্য শাসন করার পরেও ভারতবর্ষে শিক্ষার হার, স্বাক্ষরতার হার ৩০ পারসেন্ট ক্রস করতে পারলো না। আর অন্যান্য জায়গায় আমরা লক্ষ্য করেছি ৫ পারসেন্ট থেকে স্বাক্ষরতার হার ১০০ পারসেন্ট পর্য্যন্ত হয়েছে। চীন, উত্তর ভিয়েতনাম তার প্রমান।

মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবন বাবু বলেছেন যে একজন ছাত্রকে পড়াতে খরচ পড়ে ২০০ টাকা, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ যারা জোতদার নয়, জমিদার নয়, ব্ল্যাক মার্কেটার নয় তাদের পক্ষে কি করে পড়ানো সম্ভব। তাদের পক্ষে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। আমরা দেখেছি যে সরকার থেকে বিভিন্ন গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের একটি কেলেণ্ডারে দেখেছিলাম ত্রিপুরাতে একটি মেডিকেল কলেজের সামনে সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা বসে আছে। তাজমহলের মত সুন্দর সেই কলেজ। এই কলেজ নিয়ে মন্ত্রীদের কি লাফালাফি। কিন্তু এক বছর পরে শুনলাম যে যারা ভালো ছেলে, যারা প্রি মেডিক্যাল পাশ করেছে, তারা ভারতের অন্যান্য জায়গায় মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ পায় না। আমাদের কলেজ এ্যাক্সটেনসান করানো হচ্ছে না। ওরা যখন মুখ্য মন্ত্রীর কাছে যায় তখন মুখ্যমন্ত্রী উপদেশ দেন তোমরা গিয়ে অনার্স নিয়ে বি, এ, পড়, সায়েন্স নিয়ে পড়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের ব্ল্যাক মার্কেটিং করার জন্য কোন উপদেশ দিয়েছিলেন কি না জানি না। আর সেকেণ্ডারী বোর্ডের কথা কি বলব ? এটা যে কবে হবে তার কোন ঠিক নেই। তবে বলা যায় যে এটা এখন হচ্ছে না। কিংবা এটি হবে কিনা সেটারও ঠিক নেই। আমরা দেখেছি যে সেকেণ্ডারী পরীক্ষার যে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা ১৯৭৩ সনে দিয়েছিল তার রেজাল্ট ১৯৭৪ সনেও বের হয়নি। তারা বুঝতে পারছে না এখন কি পাশ করেছে কিনা, কিংবা তাদের আবার নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে। এই আগরতলা সহরে বিজয় কুমার স্কুলে ৮ (আট)টি মেয়ের রেজাল্ট আউট হয় নি। যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রূপ ব্যবস্থা হয় তাহলে কি করে শিক্ষার অগ্রগতি হবে সেটাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আমি দেখেছি যে আমাদের তেলিয়ামুড়ার একটী ছেলেরও রেজাল্ট বের হয় নি। তাকে উপ-শিক্ষা মন্ত্রী শৈলেশ বাবু উপদেশ দিলেন তুমি যুব কংগ্রেসী কর তাহলে তোমার রেজাল্ট কোলকাতা থেকে আনিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই রেজাল্ট আনা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আটটি নাকি স্কুল করা হয়েছে সেকথা বলা হচ্ছে রুলিং পার্টির তরফ থেকে। সুতরাং যেখানে ৮।১০টি স্কুল হয়েছে সেখানে আরও কি ৩০টী স্কুল করা যায় না। এখন তো দশম ক্লাস হয়ে গেছে। এখন তো লেবরেটরির জন্য অর্থের দরকার পড়ে না। এবং লেবরেটরী লাগেও না।

এখন তো অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দিয়ে লেবরেটরি করতে হয় না, এখন দশম শ্রেণী হলেই হয়, যে কোন সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুল করা যায়। আমার বক্তব্য হলো যে এডুকেশনকে সম্প্রসারিত করুন তার জন্য যত রকম অপরচুনিটী দরকার তা আমাদের আছে। কাজেই এডুকেশনকে সম্প্রসারিত করে আরও হাইস্কুল কর, প্রত্যেকটা সাবডিভিশনের মানুষকে কলেজে পড়ার সুযোগ দাও, তখন ওরা বলে আমাদের আর্থিক সংগতি নেই। এইটা আমরা দেখেছি যে ফেসিষ্টবাদের কায়দাই এইটা। কারণ সে নির্ভর করতে পারছে না যে এ দেশের মানুষ যদি শিক্ষিত হয়, সচেতন হয়, এদেশের মানুষের যদি চেতনা এবং বোধ শক্তি বাড়ে তাহলে এদের জীবনের যে ক্রাইসিস, রাষ্ট্রের যে ক্রাইসিস সেই সমপর্কে তার স্পষ্ট ধারণা হবে। সে দেখবে কে তার শত্রু কে তার মিত্র পক্ষ এইটা হচ্ছে বুর্জোয়া সিষ্টেম। যে অর্থনীতির মধ্যে সে লালিতপালিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে, এই সিষ্টেমকে ভাংগবার চেষ্টা করবে। কাজেই সেই মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি তার চোখটাও খুলে যায় তাহলে সেই একটা অবাঞ্ছিত অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। আমরা এই বাংলাদেশের আন্দোলন লক্ষ্য করেছি। ওরা যে আন্দোলন করেছে, মাতৃভাষার জন্য যে আন্দোলন করেছে এবং আন্দোলন করতে করতে এমন একটা স্তরে গিয়ে উঠেছে যার ফলে পাকিস্তান ভেঙ্গে দুই টুকরা হয়ে গেল। ওরা বুঝেছে যে এই সিষ্টেমের মধ্যে আর থাকা যায় না। কাজেই ভারতবর্ষের মধ্যে যে বুর্জোয়া সিষ্টেম চলছে এই সিষ্টেমের যে অভিজ্ঞতা তার থেকে বলা যায় যদি এদেশের মানুষ সবাই শিক্ষিত হয় তাহলে ওরা বিদ্রোহ করবে এই সিষ্টেমের বিরুদ্ধে কাজেই বর্জোয়া শাসন যন্ত্র, বুর্জোয়া শোষণ যন্ত্র এর বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে এবং এই যন্ত্র যদি ভেংগে যায় তাহলে আমরা দাঁড়াতে পারবো না। কাজেই ওদের মূল ইন্টারেষ্ট হলো যে কি করে আমরা আমাদের শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করবো এবং যাদের বাড়ীতে আমরা চাকরাণ কাটি সেই যে মোড়ল শ্রেণী, জোতদার, জমিদার এবং পুঁজিপতি বণিক সম্প্রদায় তাদের যে ইন্টারেষ্ট সেই ইন্টারেষ্ট আমাদের দরকার। কারণ সস্তায় মজুরী পেতে হবে। যে মানুষ বি, এ, পাশ করে যে তিনশো টাকার প্রার্থী হয়ে একশো টাকার মজুরী করতে বাধ্য হয়, সে শিক্ষিত গ্রেজুয়েট কিন্তু জীবনের এমন একটা সংকটময় অবস্থায় এসে গেছে এই শাসক গোষ্টির গোলামী তাকে করতে হয় কাজেই সে তার উপযুক্ত মজুরী পায় না সে রাজী হয় একশো দেড়শো টাকায় স্কুলের মাষ্টারী করতে। সেই মানুষটা যদি অশিক্ষিত থাকে সে তাহলে সস্তায় মজুরীতে কাজ করবে সেই যত বেশী মানুষকে অশিক্ষিত রাখা যায় এই বুর্জোয়া শোষণ ব্যবস্থায় তার তত বেশী লাভ। সেইজন্য ভারতবর্ষে কিছু বিদেশী বণিক শ্রেণীর স্বার্থে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ইউনির্ভাসিটি পত্তন করেছিল ইংরেজ। আর আজকে কংগ্রেস এসে দেখলো যে ইংরেজের চাইতে কিছু ভাল কাজ না করলে ওরা আমাদেরকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না। কাজেই বৃটিশের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা বুঝেছে যে আমাদের কিছু সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু এমন কিছু করবো না যেটা করলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজেই আমরা যখন এডুকেশনের বাজেটের কথা বলি তখন ওরা বলে আমাদের টাকা নেই। আবার অন্যদিকে দেখা যায় পুলিশ বাজেট, মিলিটারী বাজেট, অফিসারদের বাজেট হচ্ছে এইখানে স্কুল বাড়ছে না কিন্তু এডুকেশনে ডিরেকটার বাড়ানো হচ্ছে। শাসক গোষ্ঠি ওখানে নির্ভরশীল হতে পারছে না কলেজ বাড়াতে। সুখময়বাবু খোয়াইর বক্তৃতায় বলেছেন যে আমি আর কলেজ বাড়িয়ে ডিসটারবেন্স ক্রিয়েট

করতে চাই না। আমি এইবার মানুষের রুটির চিন্তা খাদ্যের চিন্তা করবো, কি দরদ। তিনি ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের খাদ্যের চিন্তা করছেন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের কথা চিন্তা করছেন না। এর অর্থ টা হচ্ছে আমি যদি কলেজ করি তাহলে আমি আমার কবর খুলবো। কারণ সেখানে তো নতুন চেতনায় মানুষ সৃষ্টি হবে আগামী দিনের জেনারেশন, ওরা বুঝবে যে আমাদের ফিউ-চার বল কড করে রেখে দিয়েছে, আমার জন্য চাকুরী নেই, আমি যদি বি, এ, ফার্ষ্ট ডিভিশনেও পাশ করি তাহলেও আমার চাকুরীর কোন গ্যারান্টি নাই। সেই জন্য এডুকেশন মিনিষ্টারকে ঘোষ দিতে হবে এবং তারা চান সে যারা আছেন তাদেরকে ঘোষ দিতে হবে অথচ চাকুরী আমি পাব এর কোন গ্যারান্টি নাই। কাজেই সিসটেমকে যদি ভাংতে পারি তাহলে চাইনার মত একটা সোসাইটি আসবে যখন এডুকেশন নেওয়ার পর তার চাকুরীর গ্যারান্টি হবে। গ্রামের যে অশিক্ষিত মানুষ তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করতে একটু সময় লাগবে কিন্তু যে লোক বি, এ, পাশ করেছে সে দেখবে তার ফিউচার বুল্ কড হয়ে আছে, সে তখন এডুকেশন মিনি-ষ্টারের বিরুদ্ধে যাবে। কাজেই ওরা স্কুল বাড়াচ্ছে না, কলেজ বাড়চ্ছে না কিন্তু এডুকেশন ডিরেক্টার বাড়াচ্ছে। আমরা দেখছি ঐ সোভিয়েত রাশিয়ার জারের রাজত্বের সময় ওখানে যারা না কি কমুনিস্ট পন্থী ছিল তারা এসেম্বলীতে এসে বলতো যে এডুকেশন বাজেট বাড়াও কিন্তু ওরা বলতো আমাদের টাকা নেই কিন্তু পাশাপাশি দেখা যেত টেংগনো বাহিনী পুলিশ মিলিটারীর বাজেট বাড়ানোর জন্য তাদের টাকার অভাব হয় না। এই বাজেটের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গোটা ভারতবর্ষে পুলিশ মিলিটারীর বুট পালিশের জন্য তার বুটের ফিতার জন্য যে পয়সা খরচ হয় আমার দেশের এডুকেশনের জন্য সেইটা খরচ হয় না। কাজেই তারা নির্ভরশীল ঐ মিলিটারীর বুটের উপরে, তারা নির্ভরশীল ঐ পুলিশের ডাণ্ডার উপর। কাজেই তারা এই পুলিশ মিলিটারীর বাজেট বাড়াচ্ছে আর কম্পারেটিভলি আমার এডুকেশনের বাজেট কমছে। কাজেই আমরা জানি ভারতবর্ষের জনতা আজকে কি রায় দেবেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে এদের যে রোজী রোজগার সেই রোজী রোজগারের টাকা দিয়ে আজকে ত্রিপুরায় এডুকেশনের অফিসারের পদ বাড়ানো হচ্ছে অন্যদিকে এডুকেশন বাজেটটাকে সংকু-চিত করছে। কাজেই এর বিরুদ্ধে ত্রিপুরার মানুষের যে ক্রোধ এই গভর্ণমেন্টের কাছে এখনও মানুষ লাশ্চলি কিছুটা আশা পোষণ করে। কিন্তু এইখানে আমরা এইটুকু ভেন্‌টিলেট করতে চাই যে এই শাসক গোষ্ঠি ওদের ভাগ্যে কি হবে. ওরা কোথায় যাবে। কাজেই মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের যে মৌলিক দাবী সেই দাবী এই হাউসের কাছে উত্থাপিত করছি এবং এই টুকু বলছি যে. তারা যেন ভারতবর্ষের লাষ্ট ফলোয়ার না হন, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলুকুকী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি কয়েকটা কথা বলবো। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে সংকুচন নীতি চলছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে ত্রিপুরা

সরকার জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে উৎসাহী নয়। জনসাধারণ শিক্ষায় অগ্রসর হচ্ছে অপরদিকে ত্রিপুরা সরকার তার শিক্ষার যে ব্যবস্থা তার স্কুল এবং বোর্ডিংয়ের যে ফেসিলিটি সেই ফেসিলিটি দিনের পর দিন কমিয়ে দিচ্ছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করছি যে ত্রিপুরা সরকার জনসাধরণ শিক্ষায় যাতে অগ্রসর না হয় সেজন্য চেষ্টা করছে। কারণ যেখানে পরীক্ষা পাশ করার পর দেখা যায় অনেক ছেলে কলেজে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছুটাছুটি করে—কিন্তু যেহেতু আগরতলায় কলেজ আছে এবং বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজ আছে সেই সব কলেজে তাদের পড়ার সুযোগ হয় না তাদের জন্য একোমোডেশান হয় না। সেজন্য তাদের শিক্ষা সমাপ্ত রাখতে হয় তাদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও। তদুপরি আমরা দেখতে পাই যে আমরা জানি যে উপজাতি ছাত্ররা তারা দুর্গম এলাকায় থাকে তাদের বাড়ীর পাশে কলেজ এবং হাই স্কুল থাকে না সেজন্য তাদের উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের টাউনে আসতে হয়। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক সংকট থাকার ফলে তাদের সেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ থাকে না। সেজন্য উপজাতি ছেলেরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য সরকার একটা নূতন আইন করেছেন—নূতন নিয়ম করেছেন। সেজন্য নিয়মটা হল একটি পরিবারের মধ্যে দুই জন ছেলেকে স্কুলে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে না। আমি জানি না এটা কি কারণে করা হল। সেজন্য আমি মনে করি যে উপজাতির ছেলেরা যাতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য মাননীয় সদস্য বাজুবান বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব যুক্তি সংগত। তদুপরি ত্রিপুরা সরকার এর যে যৎসামান্য কিছু কিছু স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেই সব স্কুলে কি ভাবে তারা বোর্ডিংয়ের সুযোগ সুবিধা পাবে তার নজির আমি দিতে চাচ্ছি। দীর্ঘদিন অম্পিতে হাই স্কুল করার জন্য বহুবার বলা হয়েছে। অমরপুরে একটা হাই স্কুল আছে আর একটা আছে তেলিয়ামুড়াতে—অম্পি থেকে তার দূরত্ব হল ১৫ | ১৬ মাইল। অম্পি থেকে তেলিয়ামুড়া অথবা অমরপুর যাওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে ঐ স্কুলের যে অবস্থা আমরা যদি দেখি ছোট একটা পুকুরের পাড়ে গোয়ালের মত এবং সেই ঘরের ছাদ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ছেলেরা সেই স্কুলে যেতে পারছে না। গত ২৮শে ফেবরুয়ারী থেকে ছেলেরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ সেই স্কুলে গেলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। সেই জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এবং এই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে বার বার অনুরোধ বার বার ডেপুটেশান দিয়ে জানিয়েছে। কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সেই ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোন কিছু করছেন না এটাই আমারা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমরা বুঝব কি? অথচ ঐ অম্পি এলাকায় দেখতে পাই যে তার চার পাশে ট্রাইবেল কমপ্লেক্স এরিয়া। এবং ঐ এলাকার লোকদের একমাত্র শিক্ষার সুযোগ হল অম্পি হাই স্কুল। এই কথা বলে আমি হাউসকে জানিয়ে দিতে চাই যে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী থেকে যে অম্পির ছেলেরা তাদের স্কুলের ব্যবস্থার দাবিতে ষ্ট্রাইক করে বসে আছে এই সম্পর্কে আমি এই হাউসে দুইবার কলিং এটেনশান নোটিশ এনেছি। আনার পরেও মাননীয় স্পীকার কি কারণে জানিনা আমার কলিং এটেনশান নোটিশ বাতিল করে দিয়েছেন। আমি এই বলে শিক্ষা মন্ত্রীকে আহ্বান জানাব যে আমার এই বক্তব্য যদি সঠিক প্রমাণিত না হয় আজকে সেই স্কুল সম্পর্কে যে তথ্য আমি প্রকাশ করেছি সেই বক্তব্য যদি সঠিক প্রমাণিত না হয়—চলুন আমরা

যাব এবং এই বিধান সভা থেকে লোক পাঠান হউক সেখানে বিরোধী দল এবং সরকার পক্ষের দল মিলিত ভাবে একটা কমিটি করে পরিদর্শন করে এই বিধান সভায় এসে রিপোর্ট করা হউক। এবং আমার কথার—অম্পির হাই স্কুলের অবস্থা সঠিক প্রমাণিত না হলে তাহলে এই বিধান সভার সদস্য পদ থেকে রিজাইন দেব। আমি শুনেছি ঐ ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে যখন ঐ ছেলেরা ষ্ট্রাইক করে তখন ৫ই মার্চ্চ ডেপুটি ডাইরেক্টার অব এডুকেশান—সেখানে তিনি গিয়েছিলেন এবং তিনি দেখে এসেছেন। কিন্তু তার ফল আজও জানতে পারলাম না। এবং সেটা না জানার জন্যই আমি বলছি যে আমার কলিং এটেনশান সম্পর্কে—আমার অধিকার আছে আমার জানার অধিকার আছে আমার সেই অধিকারকে খর্ব্ব করা হয়েছে। আমি এই কথা বলছি যে এটা শুধু অম্পিই নয় এটা সারা ত্রিপুরার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে জড়িত। কারণ আমি যে এই সরকার কোন দিন কোন সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা করবেন না। কারণ ছেলেরা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে তাদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে না। তখন সেই বেকারদের চাপিয়ে দেওয়ায় জন্য তাদের পথে ব'সিয়ে দেওয়ার জন্য একটার পর একটা পরিকল্পনা করছে। সেই জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা বলে মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং রুলিং পার্টিকে এবং সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে একটু চিন্তা করার জন্য এবং এই কথাও জানি যে তারা মনে মনে স্বীকার করলেও তারা এটার বিরোধীতা করবেন এবং এই প্রস্তাব বাতিল করবেন এটা আমি জানি। এটা জানা সত্ত্বেও আমি অনুরোধ করব যে এটা মানবিকতার প্রশ্ন এবং শিক্ষার প্রশ্ন এবং শিক্ষাই হল একটা জাতির মেরুদণ্ড। আমার জাতিকে যদি অগ্রসর করতে হয় জাতিকে যদি যদি উন্নত করতে হয় তাহলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। এবং ত্রিপুরার উপজাতি শিক্ষায় অগ্রসর হতে না পারে তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি ব্যাহত হবে। আজকে এই ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরারশিক্ষা ব্যবস্থাকে কি ভাবে সংহার করছে তার প্রমাণ হল অম্পি এলাকার হাই স্কুল। ত্রিপুরার মানুষ বিশেষ করে উপজাতির লোকেরা যাতে শিক্ষা না পায় সে জন্য সরকার চেষ্টা করছে। এই বলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বাজুবান রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং একটা প্রস্তাব এনেছেন। সেই প্রস্তাবে ত্রিপুরায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে অন্তত পক্ষে ৩০টা হাই স্কুল স্থাপন করে ত্রিপুরায় আরও ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং হাউস স্থাপন করা এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা এবং ৭টা কলেজ স্থাপন করার সম্পর্কে প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তির যত অবতারণা করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী অন্য প্রসংগ আলোচনা করা হয়েছে। রাশিয়ার ক্রেনেস্কি সরকার থেকে আরম্ভ করে ভারত সরকার, চীন, কম্বোডিয়া অনেক প্রসংগ এসেছে। সুতরাং ঐ টা কলেজের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, ৩০টা স্কুল সম্পর্কে উপজাতি এবং তপশীল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আরও বোর্ডিং সম্প্রসারণের সম্পর্কে বলা যত না হয়েছে বৃটিশ ব্যুরোক্রেটদের কথা এর পরিনতি কোথায় চলেছে—

শাসক গোষ্টির সমালোচনার কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি যত না দরদ দেখানো হয়েছে রাজনৈতিক একটা চিন্তাধারা দ্বারা শাসক শক্তিকে আঘাত করার জন্য অনেক বেশী হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সম্পর্কে যুক্তি যত বলা হয়েছে শুধু রাজনৈতিক কথা বার্তার মধ্য দিয়ে, শাসক দলকে আক্রমণ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে। একটা একটা করে কথা কেন বলছি যে, এই প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রসংগে, একে বার বার বলা হয়েছে বলে' এবং তা পূরণ করা হচ্ছে বলে কিছু উষ্মা, বাঙগ প্রকাশ করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিশ্ববিদ্যালয় সেণ্টায় এখানে স্থাপন করার জন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের দাবীর বহু পূর্বে থেকেই সরকার সচেতন রয়েছেন। সচেতন রয়েছেন বলে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কথা বার্তা হয় নি তখনই এখানে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সায়েন্স বিষয়ে সেণ্টার হয়েছে। আর আর্টস বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁদের কাছে আমরা বলেছি। কয় মাস পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ পি, কে, বসু এবং সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্য এখানে সরেজমিনে এসেছিলেন ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে। তারা তাঁদের সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন, অনুমোদন দেওয়ার জন্য সুপারিশ তারা করেছেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করে শুধু বসে নাই। আমরা চেষ্টা করছি এবং তদ্‌বির করছি যাতে অবি-লম্বে ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় সেণ্টার স্থাপন করা যায়। সুতরাং এ জন্য আমাদের চেষ্টা, আমাদের সদিচ্ছা বহুল পরিমাণে রয়েছে। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। সুতরাং এটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার যে সুযোগ তারা এখানে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছেন সেটা নিরর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের যতটুকু আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে রাজনীতির প্রতি তার চেয়ে বেশী দরদ প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের আগ্রহ রয়েছে এবং প্রচেষ্টা রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেণ্টার আমরা এখানে স্থাপন করব।

এখানে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল কলেজ হঠাৎ করে স্থাপন করা, এ ধরণের চিন্তা এবং বিবেচনা যে কিছু-মাত্র সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যাদের কিছুটা জ্ঞান রয়েছে, কিছুটা চিন্তা রয়েছে তারা হঠাৎ করে একটা মেডিক্যাল কলেজ হতে পারে এই কথা বলতে পারে না। অথচ ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা যাতে মেডিকেল কলেজের সুযোগ পেতে পারে তার জন্য (এ ভয়েস—মনিপুর রয়েছে) হ্যাঁ, পূর্ব্বাঞ্চলের জন্য মেডিকেল কলেজ হয়েছে। সেজন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজগুলির মধ্যে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য রিজার্ভ সীট রয়েছে, তারা সেখানে ভর্তি হতে পারবে। (এ ভয়েস—সেজন্য তারা মার খেয়ে এসেছে) এখানে ওঁদের দুঃখ এটাই। অন্যায় কিছু করলে মার খেতে পারে। কলকাতার গিয়ে যদি অন্যায় কিছু করে তাহলে সে হতে পারে, মার খেতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিকেল কলেজ করার জন্য আমি বলছিলাম যে বিভিন্ন কলেজে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে, তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্যি যে পরীক্ষায় প্রাপ্ত মার্কস এর ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজে ছাত্ররা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি হতে পারে। শুধু প্রি-মেডিকেল

পরীক্ষা দিলেই বা পাশ করলেই প্রি-মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না। তার জন্য প্রি-মেডিকেল কোর্সে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, যারা সেই যোগ্যতার মানদণ্ডে বিবেচিত হয়নি তারা ভর্তি হতে পারে নি। এর মধ্যে অন্যায় কিছু রয়েছে এটা সরকার মনে করেন না। বাইরে থেকে ছাত্র যদি না আসে বৎসরের পর বৎসর এইখানে ডাক্তার যে পরিমাণ তৈরী হবে সেই ডাক্তার এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে হবে। সেজন্য মেডিকেল কলেজের প্রশ্ন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের চিন্তা এবং চেষ্টা সেইভাবে করতে হবে। ৭টা কলেজের কথা বলেছেন মাননীয় সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই কলেজের প্রশ্ন অবতারণা করে যারা কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন বিধান সভায় মাননীয় সদস্য ছাড়াও তারা কেউ কেউ ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে জড়িত, তারা যদি সমস্ত জিনিষটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিয়ে বাস্তবের কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেন, ভাবতেন তাহলে নি:সন্দেহে তারা এই কথা চিন্তা করতেন যে আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটছে। আজকে এতদিন পর্য্যন্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল—(না বুঝে মন্তব্য করলে যা হয়ে থাকে) হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ষ্টেজ থেকে এখন ক্লাস ১০, ক্লাস ২ ক্লাস—৩ এই প্যাটার্ণ ঐ স্কুলের পরিবর্তন হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। সুতরাং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল যেগুলি আছে কোথাও কোথাও সেগুলি ক্লাস ১০ স্কুল হবে, কোথাও কোথাও ক্লাস ১১ স্কুল হবে। আজকের যে রূপ, সেইরূপ পুরোপুরি থাকছে না। এবার থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা সুরু হচ্ছে। সুতরাং আজকে ক্লাশ ১২ স্কুল যেগুলি আছে, সেগুলি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মত হবে। এবং এর জন্য কারও সুপারিশ করার দরকার হবে না। আমরা ত্রিপুরার সাবডিভিশানে সাবডিভিশনে অন্তত: পক্ষে ইন্টারামাডিয়েট কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা নিয়েছি। সুতরাং এটার জন্য একটা গালভরা গল্পের মত মানুষকে দেখানোর জন্য এই প্রস্তাবটি আনা হয়েছে বলে আমার মনে হয়, ঐ সাতটি কলেজের কথা, অন্য কোন উদ্দেশ্য সেখানে নেই। তার কারণ এটা ওঁদের অজানা নয় যে শিক্ষার প্যাটার্ণ পরিবর্তন হচ্ছে এবং পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ক্লাস ১০ বা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এবং সেগুলি হবে এবং সেগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, এর জন্য মরা বাঘ শিকারের মত এই প্রস্তাবটিকে বিধানসভায় এনে তার মধ্যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে এবং এই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে।

আর ৩০টি হাইস্কুল স্থাপনের কথা যে বলা হয়েছে, সেটাও একই কথা। আমাদের যদিও বৎসরে পাঁচটি স্কুলকে আপগ্রেড করার ব্যবস্থা হয়েছে, তথাপি প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, আমাদের এখানকার ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, তার জন্য এবারে আমরা অন্তত: ১৫টি স্কুলের মধ্যে ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছি যাতে পরবর্তী সময়ে ছাত্রছাত্রীদের আরও শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। সুতরাং ৩০টি স্কুলের যে দাবী করা হয়েছে, এই দাবী ওঁদের করার পূর্বেই আমরা সেগুলি সম্প্রসারণ করার চেষ্টা নিয়েছি। সুতরাং সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে বলেই, শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চিন্তা রয়েছে বলেই এইটুকু সম্ভবপর হচ্ছে, ওঁদের চিন্তা থেকে সরকারের চিন্তা আরও অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছে।

মাননীয় সদস্য বুলু কুকি বলেছেন যে স্কুলের ছাত্রদের—উপজাতি ছাত্রদের দুইজনের বেশী ছেলেকে ষ্টাইপেণ্ড না দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন।' মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্য নয়। পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে একজিষ্টিং ব্যবস্থায় যারা পেয়ে আসছে, তারা পাবে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ষ্টাইপেণ্ড যেটা সেটা দুইজনকে দেওয়া হবে একই পরিবারের মধ্যে। সুতরাং তিনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। কে যেন বলেছেন যে ষ্টাইপেণ্ডের টাকা কম দেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত সালে ষ্টাইপেণ্ডের যে রকম হার ছিল, দেড় টাকা দৈনিক, সেখানে দুই টাকা করা হয়েছে। সুতরাং সঙ্কুচিত করা হয়েছে বলে যেকথা বলা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়, দুই টাকা হউক আর দেড় টাকাই হউক, বাড়ানো হয়নি সেকথা ঠিক নয়, সেটা সত্যের অপলাপ মাত্র। অসত্যের আশ্রয় নিয়ে বাজী মাৎ যেন না করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেকথা এখানে বলা হয়েছে এবং যে প্রস্তাবগুলি এখানে এসেছে, তার কোন যৌক্তিকতা নেই। বোর্ডিং ফেসিলিটীজের কথা বলা হয়েছে ত্রিপুরাতে সর্বত্র উপজাতি এবং তপশীল ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং রয়েছে আমরা একে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমরা চাইছি যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও ২৫টি বোর্ডিং হাউস স্থাপন করা যায় কি না। শুধু তাই নয়, ঐ ছাত্রদের প্রয়োজনে আরও বোর্ডিং স্থাপন করার কথাও আমাদের চিন্তায় রয়েছে। সুতরাং উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা সঙ্কুচিত করার জন্য, তাদের সুযোগ সীমিত করার জন্য, শিক্ষার পথকে রোধ করা হচ্ছে বলে যেকথা বলা হয়েছে, সেকথা সত্যি নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া থেকে আরম্ভ করে বহু কথা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করতে চাই না। কারণ এই প্রসঙ্গ পরে আসবে, সেই সময়ে আমি বলতে চেষ্টা করব। এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, সেই সম্পর্কে আমি বলেছি যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রসর হয়েছি, মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কেও আমি বলেছি যে ১৫টি নাইন ক্লাস স্কুল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এক বৎসরের মধ্যে, বোর্ডিং হাউসের কথাও আমি বলেছি যে আরও বেশী ২৫টি বোর্ডিং হাউস স্থাপন করার কথা আমি বলেছি। সুতরাং যে প্রস্তাবগুলি এসেছে, এইগুলি আসার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। যেহেতু সরকার এইগুলির কাজ হাতে নিয়েছেন, তার জন্য এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে প্রস্তাবটা মুভ করেছিলাম, এই প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে, দুই দিকের বক্তব্যই আমরা শুনেছি এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য শুনে আমার এটাই মনে হচ্ছে যে সরকার ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। কারণ আমি জানি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে হাই স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে, বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে। সাবরুম থেকে শুরু করে—শিলাছড়ি, অমরপুর 'এর জলেফা, চেলাগাঙ এবং বিলোনিয়ায় শান্তিরবাজার এদিকে মনু, বীরচন্দ্র, রাজনগর এবং উদয়পুরে মহারাণী এবং সদর উত্তরে যেমন মান্দাই, বড়কাঁঠাল, এমনি করে প্রায়

অনেক জায়গাতে স্কুলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সরকার পক্ষ এটা অস্বীকার করে যাচ্ছে না। আমি এখানে শুনেছি যে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উপমন্ত্রী উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন কলেজের ষ্টাইপেণ্ডের হার বেড়েছে, কতটুকু বেড়েছে তা তিনি বলেছেন এবং আমরা চেয়েছিলাম অপজিশান থেকে যে ছাত্রদের কোনরকমে বেঁচে থাকার মত যতটুকু দরকার তা আমরা চেয়েছিলাম, কম বেশী—দুই টাকা তিন টাকা আমরা জানিনা, যতটুকু লাগে তাই আমরা চাই। আমরা জানি মাননীয় সদস্যরা এখানে আগরতলায় থেকে, যারা হোষ্টেলে থেকে খান বা রান্না করে খান, তাঁদের প্রতি বেলায় তিন টাকার কমে খেতে পারেন কি না, তাঁরা বলুন, বেলায় যদি তিন টাকা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের দিনে ৬ টাকার কমে হয় না, এবং মাসে তাঁদের ১৮০ টাকা লাগে। এখন মাননীয় সদস্যদের পয়সা বেশী বটে, পেট মোটা, বেশী খেতে পারেন, তাঁরা যদি ১৮০ টাকা খেতে পারেন, তাহলে হোষ্টেলের ছেলেরা যদি একটু বেশী চায়, তাহলে সেটা সরকারের চোখে অপরাধ হতে পারে, কিন্তু আমরা তাকে অপরাধ বলে মনে করিনা। এটা তাদের যুক্তিসংগত এবং ন্যায় সংগত দাবী বলে আমরা মনে করি। আমরা দেখছি হাই স্কুল কম হওয়াতে—মফ:স্বল এ যেসব জায়গাতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত স্কুল রয়েছে, ঐসব স্কুলের ছেলেরা অষ্টম শ্রেণী পাশ হবার পর অন্য স্কুলে ভর্তি হতে গেলে তাদের অনেকরকম সার্টিফিকেট দিতে হয়, এক একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয় যেমন সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট কলেজ ষ্টাইপেণ্ড পেতে গেলে, কলেজের যে ফরম আছে, তার মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে কি কি ধরণের সার্টিফিকেট—ইনকাম সার্টিফিকেট, সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে পরিস্কার লেখা আছে যে এম, এল, এ-দের বা এম, পি'র সার্টিফিকেট দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেটা স্বীকার করছেন না, তাঁরা বলছেন ডি, এম, এ'র সার্টিফিকেট লাগবে। কিন্তু ডি, এম কিসের উপর ভিত্তি করে দেবেন, সেটা এম, এল, এ'দের সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে দেবেন, এতে আমি মনে করি যে এম, এল, এ'দেরকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করা হয়। কারণ এম, এল, এ-রা সব সময় সব লোককে চিনে রাখা সম্ভবপর হয় না। আমরা যে সার্টিফিকেট ইস্যু করে তাতে লিখতে হচ্ছে যে 'হি ইজ নোন টু মি' কারণ আমাদেরকে লিখতে হবে, কারণ আমাদের তাকে উপকার করতে হবে, তা না হলে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে, বাধ্য হয়ে আমরা তা করছি। কাজেই এই সরকার এইটুকু করতে পারতেন যে এখানে এমন কতগুলি উপজাতি আছে যারা ত্রিপুরার বাইরে কোথাও নেই যেমন হালাম, রিয়ান, এইগুলি ত্রিপুরার বাইরে কোথাও নেই, তাদের সরকার জন্মগত নাগরিক বলতে পারতেন। তাদের ইলীজিবল সার্টিফিকেটের প্রশ্ন উঠতে পারেনা। বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের নাম দেখলে, তাদের মুখ দেখলেই স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ চিনতে পারবেন তারা ট্রাইবেল কি নন-ট্রাইবেল, সেটা তাঁরা বলে দিতে পারবেন, কারণ তাদের মুখের যে আকৃতি সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা কি দেখছি? তাদের এ্যাপীয়ারেন্সে পরিচিত হবে না, সার্টিফিকেটের মাধ্যমে পরিচিত হবে। সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন কে? যিনি চক্রবর্ত্তী, তিনি লিখে দেবেন যে 'হি বিলঙস টু সিডুল্ড ট্রাইবস, হয়ে গেল। এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? অনেক বড় বড় অফিসার যারা আছেন, যেমন একজন পুলিন দেববর্ম্মা, তিনি কিছুদিন উদয়পুরে ছিলেন, তিনি

নামেই কেবল দেববর্মা এবং তিনি আমাদের যে ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য চাকুরীর কোটা, সেই কোটা থেকে তিনি সেই সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিয়েছেন। তার ফলে হল কি, উপজাতিদের জন্য—পেছনে পড়া মানুষের জন্য ভারত সরকার যে সুযোগ রেখেছেন সেই সুযোগ অন্য অংশের লোক নিয়ে নিলেন, এই সুবিধা দিচ্ছে কে ? আমাদের এই সরকার এই সুযোগ করে দিচ্ছেন। যদি চেহারা দেখে সিডুল্ল ট্রাইব হিসেবে দেওয়া হত, তাহলে এই অবস্থাটা হত না। তাই এই প্রস্তাব আমি এই হাউসে ভোটে দিতে চাই এবং আমি আশা করব সরকার পক্ষ'এর অনেকে এটাকে সমর্থন করবেন।

Mr. Dy. Speaker :— Now the discussion is over. I am putting the Resolution to vote.

The question before the House is the resolution moved by Shri Bajuban Kiyan that—

"This Assembly requests the Government to set up, as early as possible a University, a Medical College, seven Colleges and 30 High Schools in Tripura and provide adequate boarding facilities for the tribal students."

(The Resolution was lost by voice vote.)

Mr. Dy. Speaker :— Now I call on Shri Jitendra Lal Das to move his resolution.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা রিজলিউশন ছিল। সেটা হচ্ছে "শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারতের দক্ষিণপন্থী দলসমূহ সর্বাত্মক বিপ্লবের নামে ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজ-তান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে মৈত্রী বন্ধন ঘনিষ্টতর করার পররাষ্ট্রনীতিকে ধ্বংস করার জন্য যে প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন চালাচ্ছে এই বিধানসভা তার তীব্র নিন্দা করছে।"

মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবটা আলোচনার জন্য উত্থাপন করছি এই জন্য যে আজকে আমাদের সমগ্র দেশে, ভারতবর্ষে তার যে কোন রাজ্যেও আজকে এই বিষয়বস্তুর উপরে একটা তীব্র আলোচনার এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থার এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা রাজনৈতিক বক্তব্য যাতে উপস্থিত করে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য আমি উত্থাপন করছি। কারণ আজকে যারা রাজনৈতিক সম্পন্ন মানুষ তারা এই প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে তীব্র আলোচনা এবং সমালোচনা করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের বক্তব্যে যে স্পিরিট সেই স্পিরিট থেকে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকে যারা রাজ-নৈতিক ভাবে সচেতন নন সেই সমস্ত মানুষ যাতে ভারতবর্ষের এই সাংঘাতিক একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এই সম্পর্কে যাতে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য এই বিষয়টা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হওয়ার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিহারে বিধানসভা ভাঙ্গবার আন্দোলন হচ্ছে। শ্রী নারায়ণের নেতৃত্বে ৬ই মার্চ দিল্লীতে পার্লামেন্ট ঘেরাও করা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষ আজকে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষএর মধ্যে একটা

বিভ্রান্তি দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। শ্রী নারায়ণের নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলে যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সেই বিপ্লবের আন্দোলনকে এখনই প্রতিহত করা দরকার। এর জন্য একটা সুষ্ঠু মতামত প্রকাশ করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা ভারতবর্ষে একটা চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে চলেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি এইসব জিনিষের জন্যই আমাদের দেশের স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুব্ধ। এই অবস্থার একটা প্রতিকার করা দরকার। কিন্তু জয়প্রকাশের আন্দোলনের সাথে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার কোন সম্পর্ক নেই। যদিও এই আন্দোলনের মধ্যে যে জিনিষটা লুকায়িত আছে সেই জিনিষটার প্রকাশ নেই। ভারতবর্ষে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য দক্ষিণপন্থী শক্তি সমূহ সচেতন হয়ে উঠছে। এই সম্পর্কে সরকারের অবশ্যই সচেতন হতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা বিশ্বে সমস্ত ঘটনাবলী বিভিন্ন দেশে যে ঘটছে সেই ঘটনাবলী ঘটছে একটা বিশেষ বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে। সেই পরিস্থিতিটা হল দুইটি দিক। একদিকে বসে আছে ধনতন্ত্রবাদ ; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ; আর একদিকে বসে আছে সমাজতন্ত্র বাদ, সোভিয়েত রাশিয়া প্রমুখ দেশ সমূহ। যারা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সংকটের মোচন ব্যবস্থায় তৎপর। এই দুইটি অবস্থার মধ্যে সংঘাত বিদ্যমান। একাদকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ চাচ্ছে সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, আর অন্যদিকে ধনতন্ত্রের অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়, ধনতন্ত্রের সংকট এবং সংঘাতের মধ্যে আজকে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। এই সংঘাতের বাইরে বিশ্বের গঠন হতে পারে না। আমরা বলছি সমগ্র ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ যেমন আমেরিকার মত দেশ, জাপানের মত দেশ, পশ্চিম জার্মানীর মত দেশ আজকে মুহ্যমান হয়ে গেছে। কারণ তাদের বিরাট বিরাট প্ল্যান ব্যাহত হচ্ছে। ধনতন্ত্রকে আজকে মৃত্যু শয্যায় নিয়ে গেছে। এবং এই কথা শুধু আমি বলছি কিংবা আমার মতবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিকরা বলছেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নৃপতি যারা আছেন তাদের যেসমস্ত পত্রিকা আছে যেমন নিউ-ইয়র্কস উইকলি পত্রিকাতে এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতি যারা আছেন তারা আজকে সেই সংকটের মুখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। তাদের সমস্ত আশা আকাঙ্খা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে যাচ্ছে। জাপানের মত ধনতান্ত্রিক দেশে বিরাট বিরাট প্ল্যানের কথা ঘোষণা করেও স্থগিত রাখতে হচ্ছে। আমেরিকার মত একটা দেশে একজন রাষ্ট্রপতিকে একটা কেলেঙ্কারীর ঘটনায় পড়ে পদত্যাদ করতে হয়েছে। সেই সমস্ত ঘটনাই বলছে সেখানে অর্থনীতি কিসের মধ্যে চলছে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে বিরাট অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে, বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে। এবং সেই কারণে আজকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত নুতন স্বাধীনতালব্ধ দেশগুলির মধ্যে এবং অন্যত্র চেষ্টা করছে প্রগতিশীল শক্তিকে পরাস্ত করে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলের নেতৃত্বে একটা তাবেদার নেতৃত্ব গঠন করে বিভিন্ন দেশে। এই ব্যবস্থার অঙ্গ হল চিলির প্রতিবিপ্লব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আলেন্দের নেতৃত্বে চিলির গণতান্ত্রিক সরকারকে কিভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজবাদ আমেরিকা ৮০ লক্ষ ডলার দিয়ে আলেন্দের মারফতে আমদানী করে চিলির একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে পরাস্ত করে সেখানে একটা মিলিটারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে ওটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানে। এবং সেই জন্য তাঁরা সমগ্র দেশে এবং আজকে আমাদের ভারত মহাসাগরে দিয়াগো-গার্সিয়াতে পারমাণবিক নৌঘাটি স্থাপন করেছে এমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ।

এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী সমস্ত স্বাধীন দেশগুলিকে বলছে যে আমি আছি এখানে পারমাণবিক ঘাটি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারত উপমহাদেশে শান্তির শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য ঠাণ্ডা যুদ্ধের লড়াইকে আবার চাঙ্গা করার জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য আরম্ভ করছে। এবং সেই ভাবে তারা সমগ্র দেশে দেশে এবং আজকে আমাদের দেশে ভারতমহাসাগরে পারমাণবিক নৌঘাটি স্থাপন করেছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারত মহাসাগরের উপ-কূলবর্তী সমস্ত স্বাধীন দেশগুলিতে বলছে যে আমি আছি এখানে, পারমাণবিক ঘাটি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের উপমহাদেশে শান্তির শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য ঠাণ্ডা লড়াই আবার চাঙ্গা করার জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য আরম্ভ করেছে এবং সেই পাকিস্তান যে কাশ্মীর ভারতবর্ষের অংশ এবং যে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষের সরকারের সাথে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে শেখ আবদুল্লার একটা ন্যায় সঙ্গত চুক্তির ভিত্তিতে এখানে একটা পরিস্কার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিকে বৃথা আবার বিপন্ন করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সাহেব প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে ভারতবর্ষে। ভারতীয় উপমহাদেশে একটা সঙ্কট ঠাণ্ডা লড়াই সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। আর অভ্যন্তরে জনসংঘ, আর, এস, এস, আনন্দমার্গ, বিশেষ ভাবে আর, এস, এফ এবং আনন্দমার্গ আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠক এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ তাবেদার এবং তার সাথে আছে জনসংঘ যারা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বেশী আক্রমন করেছে। আরও কতকগুলি দল আছে যারা ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করার চেষ্টা করছে। এই ভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ফেসিষ্ট শক্তি ভারতবর্ষের সমস্ত দক্ষিণ পন্থী শক্তি ভারতবর্ষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহ এমন এক বীর জোগার করেছে যে বীরকে সামনে রেখে তারা এই আন্দোলনকে চাঙ্গা করার একটা ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি হচ্ছেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ন। জয়প্রকাশ নারায়ণ আজকে আহ্বান জানাচ্ছেন যে ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেন্টারী ব্যবস্থা তার আহ্বান ঘাটে ঘাটে পরিবর্ত্তন হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থার ভিত্তিতে। তিনি বলছেন যে পার্লিয়ামেন্টারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে হবে, বিধান সভা ভেঙ্গে দিতে হবে পার্লিয়ামেন্ট ভেঙ্গে দিতে হবে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো বিহারের বিধান সভা যদি ভেঙ্গে দেওয়া যায় তবে নির্ব্বাচন এবং আইন কানুন কে করবে? তিনি বললেন, পাটনার গান্ধী ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বসে আইন করবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পাটনার গান্ধী ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বসে আইন কানুন করবে এই অযৌক্তিক কথার অন্তরালে তিনি ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেন্টারী ব্যবস্থার ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের, ভারতবর্ষের ধর্ম্মনিরপেক্ষতাকে ভেঙ্গে দিতে চাইছেন এবং এই ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এক দিকে ভারত মহাসাগরে পারমাণবিক নৌঘাটি আরেক দিকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন দ্বারা ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্ব, ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসী, ভারতবর্ষের ধর্ম্মনিরপেক্ষতা, পররাস্ট্র নীতি এইটাকে সম্পূর্ণ ভাবে পিষে মারার জন্য আজকে এই শক্তিগুলি কাজ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন সম্পর্কে যারা বিভিন্ন ধরণের মতবাদ পোষণ করে তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি আজকের দিনে ভারতবর্ষের কোন প্রগতিশীল আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা হতে পারে কি না। জয়প্রকাশ নারায়ণ তিনি বলেছেন যে তিনি কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লড়াই না

করে করতে পারেন এবং করাপশনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার পেছনে কারা আছে পশ্চিম বঙ্গের প্রফুল্ল সেন, বিজু পট্টনায়ক, মোরারজী দেশাই, বলরাজ মাধক ইত্যাদি। তাদেরকে ভারতবর্ষের মানুষ চেনে, কি পরিমাণ এটি করাপটেড লোক তারা তাদেরকে চিনার কোন অসুবিধা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের নেই। কাজেই এই সমস্ত শক্তিকে একত্র করে বিশেষ করে আর, এস, এফ এবং আনন্দমার্গ ইত্যাদি শক্তিকে একত্র করে জয়প্রকাশ নারায়ণ চান ভারতবর্ষে একটা প্রতি বিপ্লব সৃষ্টি করতে। কেন চান? চান পার্লিয়ামেন্টারী ডেমোক্রেসী তার য সমস্ত সমর্থক এখন তার অগ্রগতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিড়লা, টাটা, গোয়েঙ্কা এই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতি যারা আছে সেই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা গত ২৭ বছর কংগ্রেস শাসনের দুর্বলতার কারণেই গত ২৭ বছরের গণতন্ত্রের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা দেশের সমগ্র পুঁজি তার প্রায় ৬০ ভাগ তারা হস্তগত করেছেন। আজকে তারা পার্লিয়ামেন্টারী ডেমোক্রেসী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই তারা পুঁজি নিয়োগ করছেন না, তারা আজকে ব্ল্যাক মার্কেটিং করছে, তারা হোর্ডিং করছে এবং হোর্ডিং এবং ব্ল্যাক মার্কেটিং করে তারা আজকে চাইছে যে ভারতবর্ষে তাদের সেই পুজির মেক্সিমাম প্রফিট। কারণ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সঙ্কট যে পর্য্যায়ে গেছে. ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেড়িয়ে যেতে না পারলে আমরা যদি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে না পারি তাহলে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের এই অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করা যাবে না। ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ লোক এই দারিদ্র রেখার নীচে। কাজেই ভারতবর্ষের শতকরা পুজির যে ৬০ ভাগ যারা কুক্ষিগত করে রেখেছে এই ৭৫টা পরিবার তারা এখন ইণ্ডাষ্ট্রি করে না, তারা এখন উৎপাদন করে না এবং সেই কারণে তারা হোর্ডিং এবং ব্ল্যাক মার্কেটিং এর মধ্যে দিয়ে তারা মেকসিমাম প্রফিটের রাস্তা বেছে নিয়েছেন। এই সুযোগে বিপ্লবের নাম করে এগিয়ে আসছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি সমাজবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। তিনি বলেন করাপশন, করাপশনের বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা জানি তারা প্রচণ্ড করাপশন করছেন, সেই করাপশন ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট, সেই করাপশন মোরারজী দেশাই, প্রফুল্ল বাবুরা দূরীভূত করতে পারবেন না। ওদের রাজত্বের কথা আমাদের জানা আছে। আজকে তারা এই অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আজকে পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রকে খতম করে দিয়ে ভারতবর্ষে একটা ফেসিষ্ট শক্তি কায়েম করার জন্য তারা আজকে লড়াই করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বর্ত্তমান অবস্থায় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সঙ্কট, মূল্যবৃদ্ধি এবং যে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা এই তিনটা জিনিসকে ভিত্তি করে তারা আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরী করেছেন। আজকে আমরা চাই, যেমন সরকারের চিনি নাই। সিক্স্টি পার্সেন্ট চিনি কন্ট্রোল আর ফর্টি পার্সেন্ট চিনি ডি-কন্ট্রোল। কাজেই কন্ট্রোলের চিনি ব্ল্যাক মার্কেটের পথে ডি-কন্ট্রোল হয়ে যায়। আমরা বলছি যে সেন্ট পার্সেন্ট চিনি কন্ট্রোল করুন। ভারত সরকারকে বলছি যে সমস্ত চিনির ইণ্ডাষ্ট্রী রাষ্ট্রায়ত্ব করুন সেন্ট পার্সেন্ট চিনি কন্ট্রোল করুন। আর পাব্লিককে বলে দিন চোরাকারবারীদের ধরে দাও। এখন কন্ট্রোলের চিনি যখন ডি-কন্ট্রোল হয়ে যায় তখন কোনটা কন্ট্রোলের চিনি আর কোনটা ডি-কন্ট্রোলের চিনি সেটা আর বুঝা মুস্কিল হয়ে যায়। সেজন্য সেন্ট পার্সেন্ট চিনি কন্ট্রোল করে আর পাব্লিকের সহযোগীতায় চোরাকারবারীদের

হটিয়ে দিন। আর জয়প্রকাশ বাবু বলছেন যে না সবটাকে ডি-কন্ট্রোল কর অর্থাৎ ব্ল্যাক মার্কেটকে আইন সঙ্গত কর সমস্ত কিছু একচেটিয়া পুঁজির হাতে ভিরিয়ে দাও। এই হয়েছে জয়প্রকাশ নারায়ণের শ্লোগান। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই আজকে বর্ত্তমান অবস্থায় ধনতান্ত্রিক সংকট রোধ করার জন্য একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে যে সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তারা কংগ্রেসেরই হউন আর কংগ্রেসের বাইরের হউক সমস্ত শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ না করে এই সংকটকে রোখা যাবে না। কোন লোক যদি মনে করেন সমস্ত এণ্টি কংগ্রেস শক্তি গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে কংগ্রেসকে রোখা যাবে আমি বলি যে তা যাবে না। তাতে যে যাই মনে করুক করতে পারেন এই প্রস্তাবে ফলাফল কি হবে আমি জানি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে পাকিস্তানকে যখন অস্ত্র সাহায্য করছে আমেরিকা—তখন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন সাহেব যদি আমেরিকা যাওয়া বয়কট করেন তাহলে আমার পার্টি সরকারের এই নীতিকে একশ বার সমর্থন করবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রীর দলের যে কোন লোক যদি একটা কথাও বলেন তাহলে আমার পাটি একশ বার সমর্থন করবে। অথবা জনসাধারণের স্বার্থ যদি কোন আইন প্রণয়ন করেন তবে সেই নীতির সম্পর্কে কোন বক্তব্য কমিউনিষ্ট পার্টির নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজির বাহক জয়প্রকাশের নীতিকে যারা আজকে প্রগতিশীল আন্দোলনের নাম করে জয়প্রকাশের সামিল হতে চায় তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। কাজেই আমার এই প্রস্তাবে বলছি যে বর্তমান অবস্থায় আজকে জয়প্রকাশ নারায়ণের সেই আন্দোলন করাপশানের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, সেই আন্দোলন মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন নয় সেই আন্দোলন একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আন্দোলন নয় সেই আন্দোলন কোন সাম্রাজ্যবাদের আন্দোলন নয় সেই আন্দোলন আমার দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের আন্দোলন নয়। শ্লোগান—প্রতিক্রিয়া সব সময় প্রগতিশীল শ্লোগান দেয়। নাম সংকীর্ত্তন করে করে মাংস ভিক্ষা করে। এটাই সব চাইতে সুবিধার পথ। কাজেই এইভাবে প্রতিক্রিয়া চিলিতে দেখেছি অনেক প্রগতিশীল শক্তি দেখেছি। কিন্তু আজকে যখন চিলিতে ক্ষমতা দখল করল যে সমস্ত তামার খনি আমেরিকা বা অন্যান্য বৈদেশিক তামার খনি রাষ্ট্রয়াত্ব করেছিল সেই সমস্ত তামার খনিগুলি আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। যে সমস্ত ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল সেই সমস্ত ভূমিগুলি আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশে ভূমি সংস্কারের আমাদের দেশের কৃষকের স্বার্থের জন্য বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য জয় প্রকাশের আন্দোলনের সহযোগীতা নয় অথবা তার প্যারালাল কিছু আন্দোলন নয়। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলি কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসের বাইরে যে সমস্ত শক্তি আছে তাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেই তবে দক্ষীণপন্থীকে পরাস্ত করা যাবে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সংকট যা আমাদের দেশে গত ২৭ বছরের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তাকেও পরাস্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া আর কোন পথ নাই। দক্ষীণপন্থী প্রতিক্রীয়ার সাথে মিশে যে পরিবর্ত্তন আনা যাবে সেই পরিবর্ত্তন দক্ষীণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা দখলের পক্ষে সহায়ক হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার এই প্রস্তাবের পক্ষে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস সাহেব যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শাসক গোষ্ঠির যে কালো চেহারা তাকে আড়াল করার জন্য তিনি এই হাউসকে এইভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমি (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি মনে করি যে এই দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টি, উরা হচ্ছে বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠির পালকী বাহক। কারণ তারা……

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আজকে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যে চেহারা সেই চেহারা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এবং সেই চেহারাটা কি? সেই চেহারা হচ্ছে একটা গভীর অর্থনৈতিক সংকট যা আমাদের দেশের ধনীক জমিদারদের সরকার বৃহৎ পুজিবাদের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষ করে এই দেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছে। এবং আমরা দেখছি কি—এই সংকটের চেহারার মধ্যে? এক দিকে যারা ধনীক জমিদার শ্রেণী তারা মুনাফার পাহাড তৈরী করার সুযোগ পাচ্ছে আর একদিকে সংকটের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রমজিবী মানুষের উপর। তার জীবন এবং জীবিকার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি লক্ষ্য করি আমরা দেখছি শ্রীমতী গান্ধী এবং এখনকার ভারতবর্ষের যে শাসক গোষ্ঠি তারা তাদের যে প্রভাব জনসাধারণের উপর এটা অতীতে যে তারা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা রক্ষা করে আসছিলেন সেই প্রভাব তারা রাখতে পারছেন না শুধু মিষ্টি কথা বলে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেই গরীব হঠানোর প্রতিশ্রুতিই হউক আর সেই ব্যাংক জাতীয়করণই হউক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতিই হউক অথবা বেকার সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতিই হউক কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েই আর জনসাধারণের বিক্ষোভকে ঠেকানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে শাসক গোষ্ঠি কি করে? শাসক গোষ্ঠী এই পরিস্থিতিতে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একনায়কত্ব কায়েম করে এক দলীয় শাসন কায়েম করে। গণতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটাকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। সেই চেহারা হচ্ছে ভারতবর্ষের শাসক গোষ্ঠীর চেহারা। এই প্রস্তাবে শ্রী দাস বলেছেন যে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য তিনি এই প্রস্তাব এনেছেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্য যদি শোনা যায় তাহলে এই কথা সুস্পষ্ট হবে যে যিনি গণতন্ত্র হত্যা করছেন তাঁকে আড়াল করার জন্য এই এই প্রস্তাব এনেছেন। সেই গণতন্ত্র হত্যাকারী হচ্ছে বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠি। স্যার আমি আজই কলকাতা থেকে এসেছি। আজকের খবরের কাগজটা পড়ুন তো, গতকালের খবরের কাগজটা পড়ুন তো, গত এক সপ্তাহের খবরের কাগজটা পড়ুন তো যে পশ্চিম বাংলায় কারা শাসন করছে, গণতন্ত্র কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকে গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভায় গুণ্ডারা বিনা পারমিটে ঢুকবে. দরজায় পুলিশ বলছে কার্ড নাই। আমাদের আবার কার্ড? এবং তার তদন্ত হচ্ছে যে সেই পুলিশ অফিসার দায়ী। এবং তার

জন্য হচ্ছে রোড ব্লক, আমার গাড়ী আসতে পারেনা, সেই গুণ্ডাদের কেন বলা হয়েছিল যে তোমরা বিনা পারমিটে ঢুকতে পারবে না। তার জন্য আন্দোলন হচ্ছে। সেই গুণ্ডাদের সর্দার. তারা বয়কট করছে। স্যার, নিমতা একটা গ্রাম, মেয়েরা শিবরাত্রি করছে। শাসক গোষ্ঠির গুণ্ডারা মদ খেয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। একটা ছেলে সাহস করে প্রতিবাদ করেছে। দলবেধে এসে হাতে রিভলবার, পাইপ গান, সমস্ত জনতার সামনে দুই ভাইকে হত্যা করল। আনন্দবাজারের রিপোর্ট পড়ে দেখুন। সমস্ত এলাকা রক্তে থৈ থৈ করছে। একটা লোককে গ্রেপ্তার করার উপায় আছে? প্রতিবাদ করার উপায় আছে? যে ভদ্রলোক রিজিলিউশান এনেছেন ওরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা দপ্তরে গর্কির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিটিং করবেন। গুণ্ডারা এসে বলল আপনাদের সাহস? আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোর্কির আলোচনা চান? অধ্যাপকের হাত জোড় করলেন, অপরাধ হয়েছে। ছেলেদের বললেন গোর্কির এখানে আলোচনা হতে পারবে না, কারণ গুণ্ডারা চায় না, গোর্কির এখানে আলোচনা হোক। যারা সিণ্ডিকেটের মেম্বার তাঁরা একটা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন গণতন্ত্র রক্ষা করার মিটিং। তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে এদের তুমি সিণ্ডিকেট থেকে তাড়াবে কিনা বল। ভাইস-চ্যানসেলার কাঁপছেন, কারণ কখন মেরে ফেলে তার ঠিক নাই। সেমিফ্যাসিষ্ট এরা, একটা মিটি কেউ করতে পারেনা, একটা কথা কেউ বলতে পারবে না, একটা প্রতিবাদ কেউ করতে পারেনা। ইলেকশন তো দূরের কথা, ভাবাই যায় না, একটা কলেজের, একটি স্কুলের ইলেকশানের কথা কল্পনাও করা যায় না পশ্চিম বঙ্গে। এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করুন তো কয়লা খনির শ্রমিকেরা কাজ করতে গিয়ে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে কয়জন শ্রমিক খুন হয়েছে যে গুণ্ডাদের রাজত্বকে ডিফেন্স করার জন্য এই প্রস্তাব এনেছেন? জিজ্ঞাসা করুন ওকে। আরও কত খুন হবে। স্যার, পশ্চিম বাংলা একা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বাস করছে না, বলছে বাড়িয়ে বলছে। আজকে দেখা যায় বিহারে দুইশ' লোক খুন হয়েছে এক বছরের মধ্যে। কেরালাতে তো দেড়শ' দুই শ' লোক খুন হয়েছে। গুজরাটে, বিহারে, বিভিন্ন জায়গায়, কংগ্রেসের এলাকা, সমস্ত মানুষ গুজরাটে, বিহারে বিভিন্ন জায়গায়, কংগ্রেসের এলাকা, সমস্ত মানুষ গুজরাটে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। সেই গুজরাট যখন ক্ষেপে উঠে, ওতো কোন মার্কসবাদী মানুষের নেতৃত্বে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত মানুষের আগুণ। সেই আগুণের মধ্যে মন্ত্রীসভা ধুয়ে মুছে গেল, বিধানসভা ধুয়ে মুছে গেল। কিন্তু আজও সেখানে শাসক গোষ্ঠি ইলেকশান করতে সাহস পায় না। গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, কেন ইলেকশান হয় নি। গণতন্ত্রে তো বলা হয়েছে মন্ত্রীসভা না থাকলে, বিধান সভা না থাকলে ইলেকশান করতে হবে। আজকে ঐ ভদ্রলোকদের রাজত্ব চলছে কেরালাতে। বাই ইলেকশান করে না। লোকসভার বাই-ইলেকশান হয়, বিধান সভার বাই-ইলেকশান হয়, অন্যান্য রাজ্যে হয়, কিন্তু কেরালাতে হয় না, ত্রিবান্দ্রমে হয় না। জিজ্ঞাসা করুন তো তাঁকে কেন হয় না। গণতন্ত্রের সাফাই গাইছেন। কেরালার পথ আমাদের পথ। সেই কেরালায় বাই-ইলেকশান কেন পোসপণ্ড হয়? পঞ্চায়েত ইলেকশান কেন পোসপণ্ড হয়? কত বছর যাবত পঞ্চায়েত ইলেকশান হয় না জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে। ভয়ে বুক কাঁপছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী স্যার, একদিকে আজকে

এই মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে আর এক দিকে এক দলীয় শাসন কায়েম করার জন্য গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে চাইছে। ১২টা আসন পেয়েছে মণিপুরে কংগ্রেস—কয়টা আসন? ৬০টা আসন। মন্ত্রীসভা হয় নি। লজ্জা করে না বলতে যে গণতন্ত্রের কথা বলছে—১২টা আসন পেয়ে টাকা দিয়ে সমস্ত এম, এল, এ-দের কিনে আমি মন্ত্রীসভা করব, দিল্লীতে বসে আমি সমস্ত কিছু করে দেব? গণতন্ত্র স্যার, আমি সেদিন নাগাল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। আমি বলে এসেছিলাম যে এই মন্ত্রী সভার ডেজ আর নাম্বারড। হোয়াট ডু ইউ সে? আমি বললাম যে আমি তো জানি দিল্লীর কথা সেজন্য বলছি। একটু সাবধানে থাকবেন, আপনাদের মন্ত্রী সভার আয়ু আর বেশী দিন নেই। বলে এসেছিলাম। আমার মনে হয় ওঁরা স্মরণ করবে। কারণ আমি তো জানি। জানি এই জন্য যে যারা শান্তির কথা বলবেন, ২৭ বছর ধরে লড়াই করছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন এবং এইখানে অনেক মেম্বার আমাদের এখানে ছিলেন, আমরা কি একটু শান্তি পেতে পারি না? এই যে তোমরা মিটিং করছ, আমাদের এই যে গ্রামে গ্রামে বাড়ী ঘর, কালকে এসে এগুলি নাও দেখতে পার, হয়তো আমরা এসব ছেড়ে চলে যাব, এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাব। আমাদের দেশের মানুষ ২৭ বছর পরও যে নিরাপদে থাকবে, তাঁরা যে বলবে আমাদের একটু শান্তি দাও, সে কথাটাও তারা বলতে পারবেনা, সেকথা বলতে গেলে গভর্ণমেন্ট তাকে ডিসমিস করবে। তার জন্য তাদেরকে ডেকে নিয়ে যেতে হবে শিলং-এ, এম, এল, এদের ডেকে নিয়ে গিয়ে, প্রত্যেকটি এম, এল, এ-কে যারা ওদের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মন্ত্রী করতে হয়েছে। সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে এম. এল, এ-দের ডেকে নিয়ে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে, আটক করতে হয়েছে এবং তারপর তাঁদের বলতে হয়েছে যে তোমরা বল আমাদের সমর্থন কর, স্পীকার ডিপুটি স্পীকার পর্য্যন্ত, গণতন্ত্র হচ্ছে। ভোটের বাকসে—যেমন বরপেটার মত জায়গায় যেখানে রাষ্ট্রপতি জিতেছেন, ১৮০ হাজার ভোটের ডিফারেন্‌সে, সেখানে রেকিং করতে হয়, সেখানে জাল ভোট ধরা পড়ে, জাল ভোট নিয়ে ইলেকশান কমিশনারের নিকট যেতে পারবেনা, জাল ভোট ছড়িয়ে দিয়েছেন সেটা নিয়ে কোর্টে যেতে পারবেনা। এখানে ইলেকশান হচ্ছে? এর নাম গণতন্ত্র? ইলেকশান, ভোটের অধিকার, চমৎকার, এবং তার জন্য এখানে ঢাক পেটাবার জন্য আবার বাজনাদার দরকার হয় না কারণ কংগ্রেসের বাজনা তো মানুষ এখন আর শুনতে চায় না। কারণ এতকাল তো ওদের বাজনা শুনে আসছে, তাই আরেকটা ঢাকী ওদের বায়না করতে হয়েছে, লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ঢাক পেটাবে যে গণতন্ত্র আমরা রক্ষা করছি। স্যার, আজকে সবচেয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। ইমারজেন্সী চলছে। ইমারজেন্সী কেন? পৃথিবীতে দেখানতো। যুদ্ধকে নাম করে ইমারজেন্সী এনেছেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, ইমারজেন্সীও শেষ হয়ে যাবে। কার জন্য ইমারজেন্‌সী কার জন্য ডি, আই, আর, কার জন্য মিসা? আমার দেশের লোককে পেটানোর জন্য কারণ তারা খাদ্য চায়। এফ, সি, আই কর্মচারীরাতো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে লড়েনি। শত শত কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়েছে। আজকে খবরের কাগজ পড়ে দেখুন, জেলের ভেতর তাদের পিটিয়ে মেরেছে। আমার ধর্মনগরে আমি ৫৬ জন এফ, সি, আই,-র কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করেছি, একেবারে সাধারণ মজুর, বুক ফুলিয়ে বলছে কি করতে হবে বলুন। দাবী না মিটলে আমরা কাজ করব না। জানিয়ে দেবেন দাবী না মিটলে আমরা

কাজ করবনা। দাবী অর্থ কি? দাবী অর্থ আমরা বাঁচতে চাই। আমার উপর ট্যাক্স চাপাচ্ছে, খাজনা চাপাচ্ছে, আমার ঘরে খাদ্য নেই, আমার ঘর থেকে খাদ্য কেড়ে নেবে, আমি যদি এর প্রতিবাদ করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে মিসা, ডি, আই, আর। অর্থাত দেশের মানুষের যে শত্রু, তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি। তাই ইমারজেন্সী। ইমারজেন্সী হচ্ছে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ। রেলের ২০ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল, এক একটা কোয়ার্টার থেকে মেয়েদের সি, আর, পি, দিয়ে টেনে বের করছে। একটা বাড়ীতে ভাড়া করে থাকলেও তাকে এক মাসের নোটিশ তো দেয়। আর গভর্ণমেণ্ট যেখানে নাকি বাড়ীর মালিক, সেখানে এক ঘণ্টার নোটিশও তাকে দেবেন না, বাড়ী থেকে ছেলেমেয়ে সমেত তাকে বের করে দেবেন। গণতন্ত্র? ঐ ভদ্রলোকের নিজের লোকেরা পর্য্যন্ত বেরিয়েছে। তাঁদের ইউনিয়নের যে সমস্ত শ্রমিক তাদের প্রতি পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আজও ব্রেকিং সার্ভিস শেষ করা হয়নি, আজও তাদের জেলের মধ্যে রাখা হয়েছে। আজও তারা হাজার হাজার সাস্-পেণ্ডেড। চারটী হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন এটা বে-আইনি, তাদের সাসপেণ্ড করতে পারেনা। এমন কি যারা টেম্পরারী আছে, তাদেরও ডিসমিস করতে পারেনা, চার চারটী হাইকোর্ট ফুল বেঞ্চ রায় দিয়েছেন, কিন্তু শাসক গোষ্ঠি সেটা মানেননা। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে ইলেক্শান কংগ্রেস হউক আর যে কোন পার্টিই হউক, যদি অন্য কোন লোক টাকা খরচ করে তাহলে সেটা বে-আইনি প্রার্থী ছাড়া আর কেউ টাকা খরচ করতে পারেনা, সুপ্রীম কোর্টের রায়, সেটা তাঁরা মেনেছেন? পার্লামেণ্টের মধ্যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হল। কেন? তা না হলে শ্রীমতী গান্ধীর কেস বাতিল হয়ে যায়। কেস্ এখনও চলছে, সাক্ষী দিয়েছে কংগ্রেস অফিস থেকে এটা পেয়েছি, ওটা পেয়েছি, কাজেই কংগ্রেস থেকে টাকা খরচ করা হয়েছে ওটা যদি প্রমানিত হয়, তাহলে শ্রীমতী গান্ধির ইলেকশান বাতিল হয়ে যাবে, তাই রাতারাতি পার্লামেণ্টের মধ্যে বিল পাশ করা হল যে কোন পার্টি টাকা খরচ করতে পারে। গণতন্ত্র এ? গণতন্ত্র হচ্ছে? ব্লকের টাকা আছে, স্মাগলারের টাকা আছে, সেই টাকা দিলে ইলেকশান লড়ব, কাজেই সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কবরস্থ করা হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে সেই জন্যই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম আজকে এবং সেই সংগ্রামে যে কোন মানুষ, যে কোন জায়গায় করুক, তার পেছনে আমরা দাঁড়াব। এবং দাঁড়াচ্ছি। কারণ গণতন্ত্রকে এই সরকারী মানুষ হত্যা করতে পারেনা, গণতন্ত্রকে নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী হত্যা করতে পারেনা, কারণ তার হাতে মিলিটারী নেই, পুলিশ নেই, সরকার নেই। যার হাতে সরকার, তিনিই হচ্ছেন ফ্যাসিস্ট, আধা ফ্যাসিষ্ট—একনায়ত্ব কায়েম করেছেন, এই হচ্ছে দেশের চেহারা। কাজেই যদি কোন জায়গায় গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম করে, তাহলে সেই সংগ্রামে আমাদের সমর্থন পাবে। আতঙ্ক হচ্ছে, জয়প্রকাশ নারায়ণের। কারণ কংগ্রেসের এলাকাকে ভাগ করেছে এতদিন পর্যন্ত সি, পি, এম, এলাকা, পশ্চিম বাঙলা, কেরলা, ত্রিপুরা যতখুশি অত্যাচার কর, বলব কমিউনিষ্ট পার্টি—এরাতো শ্রেণী সংগ্রাম চায়, কাজেই দেশের মানুষের কাছে বিভ্রান্ত করার সুযোগ এতদিন পর্যন্ত তারা নিয়েছে, আজকে যখন নাকি গুজরাট এসেছে, বিহার এসেছে, সি, পি, আসছে, ইউ, পি, আসছে, তখন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জব্বলপুরের ইলেক্শান ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পায়ের নীচের মাটী

ধ্বসে পড়েছে। ইউ, পি, র ইলেক্শান—শতকরা ৩২, ৫ ভাগ ভোট পেয়েছে। এত টাকা খরচ করে সরকারী, বেসরকারী টাকা, জাল, জোয়াচুরী করে, এত্র কম ভোট? ৩৩.৫ ভাগ? কাজেই জনসাধারণকে আক্রমন কর, জনসাধারনের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নাও। যদি জনসাধারণ বিক্ষুদ্ধ থাকে, তাদের কিছু লোককে খারাপ কাজে ব্যবহৃত করা, যায়। যে জন-সঙ্ঘের কথা তিনি বলেছেন, আনন্দমার্গের কথা বলেছেন, কংগ্রেস (ও-র) কথা বলেছেন, যদি মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ থাকে, যদি আমরা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারি, সেই মানুষ অন্ধ, যে কোন মানুষ তাকে পরিচালিত করতে পারে, যে কোন পথে। তারা তা করছে। আমাদের এখানে করছেন না? অস্বীকার করতে পারবেন? ট্রাইবেলকে শাসক গোষ্ঠি আক্রমণ করছে, সেই ট্রাইবেল আজকে অন্ধের মত বাঙালীর বাজার হাট পুড়িয়ে দিচ্ছে না? তাকে পরিচালিত করছে কিছু স্বার্থন্বেশী লোক, তাদেব বলা হচ্ছে তোমরা বাঙ্গালীকে আক্রমণ কর, জমি পাবে, এটা পাবে, ওটা পাবে, তার সঙ্গে ওরাও আছেন। সেই প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে তাঁরা আছেন, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন যারা বাঙ্গালীদের বাজার হাট পুড়িয়ে দিচ্ছেন, বাঙ্গালীর ধান কেটে নেওয়াতে উৎসাহ দিচ্ছেন, বাঙ্গালীর ডাল খেলনা, বাঙ্গালীর পোষাক পড়বেনা, বাঙ্গালীর ফ্রাীপট ব্যবহার করবেনা, বাঙ্গালীর সঙ্গে স্কুলে যেওনা, সেই প্রচারের সঙ্গে ওরাও আছেন, অস্বীকার করতে পারবেন না। জনসঙ্ঘের কথা বলছেন, তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রীত্ব করেননি? অস্বীকার করতে পারবেন? বি, এল, ডি, তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রীত্ব করেননি ওরা? যত সুবিধাবাদী আজকে কংগ্রেসের মধ্যে। কংগ্রেসের মধ্যে যারা আছেন, তাঁরা সব প্রগতিশীল আর কংগ্রেসের বাইরে যারা আছেন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল। কংগ্রেস (ও)-র কজন লোক বাইরে আছেন, ওদের জিজ্ঞাসা করুনতো সুবিধা বাদীর একটা সীমানা থাকা দরকার। একটা সীমা থাকা দরকার। আজকে হচ্ছে কি না ওরা গণতান্ত্রিক, আর এঁরা সমাজবাদের বিরোধী আর ওঁরা সমাজবাদের পক্ষে এমেরিকার কথা উনি বলেছেন। এমেরিকার কিসিঙ্গার যখন ভারতবর্ষে আসলেন তখন সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল আপনাকে কি কেউ নিমন্ত্রণ করে এনেছেন? না কি আপনি নিজে থেকে ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছে? উত্তরে ডঃ কিসিংগার বলেছেন যে আমাকে শ্রীমতী গান্ধী নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। তারপরে জয়েণ্ট কমিশন? কি জন্যে না জয়েণ্ট কমিশান। প্রাইভেট কেপিটাল আসবে। উনি চিলির গল্প শুনাচ্ছেন। চিলিতে এমেরিকার প্রাইভেট ক্যাপিটেল দিয়ে কাণ্ট্রি রিভিলিউশান করতে হতে পারে আর আমাদের এখানে প্রাইভেট ক্যাপিটেলে রিভিলিউশান হবে না। এটাতে প্রতিবিপ্লবী নয়, এটা হবে বিপ্লবী। কারণ শ্রীমতী গান্ধীর নরম হাত দিয়ে ক্যাপিটেল এসেছে। কি দেবে? সার দেবে। হ্যাঁ, এমেরিকা আমাদের সার দেবে। এটা কি সত্যি নয় আমাদের দেশকে শাসক গোষ্ঠী বিক্রি করছেন? এটাকে কি বিক্রি করা বলে না। আমরা আর কোন পি, এল, ৪৮০ গম আনব না পি, এল, ৪৯০ যে গম আনলাম তাও আমরা শর্ত নিয়ে আনতে হল কি, কি শর্ত? আমরা আমাদের নিজের মত ব্যবহার করতে পারব না। এটা অস্বীকার করতে পারবেন? গম আনার জাহাজ আটকে দেয়নি। আমাদের শর্ত মানতে হবে। আজকে যদি ভারতবর্ষ তার গম থেকে বাংলাদেশকে দিতে পারবে না। সোভিয়েত ওতো আমেরিকার থেকে গম নিয়েছিল? কিন্তু

সেই গম সম্পূর্ণ সে ভারতে দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ২০ লক্ষ টন গম সে ভারতকে দিয়ে দিয়েছে। কেউ সে তো শর্ত মানে নি। আমার পয়সা দিয়ে গম কিনব সেই গম কোথায় কি ভাবে ব্যবহার করব সেই কথা তুমি বলে দেবার কে? আজ ওঁরা বলছে। যে এমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নাকি অতন্দ্র প্রহরী হচ্ছেন ঐ শাসকগোষ্ঠী। সেটা তারা দেখবার চেষ্টা করছেন। আলজেরিয়ায় নন-অ্যালাইন কন্‌ফারেন্সে প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে আমরা সবাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেব। দিয়েছেন সেটা? ও কে জিজ্ঞেস করুন তো? ওঁর নেতা তো রোজ শ্রীমতী গান্ধীর বাড়ীতে যাতায়াত করেন। এই কথাটা বলতে পারেন না? এই আলজিয়ারসে এরকম ভাবে কথা দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে স্বাকৃতি দিচ্ছেন না কেন? বলতে পারেন কি? কেন যান শ্রীমতী গান্ধীর বাড়ীতে? খানাপিনা করতে যান। দিয়াগো-গারসিয়া আমেরিকান আর্মস টু পাকিস্তান। আমরা চাই না কেহ পাকিস্তানকে আর্মস দিক। সে রাশিয়াই হউক কিংবা আমেরিকাই হোক। আমরা কারো কাছ থেকে পাকিস্তান অস্ত্র পাক সেটা চাই না। চাই না আমরা এ জন্যে পাকিস্তান এ অস্ত্র শুধু আমাদের উপরই ব্যবহার করবে তা নয়। সে এই অস্ত্র দিয়ে তার নিজের দেশের লোক বেলুচিস্তানের লোকের উপর ব্যবহার করবে। যারা তাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। কাজেই বিদেশ থেকে আর্মস আসুক এটা আমরা চাই না। আমরা চাই না আমেরিকা কিংবা রাশিয়া কেহ পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করুক। আমরা চাই নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে। আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই। প্রয়োজন হলে দেশের সমস্ত লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দিন। কিন্তু বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর বিশ্বাস নাই সে ব্যাপারে। তাঁরা দেশের লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার মত বিশ্বাস তাঁদের নেই। তারা দেশের লোককে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভাবছেন যদি দেশের লোক তাঁদেরই উপর সেই অস্ত্র ব্যবহার করে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চলার মত ক্ষমতা আমার দেশের সরকারের নেই। কিন্তু তবু আমরা চাই না আমেরিকা আমাদের অস্ত্র দিক কিংবা রাশিয়ার কাছে আমরা অস্ত্র চাচ্ছি না। আমেরিকা আজকে পৃথিবীর এক নম্বর বিপদ। আমেরিকা ইউরোপকে হারিয়েছে, আমেরিকা ভিয়েতনামকে হারিয়েছে। সব কিছু হারিয়ে আজকে পশ্চিন এশিয়া ভারত মহাসাগর তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা তাদের সমস্ত পলিসি পাল্টিয়েছে। তার জন্য প্রতি-বেশী দেশগুলি আজকে এক আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এশিয়াকে তারা ঘাটি করতে চায়। ইজরায়েল একটা ঘাটি ছিল, তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতকে তারা তাদের ঘাটি করতে চায়। অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রেসার। আমরা আনবিক পরীক্ষা করেছি তার জন্য আমাদের অস্ত্র দেওয়া বন্ধ দেয়া হয়েছে। কেন দিল? প্রেসার। ভারত সরকারকে চাপ দেওয়া যাতে তাঁদের কব্জির মধ্যে চলে আসতে পারে। পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে? সেটাও একটা প্রেসার। যাতে করে তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে পাকিস্তানকে রাখতে পারে। এক একটা করে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। আর আমাদের সরকার যাতে করে তাঁর কব্জির মধ্যে যেতে পারে তার চেষ্টা করছে। আজকে তাঁরা সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরবকে তাঁরা বিশ্বাস ঘাতকতায় নামাতে চাচ্ছে। আমেরিকা তাঁর খাদ্যশস্য এবং অস্ত্র সম্ভার নিয়ে সারা বিশ্বে ঘুরতে শুরু করেছে। ভারত দরিয়া দিয়ে এশিয়াতে তারা তাদের বিশ্বের সমস্ত ষড়যন্ত্র

চালাচ্ছে। উনি কি বলতে চান সেই সতর্কতা সম্পর্কে যার বিরোধে তিনি তাঁর প্রভাবে ভুলে যেতে পেরেছেন? উনি তা অস্বীকার করতে পারবেন। আমি কি অস্বীকার করতে পারবেন আমেরিকা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেননি যে আমেরিকা একটা বিপজ্জনক

র সৃষ্টি করে চলেছে। আজকে আমাদের একথা বুঝতে হবে যে বিপদ কোন জায়গা দিয়ে আসছে। বর্তমান শাসক গোষ্ঠী যে রাস্তা নিয়ে চলেছে সে রাস্তা সঠিক নয়। আজকে ভারতবর্ষ চরম দুঃস্থ সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তার বিকল্প একমাত্র পথ হচ্ছে বামপন্থী গণতান্ত্রিক পথ। যে পথ দেশ থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে পারবে, যেপথ দেশ থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করতে পারবে, যে পথ দেশকে আত্মনির্ভরশীল করতে সাহায্য করবে, যে পথ আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে আপোষহীন নীতি চালিয়ে যাবে সেই পথ হচ্ছে একমাত্র আমাদের পথ। সেই পথকেই আজকে আমরা গ্রহণ করেছি। সেই ভদ্রলোকেরাও সেই পথে পা দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পথ তাঁরা নেন নি। এই পথকে আরো অনেকে পরিত্যাগ করেছে জাতি আজকে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমরা সেই পথটার জন্য কাজ করে যাব। সেই পথকে আমরা বলি বামপন্থী গণতান্ত্রিক পথ। যে পথ জনসঙ্ঘের নয়, নয় সিণ্ডিকেটের। শ্রীমতী গান্ধীর পথ নয়। তাদের পথ নয় দেশ থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাক, তাঁদের পথ নয় একচেটিয়া পুঁজিপতি দেশ থেকে উচ্ছেদ হোক কিংবা তাদের পথ নয় সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক। সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া গুণ্ডাদের ফুলের মালা গলায় পড়াচ্ছে। কারণ শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী রাখতে চায়। কোলকাতার নামকরা গুণ্ডা ওখানে গিয়ে তাঁরা ফুলের মালা গলায় পড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে সবাই তাঁকে গুণ্ডার সর্দার বলে চিনেন। সেই গুণ্ডার সর্দারকে তাঁরা ফুলের-মালা দিচ্ছেন। রেলওয়ে ষ্ট্রাইক তাদের চোখে প্রতিক্রিয়াশীল। রেলওয়ে ষ্ট্রাইক ছাড়াওতো দেশে ষ্ট্রাইক হচ্ছে। চটকলে শ্রমিকেরা ৫০ দিন সংগ্রাম করেছে। তারপরেও সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন রাজ্যে তাদের বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে এইগুলি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেছে। কারণ ভারতে শ্রীমতী গান্ধীর রাজনীতি চলছে। দুর্ভাগ্য। আরো দুর্ভাগ্য চীনের মত সমাজতান্ত্রিক দেশও আমেরিকার পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানায়নি। কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু বেলুচিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু বলছে না এটাকে সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে না। জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে, আন্তর্জাতিক দায়িত্বে, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি দায়িত্বে, সেই দায়িত্ব যদি তারা পালন না করেন সেইটা দুঃখজনক কিন্তু আমরা তার জন্য সোভিয়েত বিরোধী না, আমরা তার জন্য চীনের সমাজতন্ত্রের বিরোধী না, তারা যা করেছে তাদের নিজেদের দেশের স্বার্থে অভূতপূর্ব যা কল্পনা করা যায় না। বেকার নাই, দুর্ভিক্ষ নাই, খাদ্য সংকট নাই, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নাই, যে কোন লোক যাচ্ছেন অবাক হয়ে যাচ্ছেন। একদিন বিনরাস্ক বলেছিলেন, আমেরিকার ফরিন মিনিষ্টার যখন নাকি চীন স্বাধীন হলো, মাও সে তুং তো লম্বা লম্বা কথা বলছে আচ্ছা ১০ কোটি মানুষকে খাইয়ে দেখুক, ডিন রাস্ক-এর কথা ১০ কোটি মানুষকে দেখুক একবার খাইয়ে, খাইয়েছে। আজকে খাদ্য বাড়তি। আজ তার প্রফেস মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে এই কথা সত্যি নয় যে ধনতান্ত্রিক দেশে

যা ঘটছে সমাজতন্ত্রের দেশে তা ঘটছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের কৃষকের কোন সমস্যা নাই, শ্রমিকের [illegible] বেকারের সমস্যা নাই, শিক্ষার সমস্যা নাই, খাদ্যের সমস্যা নাই। আজকে [illegible] আছে সেইটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথ। মেকি সমাজতন্ত্র নয়, ইণ্ডিয়ার সমাজতন্ত্র নয় যে সাইনবোর্ড লাগিয়ে যেমন বিড়লা বিশ কোটি টাকা থেকে এক হাজার কোটি টাকা করেছে। এতো গাছে নাড়া দিয়ে টাকা করে নি। মানুষকে শোষণ না করলে টাকা হয় না। কৃষককে শোষণ করেছে তার ফসলের দাম কম দিয়ে, শ্রমিককে শোষণ করেছে তার মজুরী কম দিয়ে, সেই তার মুনাফার পাহাড় তৈরী করেছে কংগ্রেসের সাইন-বোর্ড দিয়ে। কাজেই এই সাইনবোর্ড নয়। সমাজতন্ত্রের পথ শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের পথ সেই পথই হচ্ছে জয়প্রকাশ নারায়ণের। জয়প্রকাশ নারায়ণ সেই পথ নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন সেই কথা আমি বলি না। এই কথা কেউ বলে নি। কিন্তু আজকের দিনে যা বাস্তব শ্রীমতী গান্ধীর ভারতবর্ষের শাসক গোষ্ঠী আধা ফ্যাসিষ্ট কায়দায় শাসন করছেন. একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছেন, একদলীয় শাসন কায়েম করেছেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন তার বিরুদ্ধে তার অশুভ পরিণতির দিকে জয়প্রকাশ নারায়ণ সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ অভিনন্দন জানাবে, বিরোধীতা করার কথা নয়, অভিনন্দন জানাবার কথা, একটা লোক দাঁড়িয়েছে শেষ পর্য্যন্ত যার ইতিহাস আছে। আমি তাকে ১৯৩৪ সাল থেকে চিনি সহকর্মী হিসাবে। উনি যখন কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টিতে আমি তখন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির ওয়ান অব দি সেক্রেটারীজ। আমি জানি জয়প্রকাশ নারায়ণকে, আপনারাও জানেন, ওরা তাকে যে কোন কাল পোষাক দিয়ে ঢাকতে পারে কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ আর জনসংঘ এক কথা নয়, জয়প্রকাশ নারায়ণ আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এক কথা নয়, যার ফলে কংগ্রেসের ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ উঠেছে। তাই আজকে কংগ্রেস সভাপতি থেকে আরম্ভ করে সবাইর বুক কাঁপছে যে কি জানি কংগ্রেসের লোকও চলে যাবে না কি। শাস্তিমূলক বিধান নিতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিতে হচ্ছে, ধারিয়াকে দিচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রশেখরকে দিচ্ছে না, কি জানি ভেংগে যদি যায়, আতঙ্ক সমস্ত কিছু তাসের ঘরের মত খসে পড়ছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে নীচে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে জনসাধারণ সেখানে যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে যে চেয়ার টেবিল কাঁপবে এইটা কোন নূতন কথা নয়। সেই ভূমিকম্পকে রোখতে হলে সেখান থেকে চেয়ার টেবিলকে কাঁপিয়ে যারা তুলছেন তাদেরকে দায়ী করে কোন লাভ নেই। এই কথা বলে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি.

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস যে প্রস্তাব. এনেছেন আমি ওটার বিরোধীতা করছি। প্রস্তাবটা দেখে মনে হচ্ছে ওরা দল না কংগ্রেসের উপদল, ওরা লেজ না মাথা, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। কারণ আজকে শ্রীমতী গান্ধী যে কথা বলছেন জয়প্রকাশ নারায়ণকে প্রতিরোধ করার নামে যে গণতন্ত্র, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা, জোট নিরপেক্ষতা এই সব বলছেন এবং প্রস্তাবটা কংগ্রেস এইখানে আনতে

পারতো তাহলে ওদেরকে বানাতো কিন্তু একটা ওদের সংগে যেহেতু তারা পার্টনার যো হেতু এসেছেন এবং জিতেন্দ্র বাবুরা দীর্ঘকাল যাবত একটা চান্স খোঁজছিলেন যে কেরালা এবং দিল্লী সব জায়গায় কংগ্রেস ভজনে সবাই যখন এগিয়ে গেল আমার বন্ধু বান্ধব আি ত্রিপুরার একমাত্র প্রতিনিধি আমি একটা চান্স কি করে বের করি। তাই জয়প্রকাশ নারায়ণকে পেয়ে একটা চান্স বের করেছেন ইন্দিরা ভজনের জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, সব লাল ঘরের বিপ্লব না, ওরা লাল ঝাণ্ডা উড়ান ইনক্লাব বলেন কিন্তু ওদের মূল নীতি হলে ভারতবর্ষে কংগ্রেস যে পর্যায়ে গেছে তাকে সাহায্য করা, ওটা আরও ভালভাবে বল যেতে পারে যে ওরা ইন্দিরার লাল কার্পেট। লেনিন ওদের সম্পর্কে বলে গেছে যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেও বিকোর আছে ভেজাল আছে এবং ওদের হাতে লাল ঝাণ্ডাই থাকে ওরা কখনও দক্ষিণ দিকে যায়, কখনও বাম দিকে, ওরা যখন সংশোধনবাদী হয় তখন ওরা মজুর সরকারের পর্য্যায়ের দপ্তর হিসাবে কাজ করে, ওদের নীতি বলে কোন জিনিস নেই। ওরা বলছেন কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রগতিশীল শক্তি আছে ওদের সংগে আমরা আঁতাত করে যুক্তফ্রন্ট করে ভারতবর্ষে বিপ্লবকে তরান্বিত করবো। ১৯৫৫ সনথেকে ওরা সুরু করেছেন সেই সং মার্চ্চ ১৯৭৫ সাল পর্য্যন্ত চলছে। অবশ্য এর মধ্যে ওদের মধ্যে কেউ সার্টিফিকেট পেয়েছেন যেমন রাজেশ্বর রাও ওদের চেয়ারম্যান এবং তাদের একজন সেক্রেটারী সেইজন্য সেই জিতেন্দ্র বাবুকে একটা অর্ডার দেওয়া দরকার তিনি একদিকে সোভিয়েত ফেরত, সুখময়বাবুর একজন ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন উনি, শুধু ব্যারিষ্টারীর জন্য অন্ততঃপক্ষে তাকে অর্ডার অব ইন্দিরা গান্ধী দেওয়া দরকার, এই সার্টিফিকেটের জন্য এবং সেই ১৯৫৫ সনে যে রাস্তা তারা শুরু করেছিলেন, ১৯৫৫ সনে যে রাষ্ট্র তারা চালিয়েছে ১৯৬১ সনে অজয়বাবু যখন পার্টি থেকে বের হল তখন তিনি বললেন যে—আমরা বিরোধী দল বলে এটা মানি না এবং উরা বলেছেন যে আমরাও পলিটিক্যাল ডিকশিনারীতে এক কাট্টা হয়ে বিরোধীতা করব এটা মানি না। আমি কংগ্রেস দলের প্রগতিশীল-এর সংগে আঁতাত করে ভোটের মাধ্যমে বিপ্লব আনবো সেজন্য দেখা যাচ্ছে কামরাজকে এক সময় বললেন প্রগতিশীল। কামরাজের জন্মদিন পালন করেন। আবার কখনও বলেন কামরাজ প্রতিক্রীয়াশীল, এই কথাটা বলেছেন। আজকেও আমরা দেখছি তাদের দোদুল্যমানতা কোথায়। ঐ সিদ্ধার্থশংকর রায়কে মনুমেন্টের ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেন তিনি ঐ কংগ্রেসের মধ্যেও বামপন্থী। তারপর যখন দেখা যায় উদের হাতে একজন কর্মী খুন হয় উদের নারীরা ধর্ষিতা হয় তখন ডাংগে সাহেব মনুমেন্টের ময়দানে এসে বলেন, না তিনি একটু দক্ষিণে চলে যাচ্ছেন। এই অবস্থা তাদের চলছে। এবং ভারতবর্ষের কংগ্রেস যখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যখন ঐ দৈত্যের মত জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন দাঁড় হচ্ছেন তখন বুঝতে পারছেন যে আমরা কাদের সংগে ঘর করব। যাদের প্রসংশা করে আমরা কিছু বকশিশ পেয়েছি কেরালায়—১৬ জন এম, এল, এ, হওয়ার পরেও তারা মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই সার্ভিস তারা দিয়ে যাচ্ছেন উড়িষ্যায় নন্দীনি সৎপথীকে। সেই সার্ভিস দিচ্ছেন বিহারে। কংগ্রেস যেখানে জয়প্রকাশ নারায়ণের দলকে ঠেংগাবার জন্য লাঠি বল্লম নিয়ে আসে না, উরা আসেন। তাতে বুঝা যায় যে সূর্য্যের চেয়ে বালুর তাপ কত প্রখর। উরা উত্তর প্রদেশে এই

কাজ করেছেন, উঁরা পশ্চিমবংগে এই কাজ করেছেন। কাজেই গোটা ভারতবর্ষে উদের সার্ভিসের লাইন হল যে কংগ্রেস নিমজ্জমান যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণ আজকে প্রতিবাদ মুখর—বিহারে কংগ্রেসীরাই দুর্নীতির চার্জ এনেছে আজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে—সারা ভারতবর্ষে এই কংগ্রেসের মধ্যে আমরা দেখছি তারা খসে যাচ্ছে। এই ত্রিপুরাতেও আমরা দেখছি যে খসছে। কাজেই এই কংগ্রেসের দুর্দিনের বন্ধু হিসাবে তারা উপস্থিত। এবং উখানে তারা বলেছে যে আমরা সেই ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট উদের সংগে চাই। ন্যাশনেল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট মানে একটা পার্টনারশিপ। যে পার্টনারশিপের মধ্যে সর্বহারার নেতৃত্ব নয়, বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবং জয়েন্ট নেতৃত্ব। উরা এখন জয়প্রকাশকে বলছেন যে জয়প্রকাশ প্রতিক্রিয়াশীল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা শ্রীমতি গান্ধীর সংগে আঁতাত করে তারা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র তাদের বুর্জোয়াতন্ত্র রক্ষা করতে চায়। উদের আমি এই কথা বলতে চাই উদের যে রাস্তা সেই রাস্তা ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল সেখানেও সেই প্রতিবিপ্লব। চিলির কথা বলেছেন—চিলির আলেন্দে হত্যার ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু সেখানে বলা হয়েছিল চিলির গভর্ণমেন্টকে রক্ষা করার জন্য চিলিতে গণফ্রন্ট তৈরী করা হউক, উদের আর্মস দেওয়া হউক। সেখানকার যে কমিউনিষ্ট পার্টি উরা বলেছিল যে তা উদের আর্মস দেওয়া যায় না, গণফৌজ তৈরী করা যায় না। এমনিতেই বিপ্লব রচিত হবে—সেই অভিজ্ঞতা উদের আছে। ঐ সিংহলে বন্দর নায়ক গভর্ণমেন্ট—উরা যে প্রতিক্রিয়ায়ার কথা বলেন—সেই সিংহলে ১২ লাখ যুবক যারা বলেছে যে চাকরী চাই...

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ অভার।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমাকে আরও ৭ মিনিট সময় দিন। হাউসতো সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী অনিল সরকার :— কাজেই সিংহলে আমরা লক্ষ্য করলাম কি—সিংহলের ১২ হাজার যুবককে উরা রাস্তায় মার্ডার করেছে, হাজার হাজার যুবককে জেলে নিয়েছে অথচ উদের চোখে শ্রীমতি বন্দর নায়ক গভর্ণমেন্ট প্রগতিশীল। উরা সুকর্ণের গভর্ণমেন্টের সাহায্য করেছিল, ওখানে প্রতি বিপ্লব হয়েছে, ঐ চিলিতে সেখানেও একই লাইনে প্রতিবিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষে উরা বলছে শ্রীমতি গান্ধী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে জয় অর্জন করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেছেন সেগুলি রক্ষা করার একমাত্র সেকেণ্ড পার্টি উরা। উরা নিজেদের মনে করেন আর একটা রুলিং পার্টি। ট্রেজারী বেঞ্চ অবাক হয়ে যায় উদের খবর শুনে। উরা ১০ম কংগ্রেস করল—আমরা জানি আপনাদের জন্য টাটা বিড়লা টাকা দেয় হাজার লাখ লাখ। উদের একটা কংগ্রেসে ২০ লাখ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। উরা খুব গর্ব করে বলেছে যে আমার পার্টি কি ফ্যলারিশিং। আমরা চাঁদা চাইলে ৫ হাজার, ১০ হাজার, ২০ হাজার টাকা উঠে যাচ্ছে। আপনাদের থেকে সুপিরিয়ার হয়ে যাচ্ছে। উদের কংগ্রেসে জমায়েতের জন্য ১০টা স্পেশাল ট্রেন লাগে এক হাজার ট্রাক লাগে। কাজেই এটাই সেই কংগ্রেস—এটা উদের সম্মেলন না মেলা যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি লবন হ্রদে

শ্রীমতি গান্ধী মেলা করেছিলেন। লবন হ্রদের মেলার সংগে ঐ বিজয় ওয়াড়ার ১০ম কংগ্রেস মেলার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাজেই আজকে কংগ্রেস যখন ডুবছে তখন উরা ভারাক্রান্ত, উরা বিমর্ষ। আজকে জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর ধোয়া তুলে কংগ্রেসকে বাঁচানোর জন্য উরা সেই পথ নিয়েছেন। জয়প্রকাশের যে আন্দোলন ভারতের মানুষ সমর্থন করছে। সেখানে হয়তো কতগুলি প্রতিক্রিয়াশীল দল আছে—কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি বাজারে চোর ধরা পরে আপনারা জানেন যে সেই চোরকে যারা মারে সে কেবল ভাল লোকেরাই মারে না কিছু কিছু চোরও আছে উরাও চান্স নিয়ে চোরকে মার দেয়। কাজেই জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে কংগ্রেস টার্গেট হয়ে গিয়েছে সেই টার্গেটের বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিক্রীয়াশীল দলও সেই কথা বলবে। এখন এরা এই সমস্ত কথা বলছেন উরা যে কথাগুলি বলেছেন যে ধর্ম্মনিরপেক্ষতা জোট নিরপেক্ষতা এইগুলি উদের নূতন শ্লোগান নয়। এইগুলি উদের ভরং রাতের অন্ধকারে চোর যখন পালায়—চোর ধরা একটু কষ্টকর। কারণ চোর কে—চোরও সুযোগ বুঝে বলে যে চোর চোর পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে ভাল লোকও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকে চোরো রাতের অন্ধকারে সিঁদ কাটছে। সেই চোরেরাই আবার বলছে চোর চোর—ধর্ম্মনিরপেক্ষতা জোটনিরপেক্ষতা আর প্রতিক্রিয়া প্রগতিশীলতা। কাজেই আজকে যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সঠিক ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসের সংগে এই কথা বলছে এবং তারা দায়িত্ব নিয়েছে কংগ্রেসকে প্রগতিশীল করতে এবং এই রিজোলিউশান দেখে মনে হচ্ছে যে মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস বলেছেন যে এটা আমার প্রস্তাব। কিন্তু এটার গুণগত দিক দেখে মনে হচ্ছে যে এটা কংগ্রেসের প্রস্তাব। এটা দেখে মনে হচ্ছে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি যে কুকুরে লেজ নাড়ে, না লেজে কুকুর নাড়ে। এই বলে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কোন রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভংগী দিয়ে আমি বিচার করতে চাই না। আমি ঠিক বিচার করতে চাই নিরপেক্ষভাবে। এবং সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টীভংগীর মধ্য দিয়েই আমি কিছু বলব। প্রথমতঃ জয়প্রকাশ নারায়ণজী সম্পর্কে—তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা প্রভাবান্বিত নন যার ফলে তার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে এবং তার আন্দোলন সম্পর্কে আমরা যদি রাজনৈতিক দলের দৃষ্টীভংগীর মাধ্যমে বিচার করার চেষ্টা করি তা হলে সাধারণতঃ সেটা ভুল হবে। তার কারণ জয়প্রকাশ নারায়ণজী—তিনি কি চান? এবং আজকে ত র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই জায়গা থেকে যে জায়গাতে শাসক গোষ্টী ২৭ বছর ধরে কাজকর্ম্ম করছে। কিন্তু এই দীর্ঘদিন শাসক গোষ্টী এত ভাল ভাল কাজ করেছে বলার পরও জয়প্রকাশ নারায়ণজীর নেতৃত্বে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক সংগঠিত হচ্ছে। তাহলে আমরা এই কথাই ধরে নিতে পারি যে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনের যে অভিব্যক্তি সেই অভিব্যক্তিই তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই এখানে জয়প্রকাশজীর মাধ্যমে প্রগতিশীল শক্তির কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো কোনদলের অন্তর্ভূক্ত নন। তবে এই কথাটা ঠিক যে প্রতিক্রিয়াশীল যারা তারা চেষ্টা করে জয়প্রকশজীর

নেতৃত্বে তাদের যে ডুবন্ত অবস্থা সেই ডুবন্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক শ্লোগানে চলেন না। তিনি তাঁর নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর মধ্য দিয়ে তাদের পরিচালিত করছেন। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি জয়প্রকাশ নারায়নজীর মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করুক না কেন সাধারণ মানুষ কোনদিন সহ্য করবে না এবং যখনি তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে তখনি তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হবে এটাই আমার বিশ্বাস। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে সি, আই, এর এজেন্ট। আমি একটু আশ্চর্য হয়েছি যে সি, আই, এ, এর এজেন্ট, কারণ সরকারের হাতেই তার বৈদেশিক নীতি এবং আয় নিয়ন্ত্রিত। বিদেশ থেকে কারা কারা টাকা আনে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে রুলিং পার্টি। অতএব জয়প্রকাশ তো বৈদেশিক আযের নীতি নির্দ্ধারণ করবেন না। উনার মধ্য দিয়ে সেই জিনিষ আসার কোন সম্ভাবনা নেই। যদি সি, আই, এ, এর খোঁজ করতে হয় তাহলে রুলিং পার্টির মধ্য দিয়ে আমাকে খোঁজ করতে হবে। এই জন্য আমি এই কথাই বলতে চাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব আমি কোনমতেই এটা সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাসের তরফ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে, যে আকারে এসেছে তার সংগে আমরা একমত নই। যদিও বক্তব্যের মধ্যে তিনি যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিলেন সেই বক্তব্যের সংগে আমরা মোটামুটি একমত। কিন্তু প্রস্তাবটা আমি জানি এখানে আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, যে যতটা এটা হোম পলিটিক্‌সের ব্যাপার তার চাইতে এটা অনেক বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের এই বিধানসভায় বৈদেশিক নীতি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র আছে কিনা আমি জানি না। সেই কারণে এই প্রস্তাব যে আকারে এসেছে সেটা সম্পর্কে আমাদের মতভেদ রয়েছে। আর একটা জায়গায় প্রস্তাবের পক্ষে আমরা যেতে পারছি না, তার কারণ হল এই যে জয়প্রকাশ নারায়ণজীর নেতৃত্বে যে সকল সংঘের নাম করা হয়েছে, যে সকল রাজনৈতিক দলের নাম করা হয়েছে তার সংগে আরও অনেক বামপন্থী বলে যারা পরিচিত তারাও রয়েছে, তার উল্লেখ এই প্রস্তাবের মধ্যে নেই। কাজেই এই প্রস্তাবটা ইনকমপ্লিট এবং যেভাবে প্রস্তাব আসা দরকার ছিল সেভাবে প্রস্তাব আসেনি। কাজেই এই প্রস্তাবের বয়ান সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন আছে। জে, পি, এর নেতৃত্বে যে সকল দল মিলিত হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা এবং একজন সদস্য এই সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে জে, পি, এর আন্দোলনের সংগে ওদের সংযোগ রয়েছে। এটা এতদিন পর্যন্ত আমরা খবরের কাগজে যা দেখেছি তাতে আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার ছিল না, কারন ওরার বাম পন্থী বলেন কিনা সেজন্য পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ওঁরা কোনদিকে যাচ্ছেন ? আজকে ওঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই ধারণাটা সুস্পষ্ট হল যে ওঁরা জে, পি, এর আন্দোলনের শরীক হয়েছেন। জে, পি, এর আন্দোলনের লক্ষ্য কি ? তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন। কিন্তু তার আন্দোলনের লক্ষ্য, যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন সেটা হল ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে, অন্ততঃ বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বিধানসভায় যতক্ষণ পর্যন্ত সদস্য হিসাবে রয়েছেন আলোচনা করতে পারে. সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু

সদস্য হিসাবে বিধানসভায় থেকে জে, পি, এর নেতৃত্বের কথা প্রথম জে, পি, তুলেছিলেন সেটার সংগে একমত হয়ে তাদের পদত্যাগ করে বাইরে বলা উচিত ছিল। তিনি প্রথম বলেছিলেন এই গণতন্ত্র আমরা চাই না। এটা কোন্ ধরণের গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের সংগে ওঁদের কোন মিল নেই ? জনতার পার্টি, জনতা দেশ শাসন করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাব এনেছেন ওঁরা তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঢাক পেটাবার জন্য এনেছেন। আমি যদি পাল্টা প্রশ্ন করি যে জে, পি, এর পক্ষে আজকে ঢাক পেটাবার জন্য দলতন্ত্র কিংবা লোকদল কিংবা জনসংঘ, আর, এস. এস, যদিও ওরা আরও বেশী কার্যকর হবে সেজন্য ঢাকের বিচার হতে পারে কিন্তু প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে, প্রস্তাবের মতামতের পক্ষে এটা যায় না। ঢাক নিয়ে আপনারা যত খুশী নাচতে পারেন তাতে আমাদের কিছু যায় না আসে না। কিন্তু দুই পক্ষেই যারা বামপন্থী বলে পরিচয় দিতে চান শুধু তারাই জে, পি, এর সংগে জড়িত, আবার যারা বামপন্থী হিসাবে ঐ দিকে অগ্রসর হয়েছে তাদের সংগে আবার অন্য কোন জায়গায় গিয়ে ওদের সংগে বামপন্থী হিসাবে মিলিত হতে চান এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা একটা অদ্ভুত রাজনীতির খেলা, তার মধ্যে নীতিটা কোথায় থাকে, আদর্শবাদ কোথায় আছে আমি জানিনা। আজকে ওঁরাই বলছেন বামপন্থী ঐক্য। সেই বামপন্থী ঐক্যের শরিককে আমরা পশ্চিমবংগে দেখেছি—যেটা গণতান্ত্রিক ঐক্য, সেই নয় বাম পার্টির ঐক্য কোনরকমে টীকে ছিল এতদিন পর্যন্ত, জয়প্রকাশকে সমর্থন করার ফলে তার মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। তাহলে কি বুঝতে হবে যে ওঁরা সার্টিফিকেট দিলে পরেই বামপন্থী হবে, আমরা দিলে পরে দক্ষিণ পন্থী হবে ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজনীতির কথা অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি, ওঁরা যাঁদের নাম উচ্চারণ করেন. তবে আজকে ভাল কথা বলেছেন সমাজতান্ত্রিক দেশ, প্রস্তাবের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা আছে, তবে শুধু এটার মধ্যে চীনের কথা বলা হয়নি, জানিনা বিরোধিতা এইজন্য কি না ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশে, মার্কসীয় দর্শনের কোন জায়গায় লেখা আছে, যে সমাজতান্ত্রিক দেশ, আরেকটা দেশের উপর চড়াও করতে পারে, আরেকটা দেশের উপর হামলা করতে পারে ? মার্কসীয় দর্শনের কোন্ জায়গায়, কার লেখায় একথা আছে আমি জানি না। ওঁরা সেইদিক থেকে বিচার করে চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলবেন, রাশিয়াকেও সমাজতান্ত্রিক দেশ বলবেন। কিসীঞ্জারকে ডেকে আনা অপরাধ হয়েছে, চীন ডাকেনি ? চীন সাহায্য নেয়নি ? না, সেখানে কিছু বলা যাবেনা। চীন যদি আমেরিকার সংগে আঁতাত করে, তাহলে চীন সম্পর্কে কেন সেইভাবে সমালোচনা হবে না ? কাজেই এই যে একমুখো ভংগী, এই রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা বুঝিনা। আমাদের দিক থেকে পরিষ্কার. প্রতিচ্ছন্ন বক্তব্য। আমরা গণতন্ত্রের কথা বলেছি। হ্যাঁ, ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। কোথাও কোথাও সংশোধন করার কথা বলেছি। আমরা বলেছি ইলেকশান রুলসের মধ্যে ইলেকশান পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনতে চাও, ডিসকাশান কর আলোচনায় বস, আলোচনা করে যদি দরকার পড়ে তাহলে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসীকে মানব, এবং মেনে তারপর হটাবার চেষ্টা করব এই রাজনীতি আমি বুঝিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসীর জন্য, আজকে আমাদের এখানকার বিরোধি পক্ষে মাননীয় সদস্যরা যাঁরা আছেন মেজরিটি, তাঁরা আজকে বিধানসভা বয়কট করতে পারবেন না। পশ্চিমবংগ

ঘুরে এসেছেন বিরোধী পক্ষের নেতা, তিনি জানেন পশ্চিমবংগে তার দল—ওঁরা বিধানসভায় যায় না। ওঁদের প্রতি আমাদের এইটুকু শ্রদ্ধা আছে, যে ওঁরা কথা ঠিক রেখেছেন যে আমরা মনে করি বিধানসভা বিঘ্নিত হবে না। ওঁরা বিধানসভা বর্জ্জন করেছেন। আমরা বুঝলাম না আমরা এখানে বিধানসভায় আসব, আবার পশ্চিমবংগের টেঁকুর তুলব, অল্ ইণ্ডিয়া পার্টি' হিসেবে কথা বলব, আবার ঐ মাননীয় সদস্য রুদ্র দাশকে আক্রমণ করব, এই যে রাজনীতির ধারাটা সেটা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা। আমরা আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির হিসাবেই কথা বলব। আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের দিকে আমরা চলেছি। আমাদের যেখানে যে পার্টি রয়েছে, যেখানে যে ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের একই লাইন তাঁদের আলাদা লাইনে চিন্তা করা চলে না ; যে লাইন গণতন্ত্রের লাইন, যে লাইন ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার লাইন, যে লাইন সমাজতন্ত্রের লাইন, এছাড়া অন্য লাইন আমাদের নেই। ভুল ত্রুটি যথেষ্ট রয়েছে, লক্ষ লক্ষ খুন হয়েছে, সমাজতন্ত্রের নামে সেইসব ইতিহাস আজকের দিনে আলোচনা করার নয়। আমি সেইজন্য এর আলোচনা এখানে করছিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব'এ আন্তর্জাতিক প্রশ্নটা এত বেশী জটিল আকার হয়ে এসেছে, যে কারণে যে আকারে এসেছে, যেভাবে এসেছে, এই প্রস্তাবের সংগে একমত নই, কিন্তু যে সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করা হয়েছে, তার সংগে আমি একমত।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস। আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী যে জবাব দিয়েছেন, এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। নৃপেন বাবুর বক্তৃতা শুনে আমি বুঝলাম না ওটা কি প্রস্তাবের সমর্থনে বা বিরুদ্ধে? তিনি বলতে গিয়ে, প্রস্তাবের সংগে প্রায় সম্পর্ক নেই, এমন সব কথার অবতারণা করেছেন। আমার একটা গল্প মনে আছে। ১৯৪২-৪৩ সালের কথা। কুমিল্লার বাঁরুইপুরে আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন নেতা ইয়াকুব আলি এক মিটিং'এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ কর্ডনের জন্য হিন্দু, মুসলমানকে এক হতে হবে। কিছুদিন পরেই মুসলীম লীগের অপর এক নেতা পাল্টা এক মিটিং করে বললেন হিন্দু মুসলমান কি করে এক হবে? হাতের তালুতে কি পশম ওঠে? না হুজুর পশম ওঠে না। ঠিক যে কারণে হাতের তালুতে পশম ওঠে না, সেই কারণেই হিন্দু মুসলমান এক হওয়া যায় না। ঠিক তদ্রূপ কোন সম্পর্ক নেই প্রস্তাবের সংগে এমন সব কথার অবতারণা করেছেন নৃপেন বাবু, যেটা মূল বিষয় বস্তুর সংগে সম্পর্কশূন্য। আমি এই দেশের অর্থনৈতিক সংকট, সমস্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার আলোচনার মধ্যে তুলেছি। বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিষয় বস্তু সম্পর্কে তিনি বলেছেন কিন্তু মাননীয় নৃপেন বাবু সেই সমস্ত সংকটের কথা বলে, তিনি একথাটা পরিষ্কারভাবে বলেননি, প্রস্তাবের মধ্যে যে জয়প্রকাশ নারায়ণকে প্রাক্... বিপ্লবী বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি? তিনি প্রস্তাবের বিরোধিতা নিশ্চয়ই করেন কারণ তিনি তাঁকে সমর্থন করেন। আমি জানি তাঁরা বিভিন্ন দলের খেলার মধ্য দিয়ে সমস্ত রকম বিরোধের মধ্য দিয়ে, বিপ্লবীয়ানার মধ্য দিয়ে, ভেল্কীআনার মধ্য দিয়ে তাঁরা মূলতঃ

জয়প্রকাশের আন্দোলনকে সাহায্য করছেন বলেই আমরা জানি। এবং আমরা আরও জানি তাঁরা পশ্চিমবংগে শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সংগে মোর্চা করে সেখানে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের জন্য, ফ্যাসিজিম রোধ করার জন্য তাঁরা লড়াই করছেন। কিন্তু আমরা জানি প্রফুল্ল সেন খাদ্য আন্দোলনে শত শত লোককে গুলি করে মেরেছেন, পশ্চিম বাঙলার সমস্ত লোককে কাঁচকলা খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, সেই প্রফুল্ল সেনের সংগে জ্যোতিবাবু যুক্তভাবে নাকি সেই দেশে গণতন্ত্র সম্প্রসারণ করবেন। আমি বর্তমানে পশ্চিমবংগ সরকার—সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার পক্ষে, কিন্তু প্রফুল্ল সেনের সংগে মিশে নয়। এটা ভূতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ঝামেলা ডেকে আনা। কাজেই আজকে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই লড়াই করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরা বলছেন বৃহৎ পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্র হত্যাকারী বর্তমান সরকার। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সম্পর্কে আমরা জানি। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা জানি। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করার সম্পর্কে আমরা জানি। এবং আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি সর্ব ভারতে সেই বিষয়ে লড়াই করছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ম্যালেরিয়া রোগীকে থাইসিস বলে দেওয়া বড় ডাক্তারের লক্ষণ নয়। আধা ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দেওয়া হয় সেই সরকারকে সেখানে গণতন্ত্রের খেলাপ হয়। যদি এই সরকার গণতন্ত্রের অপব্যবহার করতে চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আমার পার্টি নিশ্চয়ই লড়াই করবে, এবং সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কিন্তু আধা ফ্যাসিষ্ট ফ্যাসিজম সরকার কাকে বলে মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবুকে দেখাতে বলব। আমি আরো জিজ্ঞাসা করব কোন আধা ফ্যাসিষ্ট সরকারে কি কোন বিরোধী দলের স্থান থাকে। মাননীয় সদস্যদের আমি আরো জিজ্ঞাসা করতে চাই পশ্চিমবঙ্গে যারা আধা ফ্যাসিষ্ট সরকার বলে তাঁরা বিধানসভা বর্জন করেছেন সেখানে কিন্তু সেই সি, পি, এম দলই আবার পার্লামেণ্টে কাজ করছেন? এবং ত্রিপুরাতে তাঁরা মেম্বার হিসাবে বিধান সভায় কাজ করছেন। আমি সেই সি, পি, এম, সদস্যদের বলছি যে এই ফ্যাসিজম কি একটা দেশের একটা রাষ্ট্রে শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সমগ্র দেশে কি এই ফ্যাসিজম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি? আজকে যদি পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিজম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বিধানসভা বর্জন করে থাকেন তাহলে আমি সি, পি, এম, সদস্যদের বলব সমগ্র ভারতবর্ষের পার্লামেণ্ট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিধানসভা বর্জন করুন? তাহলে নিজেদের কথার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের মিল খুজে পাওয়া যাবে। সেই সার্থকতা খুজে পাওয়া অসুবিধা হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয়ে দেখা গেছে যে বিরোধী দল নেতা সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে এবং চীনের বিরোধীতা করে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সি, পি, এম, সদস্যদের জিজ্ঞাসা করি এই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে ১৯৬৪ সালে বেরিয়ে যাবার পর প্যানালিতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলনে তাঁরা বলেছেন যে চীনের পার্টিই একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি। তাঁর নীতিই একমাত্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির নীতি। এই কথা তারাই ঘোষণা করেছিলেন। এখন সোভিয়েৎকে বলছেন সমাজতন্ত্রী। চীনে নীতির তারাই সমালোচনা করছেন এখন। তারা বলছেন

সোভিয়েত রাশিয়া যে ভারতকে গম সাহায্য করেছিল সেই গম কেন চোরা বাজারে বিক্রী হয়েছে সে জন্য বাক্স কুরিয়া তার আর্টিকল বের করেছেন তাঁদের সংবাদপত্রে। সোভিয়েত দেশ চোরাকারবার নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য নিঃস্বার্থ। সে যাকে সাহায্য করবে নিঃস্বার্থ ভাবেই সাহায্য করবে। কিন্তু তারা যেসব জিনিস সাহায্য করেছে সেটা সাহায্যকারী দেশে কি ভাবে বিক্রী হবে সেটা সোভিয়েত দেশের জানবার কথা নয়। কারণ কিভাবে সেইসব জিনিস ব্যবহার করা হবে তার নীতি ঠিক করবেন সাহায্যকারী দেশ। সোভিয়েত দেশ নয়? সেটা সরকারের দায়িত্ব, জনসাধারণের দায়িত্ব। কাজেই এই বিরোধের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের যে সুবিধা, বাক বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে তাদের যে সুবিধা বেশী তা তারা ভাল করেই জানেন। তবে তারা বলে থাকেন তাদের নীতি হচ্ছে মার্কসবাদ লেনিন বাদ নীতি। এই নীতির মধ্যে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তা তারা গ্রাহ্য করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লেফট্ ডেমক্রেসি গণতান্ত্রিক বামপন্থী মারফতে এই দেশে জয়প্রকাশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। এই বামপন্থী ডেমোক্রেটিক কারা? মার্কস, সোস্যালিষ্ট এবং সি, পি, এম, যারা জয়প্রকাশের আন্দোলনকে বলছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন। দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্টার জন্য আন্দোলন। জনসঙ্ঘ, আর, এস, পি, এবং আনন্দমার্গীর মত দল যারা মার্কিন সাহায্যে পুষ্ট হয়ে জয়প্রকাশকে সাহায্য করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ... ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, টাইম ইজ ওভার।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত বাক্ বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে তার মোকাবিলা করতে পারবেন না। আমি অনুরোধ রাখব যে তাদের লজ্জা থাকা উচিত। মাননীয় নৃপেন বাবুকে আমি বলব যে জয়প্রকাশকে আমরা চিনি। জয়প্রকাশকে তারা যেমন জানেন ঠিক আমরাও তেমন জানি। জয়প্রকাশ লোক হিসাবে কি, পার্টি হিসাবে কি তাও আমরা জানি। চম্বলের ডাকাত ধরতে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়েছিল। তাঁর কাছেই চম্বলের ডাকাতগণ আত্মসমর্পণ করেছিল। আর আজকেই সেই জয়প্রকাশকে দেখা যাচ্ছে মার্কিনের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে দেশে প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন চালাচ্ছেন। কাজেই জয়প্রকাশ সম্পর্কে রাজনৈতিক জীবনে কোন স্থিতিশীলতা নেই। আজকে কংগ্রেস, কালকে সোস্যালিস্ট, কালকে ভূটানে, পরশু সর্বার্থক বিপ্লবী। নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টি লেস ডেমোক্রেসী। কাজেই আজকে এই যে দেশের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এবং রুখবার জন্য জয়প্রকাশের আন্দোলনের সাথে আইডেন্টিফাই যদি হয় তাহলে সজ্ঞানে হোক কিংবা অজ্ঞানে হোক তাঁরা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সর্বকালের জগন্যতম শক্তিকে সাহায্য করবেন। আর যে বলছেন দেশে গণতন্ত্র নেই। তাহলে জয়প্রকাশ কিসের জন্য লড়ছেন? ডেমোক্রেসির জন্য? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। আশ্চর্য্য তাঁদের এই সমস্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চিন্তাধারা মানুষ সমর্থন করছে। মাননীয় কংগ্রেস সদস্যদের আমি অনুরোধ রাখব এই বিধানসভায় আজকে প্রতিক্রিয়া রাখা যাবে না। শক্তিশালী অবস্থার মধ্যে দিয়ে লড়াই করতে হবে। বর্তমান গণতন্ত্রের সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং

যেখানে বামপন্থী শক্তি এসেছে সি, পি, এম, সোস্যালিষ্ট পার্টির মত সেই সমস্ত পার্টি ডেমোক্রেসির নাম করে ভারতবর্ষের মধ্যে সব জায়গায় ফ্যাসিষ্ট শক্তি সমবেত হয়েছে। এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীকে সমর্থন করছে সি, পি, এম, সেটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। তারা মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদের নীতির কথা ঘোষণা করছেন অথচ তারা তার বিরোধিতা করছেন। মার্কস্‌বাদের সম্পর্ক লেনিনবাদের সম্পর্ক অগ্রাহ্য করছেন। কাজেই এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the resulation moved by Shri Jitendra Lal Das :—

"শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারতের দক্ষিণপন্থী দলসমূহ সর্বাত্মক বিপ্লব এর নামে ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোট নিরপেক্ষতা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমুহের সাথে মৈত্রী বন্ধন ঘনিষ্টতর করার পররাষ্ট্র নীতিকে ধ্বংস করার জন্য যে প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলন চালাচ্ছে এই বিধানসভা তার তীব্র নিন্দা করছে।"

As many as are of that opinion will please say "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say "NOES"

I think 'NOES' have it

'NOES" have it 'NOES' have it

The resolution is lost.

Speaker:— The House stands adjourned till 12-30 on Monday, the 17th March, 1975.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXTURE—"A'

STARRED QUESTION NO. 2

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ট্রাক এর সংখ্যা বর্তমানে কত ?

২) ১৯৭৩ এ প্রত্যেকটি ট্রাক গড়ে প্রতিদিন ক'ঘন্টা কাজে নিযুক্ত ছিল এবং তার ফলে কত টাকা ভাড়া পেয়েছে ?

৩) এই ট্রাকগুলির গড়ে কয়খানা প্রতিদিন অচল থেকেছে ?

৪) বর্তমানে ক'খানা ট্রাক মেরামতের জন্য কারখানায় আছে ?

উত্তর

১) বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ট্রাকের সংখ্যা মোট ৭৫টি ।

২) ১৯৭৪ ইং এর জানুয়ারী হইতে জানুয়ারী ১৯৭৫ইং পর্য্যন্ত দৈনিক গড়ে প্রতি ট্রাক ৫ ঘন্টা ৪৯ মিঃ রাস্তায় চালু ছিল এবং ঐ সময়ে রাস্তায় চালু প্রতি ট্রাকে দৈনিক ১৫৭.২০ পঃ করিয়া ভাড়া বাবত পাওয়া গিয়াছে।

৩) ১৯৭৪ ইং জানুয়ারী হইতে জানুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত দৈনিক গড়ে ৪১টি গাড়ী অচল ছিল।

৪) ২৮/১/৭৫ ইং তারিখে নিম্নলিখিত কারণে মোট ৪২টি গাড়ী অস্বাভাবিকভাবে কারখানায় ছিল :—

১) বড় দুর্ঘটনার জন্য... ... ২
২) মেজর অভার হইলিং ৫
৩) বডি কন্সট্রাকসন ৩
৪) সার্ভিসিং ও রিপেয়ারিং ... ৩২

মোট ৪২ টা।

STARRED QUESTION NO. 3
By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এ ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের মোট আয় এবং মোট ব্যয় কত, লাভ বা লোকসান কত তার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

২) সরকার টি, আর, টি, সি'কে কত টাকা ঋণ দিয়েছে, তার বাৎসরিক সুদ কত ?

৩) ঐ টাকার কত অংশ ব্যাঙ্কে আছে ; কত অংশ লাগানো আছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে আর্থিক বৎসরের ভিত্তিতে রাখা হয় (অর্থাৎ ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত) ১৯৭২-৭৩ ইং ও ১৯৭৩-৭৪ সনের আয়, ব্যয় ও লাভ ক্ষতির হিসাব নিম্নরূপ :—
পরিমাণ যাহা দেখান হইল তাহা মূল্যের কমতি (Depriciation) এবং সরকারকে দেয় সুদ সহ।

বৎসর	মোট আয়	মোট ব্যয়	লাভ	ক্ষতি
১৯৭২-৭৩ ইং	টাঃ ২৭,৯৯,৫৯৮,৭০পঃ	টাঃ ৩৮,৫৭,৬২১·৫২পঃ	—	টা; ১০,৫৮,০২২·৮২প
১৯৭৩-৭৪ ইং	টাঃ ৩৮,২৫,৫০৯.২০পঃ	টাঃ ৫৭ ৩৪,৪৮৬·৩২পঃ	—	টা; ১৯,৮,৯৭৭.১২প

২) ৩১-৩-৭৪ ইং পর্য্যন্ত সর্বমোট ২,১৮,৭৬,০০০ টাকা কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হার সুদে ধরা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ ইং পর্য্যন্ত সুদ বাবত মং ৯,৮২,৯৫১.৭০ পঃ ও ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে মং ১১,৩৬,৫২৫·৯০ পঃ ধার্য্য হয়েছে।

৩) ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মোট ২,১৮,৭৬,০০০ টাকার মধ্যে মোট ১,৪৩,৬৫,৮৭৭-৬৩ পয়সা ৩১-১২-৭৪ ইং পর্য্যন্ত মূলধন খাতে ভাড়ার রক্ষিত মালের জন্য ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী ৭৫,১০,১২২·৩৭ পয়সা ব্যাঙ্কে জমা ছিল।

STARRED QUESTION NO 9

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র থাকেনা গত অক্টোবর নভেম্বর মাসে এই ধরণের অভিযোগ সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে কি ?

২) যদি হয়ে থাকে, এর কারণ কি ?

৩) ঔষধপত্রে সংগ্রহের পদ্ধতি কি ?

৪) ১৯৭২-৭৩-৭৪ এ শুধু ঔষধ বাবত জিবিতে কোন বছর কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১) জি, বি, হাসপাতালে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধের কোন বিশেষ দুষ্প্রাপ্যতা ছিল না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) সাধারণতঃ গৌহাটীর কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপো হইতে বৎসরের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সংগ্রহ করা হয়। কোন ঔষধ এখানে পাওয়া না গেলে নিয়ম কানুন অনুযায়ী বাজার হইতে ক্রয় করা হয়।

৪) জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে ১৯৭২-৭৩ সালে ১২,২৫,০০০ টাকা এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ৭,২২,০০০ টাকা।

STARRED QUESTION NO. 34

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকারী কর্মচারীদের বর্তমানকার মাগ্‌গী ভাতার হার কত ; এবং

২) জীবন যাত্রার মান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াতে সরকার কর্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের কর্মচারীগণকে নিম্নলিখিত হারে ভাতা দেওয়া হইতেছে :—

মাসিক বেতন	মাগ্গী ভাতার হার
১১০ টাকার নিম্নে—	৭১ টাকা
১১০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ১৫০ টাকার নিম্নে—	৯৮ ,,
১৫০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ২১০ টাকার নিম্নে—	১২২ ,,
২১০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার নিম্নে—	১৪৬ ,,
৪০০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ৪৫০ টাকার নিম্নে—	১৬০ ,,
৪৫০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ৪৯৯ টাকা পর্য্যন্ত—	১৬৪ ,,
৪৯৯ টাকার অধিক কিন্তু ৫৪৩ টাকার নিম্নে—	বেতন ৬৬৩ টাকা পূর্ণ হইতে যত বাকী থাকে।
৫৪৩ টাকা হইতে ৯৯৯ টাকা পর্য্যন্ত—	১২০ টাকা
১০০০ টাকা হইতে ১০১৮ টাকা পর্য্যন্ত—	বেতন ১১১৯ টাকা পূর্ণ হইতে যত বাকী থাকে।
১০১৯ টাকা হইতে ২২৫০ টাকা পর্য্যন্ত—	১০০ টাকা
২২৫০ টাকার অধিক—	বেতন ২৩৫০ টাকা পূর্ণ হইতে যত বাকী থাকে।

১) উপরিউক্ত মাগ্গী ভাতা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্তবর্তীকালীন সাহায্য প্রতি মাসে ১২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণকে দেওয়া হইয়াছে।

২) ১নং প্রশ্নোত্তরে বলা হইয়াছে যে অন্তবর্তীকালীন সাহায্য বিভিন্ন সময়ে ১২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী রাজ্য সরকারের কর্মচারীগণকে মঞ্জুরী করা হইয়াছে। বিভিন্ন কিস্তিতে প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য নিম্নে বর্ণিত হইল —

মাসিক বেতন	প্রথম অন্তবর্তীকালীন সাহায্য (১-২-৭০ইং হইতে)	অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য (১-১০-৭১ ইং হইতে)
৮৫ টাকার নিম্নে	১৫ টাকা	৭ টাকা
৮৫ টাকা হইতে ২০৯ টাকা পর্য্যন্ত	২৫ টাকা	৮ টাকা
		১০ টাকা
২১০ টাকা হইতে ৪৯৯ টাকা পর্য্যন্ত	৩০ টাকা	১০ টাকা
৫০০ টাকা হইতে ১২৫০ টাকা পর্য্যন্ত	৪৫ টাকা (যাহাতে বেতন এবং অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য মিলে ১২৯৫ টাকার অধিক না হয়)	১৫ টাকা (যাহাতে বেতন, অন্তবর্তীকালীন ভাতা এবং অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য মিলে ১৩১০ টাকার অধিক না হয়)

এই অন্তবর্তীকালীন সাহায্যের কিস্তিগুলি পূর্ণরাজ্য গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৭২ ইং সনের ২১শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে ভারত সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত হারে এড্‌হক্‌ অন্তবর্তীকালীন সাহায্য রাজ্য সরকারের কর্মচারীগণকে ১-৮-৭২ ইং তারিখ হইতে দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকার তদীয় কর্মচারীগণকে ঐ তারিখ হইতে অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উহা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মাসিক বেতন	অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্যের হার
	টাঃ পঃ
৮৫ টাকার নিম্নে—	৭.৫০
৮৫ টাকা হইতে ২০৯ টাকা পর্য্যন্ত—	৮.৫০
২০৯ টাকার অধিক কিন্তু ১২৫০ টাকা— পর্য্যন্ত	১০.০০ (যাহাতে বেতন এবং অন্তবর্তীকালীন সাহায্য ১৩২০ টাকার অধিক না হয়)

ত্রিপুরা পে-কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন বর্ণিত হারে অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

ক) ১-২-৭৩ ইং তারিখ হইতে—

মাসিক বেতন	অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্যের হার
৮৫ টাকার নিম্নে—	৭ টাকা
৮৫ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ২১০ টাকার নিম্নে—	৮ ,,
২১০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ৫৭৫ টাকার উপরে নয়— (যাহাতে মূল বেতন ও অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য ৫৮৫ টাকার অধিক না হয়)	১০ ,,

খ) ১-৭-৭৩ ইং তারিখ হইতে—

মাসিক বেতন	অন্তবর্তীকালীন সাহায্যের হার
৮৫ টাকার নিম্নে—	৭ টাকা
৮৫ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ২১০ টাকার নিম্নে—	৮ ,,
২১০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ৫৭৫ টাকা পর্য্যন্ত— (যাহাতে মূল বেতন ও অতিরিক্ত অন্তবর্তীকালীন সাহায্য ৫৯৫ টাকার অধিক না হয়)	১০ ,,

গ) ১-৩-৭৪ইং তারিখ হইতে—

মাসিক বেতন	অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্যের হার
৮৫ টাকার নিম্নে—	৭ টাকা
৮৫ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ২১০ টাকার নিম্নে—	৮ „
২১০ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ৫৭৬ টাকার নিম্নে—	১০ „
৫৭৬ টাকা এবং তার অধিক কিন্তু ১২৫০ টাকার নিম্নে—	১৫ „ (যাহাতে মূল বেতন ও অতিরিক্ত অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য ১২৬৫ টাকার অধিক না হয়)

মাননীয় সদস্য মহোদয় অবগত আছেন যে, পে-কমিশন উহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিশনের সুপারিশগুলী সম্বন্ধে বিভিন্ন কর্মচারী সমিতি ও সরকারী বিভাগ হইতে প্রাপ্ত মন্তব্য এবং মতামতগুলী বর্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 64
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রোড ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশান এর ট্রাক ও বাস ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ এ পর্যন্ত মোট কতটি এ্যাক্সিডেন্টে পড়েছে তার তারিখ ও স্থান ভিত্তিক হিসেব ;

২) কোন এ্যাক্সিডেন্টে কতজন নিহত ও আহত হয়েছে ;

৩) এই সকল এ্যাক্সিডেন্টের কারণ কি ?

উত্তর

১) দুর্ঘটনার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	১৯৭৪	১৯৭৫ (জানুয়ারী পর্যন্ত)	মোট
ক) বাস	২৩	২	২৫
খ) ট্রাক	৭	—	৭

অন্যান্য তথ্য নিয়ে দেওয়া হইল

১৯৭৪ ও ১৯৭৫ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি'র বাস দুর্ঘটনার হিসাব।

ক্রমিক নং	গাড়ীর নং	দুর্ঘটনার তারিখ	দুর্ঘটনার স্থান
১)	টি, আর, এস ২৯৯	১-১-৭৪	আসাম-আগরতলা রাস্তায় মনুঘাটের নিকট।
২)	,, ২৭৫	১৪-১-৭৪	তৈছিংড্রাবাড়ী (এ. এ. রোড)
৩)	,, ২৮১	২৩-১-৭৪	পেচারথল (,,)
৪)	,, ২৮৬	২০-২-৭৪	ধন চৌমুহনীর নিকট রাণীরবাজার।
৫)	,, ২৮৭	২২-২-৭৪	৩৩ মাইল (এ. এ. রোড)
৬)	টি, আর, এল ২৯৬	৮-৩-৭৪	৫২ মাইল (এ. এ. রোড)
৭)	,, ২৭৬	৯৭-৩-৭৪	শ্রীদামছরা ,,
৮)	,, ৩০০	১৯-৪-৭৪	কুমারঘাট ,,
৯)	,, ২৯৮	১৪-৫-৭৪	মনুঘাটের নিকট ,,
১০)	,, ২৮৭	১৪-৫-৭৪	,, ,, ,,
১১)	,, ২৭৮	১২-৫-৭৪	৮২ মাইল ,,
১২)	,, ২৯৬	২২-৫-৭৪	ডলুবাড়ীর নিকট ,,
১৩)	,, ২৭৮	২০-৬-৭৪	কল্যাণপুর বাজার ,,
১৪)	,, ২৯৫	২-৭-৭৪	জিরানীয়া ,,
১৫)	,, ২৮১	১৯-৭-৭৪	খাসিয়াবাড়ী ,,
১৬)	,, ৩০২	৫-৮-৭৪	১৯ মাইলের নিকট ,,
১৭)	,, ২৯১	২৯-৮-৭৪	ধর্মনগর
১৮)	,, ২৯৯	২২-৯-৭৪	রাণীরবাজার
১৯)	,, ২৭৯	১৫-৯-৭৪	তেলীয়ামুড়া
২০)	,, ৩০০	৩০-৯-৭৪	বারিকাপুর (খোয়াই রাস্তা)
২১)	,, ২৯৪	৫-১০-৭৪	মনুঘাট (এ. এ. রোড)
২২)	,, ২৯৯	৬-১২-৭৪	জেরালছড়া ,,
২৩)	,, ২৭৪	২৮-১২-৭৪	ডলু বাড়ীর নিকট ,,
২৪)	,, ২৮০	১-১-৭৫	কমলপুরের নিকট ,,
২৫)	,, ২৮১	৬-১-৭৫	৮২ মাইলের নিকট ,,

ক্রমিক নং	গাড়ীর নং	দুর্ঘটনার তারিখ	দুর্ঘটনার স্থান

১৯৭৪ ও ১৯৭৫ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি'র ট্রাক দুর্ঘটনার হিসাব।

১)	টি, আর, এল ১৩২৫	৯-১-৭৪	নলছরিয়া (এ. এ. রোড)
২)	,, ১৩২২	৭-২-৭৪	৩৩ মাইলের নিকট ,,
৩)	,, ১৩২৫	৯৭-৭-৭৪	চম্পকনগরের নিকট ,,
৪)	,, ১৩৩১	২৭-৭-৭৪	পেচারথল বাজার ,,
৫)	,, ১৪১২	১৫-৮-৭৪	ডুইছিনড্রাবাড়ী ,,
৬)	,, ১৪১৪	২৫-৮-৭৪	তেলিয়ামুড়া ,,
৭)	,, ১২৭৩	২১-৯-৭৪	৩৪ মাইল ,,

২। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

		নিহত	আহত
বাস	১৯৭৪	—	৩
	১৯৭৫	১	২৩
ট্রাক	১৯৭৪	৩	—
	১৯৭৫	—	—

অন্যান্য বিবরণ নীচে দেওয়া গেল :—

দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের হিসাব।

বাস

ক্রমিক নং	গাড়ীর নং	তারিখ	নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	স্থান
১)	টি, আর, এস ২৯৯	১ ৬-৭৪	—	১	মনুঘাটের নিকট (এ. এ. রোড)
২)	,, ২৭৫	১৪-৯-৭৪	—	১	তৈছিংড্রাবাড়ী ,,
৩)	,, ২৯৬	২২-৫-৭৪	—	৯	ডলুবাড়ীর নিকট ,,
৪)	,, ২৮১	৬-১-৭৫	১	২৩	৮২ মাইলের নিকট ,,
			"ট্রাক"		
৫)	টি, আর, এল ১৩২৫	৯-১-৭৪	১	—	নলগরিয়া ,,
৬)	,, ১৩৩১	২৭-৭-৭৪	১	—	পেচারথল ,,
৭)	,, ১৪১৪	২৫-৮-৭৪	১	—	তেলিয়ামুড়া ,,

৩। অধিকাংশ দুর্ঘটনাই নিম্নলিখিত কারণে ঘটিয়াছিল :—

ক) আকস্মিক কারণে যে জন্য পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই।

খ) আগরতলা-আসাম রাস্তায় কোথাও কোথাও অপ্রসস্থ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁক থাকায় ;

গ) স্থানে স্থানে রাস্তা অসমান থাকায় ;

ঘ) অপ্রসস্থ রাস্তায় ভারী গাড়ী দুইদিক হইতে যাতায়াত করায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 72
By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যের জন্য লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন হইতে ঋণ গ্রহণ করার কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) সরকার ঐ ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত আছেন এবং সবদিক বিচার বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 111
By Shri Bidya Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য (খোয়াই) বেহালাবাড়ী পোষ্ট অফিসে কোন টেলিফোন না থাকার ফলে খোয়াই ফায়ার ব্রিগেড খবর না দিতে পারার জন্য বেহালাবাড়ী স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গিয়াছে ; এবং

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইতে উক্ত পোষ্ট অফিসে ১৯৭৫ইং সনে একটি টেলিফোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১) বেহালাবাড়ী পোষ্ট অফিসে কোন টেলিফোন নাই সত্য।

২) না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 130
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অধীন বাসের ভাড়া বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ; এবং

২) যদি ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব থাকে তবে তার হার কত ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসসহ সর্বপ্রকার বাসের ক্ষেত্রে।

২) ভাড়ার হার এখনও চূড়ান্তভাবে ধার্য্য হয় নাই, কারণ আইনের বিধান অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 140

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলনীয়ার মতাই দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহটি সংস্কারের অভাবে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় বহু টাকার ঔষধ ও আসবাব পত্র নষ্ট হইয়াছে; এবং

২) সত্য হইলে গৃহটি সংস্কার করা বা নূতন গৃহ নির্মানের কি কি পরিকল্পনা সরকার

উত্তর

১) কোন ঔষধ এবং আসবাব পত্র নষ্ট হয় নাই। তবে চিকিৎসালয় গৃহটি সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

২) নূতন গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 151

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-৭৫ এ আগরতলা শহরের উপর মোট কতটি মোটর দুর্ঘটনা ঘটছে ?

২) এই সকল দুর্ঘটনায় কতজনের শাস্তি হয়েছে ;

৩) দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : মুখ্যমন্ত্রী।

১) ২৮-২-৭৫ইং পর্যন্ত মোট ১৭টি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

২) এখনও কাহারও শাস্তি হয় নাই।

৩) ক) যে সব রোড়ে খুব ভীড় এবং যে সমস্ত স্থানে লোক চলাচল বেশী সে সব স্থানে ট্রাফিক পুলিশ রাখা হয়। ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীকে সোপর্দ করা হয়।

খ) ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার পূর্বে লাইসেন্স প্রার্থীকে খুব কড়াকড়ি ভাবে পরীক্ষা করা হয়।

গ) রাস্তায় চলার উপযোগী সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে গাড়ীতে যান্ত্রিক গোলযোগ আছে কিনা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং এককালীনে মাত্র ছয়মাসের জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 152.

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার পে কমিশন (চ্যাটার্জি কমিশন) এর খরচ বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসেব ?

২) ঐ ব্যয়ের একটি দফা ভিত্তিক হিসেব।

উত্তর

১) ত্রিপুরা পে-কমিশন-এর খরচ বাবদ মোট টাঃ ১,৬৫,২৫৭·৩৯ পঃ ব্যয়িত হয়েছে।

২) ঐ ব্যয়ের দফা ভিত্তিক হিসেব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অফিসারের বেতন—	টাকা	৩০,৮২২·৬০	পয়সা
কর্মচারীদের বেতন—	,,	৩০,২০৩·৯১	,,
অন্তবর্তীকালীন ভাতা—	,,	১১,৭১৮·৫৭	,,
অন্যান্য ভাতা—	,,	৩০,৬০০·৭৯	,,
অন্যান্য খরচ—	,,	৬১,৯১১·৫২	,,
মোট—	টাকা	১,৬৫,২৫৭·৩৯	পয়সা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 158

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪-৭৫-এ ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে নূতন ডাক্তার খানা বা হাসপাতাল খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে ?

২। তার মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কয়টি ?

৩। স্থান নির্বাচন কি ভিত্তিতে করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৪-৭৫ সালে নিম্নলিখিত এলাকা বা তৎ পার্শ্বস্থ স্থানে ১০টি নূতন ডাক্তারখানা খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

১) খেদাছড়া, ২) জগন্নাথপুর, ৩) মাণিকভাণ্ডার, ৪) গঙ্গানগর, ৫) মধুপুর, ৬) তৈবান্দল, ৭) বৈশাবাড়ী, ৮) বিরচন্দ্র, ৯) নতুনা, ১০) কালাছড়ি।

২। ৪টি। এছাড়া আরও ৩টি ডিসপেনসারী আশে পাশের বহু ট্রাইবেল লোকও উপকৃত হইবে।

৩। এলাকাবাসীর চাহিদা, ঐ স্থানের লোক সংখ্যা যাতায়াতের সুবিধা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এবং ভবিষ্যত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থান নির্বাচন করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168

By Shri Bichitra Mohan Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭২ ইং সনে ক্র্যাশ স্কীমে বিশালগড় ব্লকের অফিসটিলা হইতে বাতাঢেপা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছিল এবং ১৯৭৩ ইং সনে ঐ একই রাস্তা তৈরীতে মোটা অংকের খরচ দেখানো হইয়াছে।

উত্তর

১। ইহা সত্য যে ১৯৭২-৭৩ সনে বিশালগড় ব্লকে ক্র্যাশ স্কীমের অধীনে অফিসটিলা হইতে বাতাঢেপা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছিল। তবে ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে ঐ একই রাস্তায় কোন টাকা খরচ হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 195

By Shri Bhadramani Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) সদর ঈশানপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ পত্রাদি সরবরাহ করা হয় কি না এবং নিয়মিত চিকিৎসা হচ্ছে কি না।

খ) জন সংখ্যা বিবেচনা করে উক্ত কেন্দ্রটিকে শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

গ) উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে যদি উন্নিত করার পরিকল্পনা থাকে তা হলে কবে উন্নিত করা হবে ?

উত্তর

ক) চাহিদা অনুসারে এবং ঔষধ ইত্যাদির জন্য সম্পদের সীমা বিবেচনা করিয়া সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে একজন ডাক্তার আছেন এবং চিকিৎসার সুযোগ আছে।

খ) বর্তমানে নাই।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 219

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সাব্রুম হাসপাতালে সরবরাহকৃত এ্যাক্সরে প্লেনটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে ;

২) যদি সত্য হয়, তবে কেন ?

উত্তর

১) না এখনও চালু হয় নাই, তাই অকেজো হওয়ার প্রশ্ন উঠে না

২) প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 275

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া সহরের হাসপাতালের রোগীদের জন্য প্রতি লিটার দুধ কি দরে খরিদ করা হয় ।

২) যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দুধ খরিদ করা হয় কিনা ?

উত্তর

১) টেণ্ডারের ভিত্তিতে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সংগে দুধ ও খরিদ করা হয় ।

২) মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয় ।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 35

(Postponed)

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state—

১) প্রশ্ন :—১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এর জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরার কোন পত্র পত্রিকা মোট কত টাকার বিজ্ঞাপণ পেয়েছেন তার হিসেব ?

উত্তর :—১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এর জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেওয়ার বাবত খরচের হিসাব সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেখান হইল ।

২) প্রশ্ন :—এই বিজ্ঞাপণ ১৯৭২ এবং ৭৩ অপেক্ষা বেশী, না কম ;

উত্তর :—কম ।

৩) প্রশ্ন :—যদি বেশী হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর :—প্রশ্ন উঠে না ।

দেয় টাকার পরিমাণ

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	১৯৭৩ ক্লাসিফাইড	১৯৭৩ ডিস্‌প্লে	১৯৭৪ (জুলাই পর্যন্ত) ক্লাসিফাইড	১৯৭৪ (জুলাই পর্যন্ত) ডিস্‌প্লে
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	দৈনিক সংবাদ	২৬,২৩৮.৬০	২.৩৫৪.৮৮	৯,৮৫০.১৭	৬৩০.০০
২)	নাগরিক	৭,৩৯৭.৭৯	২,২৫০.০০	১১,৯৯১.০৯	—
৩)	ভাবী ভারত	১৩,১৫৬.৪৩	১,৬৮০.০০	৫,২৭২.৫০	২৫০.০০
৪)	জনপদ	১৪,৩৩১.৩০	৪,০৪১.০০	৯,৬৬২.৪০	৫০০.০০
৫)	গণরাজ	২৬,৭৬৮.০০	২,৪৩৬.০০	৯,৭৫০.৫০	—
৬)	জাগরণ	১৯,৪৫৫.০১	২,০৭৫.০০	১,৪৮৬.৫৪	৭৫০.০০
৭)	বিবেক	৭,৯৬২.৫৭	১১,৪৩৮.৬০	৯,০১৬.৪০	৩৭৫.০০
৮)	প্রমোদ বার্তা	৪,৩৩৮.৮৫	১,৮৭৫.০০	৩,৩৫০.৩৭	১১৮.৭৫
৯)	মানুষ	৭,৮৬৫.২৫	২,০৬২.৫০	৪,৭৬৫.০০	৩৭৫.০০
১০)	অগ্রদূত	৭,৮৬৭.২০	১,৬৮৭.৫০	৫,৬৬৫.০৫	—
১১)	সমাচার	৭,০৯৭,৬৩	১,৯৬৬.২৭	২,৮৩৮,৬৩	৩৭৫.০০
১২)	ত্রিপুরা টাইমস	৬,৭১৮.১৩	২,৮০৪.৩৭	৩,৭২৬.০০	৩৭৫.০০
১৩)	ত্রিপুরার কথা	৩,১৪৮.৫০	১,৫০০.০০	৪,৬৭৬.৯৪	১৫৬.০০
১৪)	স্থায়দণ্ড	৪,৮০৩.৫০	১,২৫০.০০	২,৫৭১.০০	৩০৫.০০
১৫)	সীমান্ত	৬,৬৩৯,১৩	৩,০৭১.২৫	৩,২৩৭.০০	৫০০.০০
১৬)	স্বাধীকার	৬,৭৮৫.৭৫	২,৪০৮.৭৫	২,৮৯৯.৩৮	৩৭৫.০০
১৭)	দর্শন বার্তা	৫,৮১৩.০০	৩,৫১০.৬৩	২,৩১২ ৬৩	৫৬২.৫০
১৮)	নবজ্যোতি	৫,০৫৪.৮২	৩,৬৫৩.৯৪	২,২৫২.৩৪	৫০০.০০
১৯)	আর্যশক্তি	৫,০৫৪.৫৭	২,৪৪৮১২	১,৮৯১.৮৭	২৫০.০০
২০)	মরূপ	৫,২১৫.২৫	৩,৪৪৫.৭৫	৪,১৪২.৯০	৩৭৫.০০
২১)	কাণ্ডারী	৪,৭৪৫.৪০	১,৯০১.১৮	২,৬৬২.০০	৩৭৫.০০
২২)	বিস্তীর্ণ	৮৯১.৫০	১ ৩১২.৫০	১,৭০৯.৫০	২৫০.০০
২৩)	নতুন বার্তা	২,০৪৪.৮০	৭৫০.০০	২,০৭০.০০	২৫০.০০
২৪)	ত্রিপুরা	৬,০০৩.৮৭	২,৪৪০.০০	২,৪২৪.১৩	৩৭৫.০০
২৫)	আঞ্চলিক খবর	৭০৫,২৫	২,২২৫.০০	২,১৬৯.৩৭	৩৭৫.০০
২৬)	অগ্রগতি	৭,২৬১.৮৮	২,২৫২.২৫	৪,১৩৯ ১৩	৩৭৫.০০
২৭)	সন্ধ্যান	১,৭৮৬,২৫	৩,৭১২.৭৫	১,৯৫১.০০	৬১৫.৭৫
২৮)	জনপথ	৮৯১.০০	১,৮১২.৫০	৯৯০.০০	২৫০.০০
২৯)	আজকের ফরিয়াদ	৫,৪৯৯.৮৭	৩,৬৩৩.৭৫	৩,৩০৬.৬৩	৫০০.০০
৩০)	সুকুমার	৫,৪৭০.০০	৩,০০০,০০	২,৫৫৮,৫০	৫০০.০০

১	২	৩	৪	৫	৬
৩১)	বিবেচক (বিদ্রোহী)	৪,৮৩৫.৭৫	২,৫৮৮.২৫	৩,১৩৬,০০	৯৩৭.৫০
৩২)	ইরাপ্রি	৩,৯৭৯.২৫	৪,২৮১.০০	২,৪৮৯.০০	৩৭৫.০০
৩৩)	ত্রিপুরা ক্রণিকাল	৫,৬২৮.৬৫	২,৩৮৯.০৬	২,০১১.০০	৭৯০.৫০
৭৪)	আমার দেশ	—	২,৬০০.২৫	৭৪০.১০	২৫০.০০
৩৫)	ভারত কল্যাণ	২.২২২.২৫	৫৬২.৫০	৫৯৩.০০	৬৭৫,০০
৩৬)	সন্ধ্যানী	২,৬২৪,০০	৬৬৫.০০	১,২২৫,৫০	২৫০.০০
৩৭)	গণ সংবাদ	—	১,৭৪০.০০	—	১,'৭১.২৫
৩৮)	নবদিগন্ত	—	২,৭১৮,৭৫	—	৬৭৫.০০
৩৯)	রুদ্রবীণা	—	৭,৫২২.৬০	—	৪৪.০০
৪০)	ত্রিপুরা প্রকাশ	—	৪,৯৩৭,৫০	—	৫০০.০০
৪১)	মহাব্রত	—	১,৭৫৭.৫০	—	৩৭৫.০০
৪২)	পূর্ব্বাচল	—	১,৬৮৭.৫০	—	৫০০.০০
৪৩)	মাষ্টার	—	৩,৫০০,০০	—	৫০০,০০
৪৪)	জনতার রায়	—	১,০০০.০০	—	২৫০.০০
৪৫)	গণদূত	—	১,৭৬৭.০০	—	৯১৭.৮৪
৪৬)	জন কল্যাণ	—	৩,০৭১.২৫	—	৬৮৭.৫০
৩৭)	ত্রিপুরার মুখ	—	২,৬২৪.৫০	—	৩৭৫.০০
৪৮)	আমাদের কথা	—	২,৮২৫.০০	—	—
৪৯)	উত্তরণ	—	৭৪৩.৭৫	—	২৫০.০০
৫০)	ত্রিপুরার কণ্ঠ	—	৪৮৫.৫০	—	৬২৫.০০
৫১)	প্রগতি	—	৭৫০.e০	—	৫০০.০০
৫২)	কৈলাসহর বার্ত্তা	—	১,৫০০.০০	—	৩৭৫.০০
৫৩)	আজকের কথা	—	২৪৭.৫০	—	—
৫৪)	জীবন প্রদীপ	—	৪,০০০.০০	—	৫০০.০০
৫৫)	জনতার ডাক	—	২,৭৫০.০০	—	—
৫৬)	যুস্বামী	—	২,৬৮৬.২৫	—	৫০০.০০
৫৭)	নবরাজ	—	১২৫০.০০	—	২৫০.০০
৫৮)	হানিকুক	—	২,৮৭৫.০০	—	২৫০.০০
৫৯(	গণসংহতি	—	১,৫৬২.৫০	—	২৫০.০০
৬০)	সমবায় বার্ত্তা	—	৬২৫.০০	—	১২৫.০০
৬১)	দেশ দরদী	—	১,২৫০.০০	—	৫০০.০০

১	২	৩	৪	৫	৬
৬২)	আশীর্ব্বাদ	—	১,২৫০.০০	—	৫০০,৯৯
৬৩)	নব জাগ্রিতী	—	৫৬২.৫০	—	৮৭৫.০০
৬৪)	পাক্ষিক বার্ত্তা (সাপ্তাহিক বার্ত্তা)	—	১,৪০২.৫০	—	৫৬২.৫০
৬৫)	আগরতলা বার্ত্তা	—	৫০০.০০	—	৫০০.০০
৬৬)	জন মানষ	—	২৫০.০০	—	—
৬৭)	কমলপুর বার্ত্তা	—	৯৭৭.৬৫	—	৩৭৫.০০
৬৮)	প্রতিবোধ	—	৫০০.০০	--	—
৬৯)	উত্তর ত্রিপুরা	—	৪৪৬.২৫	—	২৫০.০০
৭০)	রশ্মি	—	৪৪৬.২৫	—	২৫০.০০
৭১	কৃপাণ	—	১২৫.০০	—	২৫০.০০
৭২)	দেশের কথা	—	৩৭৫.০০	—	—
৭৩)	অঙ্কুর	—	৩৭৫.০০	—	৩৭৫.০০
৭৪)	নবোদয়	—	—	—	৪২৫.০০
৭৫)	কৃষকের কথা	—	—	—	২৫০.০০
৭৬)	ত্রিপুরার ডাক	—	—	—	৩৭৫.০০
৭৭)	বজ্রকণ্ঠ	—	—	—	৩৭৫.০০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 108

(Postponed)

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ১৯৭২-৭৩ সালে বিভিন্ন বিভাগে মঞ্জুরীকৃত পদ থাকা সত্বেও লোক নিয়োগ না করার দরুন টাকা ফেরৎ গিয়াছে ?

২) সত্য হইলে কোন বিভাগে কত টাকা ফেরৎ গিয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ফেরৎ দেওয়া অর্থের পরিমাণ ৫০,৪৯,৩০৪ টাকা। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংশ্লিষ্ট তালিকায় প্রদত্ত হইল।

STATEMENT SHOWING DEPARTMBNT-WISE SAVINGS DUE TO POSTS REMAINING UNFILLED DURING THE YEAR 1972-73.

Sl. No.	Name of Department/Offices	Savings due to post unfilled.
1.	Director of Civil Defence.	13,000
2.	Senior Statistical Office.	152,938
3.	Town & Country Planning Organisation.	2,500
4.	Secretariat Administration Department.	2,55,000
5.	District Register, West Tripura.	11,100
6.	Director of Welfare for Scheduled Castes & Tribes.	2,07,800
7.	Evaluation Organisation.	18,003
8.	Printing & Stationery Department.	1,79,575
9.	Law Department.	16,941
10.	Departmant of Employment.	55,800
11.	Chief Labour Office.	12,600
12.	Enforcement & Anti Corruption Organisation.	3,900
13.	Director of Education.	40,000
14.	Chief Electoral Office.	7,400
15.	Registrar of Co-operative Societies.	9,400
16.	District & Session Judge Court.	38,500
17.	Conservator of Forest.	3,61,000
18.	Director of Animal Husbandry & Veterinery Services.	5,28,800
19.	Public Works Department.	9,00,000
20.	Director of Panchayat.	9,500
21.	Director of Research.	10,000
22.	Director of Rehabilitation.	4,794
23.	Director of Industries & Village Industries and Handicrafts.	1,04,000
24.	Director of Health Services.	8,74,400
25.	Inspector General of Police.	7,62,340
26.	Collector of Excise, West Tripura.	63,116
27.	District Magistrate & Collector, North.	48,714
28.	Collector of Excise, South Tripura.	37,600
29.	Director of Public Relations & Tourism.	6,538
30.	District Registrar, South Tripura.	6,897
31.	Director of Agriculture.	2,01,957
32.	District Magistrate & Col[illegible]r, South.	1,05,191
	TOTAL :	50,49,304

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 18

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১ বছরে পাবলিক এ্যানালিষ্ট এর দপ্তরে কয়টি ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষিত হয়েছে তার নাম, সংখ্যা ও দ্রব্যের মালিকের নাম ;

২) জল ও ঔষধপত্র পরীক্ষিত হয়েছে কি না, না হলে তার কারণ ;

৩) ক জনের বিরুদ্ধে ভেজালের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের নাম ;

৪) ক'জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ক'জন শাস্তি পেয়েছেন ?

উত্তর

১) গত এক বছরে মোট ২৫৬টি ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষিত হয়েছে তার নাম ও দ্রব্যের মালিকের নাম সঙ্গীয় চার্টে দেওয়া হইল।

২) Public Analyst এর দপ্তরে জল ও ঔষধ পত্র পরীক্ষিত হয় নাই। তার কারণ এখানে এখনও ঐ সমস্ত দ্রব্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয় নাই।

৩) মোট ২৫২ জনের বিরুদ্ধে। তাদের নাম সঙ্গীয় চার্টে দেখা যাইতে পারে।

৪) মোট ২৫২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এ পর্য্যন্ত ৬৬ জনের শাস্তি হয়েছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

STATEMENT SHOWING THE DETAILS ADULTERATION CASES UNDER THE PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954, DURING THE YEAR 1974.

Sl. No.	Names of Samples.	Number of Samples.	Names of Owners of the Samples.	Number of cases in which prosecution launched.	No. of cases already convicted.
1	2	3	4	5	6
1.	Mustard Oil	58	Krishnadhan Banik	58	23
2.	—do—		Sailendra Ch. Paul		
3.	—do—		Narayan Ch. Saha		
4,	—do—		Loknath Bhowmik		
5,	—do—		Rajendra Kr. Paul		
6.	—do—		Nitai Ch, Roy		
7.	—do—		Haralal Debnath		
8.	—do—		Radhacharan Paul		
9.	—do—		Bjraj Mohan Saha		
10,	—do—		Sukhlal Debnath		

1	2	3	4	5	6
11.	Mustrad oil		Sisir Purakayastha		
12.	—do—		Birendra Ch. Debnath		
13.	—do—		Ullak Ch. Debnath		
14.	—do—		Manindra Ch.Paul		
15,	—do—		Hukmi Chand Gharoath		
16.	—do—		Kanai Prasad Saha		
17.	—do—		Nagendra Nath Deb		
18	—do—		Naresh Ch. Paul		
19.	—do—		Puspa Ranjan Sen		
20.	—do—		Girindra Kr. Das		
21.	—do—		Jogesh Ch. Dey		
22.	—do—		Amar Prasad Roy		
25.	—do—		Mukti pada Saha		
24.	—do—		Dulal Kanti Saha		
25.	—do—		Kiran Lal Roy		
26.	—do—		Sunil Chandra Paul		
27.	—do—		Gopal Chandra Majumder		
28.	—do—		Birendra Ch. Debnath		
29.	—do—		Jatindra Mohan Saha		
30.	—do—		Rebati Mohan Debnath		
31.	—do—		Benoy Kr. Das		
32.	—do—		Benoy Kr. Das		
33.	—do— (Til Oil)		Sudarshan Ch. Saha		
34.	—do— (M. Oil)		Ranjit Kr. Dey		
35.	—do—		Rakhal Ch. Saha		
36.	—do—		Mon Mohan Seal		
37.	—do—		Malin Ch. Saha		
38.	—do—		Dinadayal Podder		
39.	—do—		Monoranjan Sarkar		
40.	—do—		Monoranjan Paul		
41.	—do—		Surendra Kr. Saha.		
42.	—do—		Haradhan Saha		
43.	—do—		Ramesh Ch. Malla		
44.	—do—		Ananda Mohan Debnath		
45.	—do—		Benode Behari Debnath		
46,	—do—		Sachiram Dey		
47.	—do—		Rakhal Chakraborty		

1	2	3	4	5	6
48.	Masturd Oil		Chittaranjan Bhowmik		
49.	-do-		Subal Choudhury		
50.	-do-		Jatindra Majumder		
51,	—do—		Chinta Haran Saha		
52.	—do—		Kumode Bandhu Saha		
53.	—do—		Sreekanta Das		
54.	—do—		Haridash Saha		
55.	—do—		Hirendra Ch. Paul		
56.	—do—		Nripendra Paul		
57.	—do—		Dutta & Rice Mill		
58.	—do—		M/S. Satish Ch. Nath		
59.	Wheat Flour	1	Ruhini Kr. Paul		
60.	Atta	9	Khir Mohan Saha		
61.	—do—		Rati Ranjan Modak		
62.	—do—		Brajendra Dutta		
63.	—do—		Surendra Ch. Das		
64.	—do—		Sashi Mohan Nath Choudhury		
65.	—do—		Abhash Ch. Roy		
66.	—do—		Rash Mohan Debnath		
67.	—do—		Jogesh Ch. Paul		
68.	—do—		Sultan Ahmed		
69.	Cow-Milk	115	Phani Lal Ghosh	115	19
70.	—do—		Surendra Kr. Gope		
71.	—do—		Jogesh Ch. Ghosh		
72.	—do—		Lal Mohan Ghosh		
73,	—do—		Niranjan Ghosh		
74.	—do—		Phani Bh. Ghosh		
75.	—do—		Rabindra Kr. Ghosh		
76.	—do—		Surendra Ch. Biswas		
77.	—do—		Banabashi Biswas		
78.	—do—		Harendra Ch Ghosh		
79.	—do—		Ruhini Ghosh		
80.	—do—		Umesh Ch. Ghosh		
81.	—do—		Swadesh Ranjan Ghosh		
82.	—do—		Jogesh Ch. Ghosh		
83.	—do—		Nityananda Paul		
84.	—do—		Jadab Ch. Debnath		
85.	—do—		Sachindra Ch. Ghosh		

1	2	3	4	5	6
86.	Cow-Milk		Kadam Ali		
87.	—do—		Amarchand Ghosh		
88.	—do—		Abhoy Charan Das		
89.	—do—		Bishnupada Dutta		
90.	—do—		Adhar Ch. Deb		
91.	—do—		Satyendra Das		
92.	—do—		Benode Ram Das		
93.	—do—		Akshay Chand Das		
94.	—do—		Rabindra Kr. Ghosh		
95.	—do—		Aditya Ghosh		
96.	—do—		Ram Kanta Ghosh		
97.	—do—		Anandamoy Das		
98.	—do—		Nripendra Ch. Roy		
99.	—do—		Promode Rn. Sarkar		
100.	—do—		Satyendra Ghosh		
101.	—do—		Sarada Mohan Gope		
102.	—do—		Promode Ghosh		
102A.	—do—		Alatu Box		
103.	Cow Milk		Ram Narayan Goala		
104.	—do—		Ram Narayan Goala		
105.	—do—		Jatindra Ch. Gope		
106.	—do—		Joshoda Ghosh		
107.	—do—		Badan Singh		
108.	—do—		Jadab Gope		
109.	—do—		Digendra Ch. Gope		
110.	—do—		Subal Ch. Das		
111.	—do—		Rakhal Ch. Ghosh		
112.	—do—		Satya Kr. Ghosh		
113.	—do—		Harendra Ch. Ghosh		
114.	—do—		Sreenath Roy		
115.	—do—		Subodh Ch. Ghosh		
116.	—do—		Pinu Ch. Gope		
117.	—do—		Haradhan Ch. Debnath		
118.	—do—		Amulya Ch. Debnath		
119.	—do—		Nimai Das		
120.	—do—		Kanu Lal Ghosh		
121.	—do—		Nitai Ch. Majumder		
122.	—do—		Dhirendra Ch. Goswami		
123.	—do—		Jogesh Ch. Ghosh		
124.	—do—		Jogendra Kr. Ghowmik		
125.	—do—		Dhirendra Ch. Ghosh		
126.	—do—		Makhan Ch. Debnath		
127.	—do—		Anu Miha		

1	2	3	4	5	6
128.	Cow Milk		Surendra Kr. Das		
129.	—do—		Jogesh Ch. Das		
130.	—do—		Jaladhar Ghosh		
131.	—do—		Jyoti Lal Choudhury		
132.	—do—		Dilip Ch. Ghosh		
133.	—do—		Biswambar Ch. Sarkar		
134.	—do—		Nur Miha		
135.	—do—		Nripendra Ch. Majumder		
136.	—do—		Manindra Ch. Podder		
137.	—do—		Suresh Sarkar		
138.	—do—		Amulya Ratan Bhowmik		
139.	—do—		Nakul Ch. Das		
140.	—do—		Manindra Kr. Biswas		
141.	—do—		Mahendra Kr. Baidya		
142.	—do—		Brajendra Kr. Choudhury		
143.	—do—		Rai Mohan Sarkar		
144.	—do—		Krishna Mohan Sarkar		
145.	—do—		Amrita Kr. Choudhury		
146.	—do—		Sushil Ch. Dhar		
147.	—do—		Sukhen Muhuri		
148.	—do—		Nani Gopal Sen		
149.	—do—		Sankar Dutta		
150.	—do—		Man Mohan Das		
151.	—do—		Suken Bhowmik		
152.	—do—		Haradhan Debnath		
153.	—do—		Binode Behari Debnath		
154.	—do—		Sankar Sarkar		
155.	—do—		Kalipada Ghosh		
156.	—do—		Nagendra Kr. Palit		
157.	—do—		Raj Mohan Das		
158.	—do—		Haradhan Das		
159.	—do—		Balai Saha		
160.	—do—		Atul Ch. Biswas		
161.	—do—		Nani Gopal Ghosh		
162.	—do—		Birendra Kr. Ghosh		
163.	—do—		Prasanna Kr. Das		
164.	—do—		Narayan Ch. Ghosh		
165.	—do—		Ajay Lal Roy		
166.	—do—		Harbans Sing		
167.	—do—		Swapan Kr. Gope		
168.	—do—		Ram Lagan Singh		
169.	—do—		Krishnadhan Gope		
170.	—do—		Lal Mohan Das		
171.	—do—		Sunil Ch. Gope		
172.	—do—		Benode Ghosh		
173.	—do—		Sudan Ch Ghosh		
174.	—do—		Nitya Gopal Gope		

1	2	3	4	5	6
175.	Cow Milk		Annada Charan Gope		
176.	—do—		Naresh Ch. Ghosh		
177.	—do—		Ram Ekbal Singh		
178.	—do—		Mati Lal Singh		
179.	—do—		Narayan Ch. Ghosh		
180.	—do—		Bhagaban Singh		
181.	—do—		Ram Ch. Singh		
182.	—do—		Monoranjan Sarkar		
183.	—do—		Gauranga Ch. Paul	22	11
184.	—do—		Nikhil Ch. Saha		
185.	—do—		Surendra Kr. Paul		
186.	—do—		Sudhir Ch. Paul		
187.	—do—		Khitish Chandra Choudhury		
188.	—do—		Sukumar Saha		
189.	—do—		Biman Behari Saha		
190.	—do—		Bijoy Kr. Roy		
191.	—do—		Khagendra Ch. Das		
192.	—do—		Dilip Ch. Deb		
193.	—do—		Premananda Saha		
194.	—do—		Promode Rn. Das		
195.	—do—		Suresh Ch. Majumder		
196.	—do—		Bhagirath Ch. Rov		
197.	—do—		Harish Cn. Malla		
198.	—do—		Khitish Ch. Paul		
199.	—do—		Ganesh Ch. Majumder		
200.	—do—		Rakhal Chakraborty		
201.	—do—		Jatindra Mohan Debnath		
202.	—do—		Dulal Ch. Baul		
203.	—do—		Rajendra Ch. Saha		
204.	—do—		Rakhal Ch. Paul		
205.	Sweet Meat	10	Atindra Ch. Banik	10	
206.	—do—		Dipendra Ch. Ghosh		
207.	—do—		Rabindra Ch. Paul		
208.	—do—		Jogesh Ch. Ghosh		
209.	—do—		Gopal Ch. Roy		
210.	—do—		Pulin Behari Ghosh		
211.	—do—		Durgapada Holom		
212.	—do—		Naresh Ch. Dutta		

1	2	3	4	5	6
213.	Sweet Meet		Sukesh Ch. Biswas		
214.	—do—		Mahitosh Gosh		
215.	Icc Candy/Creem		Bhowal Bhuturia	3	—
216.	—do—	3	Baidyanath Das		
217.	—do—		Kanai Lal Saha		
218.	Tea	1	Rebati Mohan Paul	1	--
219.	Besnm Gram	2	Jatindia Ch. Banik	2	—
220.	—do—		Kamala Bhander (Ranjit Paul)		
221.	Makhan Biscuit	1	Monoranjan Deb	1	—
222.	Goa Muri	2	Dipesh Ch. Saha	2	1
223.	—do—		Sudhanshu Rn. Panl		
224.	Gur	3	Umesh Ch. Das	3	—
225.	—do—		Akbar Ulla		
226.	—do—		Ram Kanta Paul		
227.	Orange Squash	3	Nani Gopal Majumder	3	—
228:	—do—		Jagannath Kalowar		
229.	—do—		Bhabatosh Paul		
230.	—do—		Santosh Paul		
231.	Vanaspati	2	Sayamal Kanti Dey	2	—
232,	Groundnut Oil	2	Rakhal Ch. Saha	2	2
233.	—do—		Pratap Ch. Deb		
234.	Arhar Dal	1	Digendra Kr. Roy	1	1
235.	Dahi	2	Mati Lal Ghosh	2	2
236.	—do—		Charitra Ghosh		
237.	Til Oil	2	Pulin Ch. Banik	2	1
238.	—do—		Rebati Mohan Debnath		
239	Salt	3	Hiran Ch. Saha	3	—
240.	—do—		Satish Ch. Roy		
241.	—do—		Nikhil Ch. Saha		
242.	—do—		Nripendra Roy		
243,	Coconut Oil	2	Jaladhar Badya	2	—
244.	Haldi	1	Sreenath Bhowmik	1	—
245.	Golmarich	1	Jadu Gopal Bhowmik	1	—
246.	Mitha Jira	1	Haridash Saha	1	
247.	Rice (Un-boiled)	2	Sultan Ahamed	Production not yet started.	
248.	—do—	[illegible]	National Food Go-down		
249.	Suji	1	Sultan Ahmamed		
250.	Chilli Powder	2	Rakhal Ch. Paul	1	—do—
251.	—do—		Mati Lal Paul		
252.	Ghee	1	Makhan Lal Banik	1	—
253.	Butter	1	Dulal Debnath	1	—
254.	Cake	1	Hiran Ch. Podder	1	—
255.	Mog Dal	1	Abhash Ch. Roy	1	—

TOTAL : Sample : 256 TOTAL : 252 66

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 20

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Departme be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা সরকারী গাড়ী ক) পেট্রোল খ) ডিজেল গ) গাড়ী মেরামত, ঘ) গাড়ীর যন্ত্রাংশ ক্রয় রক্ষনা বেক্ষন বাবদ খরচ করেছেন তার দফাওয়ারী হিসেব ?

২) এই খরচ কমানোর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— মুখ্যমন্ত্রী

১) খরচের হিসাব নিম্নরূপ :—

	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
ক) পেট্রোল বাবত—	টা: ২১,৪১,০৮৬.৮৩ প:	টা: ১২,৫২,৩৯৭.৪৬ প:
খ) ডিজেল বাবত—	টা: ১,১৭,৯৭৪. ১৯ প:	টা: ১,০৫,৩৪৯.৬১ প
গ) গাড়ী মেরামত — ঘ) রক্ষনা বেক্ষন বাবত	টা: ৬,৭৭,৩৫৯.০২ প:	টা: ৬,০০,২৮৭,৩১ প
মো;—	২৯,৩৬,৪২০.০৪ পা:	টা: ১৯.৫৮,০৩৪.৩৮ প:

২) ১) সরকারী গাড়ীতে মফঃস্বল যাওয়া কমানো হয়েছে।

২) সরকারী গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করিতে তলাসী দেওয়া হয় না।

৩) জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সরকারী কাজে ও গাড়ী ব্যবহার করা হয় না

৪) পেট্রোল সরবরাহ সীমিত করা হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 74

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জরুরী অবস্থার জন্য গত বছরের বরাদ্দ হইতে কিছু অর্থ খরচ করা হয় নাই বা ছাটাই করা হইয়াছে ?

২। সত্য হইলে কোন হেড এবং কতটাকা ছাটাই করা হইয়াছে বা খরচ করা হয় নাই এবং

৩) এই ছাটাই করা অর্থ কিকি খাতে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

উত্তর

১। উত্তরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রাধীন আছে।

২। ঐ

৩। ঐ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 75.

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৪ সনের বাজেট বরাদ্দের কত টাকা প্লেন এবং নন্ প্লেন বাবদ খরচ না করার জন্য ফেরত গেছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

২। ফেরত যাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। উত্তরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 83

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া হইতে খোয়াই যাতায়াতের জন্য জন সাধারণ খুবই অসুবিধা ভোগ করিতেছে ?

২) যদি সত্য হয় তাহা হলে তেলিয়ামুড়া খোয়াইয়ের জন্য একটী টী, আর, টি, সি, বাস দেওয়া হবে কি ?

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না। তেলিয়ামুড়া—খোয়াই মধ্যে টি, আর, টি, সি'র বাস সার্ভিস চালু আছে। আগরতলা হইতে খোয়াই টি, আর, টি, সি'র ৬টি সার্ভিস যাতায়াত করে, প্রতিটিতেই ১০টি আসন তেলিয়ামুড়া—খোয়াই এবং খোয়াই—তেলিয়ামুড়া যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 122

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে প্রত্যেকটি ব্লকে একটি গ্রামকে রজত জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে পরিণতঃ করেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে ঐ সমস্ত গ্রামে উন্নতি করার কি কি পরিকল্পনা ছিল ?

৩। যদি কোনরূপ উন্নতি না করা হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ এবং কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইবে ?

১। হ্যাঁ।

২। ঐ গ্রামগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, স্কুল গৃহের উন্নয়ন, পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা, দুর্বল শ্রেণীর জন্য উন্নত গৃহ ও অপরাপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল।

৩। পরিকল্পনানুযায়ী উন্নয়ন মূলক কাজ হইয়াছে এবং হইতেছে। অতএব অন্য প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—'C'

The following will read after the words "Mr. Speaker :—The meeting is adjourned for half an hour" appearing at P-9 of this proceedings.

(The House met again at 1-35 P. M. after half an hour adjournment)

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— There are three Calling Attention notices on which the Chief Minister agreed to make statement to-day, the 14th March, 1975. First I would call on the Chief Minister to make the statement on the calling attention Notice of Shri Jitendra Lal Das—

"গত ২৬।২।৭৫ ইং তারিখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীগোপাল চন্দ্র দে নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিলনীয়া থানার সম্মুখস্থ রাস্তার উপর সারাসিমার গাঁও প্রধান শ্রীপ্রভাত আচার্য্যকে আচমকা আক্রমণ ও মারধোর করা সম্পর্কে।"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৬-২-৭৫ ইং তারিখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীগোপাল চন্দ্র দে নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিলোনীয়া থানার সম্মুখস্থ রাস্তার উপর সারাসীমার গাঁওপ্রধান শ্রীপ্রভাত আচার্য্যকে আচমকা আক্রমণ ও মারধর করা সম্পর্কে।

গত ২৬-২-৭৫ ইং বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শ্রীপ্রভাত চন্দ্র আচার্য্য পিতা—মৃত রজনী কান্ত আচার্য্য, সাং সারাসীমা, থানা—বিলোনীয়া, জেলা—দক্ষিণ ত্রিপুরা (শ্রীআচার্য্য সাড়া-সীমার গাঁওপ্রধানও বটে) বিলোনীয়া থানায় উপস্থিত হয়ে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার নিকট এই মর্মে এক অভিযোগ দায়ের করেন যে ঐ দিন বেলা অনুমান পৌনে বারোটার সময় তিনি বিলোনীয়া বাজারের দক্ষিন দিকের রাস্তার উপরে নিমাই খলিফার দোকানের সংগে দাঁড়াইয়াছেন। এমন সময় শ্রীগোপাল চন্দ্র দে পিতা—মৃত অনন্ত কুমার দে নামীয় লোকটি অত-র্কিত থানা হইতে আসিয়া তাহার পেছন দিকে জামার কলার ধরিয়া তাহাকে ঘুষি মারতে শুরু করে এবং ঘুষি মারিয়া রাস্তার উপরে ফেলিয়া দেয়। তারপরও ঘুষি মারতে থাকে। চতুর্দিক হইতে লোকজন আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে। লোকজন না ধরিলে আসামী তাহাকে মারিয়া ফেলত। মারের চোটে তাহার হাত হাটুতে ভীষণ চোট লাগে এবং রক্ত বাহির হইয়া যায়। বুকে ও পিঠে ভীষণ চোট পান।

এই অভিযোগের মূলে ভারপ্রাপ্ত দারোগা বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩/৫০৬ ধারা অনুযায়ী ২৫(২)৭৫ নং কেইস নথিভুক্ত করেন এবং সাথে সাথে তদন্তকার্য্য চালান।

অভিযোগকারী শ্রীআচার্য্য তাহার অভিযোগ নথিভুক্ত করার পর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তাহাকে চিকিৎসার জন্য বিলোনীয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। তথায় বিলোনীয়ার এস, ডি, এম, ও শ্রীআচার্য্যকে হাসপাতালে বহির্বিভাগে বেলা ১টা ১৪ মিঃ সময় চিকিৎসা করে ছেড়ে দেন। মেডিকেল রিপোর্টে আঘাত সামান্য বলে গণ্য করা হয়।

তদন্তের সময় অর্থাৎ ২৬-২-৭৫ ইং তাং অভিযুক্ত শ্রীগোপাল চন্দ্র দেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং প্রেমিনাই বিলোনীয়া কোর্টে চালান দেয়। কোর্ট হইতে গোপাল দে জামিনে মুক্তি পায়।

এস্থলে প্রকাশ থাকে যে ঘটনার দিন সকাল বেলা ৮টা ৩০ মিঃ সময় উক্ত শ্রীপ্রভাত আচার্য্য বিলোনীয়া থানায় উপস্থিত হয়ে জানান যে মিরজাপুরের (বিলোনীয়া) শ্রীগোপাল দে শ্রীউমেশ আচার্যের একটি ঘর বিনষ্ট করতে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীগোপাল দে দাবী করিতেছে যে সে শ্রীউমেশ আচার্য্যের বাড়ী ক্রয় করিয়াছে। শ্রীপ্রভাত আচার্য্য বিলোনীয়া থানার দারোগাকে অনুরোধ করেন। যাতে গোলযোগ দমনে তিনি সত্বর ঘটনাস্থলে আসেন। তাহার অনুরোধে ভারপ্রাপ্ত দারোগা কয়েকজন পুলিশ সহ তদন্তের নিমিত্ত সকাল ৯টা ৩০ মি: ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। বিলোনীয়া থানার ৮২১ নং, তারিখ ২৬।২।৭৫ ইং জেনারেল ডাইরীভুক্ত করা হয়।

তদন্ত কালে শ্রীগোপাল দে তদন্তকারী বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে জানায় যে সে সাড়াসীমার শ্রীউমেশ আচার্য্যের নিকট হইতে চার মাস পূর্ব্বে একটি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মূলে এক কানি চার গণ্ডা বাস্তু ভূমি দুইটি কাঁচা ঘর সহ খরিদ করিয়াছে। শ্রীউমেশ আচার্য্য তাহার জবান বন্দীতে বলে যে সে শ্রীগোপাল দের নিকট ভূমি বিক্রী করে নাই। তবে ১০০ টাকার যে উক্ত ভূমি শ্রী দের নিকট বন্ধক দিয়াছে। কিন্তু সে এখন অন্যায়ভাবে ঘর এবং জায়গা দাবী করিতেছে। শ্রীগোপাল দে পুনঃ দারোগাকে জানায় যে ঘটনার পূর্ব্বের দিন অর্থাৎ ২৫।২।৭৫ ইং তাং একটি গাছ পরায় তাহার আসল ঘরের একটা অংশ ভেঙ্গে যায় এবং ঘটনার দিন (২৬।২।৭৫ ইং) সে কয়েকজন মজুর নিয়ে ঘরটি মেরামত করিতে আসে। কিন্তু উমেশআচার্য্য এই ঘরটি এবং জমি তাহার নিজের বলে দাবী করে।

তদন্তের সময় উভয় পক্ষই নিজস্ব বক্তব্য বলিতে থাকে। সুতরাং এই ভূমি এবং ঘর নিয়ে এক গোলযোগ আছে তাহা স্পষ্টতই—তদন্তকারীর দারোগার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে। সরজমিতে তদন্তের সময় তদন্তকারী দারোগা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ঘর মেরামত করিতে আসিয়াছে দেখিতে পায়।

১। শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, পিতামৃত অনন্তচন্দ্র দে, সাং মিরজাপুর।

২। শ্রীমনোরঞ্জন দাস, পিতা মৃত ললিতমোহন দাস, সাং মিরজাপুর।

৩। শ্রীশচীন্দ্র কুমার দাস, পিতা মৃত সুরমনি দাস, সাং মিরজাপুর।

ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীউমেশ আচার্য্য, শ্রীপ্রভাত আচার্য্য সমেত উক্ত তিন ব্যক্তিকে দলিলপত্র সহ থানায় হাজির হইতে নির্দেশ দেন এই ব্যাপারে আরো তদন্তের জন্য। কিন্তু তাদের নিজস্ব দাবী সত্বেও কোন দলিল প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতে পারে নাই। যদিও তাহারা বলিতেছে যে, তাহাদের নিকট দলিল আছে। গোলযোগ প্রশমনের জন্য ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪নং ধারা অনুযায়ী এক বিধি নিষেধ নিম্নলিখিত উভয় পক্ষের উপর আরোপ করে।

এক পক্ষ :—

১। শ্রীগোপাল চন্দ্র দে। ২। শ্রীমনোরঞ্জন দাস। ৩। শ্রীশচীন্দ্রকুমার দাস।

অন্য পক্ষ :—

১। শ্রীউমেশ চন্দ্র আচার্য্য। ২। শ্রীপ্রভাত চন্দ্র আচার্য্য।

জমি সংক্রান্ত এই ঘটনাটি পুলিশের গোচরীভূত হয় ঐ দিনই অর্থাৎ ২৬।২।৭৫ ইং তারিখে ৮টা ৩০ মিঃ সময়। আসলে উভয় পক্ষের মধ্যে এ নিয়ে মনোমালিন্য আরম্ভ হয় প্রায় ১০।১২ দিন পূর্ব্বে।

তদন্তে প্রকাশ শ্রীপ্রভাত আচার্য্য যিনি মাড়াসীমার গাঁও প্রধানও বটে তিনি শ্রীউমেশ আচার্য্যের দূর সম্পর্কে আত্মীয় হন। উক্ত জমি সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রীপ্রভাত আচার্য্য শ্রীউমেশ আচার্য্যকে সমর্থন করেন। পূর্ব্বে শ্রীউমেশ আচার্য্য এবং শ্রীগোপাল দের মধ্যে কোন শত্রুতা ছিল না। শ্রীপ্রভাত আচার্য্য শ্রীউমেশ আচার্য্যকে সমর্থন করার জন্যই আক্রোশ বশতঃ শ্রীগোপাল দে শ্রীপ্রভাত আচার্য্যকে মারধর করে।

পুলিশ সময় উপযোগী ব্যবস্থা করেছে। ঘটনার তদন্ত সম্পূর্ণ। শীঘ্রই চার্জসীট দাখিল করা হইবে।

Mr. Speaker :— Next, I would call on the Chief Minister to make statement on the calling attention notice of Shri Jatindra Kr. Majumder :

"পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া থানা অন্তর্গত জিরানীয়া বাজারের শ্রীরবীন্দ্র সরকারের দোকান ঘরে ১৮।২।৭৫ ইং সন্ধ্যার সময় মারাত্মক অস্ত্রাদি সহ দলবদ্ধভাবে আক্রমণ, মারধোর, প্রাণ নাশের চেষ্টা ও দোকানপাট লুট হওয়া সম্পর্কে।"

(The Statement was laid on the table of the House by Chief Minister as requested by the Chair)

Mr. Speaker :— Next, I would call on the Chief Minister to make statement on the Calling Attention Notice of Shri Bulu Kuki—

"গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং তারিখে তৈদু বাজার অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

(The Statement was laid on the table of the House by the Chief Minister as per direction of the Chair).

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATES

Mr. Speaker :— Next item of the business of the House is presentation of the Budget Estimates for 1975-76.

I would call on Shri D. K. Choudhury, Finance Minister, to present the Budget Estimates for 1975-76 to the House.

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বরাদ্দ ও ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি।

২। এটি ত্রিপুরা সরকারের চতুর্থ নিয়মিত বাজেট যা আমি এই সভায় পেশ করার সুযোগ পেলাম। সব বাজেটেরই মূল লক্ষ্য হ'ল ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধি, স্থায়িত্ব, ব্যাপক সামাজিক ন্যায়-নীতি এবং স্বয়ম্ভরতার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য আনা। এই উদ্দেশ্যগুলো শেষ অবধি আপনা থেকেই কার্যকর হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় পরিস্থিতি অনুকূল থাকলেও এগুলির মধ্যে সাযুজ্য আনা খুব সহজ কাজ নয়। গত চার বছর অবস্থা মোটেই অনুকূল ছিল না ; বস্তুতঃ এগুলো অনেক দিক দিয়েই স্বাভাবিকের চেয়েও খারাপ ছিল। এই চার বছরের মধ্যে প্রতি বছরই আমাদেরকে বড় বড় ও অস্বাভাবিক সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। অবশ্য আমি এ কথা স্বীকার করছি যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কিছু কিছু জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করায় আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমরা যতটা এগিয়ে যাব বলে ভেবেছিলাম ততটা অগ্রসর হতে পারিনি।

৩। আমি খোলাখুলি ভাবে বলছি যে আগামী আর্থিক বছরে আমাদের অর্থনীতি আরও বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। এ বছর আমাদের অর্থনীতির শক্তি ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার কঠোর পরীক্ষা হবে। তেল, খাদ্য এবং সারের দাম হঠাৎ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং জন-সাধারণকে অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এই সব কারণে আমাদের কাজ শতগুণ কঠিন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর কোথাও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন খুব সহজ-ভাবে বা উত্থান-পতন ছাড়া আসে নি। একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হলে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে ভগ্ন অর্থনীতিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে হয়। তাই এতে আমি হতাশা বা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ আছে। লক্ষ্যে পৌঁছার প্রতি-শ্রুতিতে আমরা আগের মতোই কৃতসংকল্প। আগামী বছরটি যদি আমাদের ধারণার চেয়েও বেশী কঠিন হয় তবু আমরা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রোগের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যেতে পারি না। তবে পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুযায়ী আমাদের কলাকৌশল পাল্টাতে হতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে হলে অর্থ সংকুলান, ঠিক ঠিক ভাবে প্রকল্প নির্ব্বাচন ও এগুলির দেখাশুনার ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের পরিচালন ব্যবস্থা চালু করতে হতে পারে। প্রকল্পের কাজ যখন চলতে থাকে তখন সেদিকে সবসময় লক্ষ্য রাখলে এবং সময়মত সংশোধন-মূলক ব্যবস্থা নিতে পারলে সরকারী ব্যয়ে গৃহীত প্রকল্প থেকে উৎপাদনক্ষমতা অনেকখানি বাড়ানো যায় এবং তা থেকে নির্দ্ধারিত উপযোগিতা পাওয়া যায়। প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বের সঙ্গে যদি আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার হিসাব ব্যবস্থা (ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং) জুড়ে দেওয়া হয় তবেই তা সম্ভব। এ বিষয়ে সরকার সচেতন এবং এসব ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার

কথা সরকার চিন্তা করছেন। কৃষির ক্ষেত্রেও আমাদের প্রচেষ্টায় কোন রকম ভাটা পড়ার মতো এখনো কিছু ঘটে নি। আমাদের বিভিন্ন জলবায়ুতে যাতে মানানসই হয় তেমন অধিকফলনশীল ধানের সন্ধান আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। জমিতে দুই ফসল করার রীতি ব্যাপকভাবে চালু করার জন্য সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করতে হবে। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম বীজ উদ্ভব করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ধান, ডাল এবং কার্পাস, তৈলবীজ ও পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের হেক্টার প্রতি উৎপাদন বাড়ানোই এখন সবচেয়ে বড় কাজ।

৪। গত চার বছর আমরা যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অভাবনীয় সব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছি ঠিক সেই রকম দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমরা এবারও এগিয়ে যাব। ১৯৭৪ সালে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার জন্য সরকারকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা মাননীয় সদস্যগণ জানেন।

বরাদ্দ

৫। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বরাদ্দ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট বরাদ্দের বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ :—

	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৪-৭৫	সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭৪-৭৫	বাজেট বরা[illegible] ১৯৭৫-৭৬
		(লক্ষ টাকার হিসাবে	
১। প্রারম্ভিক তহবিল			
ক) হিসাবপত্র অনুযা[illegible]	(—) ১০৪৭.৪৬	(—) ১৮৮৩.৫১	(—) ১৪৪৬.[illegible]
খ) ঋণপত্রে অর্থের বিনিয়োগ			
২। রাজস্ব খাত			
আদায়—	৩৪০৫.৮৫	৩১১২.০৯	৩২০৭.[illegible]
খরচ—	৩৪০৩.৪৮	৩৪১৮.৩৪	৩৩৪১.[illegible]
উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি (–	(+) ২.৩৭	(—) ৩০৬.২৫	(—) ১৩৪.[illegible]
৩। মূলধন খাত			
খরচ (নীট)	(—) ৮৭২.৬৪	(—) ৭৫৯.৫৩	(—) ৮৩৫.
৪। সরকারী ঋণ			
ঋণ—	৭৫৭.৬৯	৮১০.৪১	৭৭২.
পরিশোধিত ঋণ—	১৫৪.০০	৬০.২৬	১০০.
[illegible]	(+) [illegible]	(+) ৭৫০.১৫	(+) ৬৭২.

	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৪-৭৫	সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭৪-৭৫	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৫-৭৬
		(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
৫। ঋণ ও অগ্রিম			
অগ্রিম	৯৯.৬৩	১৪৯.৫০	১০৬.৬৩
আদায়	৯৯.০০	১১১.০০	১৪১.০০
নীট	(—) ০.৬৩	(—) ৩৮.৫০	(+) ৩৪.৩৭
৬। আন্তঃরাজ্য হিসাব নিকাশ			
৭। আকস্মিক খরচের জন্য রক্ষিত তহবিল			
৮। তহবিল বহির্ভূত ঋণ (নীট)	(+) ৬৫.৩৩	(+) ৬০.০০	(+) ৬০.০০
৯। আমানত ও অগ্রিম (নীট)	(—) ৪০.৪৮	(+)৯৭৭.০০	(—) ১০.০০
১০। প্রেষিতক (নীট)	(—) ৩৬.০৭	(—)২৪৬.০০	(—) ৬৬.০০
১১। সমাপ্তি তহবিল			
ক) হিসাবপত্র মতে	(—) ১৩২৫.৮৯	(—)১৪৪৬.৬৪	(—)১৭২৫.২১
খ) ঋণপত্রে বিনিয়োগ	—	—	—

আগামী আর্থিক বছরের জন্য রাজস্বখাতে আয় ৩ ০৭.৪৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে ; চলতি বছরে সংশোধিত বরাদ্দে রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছিল ৩১১২.০৯ লক্ষ টাকা। কেন্দ্র কর্তৃক গ্রান্ট-ইন-এইড্, কর ও শুল্কের রাজ্যিক অংশ বাড়িয়ে দেওয়ায় এবং তদুপরি রাজ্যের চলতি কর ও শুল্কের আদায় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় এই বর্ধিত রাজস্ব ধরা হয়েছে। তাছাড়া মূলধনী খাতে আনুমানিক ঘাটতি ৮৭২.৬৪ লক্ষ টাকা থেকে কমে ৭৫৯.৫৩ লক্ষ টাকা হবে অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ১১৩.১১ লক্ষ টাকা কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রারম্ভিক তহবিল বাদে ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বরাদ্দ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট বরাদ্দের নীট ফলাফল নিম্নরূপ :—

	সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭৪-৭৫	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৫-৭৬
	(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
উদ্বৃত্ত (+)		
ঘাট্তি (—)		
ক) রাজস্ব খাত	(—) ৩০৬.২৫	(—) ১৩৪.২২
খ) রাজস্ব খাতের বাইরে (সামগ্রীক তহবিল)	(—) ৪৭.৮৮	(—) ১২৮.৩৫
গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট ফল	(—) ৩৫৪.১৩	(—) ২৬২.৫৭

১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে রাজস্ব খাতে আনুমানিক ১৩৪.২২ লক্ষ টাকা ঘাটতি সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যগণের কাছে নিম্নলিখিত বিবরণ উপস্থিত করছি :

	পরিকল্পনার অঙ্ক	পরিকল্পনা বহির্ভূত অঙ্ক	মোট
		(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
রাজস্ব খাত			
আদায়	৩৫৫.৯২	২৮৫১.৫৭	৩২০৭.৪৮
খরচ	৫২৩.৫৬	২৮১৮,১৪	৩৩৪১.৭০
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(—)	(—) ১৬৭.৬৫	(+) ৩৩.৪৩	(—) ১৩৪.২২

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনা বহির্ভূত কার্যসূচীর জন্য কোন অতিরিক্ত খরচ বাবত রাজস্ব খাতে ঘাটতি হয় নি অবশ্য পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ৩৩ ৪৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। এই ঘাটতি প্রধানত: পরিকল্পনা খাতে অতিরিক্ত খরচের জন্যই হয়েছে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যে অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়েছে তা মাননীয় সদস্যগণ সমর্থন করবেন।

পরিকল্পনা

৬। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরের জন্য ১২.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অঙ্ক বর্তমান আর্থিক বছরের পরিকল্পনা খাতে সংশোধিত বরাদ্দ থেকে ১৫% বেশী। যে উন্নয়ন কর্মসূচী ১৯৭৫-৭৬ সালের পরিকল্পনার ভিত্তি সেগুলি প্রধানত: নিম্নরূপ :

ক) যে সব প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সেগুলির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা ;

খ) কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সব জিনিসপত্রের দরকার সেগুলি যোগান দেওয়া ;

গ) শিল্পের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও শিল্পায়নের বিভিন্ন দিক উন্মোচন ;

ঘ) তপশীলি উপজাতি, তপশীলি জাতি ও আর্থিক দিক দিয়ে দুঃস্থ শ্রেণীর লোকদের কল্যাণের জন্য এবং জুমিয়াদেরকে স্থায়ীভাবে চাষাবাসের বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করে সামাজিক অর্থনীতিক অসাম্য কমিয়ে আনা ;

ঙ) শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা চালু রাখা এবং সম্প্রসারিত করা ;

চ) সহর উন্নয়নের সমস্যাগুলির ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ ;

ছ) সারা রাজ্যে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা ;

জ) আরো ভালো পরিবহণ ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা এবং বিশেষ করে সমস্ত গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তা দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা।

এই কার্যসূচীগুলিই প্রধানত: বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করবে। বিদ্যুৎশক্তির ভীষণ অভাব এবং শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। যে সব প্রকল্প

থেকে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে এবং এ ধরণের যে প্রকল্পগুলির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হবে যাতে পরিকল্পনা কালের মধ্যেই এই বাবত বিনিয়োগ থেকে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কথা চিন্তা করে সেইসব প্রকল্পকেও যথেষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সামাজিক পুনর্গঠনমূলক কর্মসূচী বিশেষতঃ যেগুলি পর্ব্বতের পাদদেশ অঞ্চল, সীমান্ত অঞ্চল ও অন্যান্য অনগ্রসর অঞ্চলে সামাজিক পুনর্গঠন আনবে সামাজিক ন্যায়নীতির কথা চিন্তা করে সে সব প্রকল্পের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ১৯৭৫—৭৬ আর্থিক বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ এইরূপঃ—

	সংশোধিত বরাদ্দ ১৯৭৪-৭৫	বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৫-৭৬
	(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
১। সাধারণ শিক্ষা	৩৬.৩৮	৩৭.০০
২। কারিগরী শিক্ষা	২.৯০	২.০০
৩। স্বাস্থ্য	৭.৫০	১২.৫০
৪। সহর উন্নয়ন	৯.০০	৯.২৫
৫। তথ্য, প্রচার ও পর্য্যটন	৪.৯৭	২.৫০
৬। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ —অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ	৫০.৯১	৫১.৫০
৭। সমবায়	২১.২৭	২৫.০০
৮। ক্ষুদ্র সেচ	৩৮.০০	৩৬.০০
৯। মাটি ও জল সংরক্ষণ	৩৪.৪৮	৪৪.৬১
১০। পশুপালন ও দুগ্ধ সরবরাহ	২২.৪২	৩৬.০০
১১। মৎস্য চাষ	১৪.২৫	১৭.৪০
১২। বন	৩১.২৮	৪৭.৪৬
১৩। কৃষি	৫০.৭৪	৫৬.৭৪
১৪। সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎ	৪৪.৪৬	৪৩.৭৬
১৫। জনস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও জল সরবরাহ	১২.০০	১২.০০
১৬। বড় ও মাঝারি শিল্প এবং গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প	৯৩.৪০	১০১.৬৫
১৭। বিদ্যুৎ প্রকল্প	৩৪০.০০	৩৭০.০০
১৮। পূর্ত্ত প্রকল্প	৪৬.৩২	৮৭.০০
১৯। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১৭.০০	১৭.০০
২০। পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪০.০০	১৪৫.০০
২১। গৃহ নির্মাণ	৮.৬৬	১৯.৯৫
২২। অন্যান্য	২২.৩২	৩৩.৬৯
মোট :—	১০৪৮.২৬	১২০৮.০০

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে আগামী আর্থিক বছরে স্বাস্থ্য, সমবায়, মাটি ও জল সংরক্ষণ, পশুপালন ও দুগ্ধ সরবরাহ, কৃষি, বন, বিদ্যুৎপ্রকল্প ও অন্যান্য কয়েকটি প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ কিছু বাড়ানো হয়েছে।

৭। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে যে সব প্রকল্প ও কার্য্যসূচী গৃহীত হয়েছে সেগুলির কয়েকটি সম্পর্কে, আগামী আর্থিক বছরে যে সব প্রকল্প ও কার্য্যসূচী নেওয়া হবে এবং আগামী আর্থিক বছরে যে সব প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেগুলির কয়েকটী সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আমি এই সভায় তুলে ধরছি।

শিক্ষা।

৮। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে এই রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি গতবার এই সভায় যা বলেছিলাম আমি সে কথা আবার স্মরণ করছি। এ কথা বলতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে যে এ বছরও শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা কম উল্লেখযোগ্য হবে না। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরের শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য বিদ্যালয় ও উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৬৮৪, ২৮০ এবং ১১২। ১৯৭৫—৭৬ আর্থিক বছরে প্রধানত: তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আরো ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া পনরটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও পাঁচটি উচ্চ বিদ্যালয় খোলারও প্রস্তাব আছে। স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তির শতকরা হার ১৯৭৫—৭৬ আর্থিক বছরের শেষে নিম্নলিখিতরূপ হবে বলে আশা করা যায় —

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্য্যায়ে	৮৫.২%
মধ্য বিদ্যালয় পর্যায়ে	৪৫.২%
মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্য্যায়ে	২৫.৯%

তপশিলী উপজাতির ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ৬০টিও বেশী সংখ্যক স্কুলে ত্রিপুরীভাষা পাঠ্য বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে। ১৯৭৫—৭৬ সালে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরীভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ত্রিপুরী ভাষা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেল নামে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সমাজ কল্যাণ

৯। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী সমাজে দুর্ব্বল শ্রেণীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই শ্রেণীর দুঃস্থ অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়ে, বিধবা, বয়স্ক ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম, অন্ধ, কানে কালা ও বিকলাঙ্গদের কল্যাণের জন্য বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এরূপ কয়েকটি প্রস্তাব প্রকল্প নিম্নে দেওয়া হল :—

ক) উত্তর ত্রিপুরায় ছেলেদের জন্য একটি অনাথাশ্রম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় মেয়েদের একটি জন্য অনাথাশ্রম খোলা ;

খ) পরিত্যক্ত ও পরিচয়হীন শিশুদের জন্য একটি শিশু নিকেতন স্থাপন ;

গ) দক্ষিণ ত্রিপুরায় অসহায় বিধবাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি আবাস স্থাপন ;

ঘ) উত্তর ত্রিপুরায় দুঃস্থ মহিলাদের জন্য একটি আবাস স্থাপন ;

ঙ) দৃষ্টিশক্তিহীনদের প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ;

চ) কালা ও অল্পশ্রুতিসম্পন্ন শিশুদের বাক্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ;

ছ) শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ছেলেমেয়েদেরকে বৃত্তি দান ; এবং

জ) বর্ত্তমান আতুর আশ্রমটির সম্প্রসারণ।

কৃষি

১০। জাতীয় আয়বৃদ্ধি, মূল্যস্তর, শিল্প উৎপাদন এবং আয় বন্টনের উপর কৃষিব্যবস্থা বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা অর্থের অভাবে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হতে দেব না। মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশী হবেন গত কয়েক বছর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক কল্যাণ কার্যসূচী, উপজাতি উন্নয়ন, পার্ব্বত্য এলাকার উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মারফৎ ঋণ দান, ও ফলিত পুষ্টি কার্যসূচী ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের কাজ ভালভাবে এগিয়ে চলছে। রাজ্যের প্রগতিশীল উদ্যোগী কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক রেখেছেন। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব থাকা সত্বেও সরকার সময়মতো এসব বন্টন করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানেই রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হয়েছে। ভাল বীজ উৎপাদন, ফসল সংরক্ষণ ও জমি সংস্কারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা, আনুমানিক উৎপাদন ও ১৯৭৫-৭৬ সালের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দেওয়া হল :—

	১৯৭৪-৭৫ লক্ষ্য মাত্রা	১৯৭৪-৭৫ আনুমানিক উৎপাদন	১৯৭৫-৭৬ লক্ষ্য মাত্রা
(ক) চাল	৩,২৫,০০০ মে: টঃ	৩,২৫,০০০ মে: টঃ	৩,৩২,০০০ মে: টঃ
(খ) গম	৩,০০০ মে: টঃ	৩,০০০ মে: টঃ	৩,২০০ মে: টঃ
(গ) ডাল	২,০০০ মে: টঃ	২,০০০ মে: টঃ	২,৫০০ মে: টঃ
(ঘ) আখ	১,২০,০০০ মে: টঃ	৮৬,০০০ মে: টঃ	১,০০,০০০ মে: টঃ
(ঙ) তৈলবীজ	৩,৭০০ মে: টঃ	৩,৭০০ মে: টঃ	৩,৮০০ মে: টঃ
(চ) পাট ও মেষ্টা	১,৩৫,০০০ বেইল	৯৯,৫০০ বেইল	১,২০,০০০ বেইল
(ছ) তুলা (বীজ ছাড়া)	২,৭০০ বেইল	২,০০০ বেইল	২,৭০০ বেইল

রাসায়নিক সারের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তাছাড়া এই সার রাজ্যের বাইরে থেকে আনতে হয়, তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহার করে সার তৈরীর ব্যবস্থা করা দরকার। তাই জৈব সার তৈরী ও ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাইরে থেকে আমদানি করা সারের উপর নির্ভরতা কিছুটা কমবে।

ফলোদ্যানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০০০ হেক্টার জমিতে ফল চাষ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫০ জন লোককে ফল ও সব্জী সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান এবং ফলচাষের ব্যাপারে ২০০ জনকে একটি পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দানের প্রস্তাব আছে। ফুল ও শোভাবর্দ্ধক গাছের চাষ ও বন্টন কর্ম্মসূচী চালু রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মৎস্য চাষ

১১। আমাদের রাজ্যে মৎস্যচাষ করার মতো জলাশয় খুব সীমিত। তাই একদিকে এই সীমিত জলাশয়ের মধ্যে নিবিড় মৎস্যচাষ ও অন্যদিকে মৎস্য চাষের অনুপযুক্ত পুকুরগুলির সংস্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদনের প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে বছরের শেষে এই সংখ্যা দশ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্যে ৪,২৩০ মেট্রিক টনের মতো মাছ উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালে আরো ২৪০ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে মাছের উৎপাদন আরো ২৫০ মেট্রিক টন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে বছরের শেষে মোট উৎপাদন গিয়ে ৪,৭২০ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়।

ক্ষুদ্র সেচ

১২। আমাদের রাজ্য প্রধানত: গ্রাম অধ্যুষিত এবং জনসংখ্যার অধিকাংশেরও বেশী কৃষি ও কৃষিনির্ভর বৃত্তিতে নিযুক্ত তাই রাজ্যের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে এইসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে ভালো উন্নতি দেখা গিয়েছে। সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়াতে কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি অত্যাধুনিক কারিগরী ব্যবস্থা চালু করা, অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার ও নিবিড় চাষ প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়েছে ভবিষ্যতে উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় সে সব অঞ্চলে প্রধানত: জল উত্তোলন প্রথায় সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে অথবা শুষ্ক জমিতে চাষের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ সালে পাঁচ শত অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, চারশত আর্টেজিয় নলকূপ ও পাম্পিং সেট বন্টনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তপশীলি উপজাতিদের মধ্যে ২৫টি পাম্প সেট বন্টনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেঁচের জন্য গভীর নলকূপ বসানোর জন্য অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে আটটি উত্তোলন প্রথায় সেচ প্রকল্প এবং অন্যান্য দুটি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প হাতে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

১৩। পঞ্চম পরিকল্পনায় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এই খাতে ১৭ লক্ষ টাকার মতো খরচ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। তেমনি আগামী আর্থিক বছরেও এই খাতে অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আগরতলা, খোয়াই, কৈলাসহর সোনামুড়া এবং বিলোনীয়ায় কিছু বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া হাওড়া ও খোয়াই নদীর জলধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

বিদ্যুৎ

১৪। শিল্প ও কৃষি উভয়ের জন্যই বিদ্যুৎ হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত বিদ্যুৎ ঘাটতি অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জরুরী প্রয়োজনীয়তার দিকে এবং চালু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কার্য্যকারিতার উন্নয়নের দিকেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। যে সব প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে সেগুলির কাজ দ্রুত শেষ করা ও যেসব প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সময় অল্প। সরূপ নূতন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়াই আমাদের কর্মসূচী। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গ্রামীণ এলাকার বৈদ্যুতীকরণের গুরুত্বের কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে আমরা কতদূর সমর্থ হব তার উপরেই পঞ্চম পরিকল্পনার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করছে। গ্রামসমূহ বৈদ্যুতীকরণ, গ্রামীণ শিল্পায়ন এবং নলকূপ স্থাপনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ায় বিদ্যুৎ চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ খাতে যেখানে বরাদ্দ ছিল ৯.০১ কোটি টাকা পঞ্চম পরিকল্পনায় সে বরাদ্দ হয়েছে ১৩.৮০ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ শক্তির জন্য মোট খরচ প্রকৃত বরাদ্দ ৩.২০ কোটি টাকা চেয়ে ২০ লক্ষ টাকা বেশী হবে বলে আশা করা যায়। আগামী আর্থিক বছরে এখাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ হল ৩.১০ কোটি টাকা। গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে একথা বলা যায় যে দালান ইত্যাদির কাজ (সিভিল ওয়ার্কস) আগামী আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং পাওয়ার হাউসটি ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি চালু হবে। কয়েকটি ছোটখাট কাজ ছাড়া গোমতী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের কাজ শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল পর্ষদ ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বৎসরে ৫০,০০০ টাকার ব্যয় বরাদ্দের বন্দোবস্ত লইয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা ত্রিপুরায় একটি তাপীয় শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা আছে কি তা' দেখবার জন্য জরিপ ও অনুসন্ধানের কার্য্য করা হইবে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে আরও অধিক সংখ্যায় গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ তৎসহ পর্য্যাপ্ত সংখ্যক পাম্প চালনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। আগামী আর্থিক বছরে পনেরটি গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদ্যুতের সাহায্যে ষাটটি পাম্প চালনা করার প্রস্তাব রয়েছে।

জল সরবরাহ

১৫। জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবরূপে পানীয় জল সরবরাহকে পরিগণিত করা হয়। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কৈলাসহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে একটি গভীর নলকূপ বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই আর্থিক বছর শেষ হবার পূর্বে কৈলাসহর এবং উদয়পুরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কয়েকটি লাইন বসানোর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল বিতরণের তেরটি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঐগুলির কাজ শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা যায়। লক্ষ্মীছড়া এবং জম্পুই পাহাড়ের ভাংমুন গ্রামে অনুরূপ দুইটি প্রকল্পের কাজ নেয়া হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে অতিরিক্ত এলাকার

পানীয় জল সরবরাহ করতে ধর্মনগর, উদয়পুর এবং কৈলাসহরের তিনটি বর্তমান প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। আগরতলা সহরে পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধি করতে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই সেগুলির কাজ শেষ হবে।

সড়ক ও সেতু

১৬। একটি সুসংগঠিত সড়ক ব্যবস্থা হ'ল উন্নত অর্থনীতির প্রধান ধমনী। এখাতে পঞ্চম পরিকল্পনায় অনুমোদিত বরাদ্দ হল সাত কোটি টাকা; এর মধ্যে ১.২৫ কোটি টাকা বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং আশা করা যায় এ বছরে সম্পূর্ণ টাকার সদ্ব্যবহার হবে। আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা সংযোজিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বর্তমান আর্থিক বছর শেষ হবার পূর্বেই ষাট কিলোমিটার রাস্তায় ইট বসানো হবে বলে আশা করা যায়।

আগামী আর্থিক বছরের জন্য ১.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হল চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তার সংযোজন এবং ষাট কিলোমিটার রাস্তায় ইট বসানো—তাছাড়া যেসব সেতুর কাজ এগিয়ে চলেছে সেগুলি সম্পূর্ণ করা। খোয়াই নদীর উপর গঙ্গানগরে এবং চেবরীতে স্থায়ী সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং চলাচলের জন্য তা খুলে দেয়া হয়েছে। সেকেরকোটে সেনাই নদীর উপর এবং কুমারঘাটে দেও নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ বর্তমান কাজের মরসুমে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। বিনোনীয়ায় মুহুরী নদীর উপর, কাঞ্চনপুরে দেও নদীর উপর ও মাণিক ভাণ্ডারে ধলাই নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা এগিয়ে চলেছে। বর্তমান কাজের মরসুম শেষ হবার পূর্বেই কৈলাসহরে একটি এবং কমলপুরে একটি পায়েচলা সেতুর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। ঐ সমস্ত এলাকার জনসাধারণের ন্যায্য দাবীর পূরণ হবে। আমি আরও বলছি যে রাজ্য পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্প ছাড়াও কয়েকটি রাস্তা ও সেতুর নির্মাণ বা উন্নয়ন যাই হউক না কেন, কয়েকটি কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

১৭। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কার্য্যসূচীর একটি প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে অধিকতর সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে চিকিৎসা ব্যাপারে যে অসমতা রয়েছে তা সংশোধন করা। আমাদের রাজ্যে বিশেষভাবে অনগ্রসর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবামূলক কাজ এবং চিকিৎসার সুবিধাদির উন্নয়ন ও বিস্তৃতিকরণের ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হবে না। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধন করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ডিস্পেনসারীর মাধ্যমে নিবারক ও প্রতিরোধাত্মক চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। নিবারক ক্ষেত্রে দশটি নূতন ডিস্পেন-সারী প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্বিভাগের সুবিধা সহ বর্তমান ছয়টি ডিস্পেনসারীর উন্নয়ন সাধনের জন্য অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কার্যসূচী যেমন জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কার্যসূচী, জাতীয় বসন্ত নির্মূল কার্যসূচী, কুষ্ঠরোগ দমন, যক্ষ্মারোগ

দমন এবং যৌনসংক্রান্ত রোগ দমন অব্যাহত আছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার কাজে ষ্টেট পাবলিক হেল্‌থ লেবরেটরী খুবই সক্রিয় আছে। বস্তুতঃ তাদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই যাদের কাছে নিম্নমানের দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঔষধের নমুনা পরীক্ষা করার বিষয়টি এই লেবরেটরীর আওতাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে লেবরেটরীর কার্যসূচী সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

উপযুক্ত দক্ষ ও শিক্ষিত ডাক্তার এবং সাহায্যকারী কর্মচারীবৃন্দের ক্রমাগত চাহিদার স্বীকৃতির অনুকূলেই রাজ্যে চিকিৎসা সক্রান্ত শিক্ষা সর্বপ্রকার উৎসাহ পাচ্ছে তা নয়, বস্তুতঃ একটি সফলকাম পেশা জীবনধারণের মান অর্জনে নিশ্চিত, ব্যবহারোপযোগী, উৎসর্গীকৃত এবং সদ্‌উপায়। এ সম্পর্কে এখানে আমার উল্লেখ করা উচিত যে জি, বি, হাসপাতালে "লেবরেটরী টেকনিশিয়ান" নামে একটি শিক্ষাক্রম এবং "সিনিয়র নার্সিং" নামে আরেকটি শিক্ষাক্রম ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন চিকিৎসা এবং আধা-চিকিৎসা শিক্ষাক্রমে যেমন এম, বি, বি, এস, বি, ডি, এস, বি, ফারমা, বি, এস, সি, (নার্সিং), আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্নাতক স্যানিটারী ইনস্পেক্টরশীপ এবং রেডিওগ্রাফারএ ত্রিপুরা সরকারের মনোনীত প্রার্থী ভর্তির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পশু পালন

১৮। পশু পালন আমাদের সকলের কাছে প্রিয় এবং স্বভাবতঃই সরকারী কার্যসূচীতে এটি প্রধান স্থান করে নিয়েছে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন সুচিন্তিত পশুপালন কার্যসূচী গ্রহণ করা। এই কথা মনে রেখেই বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। "গবাদি পশু প্রজনন ইউনিট", "ছাগলের প্রজনন কেন্দ্র". "ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র" এবং "পশুখাদ্য উন্নয়ন বিভাগ" প্রকল্পসমূহ পঞ্চম পরিকল্পনা কালে রূপায়িত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। অন্যান্য প্রাণী যেমন শূকর ও হাঁসমুরগীর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার দিকেও সরকার সমানভাবে সজাগ। অধিক সংখ্যায় "লেয়ার" এর সংস্থান করার জন্য এবং তৎসহ "প্রজনন ফার্ম" ও "সংখ্যাবৃদ্ধিকরণ ফার্ম" হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে গান্ধীগ্রামে রাজ্য হাঁসমুরগী পালন কার্মটি হাঁসমুরগী উৎপাদন প্রকল্পাধীনে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে পশুপালন বিভাগ ৩০০০টি একদিন বয়স্ক মুরগীর বাচ্চা মিজোরাম সরকারকে এবং অনুরূপ ১২৫০টি মুরগীর বাচ্চা মণিপুর সরকারকে সরবরাহ করেছেন। বর্তমান আর্থিক বছরে অনুরূপ আরও সরবরাহের প্রস্তাব করা হচ্ছে। শূকর উন্নয়ন প্রকল্পে বৃহৎ আকারের "হোয়াইট ইয়র্কশায়ার" শূকর বর্তমান শূকরগুলির পরিবর্তে আনার প্রস্তাব করা হচ্ছে। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে অষ্ট্রেলিয়া থেকে শূকর আমদানীর প্রস্তাব করা হচ্ছে।

দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প

১৯। পশুপালনের সাথে দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প নিবিড়ভাবে যুক্ত। ১৯৭৫-৭৬ সালে দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ১৩,০০০ এম, টি। দৈনিক ১০,০০০ লিটার দুগ্ধ সরবরাহ করার উপযোগী করে আগরতলা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পটির সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে, এজন্য নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আর্থিক বছরেও তা অব্যাহত

থাকবে। উদয়পুর গ্রামীণ ডেয়ারী সেন্টারটিকে দৈনিক পাঁচ হাজার লিটার দুগ্ধ সরবরাহে সমর্থ একটি "দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পে" রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। কুমারঘাটে আরেকটি দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। ধর্মনগর, শান্তির বাজার এবং হালাহালিতে গ্রামীণ ডেয়ারী সেন্টার স্থাপনের কাজ ১৯৭৫-৭৬ সালে গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

শিল্প

২০। জরুরী সমস্যাসমূহ যতদূর সম্ভব সুরাহা করতে শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দিতে সরকার সর্বদাই সজাগ। আমাদের শিল্পায়ন কার্যসূচী কোন নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হলেই চলবে না বরং তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাবে। আর একথা অনুধাবন করতে পেরেই সরকার যেসব এলাকা দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ কাঠামো সংস্থান করতে পারবে সে সব এলাকায় বিনিয়োগের কার্য্যকারিতা বজায় রাখতে প্রচেষ্টা নিয়েছেন। বিদ্যুৎ শক্তির অভাব ছাড়াও, অন্যান্য তাৎক্ষণিক অসুবিধা যেমন কাঁচামালের অভাব এবং ঋণের অসুবিধা রয়েছে। সরকার সক্রিয়ভাবে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে রাজ্যের শিল্পায়ন কাঁচামালের দরুণ অসুবিধা ভোগ না করে।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ছাড়াও পঞ্চম পরিকল্পনা কালে বৃহৎ ও মাঝারি ধরণের শিল্পোন্নয়নের জন্যও বরাদ্দ হয়েছে। প্রকল্পসমূহ এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রাপ্তব্য কাঁচামালের সদ্ব্যবহার হয় এবং স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেড নামে একটি সংস্থা ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় এবং সরকার এতে ষাট লক্ষ টাকা শেয়ার ক্যাপিটেল রূপে বিনিয়োগ করেছেন। কারখানার যন্ত্রপাতি, দালানের জিনিষপত্র ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সাতজন ছেলেকে কলিকাতায় জুট টেকনোলজিতে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রমে যোগ দিয়েছেন। রাজ্য মালিকানায় দৈনিক ২৫০ টন উৎপাদনক্ষম একটি কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারে ভারত সরকারের নিকট থেকে ইচ্ছাপত্র পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য ব্যবস্থাও গৃহীত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাজ্যের হস্তচালিত তাঁত এবং কারুশিল্পের উন্নয়ন, সংগঠন এবং সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিপুরা হেণ্ডলুম এবং হেণ্ডিক্র্যাফটস্ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড নামে রাজ্যস্তরে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। দৈনিক ৬০ টন আখ মাড়াই ক্ষমতাসম্পন্ন একটি খান্দসারী চিনির কল ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড স্থাপন করেছেন। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে ঐ কলটি উৎপাদন সুরু করেছে। উক্ত কর্পোরেশন বাদারঘাটে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব করেছে।

তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির কল্যাণ

২১। দীর্ঘদিন বঞ্চিত তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতি ও অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীসমূহের কল্যাণের জন্য একটি সুচিন্তিত কার্যসূচী সম্পাদনের কাজ চলছে। তাদের ও অন্যান্য দরিদ্র জনসাধারণের অসুবিধা দূর না হলে আমাদের প্রগতি ও উন্নতি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে সরকার এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। আমার এখানে উল্লেখ করা উচিত যে

এমন কি সাধারণ পরিকল্পনা কার্যসূচীগুলিতেও যাতে তাঁদের অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা থাকে এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত থাকে তার জন্য সরকার নজর রেখেছেন। মাননীয় সদস্যগণকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে তপশিলী উপজাতি, ও তপশিলী জাতি ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর জনসাধারণের সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা সাধ্য ও সম্ভব তা রাজ্য সরকার করবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে অনবরত সংস্থান বাড়িয়ে চলেছেন।

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য কৃষি উন্নয়ন, পশুপালন, গ্রামীণ শিল্প, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঐগুলির কাজ চলছে। বৃত্তি ও ষ্টাইপেণ্ড, শূকর পালনে ও শিল্প যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকী দান এবং অন্যান্য বহু উপায়ের মাধ্যমে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির লোকদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে। এই সঙ্গে আমার উল্লেখ করা উচিত যে পুনর্বাসন দানের যে সমস্ত পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং যেগুলি সরকার সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করছেন সেগুলির মাধ্যমে ১৯৭৪ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ নাগাদ তপশিলী উপজাতির ত্রিশ হাজারের উপর পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের ঘনবিন্যস্ত এলাকায় উনপঞ্চাশটি আদর্শ উপজাতি কলোনী স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের চাকুরীতে যাতে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা যায় তারজন্য সরকার ইতিমধ্যেই ১৯৭১ সালের জনগণনার সংখ্যা অনুপাতে সংরক্ষণের বরাদ্দ সংশোধন করেছেন। প্রত্যেক ধরনের পদের জন্য তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির প্রার্থীর জন্য সংশোধিত সংরক্ষিত বরাদ্দ হল যথাক্রমে ২৯% এবং ১৩%। এই সংশোধনের পূর্বে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী পদে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত অংশ ছিল যথাক্রমে সাড়ে সাত শতাংশ এবং পনের শতাংশ।

বন

২২। ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান এবং জলবায়ু এবং পরিস্থিতির জন্য এখানে বনায়নের গুরুত্ব প্রভূত। তাই বনায়ন কার্যসূচী স্বভাবতঃই অন্যান্য ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত। ত্রিপুরার বনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত শাল, গামার, সেগুন, রাবার ইত্যাদি শ্রেণীর বৃক্ষ উৎপাদনের উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে বরাদ্দ ৩১·২৮ লক্ষ টাকা ; পরবর্তী আর্থিক বছরে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৭·৪৬ টাকা।

রাজ্যের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত নানা শ্রেণীর বৃক্ষের উৎপাদনের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ১৯৫৮০ হেক্টায়ার জমিতে বনায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে। তদতিরিক্ত ৬০০ হেক্টায়ার জমিতে রাবার চাষ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পঞ্চম পরিকল্পনার সময়ে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হবে সেগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে বনে কর্মরত জুমিয়াদের পুনর্বাসন দান। চলতি আর্থিক বছরে অনুরূপ আটশটি পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। কফি, তুলা, সুপারি, লেবু জাতীয় গাছ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

কর্ম বিনিয়োগ

২২। শিক্ষিত বেকারগণ যে হতাশায় ভুগছেন সে বিষয়ে সরকার পুরোপুরি সচেতন এবং সে কথা চিন্তা করেই তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন খাতে যে অর্থ-বিনিয়োগ হচ্ছে সে সব ক্ষেত্রেও যোগ্য লোকেদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে; এবং উপরোক্ত প্রকল্পগুলি এইসব অর্থ বিনিয়োগের অতিরিক্ত। শুধু সরকারী সংস্থাগুলি যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে আমরা কেবল সেগুলির উপরই নির্ভর করছি না বরং ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্যরা যাতে স্বনির্ভর বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন সেরূপ আবহাওয়া সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জরুরী গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প কার্যকর করার ফলে গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ৪১ জন স্নাতক ইঞ্জিনীয়ার ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকারদের সরকারী ঠিকেদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন কাজ দিয়েছেন। কাজে উৎসাহ দানের জন্য এই ব্যক্তিদের জামানতের টাকা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৪ সালে তাদেরকে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। বন ও কৃষি দপ্তরও তাদেরকে এভাবে কাজ দিয়েছেন। তপশীলি উপজাতি, তপশীলি জাতি, প্রাক্তন সৈনিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যাবতীয় সাহায্য করার জন্য বর্তমান বছরে একটি বিশেষ সেল খোলা হয়েছে। অমরপুর মহকুমার উপজাতি চাকুরী প্রার্থিদের কর্মসংস্থানের জন্য নাম রেজিষ্ট্রি ও কার্ড নবীকরণ ইত্যাদি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমবায়

২৪। সরকার এ বিষয়ে সচেতন যে প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর একটি রাজ্যে সমবায় সমিতির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই কথা মনে রেখে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমবায় সমিতিগুলির ঋণদান, পরিচালন ও কর্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আটশ'র কিছু বেশী সমবায় সমিতি সক্রিয় আছে। সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর সমিতি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি। এই সমিতিগুলি কৃষকদেরকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয়। সমবায় আন্দোলনের একটি লক্ষ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড কৃষকদেরকে নলকূপ বসানো, জমি উন্নয়ন ইত্যাদি প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণও দিয়ে থাকে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির পুর্ণগঠন কার্যসূচী অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের শেষ অবধি ৭৪টি শক্তিশালী ঋণদান সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং এদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়

২৫। মাননীয় সদস্যগণ হয়তো জানেন যে ১৯৭৩ এর মার্চ মাস থেকে একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় অধিকার সক্রিয় আছে। রাজ্যের রাজকোষে আরও অর্থ যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি খোলা হয়েছে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে নীট ৪৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৭২-৭৩ সালে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ২৮.২৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭১-৭২ আর্থিক বছরে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৩১.৭৬ লক্ষ টাকা। ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সংগৃহীত অর্থ বেড়ে উঠায় রাজ্যের বিশেষ উপকার হচ্ছে কারণ এই অর্থের ৬৬⅔ রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়।

ঋণপত্র বিপণন

২৬। রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণে অর্থসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার এই প্রথম "৬ শতাংশ ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন ঋণ, ১৯৮৪" নামে ঋণপত্র বাজারে ছেড়েছেন। মোট ১.৫০ কোটি টাকার ঋণপত্র ছাড়া হয়েছে। এই ঋণপত্রগুলির মোট দামের চেয়েও বেশী অর্থ পাওয়া গেছে এবং এই বাবত ১.৬৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই ঋণপত্রের মেয়াদ ১০ বছর এবং বার্ষিক সুদ ছয় শতাংশ।

সরকারী কর্ম্মচারী

২৭। মহাশয়, আমাদের রাজ্য গত কয়েক বছরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে বেশ খানিকটা উন্নতি করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের যে অবদান আছে এবং তাঁদের ত্যাগ স্বীকার, উৎসাহ উদ্দীপনা ছাড়া এই উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হতোন। তার জন্য তাঁদেরকে আমি সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাচ্ছি। সরকার কর্ম্মচারীদের কল্যাণসাধনে সর্ব্বদাই আগ্রহী এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ তাঁরা যে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন এই সঙ্কট দূর করার জন্য আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী সরকার যথাসাধ্য করেছেন। অবশ্য যে সব নীতি ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতনকাঠামো ও শর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণ করবে সেগুলি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ করার জন্য সরকার ১৪ই আগষ্ট, ১৯৭৩ তারিখে একটি বেতন কমিশন গঠন করেছেন। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে এই কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং এটি প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর এবং কর্ম্মচারী সমিতি যে সব বক্তব্য ও প্রস্তাব রেখেছেন সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খুব শীঘ্রই নেওয়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়াতে কর্মচারীরা যে সঙ্কটে পড়েছেন তা লাঘব করার জন্য এবং তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্য কয়েকটি সময়ানুগ কিস্তিতে অন্তর্ব্বর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।

বাজেটের ঘাটতি

৪৮। এই সভার নিশ্চয়ই মনে আছে যে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটে ১৩২৫.৮৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। পরবর্ত্তীকালের কয়েকটি পরিস্থিতিতে যা অনুমান করা হয়েছিল বাজেটের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ও অপরিহার্য্য চাহিদা পূরণের জন্য ঘাটতির অঙ্ক যতটা সম্ভব কমানোর জন্য সরকার ব্যয় সংকোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন দপ্তরের খরচের প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য অ-উন্নয়নমূলক খরচ থেকে টাকা বাঁচানো হয়েছে। এসব প্রচেষ্টা সত্বেও বছরের শেষ ঘাটতির পরিমাণ ১৪৪৬.৬৪ লক্ষ টাকার মতো হবে। ঘাটতি অর্থনীতির পরিণাম সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সচেতন কিন্তু তবু কোন সরকারই সমাজের বৃহত্তর অংশের দুঃখকষ্ট ও অভাব অনটন দূর করার দায়িত্বের প্রতি নজর না দিয়ে পারেন না। এই দায়িত্বের জন্যই এইরূপ বড় অঙ্কের ঘাটতি এড়ানো সম্ভব হয় নি। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরের বাজেটের কাগজপত্রে উল্লিখিত বরাদ্দগুলি থেকে দেখা যাবে যে মোট ঘাটতি (প্রারম্ভিক তহবিল ছাড়া) ২৬২.৫৭ লক্ষ টাকা। কর আদায় আরো বাড়িয়ে, ঋণ আদায়ের আরো কার্যকর ব্যবস্থা

গ্রহণ করে এবং অন্যান্য দিক থেকে অর্থসংকুলান করে এই ঘাট্‌তির অন্তত: কিছুটা পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই রাজ্যের দীর্ঘ ও ক্রমাগত প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেলে কৃষিক্ষেত্রে ও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে যার ফলে রাজস্ব খাতে আয় বাড়বে এবং তা ঘাট্‌তির অবশিষ্ট অংশও পূরণে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলে আশা করা যায়। যেখানে যেখানে সম্ভব আমাদের অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার এবং তা আরো বেশী কার্যকর করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে অর্থ প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনশীল ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করাবার জন্য রাখা যেতে পারে।

উপসংহার

২৯। উন্নয়নের জন্য সরকারের কার্যসূচী এবং জাতির জীবনে অপরিহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দানের কারণগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে আমি বক্তব্য রেখেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যত: এইরূপ নীতির ফলাফল সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও গৃহনির্মাণ কার্যসূচী ও এইসব ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততা থেকে এই কথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করবে যে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি বলে যে সব ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে সমাজ জীবনের অন্ধকার দূর করা প্রয়োজন সে সব বিষয়ে আমরা উদাসীন নই। সেঁচ ও বিদ্যুৎ শক্তির মতো প্রকল্পে যে হারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এই সব ক্ষেত্রে ততটা অর্থ সংকুলান করা যে সম্ভব হয়নি সেটা সত্যিই দুঃখের বিষয় কিন্তু এই সভার কাছে আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের নীতি নির্দ্ধারণে সমাজ জীবনের উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই যথেষ্ট উদ্বৃত্ত আয় হতে পারে যা থেকে মানুষের কল্যাণের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ সংকুলান করা যেতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং তাই উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আমরা বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে চাই বহুরকম ত্যাগ স্বীকার তাই আমি রাজ্যের জনসাধারণের কাছে এবং এই সভায় তাঁদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন রাখছি যে তাঁরা যেন তাঁদের অঙ্গীকার অনুযায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত কষ্টস্বীকারকে তুচ্ছজ্ঞান করে আত্মোৎসর্গ করেন। আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন রাখছি যে তাঁরা যেন উগ্র বাদানুবাদ এবং বিক্ষোভমূলক কাজে তাদের শক্তি অপব্যয় না করে রাজ্যের জনগণকে গঠনমূলক কাজে সুদৃঢ় নেতৃত্ব দেন। এই রাজ্যের জনসাধারণ যে, যে কোন রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারেন তার স্বাক্ষর তাঁরা রেখেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৩০। ত্রিপুরা সরকারের অর্থ বিভাগের যে সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী এই বাজেট রচনা করেছেন এবং সরকারী মুদ্রণালয়ের যে সমস্ত অফিসার ও কর্ম্মচারী এই বিশালায়তন বাজেটের দলিলাদি মুদ্রণের কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

৩১। মহাশয়, আমি এখন ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ পেশ করার অনুমতি চাইছি।

Mr. Speaker : Members are requested to submit their Cut Motions, if any, on the demands of the Budget Estimates for 1975-76 within....... .

(Interruption)

PRESENTATION OF SUPPLEMENTRY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1974-75.

Mr. Speaker : Next Business of the House is Presentation of supplementary demands for grants for 1974-75. I call on Shri D. K. Choudhury, Finance Minister, to present before the House the Demands for supplementary grants for the year, 1974-75.

Shri D. K. Choudhury : Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House the supplementary Demands for grants for 1974-75.

Mr. Speaker : Members are requested to submit their cut-Motions, if any, on the supplementary Demands for grants for 1974-75 within... (Interruption).

Members are also requested to colleot the copics of the Budget speach of the Finance Minister, Budget Estimates for 1975-76 supplementary Demands for grants for 1974-75 and other relative papers from 'Notice Office'.

MOTION FOR VOTES ON ACCOUNT

Mr. Speaker : Next Business before the House is voting of the Motion for votes on Account for a part of the financial for, 1975-76. I request the Minister-in-charge of the Finance Department to move his motion for votes on Account.

Shri D. K. Choudhury : Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,59,63,000 exclusive of charged Expenditure of Rs. 97,76,000 be granted, on account, for or towards defraying the charges for the following services and purposes for the part of the financial year ending 31st March, 1976, namely :—

DEMAN	SERVICES AND PURPOSI	SUMS NC EXCEEDIN
1.	211—Parliament/State/Union Territc Legislature.	3,83,0
2.	213—Council of Ministers.	2,80,C
3.	214—Administration of Justice.	5,56,0
		2,66,0
	TOTAL DEMAND NO. 3	8,22,C

1	2	3
4.	220—Collection of Taxes on Income & Expenditure.	4,000
	229—Land Revenue.	13,50,000
	230—Stamps & Registration.	94,000
	TOTAL DEMAND NO. 4 :—	14,48,000
5	239—State Excise.	52,000
	245—Other Taxes & Duties on Commodities & Services.	1,000
	TOTAL DEMAND NO. 5 :—	53,000
6.	241—Taxes on Vehicles.	34,000
	344—Other Transport & Communication (Constribution to Postal Department).	61,000
	TOTAL DEMAND NO. 6 :—	95,000
7.	254—Treasury & Accounts Administration.	1,52,000
9.	252—Secretariat General Services.	9,08,000
	265—Other Administrative Services (Vigilance).	33,000
	265—Other Administrative Services (Vigilance).	88,000
	295—Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day).	26,000
	TOTAL DEMAND NO. 9 :—	10,55,000
10.	253—District Administration.	12,35,000
11.	255—Police.	66,65,000
	260—Fire Protection and Control.	3,13,000
	265—Other Administrative Services (Civil Defence)	28,000
	265—Other Administrative Services (Home Guards).	4,92,000
	344—Other Transport & Communication services (Wireless Planning & Co-ordination).	5,32,000
	TOTAL DEMAND NO. 11 :—	80,30,000

DEMAND NO.	SERVICE AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING.
12.	256—Jails.	3,34.000
	296—Secretariat Economic Services (Evaluation Organisation).	45,000
	304—Other General Economic Services (Evaluation Organisation).	3.69,000
	TOTAL DEMAND. 12	7,48,000
13.	247—Other Fiscal Services (Promotion of Small Services)	19,000
	258—Stationery and Printing.	3,63,000
	265—Other Administratives Services. (Other Expenditure).	18,00,000
	266—Pension and other Retirement	5,73,000
	TOTAL DEMAND NO. 13	27,55,000
14.	259—Public Works.	76,12,000
	277—Education (Buildings).	2,35,000
	280—Medical (Buildings).	40,000
	282—Public Health, Sanitation and Water Supply.	1,50,000
	288—Social Security & Welfare (Social Welfare Buildings).	13,000
	TOTAL DEMAND NO. 14	80.50,000

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING.
15.	259—Public works (Collection of Housing & Building Station),	4,000
	284—Urban Development (Assistance to Municipalities, Corporation etc).	6,00,000
	287—Labour and Employment.	2,44,000
	TOTAL DEMAND NO. 15	8,48,000
16.	265—Other Administrative Services (Gazetter & Statistical Memoir).	28,000
	277—Education.	1,89,73,000
	278—Art and Culture.	1,19,000
	TOTAL DEMAND NO. 16	1,91,20,000

1	2	3
17.	277—Education.	13,61,000
	278—Art and Culture.	1,43,000
	288—Social Security and Welfare (Social Welfare)	3,09,000
	TOTAL DEMAND NO. 17	18,13,000
18.	265—Other Administrative Services (Vital Statistics)	24,000
	267—Aid Materials and quipments (Public Health)	2,000
	280—Medical	46,60,000
	282—Public Health & Sanitation and Water Supply.	5,35,000
	295—Other Social & Community Services (Exhibition for Public Health)	3,000
	TOTAL DEMAND NO. 18	52,24,000
19.	281—Family Planning.	1,40,000
20.	283—Housing.	3,30,000
	284—Urban Development (Town and Regional Planning)	50,000
	337—Roads and Bridges.	31,25,000
	TOTAL DEMAND NO. 20	35,05,000
21,	285—Information and Publicity,	4,71,000
	339—Tourism.	25,000
	TOTAL DEMAND NO. 21	4,96,000
22.	283—Housing (House sites-Minimum Needs programme)	75,000
	288—Social Security and Welfare (Ex-gratia Grants to Government Servants)	1,000
	288—Social Security and Welfare (District Soldiers, sailors and Airmen's Board).	5,000
	288—Social Security & Welfare (Employment promotion programme)	5,000
	288—Social Security and Welfare (Settlement of ex-servicemen in Boarder area)	4,000
	288—Social Security & Welfare (Project programme of Rural Development & Employment)	1,98,000
	304—Other General Economic Services (improvement of important Market).	1,13,000
	TOTAL DEMAND NO. 22	4,01,000

1	2	3
23.	276—Secretariat Social & Community Services (Directorate of Tribal Research).	17,000
	288—Social Security & Welfare (Welfare of scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes).	25,58,000
	309—Food & Nutrition (Special Nutrition Programme).	3,00,000
	TOTAL : DEMAND NO. 23.	28,75,000
24.	288—Social Security & Welfare (Civil Supplies)	1.22'000
	309—Food and Nutrition	6,37,000
	TOTAL : DEMAND NO. 25.	7,59,000
25.	268—Miscellaneous Central Services (Payment of Allowances to the Families & Dependent of Ex-Rullers)	61,000
	288—Social Security & Welfare (Relief & Rehabilitation of Displaced persons)	85,000
	TOTAL : DEMAND NO. 25.	1,46,000
26.	289—Relief on account of Natural Calamities, Gratuitous Relief, Test Relief & Contingency planning.	1.75,000
	295—Other Social & Community Services (Maintenance & Up-keep of Public places of Worship).	36,000
	304—Other General Economic Services (Land Ceiling Compensation to landlord on abolition of Zamindary System and Expenditure on Land Reforms).	2,62,000
		4,73,000
27.	298—Co-operation.	6,00,000
	314—Community Development (Panchayat).	8,03,000
	TOTAL : DEMAND NO. 27.	14,03.000
28.	207—Labour & Employment (Training of Craftsman).	1,80,000
	304—Other General Economic Services (Regulation of Weights & Measures).	71,000
	314—Community Development (State Planning Mechinery).	30,000
	TOTAL : DEMAND NO. 28.	2,81,000

1	2	3
29.	295—Other Social & Community Services (Zoological and Public Garden—Botanical Garden).	2,000
	305—Agriculture.	33,41,000
	306—Minor Irrigation.	28,6,000
	307—Soil & Water Conservation (Agriculture).	9,21,000
	312—Fishsries.	6,30,000
	TOTAL : DEMAND NO. 29.	51,80,000
30.	310—Animal Husbandry.	17,16,000
	311—Dairy Development.	4,30,000
	TOTAL : DEMAND NO. 30.	21,46,000
31.	307—Soil & Water Conservation (Forest).	7,04,000
	313—Forest.	29,62,000
	TOTAL : DEMAND NO. 31.	36,66,000
32.	314—Community Development.	9,76,000
33.	314—Community Development (Water Supply & Sanitation).	11,48,000
34.	320—Industries.	91,000
	321—Village & Small Industries.	18,03,000
	TOTAL : DEMAND NO. 34	18,94,000
35.	306—Minor Irrigation.	1,77,000
	331—Water & Power Development Services.	15,000
	333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects.	4,44,000
	334—Power Projects.	24,25,000
	TOTAL : DEMAND NO. 35.	30,61,000
36.	459—Capital Outlay on Public Works.	1,78,000
	477—Capital Outlay on Education, Art & Culture (Building).	2,87,000
	480—Capital Outlay on Medical (Building).	8,00,000
	482—Capital Outlay on Public Health, Sanitation & Water Supply (Urban Water Supply)	1,50,000
	510—Capital Outlay on Dairy Develepment (Building)	1,95,000
	512—Capital Outlay on Village & Small Industries (Buildings).	3,38,000
	TOTAL : DEMAND NO. 36	19,48,000

1	2	3
37.	482—Capital Outlay on Public Aealth, Sanitation & Water Supply (Assistance to Agartala Munjcipality).	1.50,000
	711—Loans to Dairy Development.	28,000
	TOTAL : DEMAND NO. 37.	1,78,000
38.	483—Capital Outlay on Housing (Subsidised Indussrial Housing Scheme).	16,000
	500—Investment in Genral Financial and Trading Institutions.	1,88,000
	TOTAL : DEMAND NO. 38.	2,04.000
39.	483—Capital Outlay on Housing.	2,77,000
	537—Capital Outlay on Roads & Bridges.	50,63,000
	TOTAL : DEMAND NO. 39.	53,30,000

MOTION FOR VOTES ON ACCOUNT

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING
40.	498—Capital Outlay on Co-operation.	3,06,000
	677—Loans for Education, Art & Culture.	2,000
	698—Loans to Co-operative Societes.	3.75,000
	TOTAL : DEMAND NO. 40.	6,83,000
41.	505—Capital Outlay on Agriculture.	24,75,000
	506—Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development.	50,000
	512—Capital Outlay on Fisheries.	25,000
	705—Loans for Agriculture.	25,000
	712—Loans for Fisheries.	50,000
	TOTAL : DEMAND NO. 41.	26,25,000
42.	509—Capital Outlay on Food & Nutrition.	1,80,00,000
	538—Capital Outlay on Roads and Water Transport Service (Road Transport).	5,00,000
	TOTAL : DEMAND NO. 42	1,85,00.000

1	2	3
43.	506—Capiatal Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development.	5,75,000
	533—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects.	4,25,000
	534—Capital Outlay on Power Projects.	1,10.13,000
	TOTAL : DEMAND NO. 43.	1,20,13,000
44.	526—Capital Outlay on Consumer Industries.	75,000
	530—Investments in Industrial Financial Institutions (State Financial Codoration).	15,50,000
	TOTAL : DEMAND NO. 44.	16,25,000
45.	714—Loans for Community Development.	1,74,000
46.	695—Loans for Other Social & Community Services (Loans to Landless Agricultural Labourers/ Project Programme of Rural Development and Employment).	99,000
47.	698—Loans to Co-operative Societies (Industrial Co-operatives).	1,000
	781—Loans for Village & Small Industries.	1,12,000
	TOTAL : DEMAND NO. 47.	1,13,000
48.	688—Loans for Social Security & Welfare Loans to New Migrants.	50,000
	766—Loans to Government Servants.	17,50,000
	TOTAL : DEMAND NO. 48.	18,00,000
	GRAND TOTAL :	12,59,63,000

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, (Ujjwayanta Palace) Agartala on Monday, the 17th March, 1975 at 12-30 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker in the Chair, the Chief Minister, 3 Ministers, the Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers and 45 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day, in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Anil Sarkar.

Shri Anil Sarkar :— Starred Question No. 8.

Shri Sailesh Chandra Shome :— Starred Question No 8.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কফির চাষ সম্পর্কে কোন সমীক্ষা হয়েছে কি ?

২) যদি না হয়ে থাকে, এই সমীক্ষা চালানো সরকার প্রয়োজন মনে করেন কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় কফি চাষের উপর কোন বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয়নি।

২) হাঁা, প্রয়োজন মনে করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— বিস্তারিত সমীক্ষা হয়নি এবং ত্রিপুরাতে কিছু সমীক্ষা হয়েছে সেটা কি ধরনের সমীক্ষা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় কফি চাষ সম্পর্কে সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে কফি বার্ডের কাছে এই বিষয়টি বলা হয় এবং কফি বোর্ড এই সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে কফি বোর্ড সিনিয়ার এরিয়া অফিসার ডেভেলাপমেন্ট-এর ত্রিপুরাতে আসবার কথা ছিল। তিনি এ পর্যান্ত আসেন নাই। তারপর উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্য পরিষদের তরফে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে কফি চাষ করা সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে আমরা ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের তথ্যাদি দিয়েছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই আপনি যে তথ্যাদি দিয়েছেন তারজন্য এখানকার মাটি টেষ্ট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যা চেয়েছিলেন তার মধ্যে মাটির গুণাগুণ সম্পর্কেও তারা জানতে চেয়েছিলেন—মাটির গুণাগুণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, সেই গুণাগুণ কি কফি চাষের পক্ষে উপযোগী ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কফি চাষের পক্ষে উপযোগী কিনা সেটা কফি বোর্ড বিবেচনা করে দেখবেন। ত্রিপুরা সরকার মনে করেন যে এর মধ্যে কিছু সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আপনি বললেন যে ওরা জানতে চেয়েছিলেন কি কি পাওয়া গিয়াছে। এখানকার মাটির রিপোর্ট আপনি পেয়েছেন কিনা। এখানকার যারা সমীক্ষা করতে পারে তারা মনে করেন কিনা যে মাটি কফি চাষের পক্ষে উপযোগী—সেই রিপোর্ট আপনার কাছে আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানকার যে সমীক্ষা, সমীক্ষাটা পুরাপুরি ভাবে কফি বোর্ডই গ্রহণ করবেন। এখানে কফি চাষের জন্য যে যে জিনিসের দরকার সেই সম্পর্কে তারা তথ্য চেয়েছিলেন প্রশ্ন করেছিলেন আমরা জবাব দিয়েছি তার মধ্যে একটা বিষয় ছিল মাটির গুণাগুণ সম্পর্কে এই সম্পর্কেও আমরা জানিয়ে দিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, পরীক্ষার জন্য কোন্ কোন্ জায়গা থেকে মাটি পাঠান হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি মিজোরামে সম্প্রতি খুব ব্যাপক কফি চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি এই সমীক্ষা দ্রুততর করা হউক এই সম্পর্কে কি প্রয়োজন অনুভব করছেন না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকার এটা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করেছেন এই জন্যই এটা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে আমরা সামান্য কিছু সিপাইজলাতে কফি চাষও করেছিলাম। ১৯৬৩-৬৪ সনে ৫ কেজি কফি পাওয়া গিয়েছিল সেই ৫ কেজি কফি আবার চারা তৈরী করবার জন্য লাগান হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ইষ্টার্ণ রিজিওন্যাল কাউন্সিলে এই সম্পর্কে আমাদের সরকারের তরফ থেকে কোন বক্তব্য রাখা হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না তবে আমার যতটুকু মনে আছে ইষ্টার্ণ রিজিওন্যাল কাউন্সিলে বলা হয়েছিল সেজন্য তথ্য চেয়েছেন এবং সেই তথ্য তাদের কাছে পাঠান হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যেহেতু ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে কফি বোর্ড কোনরকম উৎসাহ দিলেন না—কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখা হয়েছিল কিনা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে এই সম্পর্কে কফি বোর্ডকে বলা হউক ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে আমরা কফি চাষের সম্পর্কে উৎসাহী বলেই আমরা '৭২ সাল থেকে শুরু করেছি এবং যে তথ্য তারা চেয়েছিলেন সেই তথ্য আমরা '৭৩ সালে পাঠিয়েছি—'৭৪ সালে উদের আসবার কথা ছিল ; '৭৪ সালে আসেনি বলেই আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের কাছে নিয়েছি এবং তারা সেটা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জম্পুই হিলে মিজোরা কফি চাষ করে এবং সেখানে ভাল জাতের কফি হয় এই তথ্য সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নম্বার ১১

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নম্বার ১১

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪-এ গৃহহীনদের কোন্ মহকুমায় কতজনকে বাস্তুভিটা দেওয়া হয়েছে এবং তাহা মোট গৃহহীনের শতকরা কত অংশ ?

২) সকল গৃহহীনকে বাস্তুভিটা দিতে বিলম্বের কারণ ?

উত্তর

১) মহকুমার নাম	বাস্তুভিটা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	
	১৯৭৩ইং	১৯৭৪ইং
১) ধর্ম্মনগর	৩০৯৭	৮৫০
২) কৈলাসহর	৫১৭৯	৪০২
৩) কমলপুর	হয় নাই	হয় নাই
৪) খোয়াই	৩৯০	৯২
৫) সদর	৪১	২৭
৬) সোনামুড়া	৪৬৯	৮৯৬
৭) উদয়পুর	১৭৩৪	১৮৯
৮) অমরপুর	১০৬৮	৩২২
৯) বিলোনীয়া	৩৪৮৪	৯৭৫
১০) সাবরুম	১৩৮৭	১৯৬
	১৬,৮৪৯	৩,১৪৯

ইহা মোট ভুমিহীনের ৪৭ শতাংশ।

২) বিলম্ব হইতেছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই বাস্তুহারাদের হিসাবটা কি করে তৈরী করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সমস্ত মহকুমা ভিত্তিক যারা দরখাস্ত করে গৃহহীন বলে এবং যেসব মহকুমা অফিসে রয়েছে তার ভিত্তিতেই এই হিসাবটা ঠিক করা হয়।

শ্রীতাপস দে :—সরকার এই ভূমিহীন সংজ্ঞাটা কি করে নির্দ্ধারণ করেন? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আমাদের এখানে এত হাজার গৃহহীন, তার মধ্যে এত জনকে দিয়েছেন। এই যে গৃহহীনের সজ্ঞাটা নির্দ্ধারিত হল এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে চান যে দরখাস্ত করলেই তাদের ধরা হচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে এস, ডি, ও,দের সার্টিফিকেট অনুযায়ী ধরা হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বাস্তভিটার সজ্ঞাটা কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের বাস্ত নাই তাদের এই সংজ্ঞার মধ্যে ধরা হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এমন লোকের সংখ্যা কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—৪২,৬৫০ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জানালেন হাউসকে সরকারের এই রকম কোন তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে কিনা, কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আজকে যার বাস্ত আছে কালকে সে বাস্তহারা হয়ে যেতে পারে এবং প্রতি বছর গৃহহীনের সংখ্যা বাড়ছে? কাজেই এই রকম কোন সংস্থা আছে কিনা যারা বাস্তহারাদের সংখ্যা রেকর্ড করেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ডি, এম, এবং এস, ডি, ও,দের সার্টিফিকেট অনুযায়ী এটা হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—এর মধ্যে যারা শহরে থাকে তারাও অন্তর্ভুক্ত কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যারা শহর এলাকায় থাকে তারা শহরের বাইরে যেতে চান না। কাজেই তারা শহর এলাকার মধ্যে ভাড়া করে হলেও থাকতে চান। এটা আর এক ধরনের সমস্যা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা শহরের গৃহহীন তারাও ইনক্লুডেড কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—তারাও ইনক্লুডেড, কিন্তু তাদের নিজেদের চেষ্টায় অন্যত্র তারা সংস্থান করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এর মধ্যে শহরের গৃহহীন কত এবং গ্রামের গৃহহীন কত? এবং যাদের পজেশানে খাস জমি নাই তাদেয় সংখ্যা কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেই তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে কতটা খাস ল্যাণ্ডের মধ্যে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে যে এলাকায় লোক বেশী আছে সেই এলাকায় তত কম বাস্তভিটা দেওয়া হয়েছে—যেমন খোয়াই, সদর এই সমস্ত এলাকায় কম বাস্তভিটা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে প্রায়রিটি কোন্ ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে প্রায়রিটির প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল অ্যাভেলেবিলিটী অব ল্যাণ্ড।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাদের বাস্তুভিটা দিয়েছেন তার মধ্যে ট্রাইবেলের সংখ্যা কত এবং নন্-ট্রাইবেলের সংখ্যা কত ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—বাস্তুহীনদের একই ক্যাটাগরীভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়ে গেলেন এর মধ্যে আদিবাসী ভূমিয়া অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—তার জন্য আলাদা স্কীম রয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—এর মানে কি এটাই যে গৃহহীনদের গৃহ দেবার ব্যাপারে উপজাতির জন্য যে সংবিধানিক নীতি আছে সেটাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতি যারা তাদের জন্য আলাদা স্কীম রয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—তাহলে গৃহ দেওয়ার ক্ষেত্রে কি তাদের বিশেষ সুযোগ নাই এই কথাই বলতে চান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গৃহহীনদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সেফগার্ড আছে কি না আমি জানি না। আমরা সবাইকে গৃহহীনই বলি।

শ্রীঅনিল সরকার :—যেখানে জায়গা বেশী পাওয়া গেছে সেখানে গৃহহীনদের বেশী বাস্তুভিটা দেওয়া হয়েছে, তাহলে সদরে যেখানে জন সংখ্যা এবং গৃহহীন বেশী সেখানে শুধু জমি না পাওয়ার জন্য বাস্তুভিটা দেওয়া হচ্ছে না, নাকি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি, এখানকার যারা গৃহহীন রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে চায় না, যেখানে জমি অ্যাভেলেবল আছে এবং যেখানে পাওয়া গেছে এবং সেখানকার ভূমিহীনদের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব এর বেলায় প্রায়রিটি বলে একটা রুলস আছে, এলটমেন্ট রুল। এখানে কি সেই সর্ত্ত লঙ্ঘন করতে চান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এলটমেন্ট রুলসে স্পষ্ট যা দেওয়া হয়েছে তাই মানা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—অ্যালটমেন্ট রুলস্ পরিষ্কারভাবে বলছে যে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব উইল গেট প্রায়রিটি। সেই বিধি কি সরকার মানছেন এখন থেকে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গৃহহীন হিসাবে যদি অ্যালটমেন্ট করা হয় তাহলে উত্তর একই—গৃহহীন এবং সেই সম্পর্কে সরকার সজাগ আছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে বাস্তুভিটা দেওয়া হয়েছে তাদের মাথাপিছু সর্ব্বনিম্ন এবং সর্ব্বোচ্চ ভূমির পরিমাণ কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাস্তুভিটার জন্য সাধারণতঃ দশ গণ্ডা দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গৃহহীনদের বাস্তুভিটার জন্য টাকা দেওয়া হয়, তাদেরকে গৃহ করার জন্য তাদেরকে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে মিনিমাম নীড স্কীম অনুযায়ী যেটা দেওয়া হচ্ছে, এই স্কীমের আণ্ডারে এটা এসেছে, সেখানে যাদের বাস্তুভিটা নেই, তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে টাকা বরাদ্দ করা ছিল না, ফিফ্‌থ প্লেনে তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বছর থেকে এটার বরাদ্দ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড শ্রী বুলু কুকী।

Shri Nripendra Chakraborty :—Starred Question No. 13.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

প্রশ্ন

১। উপজাতির জমি অ-উপজাতির হাতে বে-আইনী হস্তান্তর সম্পর্কে সরকার ১৯৭৪ এ উপজাতী কৃষকের নিকট থেকে আবেদন পেয়েছেন কি?

২। যদি পেয়ে থাকেন, কোন মহকুমায় কতটি পেয়েছেন?

৩। ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২।

মহকুমার নাম	প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা।
ধর্মনগর	১২৫
কৈলাসহর	৬১
কমলপুর	৪৬
খোয়াই	১০২৬
সদর	১১
সোনামুড়া	৪
উদয়পুর	২
অমরপুর	৪১
বিলোনীয়া	২৪
সাব্রুম	২০

৩। দরখাস্তগুলি পরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস। শ্রী নিরঞ্জন দেব।

Shri Niranjan Deb. :—Starred Question No. 94

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টার্ক, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪

প্রশ্ন

১। গত সেপ্টেম্বর মাসে বতনবাড়ী ডম্বুর বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় কার্যারত তিনজন শ্রমিক কি দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন, যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাদের নাম এবং ;

২। ঐ তিনজন শ্রমিকের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার কি ঠিকাদারদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, তাদের নাম—(ক) বিদেশী সিং

(খ). বুধিরাম সিং।

(গ) রাজেন্দ্র দেববর্ম্মা।

২। হ্যাঁ। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আয়োগে (কমিশনার, ওয়ার্কসম্যানস কম্পেনশেসান, ডিষ্ট্রিক্ট জাজ ত্রিপুরার) বিচারাধীন আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ঐ ঠিকাদারের নাম কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—নাম হচ্ছে মেসার্স এন, পি, সি, সি'র সাব কনট্রাক্টর মেসার্স এস, দত্ত এণ্ড কোং এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, গোমতী প্রজেক্ট, ডিভিশান নাম্বার—১২, গিরিজা ভূষণ চক্রবর্ত্তীর অধীনে তারা কর্ম্মরত ছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে কম্পেনসেশান কোর্টে যে কেস দায়ের করেছেন, সেটা গভর্ণমেন্ট দায়ের করেছেন না পার্টি দায়ের করেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি যতটুকু জানি কেস হয়নি। মন্ত্রী মহাশয় খবর নিয়ে দেখবেন কি আদৌ কেস হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে তথ্য এসেছে, তাতে দেখা যায় এটা কোর্টের বিচারাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জেনে জানাবেন কি যে কারা এবং কবে কেস করেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেস করেছে, তবে কত তারিখে কেস করেছে সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মন্ত্রী মহাশয় কেস আদৌ হয়েছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেস হয়েছে আমি বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতবড় একটা ইরেসপন্সিবল গভর্ণমেন্ট যে তিনটি মানুষ মরে গেল, তার একটা তথ্য নিয়ে এলেন না, কেস হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে কে করেছে, কবে করেছে ? মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি নিরাপত্তার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয় ? এই পর্য্যন্ত কতটি কেস হয়েছে যেখানে এ্যাক্সিডেন্টে লোক মারা গেছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,এখানে নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। এখন এরা সেখানে মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত ছিল। মাটি কাটার সময় মাটি ধ্বসে পড়ে যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—যেখানে ধ্বস নেমে যাবে, সেখানে তাদের মাটি কাটতে দেওয়া হয়েছিল। এখন অফিসার যারা ছিলেন তাঁদের কোন দায়ী করা হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাটি যেভাবে কাটা হয়, তাতে সাধারণতঃ সেখানে ধ্বস নামেনা। এটা একটা আকস্মিক ঘটনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই আকস্মিক ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য কি ষ্টেপ নিয়েছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাটি ধার করে মাটি কাটা হয়, তবুও দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন সময়ে স্লিপ এসে যায়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ডুম্বুর পরিকল্পনায় এই পর্য্যন্ত কয়টি দুর্ঘটনা ঘটেছে?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্ন এখানে আসেনা। আপনি পৃথক প্রশ্ন করতে পারেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেখানে যে নিরাপত্তার কথা তিনি বলেছেন, নীচে মাটি ছিল এবং উপরে পাথর ছিল এবং যে কোন সময়ে পাথর সেখানে পড়ে যেতে পারে গড়িয়ে; সেই সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সেখানে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই এন, পি, সি, সি'র তরফ থেকে অথবা সাবকনট্রাকটারের তরফ থেকে? সাব-কনট্রাক্টার জোর করে এ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সেখানে তাদের মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন এবং সেই জন্যই এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে মাটি কাটতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কিন্তু মাটি কাটতে নয়, প্লাষ্টারিং করতে গিয়ে এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখন এই প্লাষ্টারিং করতে হলে নিশ্চয়ই কিছু প্রিকশান নিতে হয়। এবং সেটা ইঞ্জিনীয়ার করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে এই প্লাষ্টারিং করতে গিয়ে, মাটি কাটতে গিয়ে নয়, অ্যাকসিডেন্ট হল তার জন্য কি কোন প্রিকশান নেয়া হয়েছিল? যদি নেয়া হয়ে থাকে তাহলে কি কি প্রিকশান নেয়া হয়েছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্লাষ্টারিংয়ের ঘটনা নয়। আমি পূর্বেই বলেছি যে মাটি কাটতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অ্যাক্সিডেন্ট হল এই সম্পর্কে কি কোন এন্‌কোয়ারী করা হয়েছে? তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের জানাবেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা দেখা হয়েছে। এবং তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এই যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তার জন্য কি কোন অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে? যদি অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়ে থাকে তাহলে কোন অফিসারকে দিয়ে এনকোয়ারী করানো হয়েছে? তার নাম বলুন এবং কোন রিপোর্ট সেই অফিসার পেশ করেছেন কিনা তাও আমাদের জানানো হোক?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাকে দিয়ে এনকোয়ারী করা হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনটা শ্রমিক মারা গেল। সরকার একটা খবর পর্যান্ত নিল না। কোন অফিসারকে সেখানে পাঠানো হল? আর যদিও বা পাঠানো হয়ে থাকে তার রিপোর্ট পর্য্যন্ত আনলেন না। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে মার্ডার করার মতো এই গভর্ণমেন্ট। এই সরকার খুনে সরকার ?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭৩-৭৪ ইং আর্থিক বৎসরে পাক সেলিং এ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-গুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকা সত্বেও ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ ইং আর্থিক বৎসরেও উল্লেখিত ক্ষতিপূরণের সাহায্য দেওয়া হয় নাই, এবং

২) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১ এবং ২) ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের বরাদ্দ হইতে পাক সেলিংএ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে কোন আর্থিক সাহায্য ঐ সনে দেওয়া হয় নাই ইহা সত্য নহে। ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

শ্রী তাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৩-৭৪ সালে সদর এলাকায় মোট কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ১৯৭৩-৭৪ সনে দেওয়া হয় নাই।

শ্রী তাপস দে :— হয় নি? আপনি সত্য করে বলুন, কি বলেছেন ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— আমি ষ্টেটমেন্টে যা বলেছি তা মিথ্যা নয়। আমি বলেছি ১৯৭৪-৭৫ সনে দেওয়ার জন্য সেটা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেই টাকা দেওয়া হবে।

শ্রী তাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার যে কথা ছিল সেটা হচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সনে সদর মহকুমায় মোট কতজনকে দেওয়া হয়েছে। এটার জবাব দেওয়া হয় নাই ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতজন? ১৯৭৩-৭৪ সনে ১৩,২৫৫ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী তাপস দে :— আমি বল্লাম কি, আর উনি বলেন কি? আমি মোট কতজনকে দেওয়া হয়েছে, তার মোট পারসেন্টেজ জানতে চাই। কত টাকা সাহায্য করা হয়েছে তা আমি জানতে চাই না। আমি জানতে চাচ্ছি মোট কত ব্যক্তিকে সাহায্য করা হয়েছে? কত টাকা সাহায্য করেছেন সেটা আমি জানতে চাচ্ছি না ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতজন আহত কিংবা কতজন মারা গিয়েছে তার হিসাব আমি বলতে পারছি না। তবু আমি বলছি যে ৫৯ জনকে দক্ষিণ জেলায় দেওয়া হয়েছে। সদরে দেওয়া হয় নি। তার কারণটা হল সেটা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ধরা হয়েছিল, অর্থ স্যাংশান সে বছর হয় নি বলে সে বছর দেওয়া হয় নি।

শ্রী মধুসূদন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোট কতটা পরিবারকে সাহায্য দেয়া হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্তের মোট পরিমাণ কত?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন ডিষ্ট্রিক্টে কতজনকে দেওয়া হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী মধুসূদন দাস :— তথ্য নেই?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে ৫৯ জনকে দেওয়া হয়েছে, সদরে দেওয়া হয় নি।

শ্রী মধুসূদন দাস :— সদরে দেওয়া হয়েছে কি না সেটা আমি জানতে চাই?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বার বার একই প্রশ্ন বলছি। আমি তো আগেই বলেছি যে সদরে দেওয়া হয় নাই।

শ্রী অনিল সরকার :— কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পাক সেলিংএ। সদরে কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পাক সেলিংয়ে? এটা জানাবেন কি?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী বিচিত্র মোহন সাহা :— ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্যাংশান হতে দেরী হয়েছে বলে ১৯৭৩-৭৪ সনে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তারপরে দেওয়া হয়েছে। এই বছরে দেবার জন্যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রী মধুসূদন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেওয়া হয়েছিল? তাহলে তার সংখ্যাটা কত?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংখ্যাটা বলা যাবে না। তবে কত কত দেওয়া হয়েছিল সেটা বলতে পারি।

শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— ধর্মনগর এরিয়াতে যে সব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য মোট কত টাকা ধরা হয়েছে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে পার্টিকুলার কোন মহকুমার কথা বলা সম্ভব নয়।

শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— আমি জানতে চাই পাক সেলিংয়ে কত টাকা দেওয়া হয়েছে? মিনিমাম কতজনকে দেওয়া হয়েছে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তার জন্য সেই অঞ্চলের লোকদের কোন ব্যবস্থা আছে কি না এখানে?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী নরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সদরে পাক সেলিংয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া হয়েছে এটা সত্যি কি না ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস, শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসমর চৌধুরী, শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩১, ম্যান-পাওয়ার অ্যাণ্ড এ্যামপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩১।

প্রশ্ন

১) ও, এন, জি, সি ত্রিপুরা প্রজেক্টে আজ অবধি কত জন স্থানীয় ছেলে চাকুরী পেয়েছে ?

২) ও, এন, জি, সি, ত্রিপুরা প্রজেক্টে স্থানীয় ছেলেদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের সাথে কি আলোচনা করে থাকেন ?

৩) যদি না করে থাকেন তবে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) ১৭৫ জন।

২) সরাসরি করেন না বটে তবে যখন নিয়োগের প্রশ্ন উঠে তখন শূন্য পদ ঘোষণার নোটিফিকেশন নিয়োগ নীতি অনুসারে কর্ম বিনিয়োগ সংস্থায় করা হয়।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে যখুন মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলোচনা হয় ত্রিপুরা সরকারের সংগে এই ও, এন, জি, সিতে কোন কোন পদ, আমি বলছি এই জন্য যে হাইলি টেকনিকেল যে পোষ্টগুলি আছে সেইগুলির জন্য লোক হয় তো ত্রিপুরায় পাওয়া যায় না কিন্তু ওভারসিয়ার, মেকানিক এবং অন্যান্যগুলি ত্রিপুরায় যে বেকার আছে পাওয়া যায়, তাহলে কোন কোন পদে ও, এন, জি, সি সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে থাকে ?

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ও, এন, জি, সিতে যখন লোকের দরকার হয় তখন ত্রিপুরার এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাকচেঞ্জকে বলে থাকে এবং এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাকচেঞ্জ নাম পাঠায় এবং তারা ইন্টারভিউ নিয়ে লোক নিয়োগ করে। এইভাবে ১৭৫ জনকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ও, এন, জি, সিকে এই রকম কোন চিঠি বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কি না যে তাদের সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে যেন ত্রিপুরার যে এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাকসচেঞ্জ আছে বা ম্যানপাওয়ার মিনিষ্ট্রী আছে তাদের সঙ্গে

যেন কনসাল্ট করা হয় এবং তাদের এইখানে যে কেণ্ডিডেট পাওয়া যাবে তাকে যাতে নেওয়া হয় সেই সম্পর্কে যাতে তারা বিবেচনা করে এইভাবে কোন চিঠি ও, এন, জি, সিকে দেওয়া হয়েছে কি না যে প্রায়রিটি আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরা পাবে, এই রকম কোন করেসপনডেন্স বা চিঠি ও, এন, জি, সিকে ত্রিপুরা সরকার দিয়েছেন, কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেই চিঠিটা এখানে উপস্থিত করবেন, এই হাউসে, এইটা আমরা দাবী করছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা হয়েছিল আমি তার উত্তর দিয়েছি যে আমরা লিখেছি কিন্তু সেই চিঠিটা কেন তারা এই হাউসে উপস্থিত করার জন্য বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আণ্ডার রুলস বলছি যে যখন একটা চিঠি রেফার করা হয় সেখানে হাউসের রাইট আছে সেই চিঠিটা দেখবার। কাজেই আমরা দাবী করছি যে সেই চিঠিটা এই হাউসে উপস্থিত করা হউক।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি হাউসের সামনে সেই চিঠিটা রেখে এই কথা বলা হয় তাহলে সেই ডকুমেন্টটা হাউসে প্লাস করতে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, পার্লিয়ামেন্টারী রুলসে আছে যে কোন চিঠি যদি রেফার করা হয় সেই চিঠিটা হাউসের রাইট আছে সেই চিঠির কপি দেখবার।

মি: স্পীকার :— আমাদের রোলসে আছে কি না আমরা দেখবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আসামের যে ধরণের এসেম্বলি কমিটি আছে ও, এন, জি, সিতে কত লোক আসাম থেকে যায় বা না যায় সেই রকম এসেম্বলি কমিটি গঠনের এখানে কোন প্রশ্ন আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে যখন তারা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে হাত দেবেন তখন আমরা এইটা বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে ত্রিপুরাতে ও, এন, জি, সি, এখনও ব্যাপক ভাবে কাজ করছে না ? উনি তো জানেন কত লোক বাইরে থেকে আসছে ও, এন, জি, সিতে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে তাতে দেখা যায় যে তারা যখন সর্বপ্রথম এইখানে আসে তখন কিছু লোক নিয়ে আসে, এতে ৫০০/৫৫০ এর মত ছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে ও, এন, জি, সিতে বাইরে থেকে লোক আসছে। সেইজন্য আমরা এই অ্যাস্যুরেন্স চাইছি যে এইখানে ও, এন, জি, সিতে ত্রিপুরার ছেলেদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দিতে হবে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমরাও চাই যে ত্রিপুরার ছেলেরা যাতে এখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী পায় এবং এখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত লোক তারা বাইরে থেকে এনেছে, কি অবাক কথা ? ১৭৫ জন নিয়েছে তাতে উনি খুশী হয়ে গেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ও, এন, জি, সিতে কাজ সুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যান্ত কতগুলি রিক্রুইটমেন্ট হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখান থেকে ও, এন, জি, সিতে কত লোক নিয়োগ করা হয়েছে, না ও, এন, জি, সিতে সবসাকুল্যে কত জন নিয়োগ হয়েছেন, এইট আমার কাছে ক্লীয়ার হয়নি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে যে ত্রিপুরার ও, এন, জি, সিতে যে লোক কাজ করছে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে নুতন করে যে নিয়োগ হয়েছে কাজের জন্য, সেই নিয়োগ কি ভাবে হয়েছে সেইটা জানবার চেষ্টা সরকার করেছেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা ছিল যে আজ অবধি কতজন চাকুরী পেয়েছে—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, উনার প্রশ্ন হচ্ছে যে গভার্ণমেন্ট কি জানবার চেষ্টা করেছেন যে মোট কতজন ওরা নিয়েছে এবং চাকুরী দিয়েছে আমাদের কতজনকে ? মাননীয় মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৭৫ জন আমরা পেয়েছি। কত জনের মধ্যে ১৭৫ জন ? সেইটা কি গভার্ণমেন্ট জানবার চেষ্টা করেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যতটুকু জেনেছি ও, এন, জি, সিতে ত্রিপুরায় ৫৩২ জনের চাকুরী হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার জন্য যে পোষ্টগুলি ভেকেন্ট হয় এইগুলি আসামের লোক দিয়ে পূরণ করা হয় কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা থেকে যে নিয়োগ হয়েছে আমি তার সংখ্যা বলেছি সুতরাং আসাম থেকে না কোথা থেকে আসে সেইটা প্রশ্ন নয়।

শ্রীতাপস দে ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ও, এন, জি, সিতে যে পোষ্টগুলি ত্রিপুরার জন্য খালি থাকে ওটা শিলচর বা আসাম থেকে ওরা ফিল আপ করে এবং এখানে ওরা দেখায় যে ওটা এখানকার লোক দিয়ে ফিল্ড আপ করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ নাম রেজিষ্ট্রী অনুসারে আমরা এই সংখ্যার কথা বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ও. এন. জি. সিতে যে লোক নিযুক্ত সেখানে সব পোষ্টগুলির জন্য ত্রিপুরার ছেলেরা নিযুক্ত হবে এই গ্যারেন্টি আমরা চাই ওদের কাছ থেকে এবং এইটা পরিস্কারভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বাইরে থেকে লোক আনতে পারবে না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে ও. এন. জি. সিতে যারা চাকুরী পাবে তাদের গ্যারেন্টি আমাদের দিতে হবে সেই গ্যারেন্টি আমরা দিতে পারি না। কারণ ও. এন. জি. সির নিয়োগ কর্ত্তা আমরা নই। তবে আমরা এইটা চাই যে ত্রিপুরার ছেলেরা ও. এন. জি. সিতে চাকুরী পাক এবং ও এন. জি. সির কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি এবং আরও জোর দিয়ে আমরা বলতে পারি।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের একটা রাইট আছে ও. এন. জি. সিতে চাকুরী পাওয়ার সেইটা সরকার ও. এন. জি. সিকে বলবেন কিনা যে যে সমস্ত পোষ্ট যেমন অভারসিয়ার, অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিকেল বা ননটেকনিকেল, ক্লাশ ফোর বা লেবারারস এই সমস্ত পোষ্টগুলিতে ত্রিপুরার ছেলেদেরকে দিতে হবে, এইটা তাদের রাইট আছে। সেই রাইটটাকে সরকার এ্যাষ্টাবিলশ করবেন কিনা, সেইটা জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার বেকারদের এই রাইট যাতে প্রটেকটেড হয় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে করবেন কিনা। কারণ বেকার ছেলেদের যে রাইট সেই রাইট প্রটেকটেড করবেন কিনা—অন্যান্য প্রভিন্সে যেভাবে স্থানীয় ছেলেদের রাইট প্রটেকটেড করা হয় সেইভাবে ত্রিপুরা সরকার স্থানীয় ছেলেদের রাইট প্রটেকটেড করবেন কিনা সেই সম্পর্কে আমি জানতে চাই। বিধান সভায় আমি ক্যাটিগরিকেল কোয়েশ্চান করছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তরটাও ক্যাটিগরিকেল দিচ্ছি যে আমরাও অন্যান্য রাজ্যের মত প্রটেকট করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন উনি বললেন যে গ্যারান্টি দিতে পারি না, এর অর্থ কি উদের কথা তাহলে ও. এন. জি. সি. শুনে না? এই কি বুঝতে হবে আমাদের ও. এন. জি. সিকে উরা বলেছিলেন ও. এন. জি. সি. কর্তৃপক্ষ উদের কথা শুনেনি এই কি বুঝতে হবে আমাদের?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব ব্যাপারে যে সব নিয়োগ হয়েছে তার মধ্যে ব্যতিক্রম হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, আমি এখানে প্রশ্ন আনতে চাই যে প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য পোষ্ট ক্রীয়েশান হয় ত্রিপুরার প্রজেক্টের ব্যাপারে ত্রিপুরার জন্য পোষ্ট ক্রীয়েশান হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে ত্রিপুরা প্রজেক্টের পোষ্টের জন্য আসামে এপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে উখান থেকে ট্র্যান্সফার করে এখানে আনা হচ্ছে। তারা এই যে ত্রিপুরার বেকারদের ভাগ্য (ইন্টারাপশান) ত্রিপুরার প্রজেক্টের জন্য পোষ্ট ফিলড আপ হচ্ছে, আসামে সেই পোষ্ট ফিলড আপ হচ্ছে, অন্য জায়গা থেকে সেই সব পোষ্টে ট্র্যান্সফার হয়ে আসছে এটা তদন্ত করবেন কিনা এবং ত্রিপুরার বেকারদের চাকরীর ক্ষেত্রে অন্তত ও. এন. জি. সিতে এই পোষ্টগুলি যাতে তারা পায় তার নিরাপত্তা দেবেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখব—আমরা চাই যে ত্রিপুরার ছেলেরা ত্রিপুরার প্রজেক্টে চাকরী পাক, সুতরাং এই ধরণের যদি ঘটনা হয়ে থাকে আমরা ও. এন. জি. সির সংগে আলোচনা করে দেখব যাতে ত্রিপুরার রাইট প্রটেকটেড হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— এখনও হচ্ছে স্যার।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরা সরকার যে চিঠি দিয়েছেন ও. এন. জি. সিকে সেটা কবে দিয়েছিলেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তারিখটা এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ত্রিপুরা, আন্দামান এবং ছোট ছোট কতগুলি জায়গা নিয়ে একটা জোন হয়েছে এবং যেহেতু ত্রিপুরায় প্রচুর সম্ভাবনা আছে--কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই অঞ্চলে একটা জোন্যাল সেন্টার তারা করবেন এবং সেই হেড কোয়ার্টারটা ত্রিপুরায় না করে অন্যত্র করা হচ্ছে—আন্দামানে করা হচ্ছে। এখানে কোন স্কোপ নাই এটা জানেন কিনা। এবং ত্রিপুরায় হেডকোয়ার্টার হলে প্রচুর চাকরী ত্রিপুরার বেকাররা পাবে। কাজেই ত্রিপুরায় হেডকোয়ার্টারটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করবেন কি না, এই আশ্বাস দেবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল ও. এন. জি. সিতে ত্রিপুরার কতজন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে—এটাতে ত্রিপুরার বাইরের প্রশ্নটা এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমশাই ও. এন. জি. সিকে বলবেন কি না যাতে ত্রিপুরার ছেলেরা চাকরী পায় এবং বাইরের ছেলেদের এপয়েন্টমেন্ট দিতে না হয় সেজন্য ত্রিপুরায় তাদের একটা হেডকোয়ার্টার করতে হবে—যা তারা না করে অন্য জায়গায় করবার চেষ্টা করছে এই বিষয়টি তারা ও. এন. জি. সিকে বলবেন কিনা, এই বিষয়টি দেখবেন কিনা যাতে ত্রিপুরাতে হেডকোয়ার্টার হতে পারে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার সাথে যদি কোন জোন করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা ও. এন. জি. সির সংগে আলাপ আলোচনা করব যাতে এখানে একটা জোন্যাল হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জোন করবেন—এটা কোন নূতনভাবে নয় এবং সেই জোনটা ত্রিপুরায় না হয়ে আন্দামানে হয়ে যাচ্ছে সেটা অলরেডি ডিসাইডেড। সেই জোন্যাল হেডকোয়ার্টার যাতে ত্রিপুরায় হয় এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের চেষ্টা করা উচিত—এক্ষনই যোগাযোগ করুন, কিছু দিনের মধ্যেই সেটা হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যতশীঘ্র সম্ভব ও. এন. জি. সির সংগে আলোচনা করব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ত্রিপুরায় আই. টি. আই. পাশ করা ছাত্র সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে কতজন ও. এন. জি. সিতে চাকরী পেয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই. টি. আই.. পাশ করা ছাত্র সংখ্যা আমার কাছে নাই, প্রশ্ন ছিল যে পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়েছে তার মধ্য থেকে যাতে ত্রিপুরার বেকাররা চাকরী পেতে পারে—এবং সেই প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ত্রিপুরার সরকার যে চিঠি দিয়েছেন সেই চিঠিতে এই রকম কোন উল্লেখ আছে কি না যে ত্রিপুরা প্রজেক্টের জন্য ত্রিপুরার ছেলে ছাড়া আর কাউকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যাবে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের চাকরী দেওয়া হয় সেই কথাই বলা হয়েছে।

Mr. Speaker :— Question hour is over. The Ministers may lay on the table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to starred Questions which were not answered orally.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস ;— আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান নোটিশ ছিল স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনার কতো উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং আপনি পেয়েছেনও।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— পেয়েছি, কিন্তু বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এবং অত্যন্ত জরুরী।

মিঃ স্পীকার :— বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু রুলে পার্মিট করে না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— যেহেতু সমস্ত সরকারী কর্মচারীরা...

Mr. Speaker :— Hon'ble Member please take your seat. I have already informed you that rule does not permit the demand of such a motion.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— সরকারী কর্মচারীদের যে সব ডিমাণ্ড সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের কিছু একটা ঘোষণা থাকা উচিত যাতে অনিবার্য্যভাবে এই ধর্মঘট না হয়।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনার সুযোগ আপনি পাবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— আলোচনার সুযোগ আমি পাব কি করে স্যার ?

Mr. Speaker :— Please take your seat—Calling Attention Notice on this subject...

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— আমার কলিং এটেনশান নোটিশ আজকেই দিয়েছিলাম সেই কলিং এটেনশান নোটিশটা এডমিট করা হয় নাই এটা না মঞ্জুর করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— কোন বিষয়ের উপর।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— ঠিক একই বিষয়ের উপর,

মিঃ স্পীকার :— শুনবেন আপনি অনুগ্রহ করে বসুন—There is one Calling Attention Notice on which the Chief Minister agreed to make a statement to-day, the 17th March, 1975.

Now, I would call on the Chief Minister to make a statement on the Calling Attention Notice of Sarbashree Anil Sarkar, Sudhanwa Deb Barma, Manindra Deb Barma, Purnamohan Tripura & Kalidas Deb Barma. "গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী খোয়াই মহকুমার অমর কলোনীতে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তক্ষিরায় দেববর্ম্মার মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী খোয়াই মহকুমার অমর কলোনীতে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তক্ষিরায় দেববর্মার মৃত্যু সম্পর্কে"— গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং শুক্রবার বেলা পৌনে পাঁচটার সময় কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত চন্দ্রকান্ত পাড়া, কুঞ্জবন শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা তার পিসাত ভাই তক্ষিরায় দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতি রাবেকং দেববর্মা সহ কল্যাণপুর থানায় উপস্থিত হইয়া এই মর্মে এক এজাহার দেয় যে ২৮.২.৭৫ ইং তারিখ বেলা অনুমান ৮ ঘটিকায় তাহার পিসাত ভাই শ্রীতক্ষিরায় দেববর্ম্মা একটা হালের গরু কিনিবার জন্য বাড়ী হইতে মঃ ৫০০ টাকা নিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু সে কোথায় গরু কিনিতে যাইতেছে তাহা বাড়ীতে বলিয়া যায় নাই। অপরাহ্ণ অনুমান ৩-২০ মিনিটের সময় সে (শ্রীউপেন্দ্র দেববর্ম্মা) তাহার এক আত্মীয় মারফত খবর পায় যে অমর কলোনীতে খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার কিনারে ৬/৭ জন লোক তক্ষিরায়কে গরু চোর সন্দেহে ধরিয়া বাঁধিয়া লাঠি দ্বারা মারপিট করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া সে জয়মনি নামক এক ব্যক্তিসহ অমর কলোনীতে রওয়ানা হইয়া যায়। এবং কল্যাণপুর মোটর ষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া লোকমুখে জানিতে পারে যে তক্ষিরায় কল্যাণপুর হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ইহা শুনিয়া সে এবং জয়মনি কল্যাণপুর হাসপাতালে যায় এবং দেখে তক্ষিরায় মৃত—তখন বেলা অনুমান ৪-৩০ মিনিট হইবে।

সে পুনঃ বলে যে উপরোক্ত ৬/৭জন লোকই তখিরায়কে গরু চোর সন্দেহে পিটাইয়া মারিয়াছে। এই অভিযোগক্রমে কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (৩৪) নং ধারার উক্ত থানায় বাদী ৫ | ২ | ৭৫ নং কেস নথীভুক্ত করিয়া তদন্তের ব্যবস্থা করেন। উক্ত এজাহারের পূর্ব্বেই বেলা ২-২৫ মিনিটের সময় কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা খবর পান যে একজন গরু চোর সন্দেহে অমর কলোনীতে কয়েকজন লোককর্তৃক ধৃত হইয়াছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে ভারপ্রাপ্ত দারোগা একজন কনস্টেবলকে একজন হোমগার্ড সহ উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানায় নিয়া আসার জন্য ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। উপরোক্ত কনস্টেবল এবং হোমগার্ড বেলা ৩-২০ মিনিটের সময় অভিযুক্ত আসামী তখিরায় দেববর্ম্মা এই নামে কথিত, পিতা মৃত মুক্ত চন্দ্র দেববর্ম্মা, সাকিন কিরণ নগর, কুঞ্জবন, কল্যাণপুর এবং তাহার সঙ্গে দুই ব্যক্তি সহ কল্যাণপুর গ্রামে একটা ট্রাকে করিয়া উত্তাবাড়ী জুনিয়ার বেসিক স্কুলের নিকট খোয়াই—তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে কল্যাণপুর থানায় ফিরিয়া আসে। বাকী দুইজন পাকড়াওকারী ব্যক্তিকে যারা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে গরু নিয়া আসিয়াছিল সেই গরুটা পাহারা দেবার জন্য রাখিয়া, তখিরায় দেববর্মা তখন অর্দ্ধচেতন অবস্থায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বেলা ১টার সময় তখিরায় দেববর্ম্মা রশি দিয়া একটা ষাঁড় নিয়া আসিতেছিল। সেই সময়ে অমর কলোনীর নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র শীল ওরফে সিতু শীল তাহাকে দেখিতে পায়। জিজ্ঞাসাবাদে সিতু শীল জানিতে পারে যে তখিরায় দেববর্ম্মা উক্ত ষাঁড়টাকে ঐ এলাকার কুখ্যাত শ্যামরায় দেববর্মা এবং সুরেন্দ্র দেববর্ম্মার নিকট হইতে পূর্ব্বেই খরিদ করিয়াছিল। ইহাতে সিতু শীলের চোরাই গরু বলিয়া সন্দেহ হয়। সিতু শীল পথিপার্শ্ব হইতে কেরনের ডাল সংগ্রহ করিয়া তখিরায়কে মারিতে আরম্ভ করে এবং চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকারে নিবারণ চন্দ্র পাল নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসে। এই সময়ে স্থানীয় আর একজন ব্যক্তি রবীন্দ্র পালও ঘটনাস্থলে আসে। তাহারা সকলে তখিরায় দেববর্ম্মাকে গরু চোর ভাবিয়া মারিতে থাকে। কয়েকজন ছেলেও তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা অভিযুক্ত আসামীকে দড়ি দিয়া বাঁধে এবং ষাঁড়টাসহ থানায় হাজির করিতে মনস্থ করে। তাহারা সুবোধ চন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তিকে তাহাদের থানায় যাইতে সাহায্য করিতে বলে। সুবোধ পাল এই প্রস্তাবে রাজী হয় এবং তখিরায় দেববর্ম্মাকে কয়েকটা চপেটাঘাত করিয়া গ্রাম্য পথে আসামী সহ সবাইকে নিয়া থানার দিকে অগ্রসর হয়। বোধাবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পশ্চিমে খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার কাছে পৌছিলে অভিযুক্ত আসামী তখিরায় আর থাকিতে পারে না এবং সে মাটিতে পড়িয়া যায়। এই সময়ে পূর্ব কথিত কনষ্টেবল এবং হোমগার্ড থানা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখান হইতে তারা সবাই কল্যাণপুর গামী ইট বোঝাই একটা ট্রাকে করিয়া থানায় ফিরিয়া আসে। থানায় উপস্থিত হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা আহত তখিরায় দেববর্মার চিকিৎসার জন্য কল্যাণপুর প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে প্রেরণ করেন। পাকড়াওকারী দুইজনকে থানায় জেরার জন্য রাখা হয়। চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ঐ দিনই তখিরায় মারা যায়। গত ১লা মার্চ্চ ১৯৭৫ ইং খোয়াই এর জুডিশিয়াল

ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশক্রমে কল্যাণপুর প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে এক মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় আঘাত এবং রক্ত ক্ষরণের ফলে মৃত্যু হইয়াছে। তদন্তকারী অফিসার আসামী নৃপেন্দ্র শীল এবং নিবারণ পালকে নিয়া ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন এবং নিম্নলিখিত স্থানীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন :—

১) শ্রীমতি বর্ণাভি দেববর্মা, স্বামী মৃত বাহাদুর দেববর্মা।

(বাড়ীর নিকটেই ঘটনাস্থল)

২) লক্ষীরায় বৈষ্ণব দেববর্মা, পিতা মৃত সুহাস দেববর্মা ব্রজেন্দ্র দেববর্মা, অশ্বিনী কুমার দেববর্মা, শ্রীমতি বিশালাক্ষী দেববর্ম্মা এবং অন্যান্য কয়েকজন। তাহারা সকলেই রায় ঘোষের বাসিন্দা। তদন্তকালে এই ঘটনার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা তখিরায় দেববর্মাকে পাকড়াও করিয়াছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ঐ দিনই কোর্টে পাঠানো হয়। শ্রীনৃপেন্দ্র শীল, ওরফে সিতু শীল পিতা মৃত হরেন্দ্র চন্দ্র শীল, রবীন্দ্র চন্দ্র পাল, নিবারণ চন্দ্র পাল, সুবোধ চন্দ্র পাল। তাহারা সকলে রায় ঘোষের অমর কলোনীর, থানা কল্যাণপুর নিবাসী। ধৃত ব্যক্তিগণ হাজতে জুডিশিয়াল কাষ্টডিতে আছে। ষাঁড়টার মালিকানা স্বত্ব এখনও স্থির করা হয় নাই। যাহারা ষাঁড়টাকে মৃত তখিরায় দেববর্মার কাছে বিক্রি করিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছিল তাহাদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যইতেছে না। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা যায় যে কল্যাণপুর থানা হইতে স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু কেহই সন্নিকট গ্রামগুলি হইতে কোন গরু চুরির খবর পায় নাই। এইদিকে বাজারে বাজারে শহর ও গ্রামে ঐ ষাঁড়টার মালিকানা খোঁজ করা হইয়াছে। কিন্তু কেহই তার ষাঁড় চুরি গিয়াছে বলিয়া বলে নাই বা কোন আবেদন করে নাই। যে ২ জনকে গরু চোর বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে তাহারা কেবল মাত্র স্থানীয় লোকের মত। ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে থানায় তাহারা গরু চোর মর্ম্মে ইদানীংকালে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি। ঐ দুই ব্যাক্তির এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্কার বুঝা যাইতেছে যে তখিরায় দেববর্মাকে গরু চোর সন্দেহে অমর কলোনীর উক্ত বাসিন্দারা পাকড়াও করে মারধোর করে। তার ফলে তার মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশ সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দোষীদের গ্রেপ্তার করিয়াছে। দোষী ব্যাক্তিরা এখনও জেল হাজতে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অন এ পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গ্রামের লোকেরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করে গত ৪।৩।৭৫ ইং তারিখে একটা আবেদন পত্র চীফ মিনিষ্টারের কাছে এবং অন্যান্য মহলে পাঠিয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যেহেতু অলরেডি জুডিশিয়াল কোর্টের হাতে রয়েছে সেজন্য এই সম্পর্কে আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আর একটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশনে আমি জানতে চাইছি যে এই আবেদন পত্রের মধ্যে আছে যে স্থানীয় পুলিশ প্রচুর টাকা খেয়েছে আসামীদের কাছ থেকে। কাজেই এদের কাছে যদি তদন্তের ভার থাকে তাহলে ন্যায় বিচার হবে না। কাজেই যাতে স্থানীয় পুলিশ দ্বারা তদন্ত না হয় তার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অ্যানাদর পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই এটা জানেন যে কল্যাণপুরে বহু হত্যার ঘটনা গত দুই এক বছরের মধ্যে ঘটেছে। কাজেই কল্যাণপুরের থানার যে ষ্টাফ তাদের সরিয়ে যাতে এমন লোক দেওয়া হয় যাতে তারা টাকার দ্বারা ইনফ্লুএনসড না হয়, এমন অবস্থা করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনা ঘটতে পারে। তার দ্বারা বুঝা যায় না যে তাদের সম্পর্কে কোন রকম প্রশ্ন আছে।

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notices from the following Members :—

Shri Kalipada Banerjee, Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee, Shri Jatindra Kr. Majumder, Shri Prafulla Kr. Das, Shri Tapas Dey, Shri Abdul Latif, on the subject— "রাজ্য সরকারের এক শ্রেণীর কর্মচারী সংস্থা কর্তৃক লাগাতর কর্মবিরতির হুমকী সম্পর্কে" While discussing the admissibility of the Calling Attention Notice on the reported strike of the Govt. employees regarding which notice has been given by certain employees the Chief Minister has informed me that he would make a statement on the subject. I would request that Hon'ble Chief Minister to give me time and date when he will make the statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রিসেসের পরে আপনার অনুমতি পেলে আমি ষ্টেটমেণ্ট করব।

Mr. Speaker :— The Hon'ble Chief Minister will make a statement on the subject to-day after recess.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৪ তারিখে আমার একটা কলিং এটেনশান দিয়েছিলাম হালাহালি বাজার সম্পর্কে। সেটা আপনি অ্যাডমিট করেছেন। তার কি হল ?

মিঃ স্পীকার :— সো ফার এ্যাজ আই রিমেম্বার আই এ্যাডমিটেড দি কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমারও একটা ছিল হালাহালি বাজার সম্পর্কে।

Mr. Speaker :— Calling Attentions have been admitted and the matters are under my consideration. The date will be notified latter on.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আজকেই ষ্টেটমেণ্ট করতে পারব। হালাহালি বাজার সম্পর্কে। যদিও এটা বিজনেসের মধ্যে নাই তবুও কলিং এটেনশান যেহেতু আছে এবং আজকে প্রশ্ন উঠতে পারে, সেজন্য আমি যতটুকু খবর পেয়েছি বলে দিচ্ছি হাউসের সামনে। বিগত ১৩/৩/৭৫ ইং—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার কলিং এটেনশানটা সম্পর্কে কি হল ? উনি তো সুনীল বাবুরটা বলছেন মনে হচ্ছে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— স্যার, মাননীয় সুনীলবাবু কলিং এটেনশান দিয়েছেন ১৪ তারিখে কাজেই তার উত্তর আগে হওয়া উচিত। উনি যেটা কালকে এনেছেন তার তো প্রশ্ন আসে না।

Mr. Speaker :— Both the Calling Attentions are of similar nature. Of course, these can be bracketed.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নৃপেন বাবুর কলিং এ্যাটেনশানের উত্তরও এই সংগে হয়ে যাচ্ছে।

বিগত ১৩।৩।৭৫ইং তারিখে রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় কমলপুর মহকুমার হালাহালি বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ আকস্মিক বলিয়া তদন্তে প্রকাশ পায়। সর্বপ্রথম কোন এক সূর্য কুমার বণিকের ডালের বড়া ভাজার দোকানের পেছনের বেড়া হইতে অগ্নি ছড়াইয়া পড়ে। ঐ দোকানের ভাজা বড়ার চুল্লি হইতে অগ্নি বেড়াতে প্রথম ধরে। ঐ দোকানে একটা খোলা ডিজেলের ব্যারেলে অগ্নি আসিয়া লাগিলে মুহূর্তের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। কমলপুর মহকুমায় কোন দমকল না থাকায়, দমকলের সাহায্য নেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। টেলিফোনের লাইন তখন খারাপ থাকায় কোথাও টেলিফোনে যোগাযোগ সম্ভবপর হয় নাই। স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় রাত্রি অনুমান ১০টাতে অগ্নি আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়। কোন প্রাণ হানি বা গবাদি পশু হানি হয় নাই। ক্ষয় ক্ষতির তদন্ত মহকুমা শাসকের তত্বাবধানে এখন চলিতেছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে ৮।১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ঐখানে যে সমস্ত দোকান ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে, সেইগুলির অধিকাংশই চম্পাকম্পার বেড়া এবং টিনের চালও ছিল। কিছু ছনের ছাওনির ঘরও ছিল। ১০টি কাপড়ের দোকান, ১৫টা তেজারতী দোকান, ৮টা ষ্টেশনারী দোকান, ৫টা ঔষধের দোকান, ৫টা মিষ্টির দোকান, ৫টা পানবিড়ির দোকান, তিনটা চায়ের ষ্টল, ৬টা দর্জির দোকান, তিনটা গাড়ী মেরামতের দোকান, দুইটা ভ্যারাইটীজ শপ, তিনটা সেলুন, দুইটা বাসগৃহ, মোট ৭০টা স্থান ভস্মীভূত হইয়াছে। তার মধ্যে ১৪টা দোকান ইনসিউর করা আছে। এখনও কোন ঋণের জন্য আবেদন মহকুমা শাসক পান নাই। মহকুমা শাসক রাত্রি ১১টায় থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক হইতে খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে যান। ঐ ১৩।৩ইং তারিখটি হাটবার ছিল ঐ হাটের সময় হইতে থানার এ্যাসিষ্টেন্ট শ্রীরাখাল রায় ও পরাগ রায় একজন কনষ্টেবল সহ ডিউটীতে ছিল। অগ্নিকাণ্ডের সময় বহু চেষ্টা করিয়াও টেলিফোন লাইন খারাপ থাকায় থানা বা মহকুমা শাসককে খবর দিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা গাড়ী মারফত থানায় গিয়া খবর দেয় এবং থানা হইতে ষ্টাফ আসিয়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করে। মহকুমা শাসকের নির্দেশে ক্ষয়ক্ষতির এ্যাসেসমেন্ট চলিতেছে। সার্কল অফিসার দুঃস্থ পরিবারদের তালিকা প্রস্তুত করতেছে এবং ঘটনাস্থলে সার্কল অফিসার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীরাখাল মজুমদার, শ্রীসূর্য বণিক, কেষ্ট দত্ত, কুমুদ রঞ্জন দেব, যোগেন্দ্র পাল, যতীন্দ্র বিশ্বাসকে ৫০ টাকা করিয়া মোট ৩৫০ টাকা খয়রাতি দেন। ১৫জন মজুরকে ঐ অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসস্তুপ পরিস্কার করার কাজে লাগানো হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব হওয়ায় মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করিলে হালাহালি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বাজার বর্দ্ধিত করার জন্য ভূমি একুইজিশানের কাজ চলিতেছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে ৮।১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে এবং এই পর্য্যন্ত সাহায্যের পরিমাণ মাত্র ৩৫০ টাকা। ১০টি দোকান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে তিনি বলেছেন, কিন্তু আমি যতটুকু জানি, ১০টির বেশী দোকান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর বাচাই দোকানদার যারা, অস্থায়ী দোকানদার যারা, তাদের সংখ্যা এর মধ্যে আছে কি না ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মোটামুটি যতটুকু খবর পেয়ে, সেটা জানিয়েছি, এর মধ্যে আর কোন ঘর আছে কি না, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ডিজেল'এর ব্যারেল ওখানে ছিল এটা কি তদন্ত করে দেখেছেন এই ডিজেলের ব্যারলটা ওখানে কি করে গেল ? ডিজেল রাখা সম্পর্কে সরকারের কোন প্রটেক্-টিভ মেজার আছে কি না যে ওখানে পেট্রল থাকবে, ওখানে ডিজেল থাকবে, সেটা সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট আসেনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এনাদার পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান। সেটা হচ্ছে এই যে বাজার ওখানে অগ্নি নির্ব্বাপনের ব্যবস্থা কি কি ছিল সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? যে বাজারে বা সাবডিভিশানে কোনরকম দমকল থাকেনা, সেই সমস্ত বাজারে কি ধরণের অগ্নি নির্ব্বাপক ব্যবস্থা রাখা হয়, এবং হালাহালিতে কি ব্যবস্থা ছিল, সেটা হাউসকে জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার থেকে প্রত্যেকটি বাজারে দোকানের মালিকদের বলে রাখা হয় যে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখার জন্য যেখানে দমকল নেই এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা ছিল কি না সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—অন পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান। মন্ত্রী মহাশয় তথ্য নিয়ে জানাবেন কি, এই যে ক্ষতিগ্রস্থ যারা হয়েছে বা যাদের প্রাথমিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাদের অন্তত: পক্ষে আশ্রয় এবং অবিলম্বে তাদের ব্যবসাগুলি যাতে চালু করতে পারেন সেইরকম ধরণের দোকান ঘর তৈরী করার কোন ব্যবস্থা বা টিপ পল দেওয়া বা মেটেরিয়ালস্—ফরেষ্ট থেকে ফ্রী পারমিট দিয়ে মেটেরিয়ালস সংগ্রহ করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কি না তাদের ?

শ্রীএস, এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে অলরেডি কো-অপা-রেটিভের কাছে বলা হয়েছে। যে সাহায্য দরকার পরে ঘর তোলার জন্য, সেটা কো-অপারেটীভকে ইমিডিয়েট সাহায্য দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং কো-অপারেটীভ থেকে সেটা করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ছন, বাঁশ, চাম্পাবাইন বেড়ার ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু পাকা দেওয়াল দেওয়া ঘরও ধ্বংস হয়েছে এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে তার মধ্যে এই খবরই রিপোর্ট করা আছে। যে খবর আমি বলেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছন বাঁশ ধরা হয়েছে এখানে, আর একটা হল টীন সিমেন্ট ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে লোণ অ্যাপ্লিকেশান করলে পর বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—লোণ নিতে বলেছেন ? কিন্তু সবাই তো তা নিতেও পারবে না। যাদের সামর্থ আছে তারাই শুধু নিতে পারবে। তবে অনেকেরই সামর্থ নেই। আর যারা নিতে যাবেন তাদের জন্য অ্যালট করা আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাপলিকেশান পাওয়ার পর বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা অসম্পূর্ণ এবং সাহায্য প্রার্থী আরো আছেন সেটা আমরা দেখেছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই তিনি যেন সম্পূর্ণ তথ্য আমাদের কাছে রাখেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্ট থেকে দেখা যায় কমলপুর সাব-ডিভিশান-এ কোন ইউনিট নেই দমকলের। সেটা কবে পর্যন্ত হচ্ছে তার কোন অ্যাসুরেন্স দিতে পারেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ? তিনি কি কোন পার্টিকুলার ডেট দিতে পারবেন যে এতদিনের মধ্যে সেটা করে দেওয়া হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কোন ডেট বলা সম্ভব নয়। এটা সাবডিভিশান ওয়াইজ করা হবে। কিন্তু কবে পর্যন্ত হবে সেটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি জানাবেন কমলপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জায়গা চাওয়া হয়েছে। জায়গা পেলে দমকল ইউনিট করা হবে এই কথা কি বলা হয়েছে। এই তথ্য জানেন কি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ? মহকুমা শাসককে এই কথা কি বলা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জায়গা দেওয়া হয়েছে কিনা এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি প্রত্যেকটী সাবডিভিশানে রাখার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

মিঃ স্পীকার :—নেকষ্ট বিজনেস···

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কলিং এটেনশান ছিল ··

মিঃ স্পীকার:—আপনার কলিং এটেনশান শেষ মুহুর্তে পাওয়া গেছে। এখনও দেখা হয় নি। আপনাকে আমি এ ব্যাপারে পরে জানিয়ে দেব এই ব্যাপারে কি করা হয়েছে।

PRESENTATION OF REPORT OF THE COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE.

Mr. Speaker :—Next business is presentation of the 10th report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House. I would request Shri Radhika Ranjan Gupta, Chairman, to present the Report to the House.

Shri Radhika Ranjan Gupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 10th Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect the copies of the Report from the 'NOTICE OFFICE'.

GENERAL DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS.

Mr. Speaker :—Next item in the list of Business is the General Discussion on the Supplementary Demands for Grants for 1974-75.

I would like to draw the attention of the Hon'ble Members to the scope of debate on the Supplementary Demands for Grants which is to be confined to the items constituting the same and no discussion is permited to be raised on the original grants nor on the policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

When the supplementary demands does not refer to any new service there cannot be any discussion on the principle and policy.

Before the discussion begins I would like to request the Hon'ble Members to give me their names who would like to participate in the discussion so that I may allot time for them.

I would now call on Shri Nripendra Chakraborty to open the discussion on the Supplementary Demands for Grants for 1974-75.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড এখানে প্লেস করা হয়েছে। ফর গ্রাণ্ট ফর অ্যাক্সপেণ্ডিচার বর্জ বাই দি গভর্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরা ইন ১৯৭৪-৭৫। স্যার, দুই তিনটা আইটেমের উপরে আমি আমার বক্তব্য রাখব। প্রথমতঃ দেখা যাচ্ছে এডিশানেল ইণ্টারিম রিলিফ টু গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজ। এই জন্য কিছু কিছু টাকা বিভিন্ন কেড়ে রাখা হয়েছে। এই সম্পার্কে আমি বলতে চাই যে এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং আর এক দিক থেকে বিরক্তিকর যে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে এই সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্লেসলেস ব্যবস্থা যাকে বলা হয়। যখন সরকারের প্রয়োজন ছিল কর্মচারীদের সমস্যাটিকে সমগ্রভাবে বিচার বিবেচনা করে তাদের অর্থ বরাদ্দ রাখা। স্যার, আমাদের এখানে প্রায় ৩০,০০০ সরকারী কর্মচারী তারা আজকে একটা সাধারণ ধর্ম্মঘটের নোটীশ দিয়েছেন। এবং এটা সর্ব্বস্বীকৃত যে হঠাৎ করে তারা এই নোটিশ দেন নি। ১৯৬৪ সাল থেকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা বার বার বিষয়টা জানবার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয় নতুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া তো দূরের কথা তাদের স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য জঘন্য একটা আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তারা সেনট্রাল ডি. এ. পেতেন তা কেটে নেওয়া হয়েছে। তারা ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্কেলে বেতন পেতেন, এটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের একটা নির্ধারিত নীতি ছিল, সেই নীতি থেকে সেনগুপ্ত সরকার সরে গেছে। এবং তারপরেও আমরা দেখেছি যে ১৯৬৪ সালের পর থেকে আজকে ১৯৭৫ সালে তারা যখন তাদের ধর্ম্মঘটের কথা ঘোষণা করেছেন তখন বলা হচ্ছে যে তারা সরকারকে আলোচনার সুযোগ সুবিধা করে দেন নি। আমি এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই ১৯৭২ সাল থেকে কি ভাবে এই সরকারী কর্মচারীরা তাদের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলির প্রতি সরকার শ্রদ্ধা জানান না।

১৯-১-৭২এ তারা গণডেপুটেশন দিতে গেছে। কিন্তু এই মন্ত্রীসভা সেই ডেপুটেশান অ্যাক্সেপ্ট করেননি। এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হননি। ১৪-৭-৭২ তারিখে তারা গণডেপুটেশান নিয়ে আবার যান। কিন্তু সেই সময়েও তা নিতে তাঁরা অস্বীকার করেন। ৯-৯-৭২ তারিখে কর্মচারীরা গণডেপুটেশান দিতে যান কিন্তু তখনও গ্রহণ করা হয়নি। ১১-৫-৭৩ আবার যান। কিন্তু তখনও দেখা গেল মন্ত্রীসভা রাজী নন তা গ্রহণ করতে। অবশ্য একথা ঠিক যে ২/১ জন মন্ত্রী তাঁরা হয়তো আলোচনা করতে বলেছিলেন কিন্তু সেই আলোচনা নিষ্ফল হয়, ১৯৭৩ সনে আবার আমরা দেখি ২৫-৫-৭৩এ কর্মচারীরা গণডেপুটেশানে যান। কিন্তু তখনও নেওয়া হল না। ২৬-৬-৭৩এ আবার গেলেন। সেবারও গ্রহণ করা হল না। ১৯-৯-৭৩এ তারা অ্যাসেম্বলীর সামনে এসে জমায়েত হন। তাদের বলা হল পরে আলোচনায় বসবেন। তারপরেও তারা ডেপুটেশান দিতে গেল। কিন্তু তারা আলোচনায় বসেন নি। এবং ডেপুটেশানও গ্রহণ করা হল না। ২২-১২-৭৩ তারিখে তারা মাস ডেপুটেশানে গেলেন কিন্তু সেই ডেপুটেশান ফাইনেন্স মিনিষ্টার গ্রহণ করলেন এবং দেখা গেল সেই আলোচনা ফলপ্রসু হলো না। তেমনি ১৯৭৪ সালে আমরা দেখেছি ১৫-৩-৭৪ তারিখে তারা একট স্ট্রাইকের নোটিশ দিলেন। আজকে নূতন যে তারা ষ্ট্রাইকের পথে যাচ্ছেন তা নয়, হঠাৎ তারা ষ্ট্রাইকের মধ্যে যাচ্ছেন না কিন্তু তাদের সংগে কোন আলাপ আলোচনায় বসতে রাজী হলেন না। ১৬-৭-৭৪ তারিখে তারা আলোচনায় বসবার জন্য লিখলেন কিন্তু সরকার আলোচনায় বসতে রাজী হলেন না। ৭-৯-৭৪ তারিখে তারা আবার আলোচনায় বসবার জন্য লিখলেন কিন্তু সরকার রাজী হলেন না। ৯-১০-৭৪ তারা তারিখে বিধান সভায় ডেপুটেশান নিয়ে আসলেন কিন্তু তখনও তাদের আলোচনা করা হলো না। ২৭-১০-৭৪ তারিখে তারা ডেপুটেশানে আসলেন কিন্তু সেই ডেপুটেশানে কোন ফল হলো না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারা একদিনের টোকেন ষ্ট্রাইক করতে বাধ্য হয়েছিলেন ৯ই সেপ্টেম্বর। একদিনের প্রতীক ধর্মঘট। ১৯৭২ সাল থেকে গণডেপুটেশান এবং বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনের পর তারা যখন দেখলেন যে এই সরকার তাদের কোন বক্তব্য শুনতে রাজী নয়, তাদের সংগে আলোচনায় বসতে রাজী নয় তখন একদিনের জন্য তারা প্রতীক ধর্মঘট করলেন। কিন্তু তার জবাব কিভাবে সরকার দিয়েছেন, সাসপেনশন অব দি লীডার্স বেতন কেঁটে দিলেন, ব্রেক ইন সার্ভিস করে দিলেন, মাস ট্রেন্সফার সুরু করলেন, প্রমোশন ষ্টপ করতে আরম্ভ করলেন এবং সিনিয়রিটি লিষ্টকে সুপারসিড করে দালালদেরকে প্রমোশন দিতে আরম্ভ করলেন। এবং এক বৎসর যাবত এই আক্রমণ কর্মচারীদের উপর অব্যাহত আছে। আমি গত পরশুদিনও দেখেছি কর্মচারীদের ব্রেক ইন সার্ভিসের নোটিশ। এই মন্ত্রীসভা কি করেছেন তাদের এই যে ৯ই সেপটেম্বর যে ঐক্য সেই ঐক্যকে ভাংবার জন্য মন্ত্রীরা অভার টাইম কাটছেন দালালদেরকে নিয়ে সংগঠন করার জন্য তাদের ঐক্যকে ভাংগবার জন্য। বিভিন্ন জায়গায় তারা চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তারা দিয়েছেন ব্রাইব, আই অপাম সরি ৯থ এপ্রিল। তারা প্রথমে দালালদেরকে দিয়েছেন ব্রাইব, যারা কাজ করেছে তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছে দালালী পুরস্কার। এইভাবে দিতে আর কোন সরকারকে দেখা যায় নাই। তারপর তারা বললেন যে অনুপস্থিত ছিলেন ঠিক আছে, সেই দিনের বেতন পাবে তোমরা যদি এখন লিখে দাও যে না আমরা উপস্থিত ছিলাম। এই রকম জালিয়াতী, সমস্ত অফিসার টপে বসে কর্মচারীদেরকে পড়াতে হবে। তারা শিক্ষকদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে না তোমরা লিখে দাও যে তোমরা অনুপস্থিত ছিলে তাহলে তোমরা

সেই দিনের বেতন পাবে। এরা নাকি ডিরেক্টার, এরা নাকি সেক্রেটারী অব এডুকেশন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমরা দেখছি যে তাতেও কোন কাজ হলো না। তাতেও তাদেরকে দিয়ে দালাল ইউনিয়ন করানো গেল না। কেন এই সমস্ত করা হচ্ছে? সংবিধান দেখুন কনষ্টিটিউশনে ১৯নং (গ) ধারাতে আছে এইটা তাদের ফাণ্ডামেণ্টেল রাইট, এসোসিয়েশন করা, ইউনিয়ন করা, এই সম্বন্ধে লেখা আছে রাইট টু ফর্ম এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া। এইটা হচ্ছে আমার সংবিধানের অধিকার, ফাণ্ডামেণ্টেল রাইট। এই রাইটকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। কাজেই যে সরকার এতগুলি শাস্তিমূলক বিধান করতে পারে সেই সরকার গণতন্ত্রের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল সেইটা এই হাউস বিচার করবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভারতবর্ষের কনষ্টিটিউশনে আর্টিকল ৪৩ দেখুন। সেখানে দেখবেন এই ডাইরেকটিভস প্রিন্সিপ্যালস যেটাতে নাকি বলা হয়েছে যে সরকার তার শ্রমিকদের জন্য লিভিং ওয়েজেব ব্যবস্থা করতে হবে। গভার্ণমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে তারা শ্রমিকদেরকে লিভিং ওয়েজ দেওয়া। বাঁচার মত দেওয়ার কিন্তু সরকার সেইটা করছে না তাকে শুধু ঘোষণা করতে হয়। সেই বাঁচার মত মজুরী আমরা বৃটিশ আমলেও করেছি। এই রকম আক্রমণ তখনও সংগঠিত হয়নি যে আক্রমণ আজকে সংগঠিত হচ্ছে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যামপ্লয়িরা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন তখনই যখন তাদের অনোমেলিজ রিমোভ করার আগে একটা পে কমিশন গঠন করা হলো এবং সেই পে কমিশন একটা রায় দিয়েছেন। ফাইনেন্স মিনিষ্টার বলেছেন যে দুঃখের বিষয় তিনি উপস্থিত নেই, তিনি বলেছেন যে রিপোর্ট হেজ বিন রিলিজড। এত বড় একটা অসত্য কথা লিখিতভাবে কি করে যে একজন মন্ত্রী দিতে পারে আমি বিস্মিত হই। কালকেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে রিপোর্ট হেজ নট বিন রিলিজড। আমি এসেম্বলির সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছিলাম যে অনারেবাল স্পীকার বলুন যে কয়েকখানা কপি আমরা পাব কি না। এসেম্বলি সেক্রেটারী বললেন যে এইটাতো রিলিজ হয় নাই। এত বড় একটা মিথ্যা কথা একটা রিপোর্টের মধ্যে একজন মন্ত্রীসভার লোক বললেন যে রিপোর্ট হেজ বিন রিলিজড। আমরা খবরের কাগজে আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে কোন ভদ্রলোক একটা সিভিলাইজড মান এই রকম একটা রিপোর্ট লিখতে পারে এইটা কল্পনা করা যায় না। যে ভদ্রলোক পে-কমিশনের রিপোর্ট লিখেছে জানোয়ার ছাড়া আর কেউ লিখতে পারে না। অসভ্য ভাষায় মন্তব্য করেছেন ক্লাস ফোর সম্পর্কে। কি লিখেছেন? যতটুকু খবরের কাগজে বেরিয়েছে, ওদের স্ত্রীরা কেন চাকুরী করে না, ওরা কি মনে করে যে একজন লোক খাওয়াতে পারে? আমার মায়েরা যারা চাকুরী করেন তাদের সম্পর্কে লিখেছেন যে বেশী সন্তান হলে তোমরা প্রসূতি হিসাবে যে সুযোগ সুবিধা সেইটা পাবে না। ও কোথা থেকে জানলো, এই কথা সে কোথা থেকে বলতে সাহস করে, একটা জানোয়ার কোথা থেকে এনে বসিয়েছে, পে কমিশনের রায় দিয়েছে এবং তার মধ্যে সরকারের চেহারাটা ফুটে উঠেছে ক্লাস ফোর, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তার স্ত্রীকে বলা হয়েছে যে যাও কারও বাসায় গিয়ে চাকরী কর যদি বাঁচতে চাও। আর অফিসারদের বেলায় বলা হয়েছে যে এত কম টাকায় কি করে চলে? এত বড় বড় মাথাগুলি যে মাথাগুলি বৃটিশ আমলে বৃটিশের পা চেটেছে সেই মাথাগুলি এই কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসের পা চাটছে। যত দুর্নীতি

হত রকমের কুকীর্তির সংগে এই মাথাগুলি জড়িত। কাজেই মাথাগুলিকে বেশী করে টাকা দিতে হবে এবং মাথার সংখ্যা বাড়াতে হবে। আগে যেখানে দুইজন ডাইরেক্টর বা দুইজন সেক্রেটারী দিয়ে চলতো সেখানে ডজনে ডজনে সেক্রেটারী এবং ডাইরেক্টার সমস্ত আই. এ. এস. অফিসারদেরকে বসাতে হবে। কারণ নীচের তলার লোক যখন সরে যায় তখন উপর তলায় বেশী করে অত্যাচার চালানোর জন্য মানুষের উপরে জুলুম বাজী চালানোর জন্য মাথার দরকার। আজকের কথা নয় একশো বছরের উপর কার্ল মার্কস বলে গিয়েছিলেন যে মাথাগুলি বিক্রী হয়, একশো বছর আগে ১৮৪০ সালে, তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে মাথা কিনবে ওরা, সেই মাথা এখন কিনা হচ্ছে? আবার সব মাথা নয়। কারণ মাথার মধ্যেও গোলমাল হতে পারে সব মাথা কিনা যায় না। সেইজন্য প্রচুর দাম দিয়ে মাথা কিনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে পে কমিশনের রিপোর্ট বের হওয়ার পর সরকারী কর্মচারীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। পে কমিশনের ডিটেইলস রিপোর্টের মধ্যে আমি যাচ্ছি না সময় পেলে যাব। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এখন পাচ্ছেন সি. এ. ডি. এ ইত্যাদি মিলিয়ে ২০১ টাকা। আর পে কমিশনের রিকমেণ্ডেশন অনুযায়ী সে পাবে ১৯৭ টাকা পনর পয়সা। স্যার, আমার সংগে মণিপুরের পে কমিশনের রিপোর্ট আছে, তারাও পে কমিশন করছেন। কি বলছেন তারা? তারা যখন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন তখন বলেছেন মার্কেট ভেল্যু দিয়ে কর্মচারীদের পে কত হবে সেটা ঠিক করা যাবে না। তার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে যে ক্রেতা কত আছে শ্রমিকের তা দিয়ে হবে না। কারণ ক্রেতা এখন কম—এমপ্লয়ার কম ক্রেতা কম এবং গভর্ণমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্রেতা। কাজেই এখানে কত লোক তার শ্রম বিক্রী করতে আসছে আর কত শ্রম কিনতে আসছে তা দিয়ে দাম ঠিক হবে? কি দিয়ে ঠিক হবে? সেই কমিশন বলেছে যে কনষ্টিটিউশন্যাল ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল দিয়ে ঠিক হবে। ওকে মিনিমাম ওয়েজ দিতে হবে নিড বেসড ওয়েজ দিতে হবে। একটা ব্রেক আপ করেছেন, সেই ব্রেক আপ কি, ফুডের জন্য কত কাপড়ের জন্য কত, ঘর ভাড়া কত এবং তিন জনের ইউনিট—আমি যদি তিন জনের ইউনিট ধরি তাহলে আমার দেড়মন চাল লাগে। খাদ্যের জন্য কত হতে পারে নিড বেসড যদি বলি? একটা লোককে যদি বলি যে সে দুই বেলা ভাত খাবে তাহলে দেড়"শ টাকা লাগবে। শুধু চালের জন্য ভাতের সংগে নুনও নয়। কাপড় যদি ৬ গজ আমি ধরি তাহলে ৪ × ৬ = ২৪ টাকা লাগে। একটা পরিবারের হাউস রেন্ট এণ্ড আদার্স একসপেণ্ডিচার যেটা সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে টুয়েন্টি পারসেন্ট এটা হিসাব করলে দেখা যায় যে প্রায় আড়াই"শ টাকা লাগে। একেবারে একটা লোককে শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে হয় তাহলে পরে তার আড়াইশ টাকা লাগে। কাজেই এই পণ্ডিত মশাই যাকে এখানে বসান হয়েছিল তিনি বলেছেন এটা মার্কেট ভেল্যু দিয়ে ঠিক হবে যেহেতু তোমরা ক্লাস ফোর তোমরা ভাগ্যবান তোমরা চাকরী করছ। কারণ দুই টাকা মজুরীতে তো টেষ্ট রিলিফের লোক পাওয়া যায়। তোমাদের তো আমরা ৫ টাকা ৬ টাকা দিচ্ছি। কাজেই তোমরা গভর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দাও যে তোমাদের এত টাকা দিয়ে তারা কিনে নিচ্ছে। এই হচ্ছে ক্লাশ রুলস ক্লাশ

এটিচ্যুড শোষকের যে চেহারা সেই চেহারা এই পে কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে এসেছে। আজকে গভর্ণমেন্ট কি বলবার চেষ্টা করছেন—যে রিসোর্স নাই। মাননীয় ডেঃ স্পীকার স্যার, এটার মধ্যে ৩৪ লাখ ৬০ হাজার সম্ভবত রাখা হয়েছে—৩৪·৬৫ লাখ টাকা সি, আর, পি,র জন্য সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট ফর সি, আর, পি,—টাকা নাই। কর্মচারীদের জন্য টাকা নাই—রিসোর্স নাই, রিসোর্স মবিলাইজেশানের কথা বলেছেন। কি করবে সি, আর, পি, ? সি, আর, পি, কি করবে—না ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট সাপ্রেস করবে। গত ১০ বছর এই বাজেট অনবরত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট সাপ্রেস করবে—আমি এখানে বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের সি, আর, পি, বি, এস, এফ, আছে বি, এম, পি, আছে তারপর রাজস্থান পুলিশ আনা হল গরীবের ধান লুঠ করার জন্য। গরীবের ধান লুঠ করার জন্য আরও রাজস্থান পুলিশ আনতে হল—খরচ করতে হচ্ছে আমাদের। আমরা দেখছি সেই সি, আর, পি, আজকে সকালে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিচ্ছে সে রায়ট ফাইটিং জাল নিয়ে। হাতে রায়ট ফাইটিংয়ের জাল নিয়ে—যেন অবরুদ্ধ নমপেন কম্বোডিয়ার সম্ভবত নমপেনে আমরা বাস করছি। অবরুদ্ধ সহর। সেখানে গভর্ণমেন্ট বাঁচবার চেষ্টা করছেন। তার জন্য মানুষ ঘুম থেকে উঠবার আগেই সি, আর, পি, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সমস্ত আর্মস নিয়ে সমস্ত রায়ট ফাইটিংয়ের জন্য যে জাল সেই জাল নিয়ে সমস্ত টহল দিচ্ছে। এবং টেররাইজ করার জন্য শুধু সি, আর, পি, নয়—এটা একটু বেশী একসপোজার হয়, গভর্ণমেন্টের চেহারা একটু কুৎসিত হয় কাজেই কিছু গুণ্ডা লাগিয়ে দিতে হবে। তার জন্য কি কিছু কম খরচ হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী নিজে ডেকে ডেকে এনেছেন পাড়া থেকে ছেলেদের। গত তিন দিনে কতগুলি এন্টী-সোস্যাল এলিমেন্টের সংগে তিনি মিট করেছেন—অস্বীকার করতে পারবেন? যদি না থাক তাহলে মিসাতে তোমাদের ধরে আনব জান তোমাদের নামে কত রিপোর্ট আছে? তোমাদের ধরছি না কিন্তু যদি এই ষ্ট্রাইক ব্রেকিংয়ে না আস তাহলে তোমাদের জেলে যেতে হবে। তারা দাবী করেছে স্যার, আমাদের কোন কোন লীডার এখনও মিসাতে আছে—ফেরত দিয়েছেন ২/১ জনকে। দরকার হলে আরও রিলিজ করে দেবেন। কারণ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এবং তার জন্য শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন আরও মন্ত্রী আছেন যারা তরোয়াল দিয়েছে। কাল আমি রিপোর্ট পেয়েছি। পাড়াতে গিয়ে দুই একটা ক্লাবকে বলেছে যে তরোয়াল দেওয়া হবে তোমাদের রুখতে হবে, ভেঙ্গে দাও, পুড়িয়ে দাও জ্বালিয়ে দাও। এই শ্লোগান নিয়ে তারা বেরুচ্ছে। চেহারা দেখবেন—কি রকম সেই জুলপি, কি রকম চুল চেহারা দেখলেই বুঝবেন কি রকম সমস্ত ছেলে। এবং আজকে এই গুণ্ডামীর সমর্থনে মন্ত্রীরাও নেমেছেন। পশ্চিম বংগে গুণ্ডামীর জবাবে অন্তত শুনেছিলাম যে—এমন কি সিদ্ধার্থ শংকর রায় অস্বত করতে বাধ্য হয়েছিলেন মানুষের সামনে মুখ দেখানো যাচ্ছে না। মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বললেন যে ঠিক করেছে। কাজেই গুণ্ডার সর্দার শুধু পশ্চিম বঙ্গে নয় আমাদের এখানেও আছে। কাজেই গুণ্ডাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং এক ভদ্রলোক আছেন, নাম অমর গুপ্ত। তিনি ঠীকাদার যেখানে কোন জাগায় কোন বন্ধের ডাক দেওয়া হবে, রুখতে হবে যেখানেই ষ্ট্রাইক থাকে রুখতে হবে। আগরতলা বন্ধে তিনি বাজার লুঠ করতে গেলেন। এবং আজকে এই ধর্মঘট রুখবার জন্য তিনি ঠিকাদারী নিয়েছেন, কনট্রাক্টারী নিয়েছেন। ঝগরিয়ামুড়াতে দু'টো ক্লাবের সংগে গোলমাল এই ভদ্রলোক

গিয়ে বললেন তোমাদের একটা ক্লাব যদি আমার সংগে আস তাহলে পুলিশ তোমাদের ধরবে না। কি করতে হবে—না ষ্ট্রাইক ভাঙ্গতে হবে তাহলেই পুলিশ তোমাদের ধরবে না। আপনার সি, আর, পি, পাড়ায় গিয়ে কি করবে? যে গভর্ণমেন্ট এ্যান্টিসোস্থাল এলিমেন্টস দিয়ে দেশের নাগরিককে পেটান হয়—৩০ হাজার কর্মচারীদের পেটানোর জন্য তৈরী করে—যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সে মটর শ্রমিক ধর্মঘট করুক আর মানুষ খাদ্যের জন্য আন্দোলন করুক, যারা পেটাবার জন্য গুণ্ডাদের লাগায় যে গুণ্ডারা ক্লাবের মধ্যে দিনের বেলায় মেয়েদের রেপ করে—ক্ষমতা আছে পুলিশের ধরবার? যদি তারা ডাকাতি করে ক্ষমতা আছে পুলিশের ধরবার, যদি তারা ছিনতাই করে ক্ষমতা আছে পুলিশের ধরবার? কারণ ওরা তো মন্ত্রীদের কাজ করে দিচ্ছে। ওরা রুলিং পার্টির কাজ করে দিচ্ছে। কাজেই কোন পুলিস অফিসারের ক্ষমতা নেই। আজকে সিদ্ধার্থ শংকর রায় ওখানে চিৎকার করতেন একটা গুণ্ডা লালবাজার গিয়ে তারা ঘেরাও করেছে। ছেড়ে দিতে হবে এখন এখানে হবে না? এখানেও হবে। এখানে হবে না একটা গুণ্ডার গায়ে যদি পুলিশ হাত দেয়? এখানকার পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা আছে গ্রেপ্তার করার? তাকে সাসপেণ্ড করবে। এ হতে বাধ্য। যে মুহূর্তে আপনি গুণ্ডাদের ব্যবহার করছেন সেই মুহূর্তে গুণ্ডারা রাজত্ব করবে, পুলিশ পালাবে ভয়ে। সি, আর, পি, কে টাকা দিয়ে ঐ কাজ করাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, টাকার কথা বলছেন? আমি যদি বলি যে ওয়েস্টফুল একস্পেনডিচার কি রকম হচ্ছে, আমি বিস্তৃত না বললেও বলতে পারি এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ ফিফটি পারসেন্ট কমানো যায়। চেষ্টা করেছে গভর্ণমেন্ট কমাতে। ফিফটি পারসেন্ট কমানো যায়। একজন অফিসার, তিনি প্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সমান ট্রেভেলিং একস্পেণ্ডিচার নেন। ২০,০০০ টাকা একজন অফিসারের ট্রেভেলিং একস্পেণ্ডিচার, ২৩,০০০ টাকা একজন অফিসারের ট্রেভেলিং একস্পেণ্ডিচার। তেলের দাম বেড়েছে, কিন্তু গাড়ী ব্যবহার একটুও কমেনি। গাড়ীর পার্টস বিক্রি কমেনি। শুধু তাই নয়, খাদ্য দপ্তর হিসাব রাখে না। পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্টে আছে দেখুন, কোন হিসাব তাদের কাছে নেই, আয় ব্যয়ের হিসাব নাই। লুঠ হচ্ছে সেখানে। ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট শতকরা ৫০ ভাগ টাকা লোকসান দিয়ে চালাচ্ছেন। লুঠ হচ্ছে সেখানে, কো-অপারেটিভে লুঠ হচ্ছে, টি, আর, টি, সি, তে লুঠ হচ্ছে। মিল্কস্ সেন্টারে লুঠ হচ্ছে। এক একটা ডিপার্টমেন্টে লুঠের কারবার চলছে। যাতে ওয়েষ্ট না হয়, যাতে লুঠ না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে? সেইসব জায়গায় হাত দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কি গভর্ণরের বক্তৃতা, কি ফিনান্স মিনিষ্টারের বক্তৃতা কোথাও করাপশনের সম্পর্কে একটা কথাও নাই মনে হয় যে করাপশান শব্দটা ওঁদের অভিধান থেকে উঠে গেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজকে উত্তাল হয়ে উঠেছে। হবে না? একেবারে চরম, টপ। জওহর লাল নেহেরু দুর্নীতি করে, এই কথা কেউ বলে না, লালবাহাদুর দুর্নীতি করে এই কথা কেউ বলে নি। কিন্তু আজকে একেবারে উপর তলায় দুর্নীতি হয়ে আসছে। (রেড লাইট)। স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, পে-কমিশন কি করে রিসোর্স মবিলাইজ করতে হবে সেই কথা বলেন নি, কি করে শ্রমিকদের গলা কাটতে হবে, গরীব মানুষের গলা কাটতে হবে তার জন্য যে রিপোর্ট দিয়েছে তার জায়গা হয়েছে ডাষ্ট বিনে। সেই রিপোর্ট যদি আমার হাতে থাকত তাহলে আমি টুকরো টুকরো করে দিতাম। দুর্ভাগ্য যে আমার হাতে সেই রিপোর্ট আসে নি।

যা তার [illegible] মধ্যে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম ডাষ্টবিনে দেওয়ার [illegible] মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি টাকা বাজেটেড হয়ে রয়েছে। সেই টাকা যদি সমান ভাগে ভাগ করে দিতেন তাহলেও ৬০ টাকা করে মাথাপিছু পেত। তা দেন নি। সমস্ত দোষ চাপানো হয়েছে কর্মচারীদের উপর। গত দু'দিন ধরে খবরের কাগজে দেখছি যে যারা কংগ্রেস সমর্থন করছেন সেই সমস্ত বলার, সেই সমস্ত যুবক, সেই সমস্ত সম্প্রদায়, তারাও বলছেন যে কর্মচারীদের দাবী ন্যায় সংগত। সরকারের উচিত তাদের সংগে আলাপ আলোচনায় বসা। আমরা সরকারকে চেষ্টা করেছি বোঝাবার। কালকে আমরা গিয়েছিলাম যে আলাপ আলোচনায় বসুন, তাঁরা আমাদের পরামর্শ নিচ্ছেন না, তাঁরা ম্যাসিভ আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছেন। কিন্তু আমরা দেখছি জনসাধারণের সমর্থন কর্মচারীদের সমর্থনে ব্যাপক আকার ধারণ করছে। এটা কোন কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, কোন দল বিশেষের ষড়যন্ত্রের ফল, এই কথা কংগ্রেসের লোকেরাও আজকে বিশ্বাস করছে না এবং যার ফলে দেখছি সরকারী কর্মচারী সার্বিক ঐক্য গড়ে উঠছে। আমি এখনও সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁরা আলোচনায় বসুন। এখনও এই ধর্মঘটকে এড়ানো যায়, সরকারী কর্মচারীদের ন্যূনতম দাবি মেনে নিয়ে। তারপর প্রেষ্টিজের কোন কোয়েশ্চান নয়। যদি আসামী কাঠগড়ায় কাউকে দাঁড় করাতে হয় তাহলে এই সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভাকে করাতে হবে কর্মচারীদের আমরা দাঁড় করাতে পারি না।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 3 p m. to-day. The Member speaking will have the floor.

(আফটার রিসেস)।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আর দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি বক্তব্য তোলার আগে, হাউসের সামনে বলেছিলাম মিনিষ্টার যদি কোন ডিসপাচ্‌ট সম্পর্কে হাউসে কোট করেন, তাহলে সেই ডিস্পাচটা হাউসের সামনে রাখতে হবে। আমি লোকসভা রুলসের আর্টিক্যাল নাম্বার ৩৬৮, সেটার দিকে মাননীয় ডিপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতে রয়েছে— 'If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the table

Provided that this rule shall not apply to documents which are stated by the Minister to be of such nature that their production would be inconsistent with the public interest.

Provided further that where a Minister gives in his own words a Summary or gist of such despatch or state paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the table"—এই কেসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তাঁরা কেউও বলেননি যে পাবলিক ইন্টারেষ্টের সাথে ইন-কন্সিসেটন্ট, এটাও তাঁরা বলেননি যে ঐ পেপার'এর জিষ্টটা কি, তার মধ্যে কি কন্টেন্ট আছে। কাজেই আমি আশা করব যে এই ডেসপাচটা যেন হাউসের সামনে লে ডাউন করা হয়।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— আপনাকে এটা পরে জানান হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটে যে সি, আর, পি'র উপর যে অর্থ বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে, তার উপর আরও দুই একটি বক্তব্য রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে সি, আর, পি, এবং পুলিশ কিভাবে আজকে জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ৩রা মার্চে জুলাইবাড়ীতে যে ঘটনা হয়েছে, সেই ঘটনাটি। আমরা ৭ তারিখে এ্যাসেম্বলীতে এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং আজকে হচ্ছে ১৭ তারিখ, ঘটনা ঘটেছে ৩ তারিখে, ৬ তারিখে এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা ত্রিপুরাতে বন্ধ পালিত হয়েছে এবং সরকার তাঁর বক্তব্য কি আজকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত এই হাউসের সামনে তাঁরা রাখেননি। যেখানে আমরা দেখছি যে একটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে গণতান্ত্রিক কর্মীদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে,যেভাবে এই গুলিটি চালানো হয়েছে, ঘটনার পরদিন সেখানে আমি যাই এবং আমার বক্তব্য আমি সংবাদ পত্রে রেখেছি—সেখানে তহশীল অফিস তার থেকে ১২৫ হাত দূরে রাস্তা ক্রস করে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে একটা লোক, যে যখন তহশীল অফিস'এর উল্টো দিকে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে তার বা দিকে বুকের মধ্যে গুলি চালিয়ে বাঁ থেকে ডান দিকে গুলি চলে যায় এবং তার মৃত্যু ঘটে। ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন কিভাবে, কোন জায়গায় গুলি লেগেছে এবং কখন সে মানুষ আক্রমণ মুখী হলে এইভাবে গুলি লাগতে পারে না। তার পায়েও গুলি লাগেনি, এবং তাকে যদি হত্যা করার জন্য গুলি করা না হত, তাহলে পরে তার পায়ে গুলি লাগানো যেত বা তার পিঠে লাগত, কিন্তু পিঠে লাগেনি। কাজেই এটা নিশ্চিত যে সে কোনরকম আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে পুলিশের সামনে এগুচ্ছিলনা, সেটা তার গুলি চালানোর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়নি। দ্বিতীয় হচ্ছে সরকার যে ইস্ত্রী কাগজে বিক্রী করার চেষ্টা করেছেন সেই ইস্ত্রী বিক্রী হবে না, কারণ সরকারী অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে, এইরকম কোন প্রমাণ নেই। কার অস্ত্র, কার রিভলভার, কে ছিনতাই করল, অন্ততঃ জুলাইবাড়ীতে সমস্ত বাজারের বিভিন্ন লোকের কাছে এই তথ্য আমি পাইনি। ঘটনায় যে বলা হয়েছে যে ইট পাটকেল, পাথর ছোঁড়ার কথা, সেখানে এমন কোন স্তূপ, কোন লোক বলতে পারবেনা যে তার চতুর্সীমায় কোন স্তূপ রয়েছে যেখান থেকে সামান্যতম পাথর ছোঁড়া যেতে পারে। কয়জন পুলিশ হাসপাতালে কয়দিন চিকিৎসিত হয়েছে, সেই তথ্য তাঁর বিবৃতিতে নেই। এবং আমরা দেখছি সেই

ছেলেটাকে সেখানে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আরেকটি ছেলে-শ্রীদাম সুত্রধর তাকে হত্যা করতে যায়, তার মাথায় আঘাত করে, তার স্ত্রী তাকে আগলাবার চেষ্টা করে। তার স্ত্রীর হাত ভেঙে দেওয়া হয়, সে এবং তার স্ত্রী হাসপাতালে এবং পুলিশের কাষ্টডীতে রয়েছে। এই একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এমন কি ত্রিপুরায় অন্যসব কলংকিত ঘটনা যে রয়েছে কংগ্রেস পার্টির মধ্যে, তার মধ্যেও এইরকম পরিকল্পিত হত্যার ঘটনা আমার চোখে পড়ছেনা। সেখানে ইচ্ছা করে ছেলেটাকে মারবার জন্য গুলি করা হয়েছে। ৩৬ রাউণ্ড গুলি করা হয়েছে। চায়ের দোকানে যেখানে আমার অফিস, তার পাশের দোকানটাতে, সেই দোকানদার বলল এই দেখুন আমার ঘরের ভিতর দিয়ে কয়টি গুলি গেছে। ঘরের ভিতর গিয়ে গুলি পড়েছে। এবং দোকানেই শুধু নয়, তারপর সন্ধ্যার পর পর্যন্ত দোকানে দোকানে হানা দেওয়া হয়েছে. এবং দোকানের জিনিষপত্র পুলিশ লুট করেছে। তারা যেন তাদের রাজত্বে অফুরন্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য সে জায়গা ব্যবহার করেছে এবং সেখানে এ ঘটনা ঘটেছে। এটা মনে করার কারণ নেই যে সেই তিন তারিখের ঘটনায়ই সেটা সীমাবদ্ধ রয়েছে। ৬ তারিখে বন্ধের সময় আমরা দেখলাম যে পুলিশ কাষ্টডীতে রেখেও লোককে পেটানো হচ্ছে এবং কমলপুর-এর মধ্যে এবং বিভিন্ন জায়গাতে পেটানো হয়েছে, কৈলাশহরে পেটানো হয়েছে, অমরপুরে পেটানো হয়েছে এবং গ্রেপ্তার করেছে। ছোটখিলে গত ১৫ তারিখে পর্য্যন্ত সেই পেটানো চলেছে। ১৪/১৫ তারিখে সেখানে পুলিশ, সি,আর,পি, নিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকেছে এবং গণতান্ত্রিক কর্মীদের পেটানো হয়েছে, তার কারণ ৬ই তারিখে তারা বন্ধ সংগঠিত করেছিল, এই অবস্থা আজকে চলছে এবং সরকারের নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই, সেই জন্যই ৭ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ মন্ত্রী এই বিধানসভায় তাঁদের বক্তব্য নিয়ে অগ্রসর হতে সাহস করেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি আমাদের এই আন্দোলনে সরকার বিশেষ ভাবে আতংকিত হয়েছেন এই জন্যে যে এমন একটা ইস্যু তাঁরা সৃষ্টি করছিলেন এইটার মধ্য দিয়ে উপজাতি বাঙ্গালী বর্ডার তুলে দিয়ে। এবং বাঙ্গালীকে উপজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং উপজাতিকে বাঙ্গালী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলেছে। এই যে আজ একটা ঘটনার কথা বলা হয়েছে, অমরপুর কলোনীর ঘটনা। সেই ঘটনায় বাঙ্গালীকে উত্তেজিত করা হচ্ছে উপজাতিকে মারার জন্য এবং উপজাতিকে উত্তেজিত করা হচ্ছে বাঙ্গালী নিধন করার জন্য। যা নাকি অমরপুরে ঘটছে। একজন লোকের বাড়ীতে ১৫ জন চড়াও হয়ে ডাকাতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং উপজাতি যুব সমিতির নামে কংগ্রেসীদের দলে তারা বাঙ্গালীকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ৩ তারিখ হচ্ছে একমাত্র দিন বাঙ্গালী উপজাতি মিলে তাদের ঐক্যকে দৃঢ় করার জন্য সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব গণতান্ত্রিক সংগ্রাম যেটা নাকি ৪ দফা দাবীর সমর্থনে বাঙ্গালীর একটা বিরাট অংশ, মণিপুরির একটা বিরাট অংশ যারা এই ট্রাইবেলদের একটা ন্যায় সঙ্গত দাবীর সমর্থনে তারা যে পুলিশী লাঠির মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন সেটা দেখার মত। সেদিন তারা ভয় পায় নি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের করে তাদের হয়রাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি যে সংগ্রাম করতে হলে ওয়ারেন্ট বের হবে, জেলে যেতে হবে, গুলিতে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের

দেশের কল্যাণের জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। কংগ্রেস সরকারকে সাহায্য করার জন্য, আন্দোলনকারীর উপর লাঠি চার্জ করার জন্যে পুলিশী খাতে ৬৪ লক্ষ ৬২৭ টাকা আজকে অতিরিক্ত বাজেট পাশ করিয়ে নিতে চাচ্ছেন। এবং রাজস্থান থেকে পুলিশ আনা হচ্ছে, বিহার থেকে পুলিশ আনা হচ্ছে। সেদিন আমাকে আমার এক বিহারী বন্ধু বল্লেন যে বিহারে জয়প্রকাশের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য ১ লক্ষ সি, আর, পি-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি বল্লাম "তোমরা তো ভাগ্যবান? তোমাদের জয়প্রকাশের আন্দোলনকে পরাস্ত করার জন্যে ১ লক্ষ সি, আর, পি, আমদানী করা হয়েছে। আর আমাদের এখানে? আমাদের এখানে ১৬ লক্ষ লোকের বাস। ১৫,০০০, ২০,০০০ হাজার সি, আর, পি, বি, এম, পি; আর্মড পুলিশ আনা হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ১০ জনের জন্য একজন করে পুলিশ রেখেছেন।" এই যে রাজত্বে মানুষ মানুষকে শোষণ করছে, গুলি চালনা করছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে, সুতরাং এই বাজেট আমাদের বাজেট নয়। সুতরাং এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে পুলিশী খাতে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের পেশ করা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। এবং আমি আশা করব এটাকে হাউস প্রত্যাখান করবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারনা করেছেন সে সমস্তগুলিকে আমি ধৈর্য্য সহকারে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনা একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে সঙ্গত মনে হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে সব অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে সেই বিষয় গুলির তুলে ধরার চেষ্টা করব। তিনি বিশেষ ভাবে গণডেপুটেশান দেবার তারিখ মেনশান করেছেন। এইগুলি আমার গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি। তিনি গণডেপুটেশান থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু বলে গেছেন। তিনি বলেছেন যে মন্ত্রী সভা তা গ্রহণ করেনি। অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন যে ২/১ জন মন্ত্রী আলোচনায় বসেছিলেন এবং সেই আলোচনা নিষ্ফল হয়েছে। এই কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে ফাণ্ডামেণ্টাল ষ্ট্রাইক করার অধিকার, সে কথা কংগ্রেস সরকারও স্বীকার করে। আর স্বীকার করে বলেই আজকে সরকারী কর্মচারীরা নোটিশ দিতে পেরেছে। এবং সেই অধিকার কংগ্রেস দল খর্ব করেন নি। তিনি সেটা খতিয়ে দেখতে চান না কোন অবস্থায়, কোন পরিবেশের মধ্যে এটা করা উচিত এবং এর দ্বারা কর্মচারীদের বৃহত্তর দেশের মঙ্গলসাধিত হবে কি না, কাজ চলবে কি না, আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে কিনা? কাজেই তার বাংরে যার মধ্যে গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকেই তার মধ্যে বক্তব্য রাখতে পারেন। একজন যদি বলেন যে আমি এটা চাচ্ছি আর একজন স্বভাবতই সেটা নাও চাইতে পারেন। সেটাতে তাঁর স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতা আছে বলেই প্রত্যেকেই যার যার বক্তব্যকে যার যার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তারা সেটা প্রতিফলন করবেন। কাজেই বিরোধী দলনেতা যে কথা বলেছেন ফাণ্ডামেন্টাল রাইটকে অধিকার স্বাকৃতি দেয়া হচ্ছে না, সেটা ঠিক নয়।

সেই অধিকার দিচ্ছে বলেই রোজ পথসভা ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে মন্ত্রীসভাকে বা কংগ্রেসকে দোষী করা যায় না। তিনি এই বিষয়ে অবতারণা করতে গিয়ে বলেছেন লিভিং ওয়েজের কথা, মিনিমাম ওয়েজের কথা, এবং নীট বেসের কথা। এই গুলির সবগুলিরই প্রয়োজন আছে এবং বিশদভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এবং এটা যখন করতে হবে তখন নীট বেসের ব্যাপারে যে শুধু কর্ম্মচারীদের দেখতে হবে তা নয়, বিভিন্ন শ্রমিক, কলকারখানার কর্মচারীদের দিকটাও দেখতে হবে। এবং তারা ছাড়াও একটা বিরাট কৃষক শ্রমিক, ভূমিহীন তাদের দিকটাও রয়ে গেছে। শুধুমাত্র সরকারী কর্ম্মচারীদের মঙ্গল হলেই চলবে না। তাদের বিষয়টাও দেখতে হবে। কিন্তু সেই অর্থ কোথা থেকে আসবে। এবং সেই অর্থ জোগাড় করার মত ক্ষমতা দেশের আছে কি না। কারণ সরকারের আয় হচ্ছে সেই আয় একমাত্র ট্যাক্স ইত্যাদি দ্বারাই হচ্ছে। এই ট্যাক্স আবার ডাইরেক্ট এবং ইন-ডাইরেক্ট হতে পারে। এই দুটো অর্থের সমন্বয়ে তৈরী হচ্ছে। আর সেই অর্থই যদি তৈরী করতে হয় তাহলে আবার জনসাধারণের কাছ থেকেই নিতে হবে। কাজেই সেটাকে নিয়ে সকলকে নীট বেস করা যাবে কি না। যদি একদলের নীট বেস হয় তাহলে তার দ্বারা সমাজের মধ্যে আর এক দলের অভাবের অতিরিক্ত সৃষ্টি হবে কি না সেটাও সরকারকে দেখতে হবে। কাজেই এর মধ্যে যেটা হবে আমরা নাকি ধনীকে ধনী করতে চাই এবং গরীবকে আরো গরীব করতে চাই। কাজেই কিছু করতে হলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কি উপকার হচ্ছে সেটা দেখেই করতে হবে। কাজেই যদিও নীট বেস, লিভিং বেসের কথা বলা হয়েছে, যদি সেটা করতে হয় তাহলে কোনও দেশের মধ্যে সেটা পরিপূর্ণভাবে করা সম্ভব হবে কিনা সেটা দেখা উচিত। আমি অস্বীকার করছিনা কর্ম্মচারীদের যে অভাব অভিযোগ নেই। আমি স্বীকার করছি তাদের যে দাবী সেটা ন্যায় সঙ্গত দাবী। এবং সেটা একটা বিরাট সমস্যা। কাজেই তাদের প্রতি সুবিচার করতে হলে কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে সবটা দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে তাদের অভাব অভিযোগ কিভাবে দূর করা যাবে সেটা দেখতে হবে। এর জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে পে-কমিশন গঠিত হয়েছে। এবং আমাদের ত্রিপুরাতেও পে কমিশন গঠিত হয়েছে। সেই পে কমিশন দেখবে ত্রিপুরা সরকারের যে রিসোর্স আছে তা ঠিক ভাবে ব্যয় করতে পারেন কিনা। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিজে থেকে যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে প্রাইস ইন্ডেক্সের উপর নির্ভর করে কর্ম্মচারীদের পে-স্কেল গঠিত হওয়া উচিত। এবং এর জন্য যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি হচ্ছে নীট বেস, লিভিং ওয়েজ এবং মিনিমাম ওয়েজ এইগুলি বিচার বিবেচনা করে পে কমিশন রিপোর্ট দেবেন। এবং পে কমিশন রিপোর্টও দিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আমি সেটাকে ভালভাবে ষ্টাডি করি নি। তবে তিনি বলতে গিয়ে যেরূপ বলেছেন যে রিপোর্টটা প্রকাশিত হয় নি। তিনি বলছেন যে এর দ্বারা ভুক্তভোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সব চেয়ে বেশী। এই রিপোর্টের যে সারমর্ম সেটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে। সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। কাজেই এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারেরও তার অভিমতকে জানার চেষ্টা করছেন। কাজেই এবারে যেটা হচ্ছে সমগ্র কর্ম্মচারী, সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীর মধ্যে একটা সমতা আনার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এই পে কমিশনের মাধ্যমে। যখন ত্রিপুরা টেরিটরি রাজ্য

বলে গণ্য হত তখন এই পে কমিশন ছিল না। পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে উন্নীত হওয়ার বিভিন্ন কর্মচারীর মধ্যে যে এনামলি রয়েছে সেটা দূর করার জন্যই পে কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হারে ত্রিপুরাকে পে স্কেল দেয়া হয় নি, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের হারে দেয়ার কথা ছিল সেই ভাবে ডি. এ. এবং সি. এ. দেয়া হয় নি। এক সময় দেওয়া হয়েছিল যখন ত্রিপুরার নিজস্ব কোন পে-কমিশন ছিল না। এখন ত্রিপুরা ষ্টেট পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে এই জন্য তার একটা নিজস্ব ক্ষমতা হয়েছে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেইটা যদি অভিমত হয় সকলের তাহলে সেইটাকে গভীরভাবে অবলোকন করতে হবে। আমরা এইটা দেখতে পাচ্ছি যে সেইটা এসেম্বলিতে উপস্থাপিত হয় নি, হয়তো সরকার সেইটা নিজেরা আলোচনা করছেন বা কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সমস্ত মেমোরেণ্ডাম পেয়েছেন তারা সেইগুলি দেখছেন। কাজেই একটা সময় আসবে যে সময় তারা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। এখন পর্য্যন্ত সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি এবং তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেইদিকে থেকে বিচার করলে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন করে একটা পে কাঠামো তৈরী করা হচ্ছে এবং দেখা যায় যে পে-কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে অনেকের আপত্তি আছে তাহলে এই সরকারকে সমস্ত জিনিসটা আবার পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কাজেই সেই হিসাবে সরকারের যে পুনর্বিবেচনা এবং কমিশনের যে অভিমত সেইটাকে নিয়ে যখন সরকার হাউসের সামনে উপস্থিত হবে তখন এই হাউস সমস্ত জিনিসটাকে বিবেচনা করে তাদের যে অভিমত সেইটাকে ব্যক্ত করতে পারেন। এবং সেই সুযোগটা আজকে ষ্ট্রাইক উপস্থিত হওয়ায় হাউসের কাছে নেই। তার মধ্যবর্ত্তী সময়ে, যখন সরকার এইটাকে নিয়ে বিবেচনা করছেন, কারণ এইটা এমন একটা জিনিস শুধু কয়েকজনের সংগে আলোচনা করলেই হবে না, তার আগে সরকারের কি বক্তব্য সেইটাকে দেখতে হবে। তারা দেখাতে চাইছেন যে আসামে এই দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবংগে এই দেওয়া হয়েছে, মণিপুরে এই দেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকারের সেই সমস্ত রেকর্ডগুলি তাদের আনতে হবে এবং এনে তার যে রিসোর্স আছে তার সংগে তার সমতা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কতটা টাকা পাবে বা কোন কোন সোর্স থেকে তারা টাকা সংগ্রহ করতে পারে সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় জিনিসটা বিবেচনার বিষয়। কাজেই আমার নিজের মনে হয় যে এই ষ্ট্রাইকের টাইমিংসটা ঠিক হয় নি। নিশ্চয়ই তাদের ফাণ্ডামেনটেল রাইট আছে তাদের বেতন বাড়ার প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু তার যে টাইমিংসটা ঠিক হয় নি। এই অবস্থায় আমরাও আমাদের অভিমত পুরাপুরি দিতে পারছি না। কারণ কমিশন তার রিকমেনডেশন কি দিল বা সরকার তার পরিপ্রেক্ষিতে কি দিতে চাচ্ছে, কোথা থেকে তারা সেই রিসোর্স এনেছে সেই জিনিসটা এসেম্বলির সামনে উপস্থিত হতে পারে নি। কাজেই আমরা আমাদের অভিমত দিতে পারছি না। কাজেই সেইদিক থেকে আমার মনে হয় যে সরকার যেখানে কমিশন করেছেন তাদের এই ইচ্ছা আছে যে তারা নূতন করে পে ষ্ট্রাকচার করবেন এবং কোন সরকারই চায় না যে কর্মচারীরা বেতন না পান। আরেক দিক থেকে ত্রিপুরার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ আছে যেমন স্কুল নূতন বিদ্যালয় গঠন করা সেইটা বাদ দিলে চলবে না, ত্রিপুরার রাস্তাঘাট তাকে বাদ দিলে হবে না, ত্রিপুরার হসপিটালের ডাক্তার তাকে বাদ দিয়ে চলবে না,

বাদ দিলে তখন জনসাধারণ বলবে যে তোমরা যে বাজেট করেছো সমস্ত অর্থ যদি তোমরা কর্ম্মচারীকে দিয়ে দাও তাহলে আমরা কোথায় যাবো। আন্দোলন সব জায়গাতেই হতে পারে। কারণ আমরা যদি গ্রামে গ্রামে কিছু সুযোগ সুবিধা না দিতে পারি তাহলে তাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে পারে যে আমরা যে চাউল তৈরী করছি আমাদের ফসলের দাম কোথায়। আজকে এখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে কৃষকের কাছ থেকে ধান লুঠ করে আনা হয়েছে। ত্রিপুরা ছোট একটি রাজ্য। কাজেই সরকারের ধান সংগ্রহ করা দরকার কারণ তার রিসোর্স কোথায়? এইটা করার পেছনে আরও কারণ আছে এই যে আজকে দেশে চাউল নিয়ে যে মুনাফাবাজী হচ্ছে, মুল্য হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে, সরকার আসতে আসতে যদি রাষ্ট্রায়ত্ব করে, কর্পোরেশনের মাধ্যমে যদি একটা সমতা আনতে পারেন তাহলে চাউলের মুল্য মানের একটা স্থিতিশীলতা আসবে। সেইটা হতে পারে নি কেন? কারণ বিগত কয়েক বছর যে খরা গেছে তার ফলে আমাদের খাদ্য যা উদ্বৃত্ত ছিল সেইটা ফুরিয়ে গেছে। কাজেই সরকারের দৃষ্টিতে সমগ্র জিনিসটাই রয়েছে। আমরা এই বৎসর যে বাজেট পেশ করেছি, আমরা এখন পর্য্যন্ত যে বাজেট দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে দুই কোটি টাকার মত ডেফিসিট দেখানো হয়েছে। কাজেই এই বাজেট যদি এইভাবে খরচ করা হয় তাহলে দুই কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে, টাকা আরও কমতি পরবে। এই অবস্থা যেখানে চলছে এবং তার রিসোর্সটা যদি সরকারকে করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া যদি তিনি করেন তাহলে সমস্ত কিছু ত্রিপুরার উপর টেক্স হিসাবে বসাতে হবে। এখন যদি বেতন বৃদ্ধি করতে হয়, তাহলে পাঁচ টাকা করে বেতন কর্ম্মচারীদের বৃদ্ধি করলেও বছরে কোটি টাকার কাছে গিয়ে পৌছতে পারে। এই জিনিসগুলির জন্য সরকারকে ভাবার যে সময়টা দেওয়া উচিত। দেরী অনেক হয়েছে একটা একটা ধাপে দেরী হয়েছে। কাজেই নৃপেন্দ্র বাবু যেটা বলেছেন দাবী প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই থাকবে এবং আমরা যে অর্থনীতি গ্রহণ করেছি তাতে মোটামুটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে কর্মচারীদের বেতনও বাড়বে এবং সেইজন্য পে-কমিশন এখানে করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার সমস্যা মণিপুরের সমস্যার চাইতে আলাদা। সেইটা আমাদের দেখতে হবে। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিরোধী পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে উদ্বাস্তরা এসে ত্রিপুরায় ঢুকছেন। কাজেই এই যে সমস্যা সমস্তটাই সরকারকে সমাধান করতে হবে। কাজেই যেখানে আমাদের বাজেট মাত্র তৈরী হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে এই স্ট্রাইক সেইটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস সময়োচিত হয় নি। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিরাট কর্মচারী সমাজের কাছে এই আবেদন রাখব যে অন্তত এই এসেম্বলীতে এই মন্ত্রী সভা কি করছে, এই মন্ত্রী সভা যদি কিছু না করে তাহলে আমরা বিধান সভায় আছি, আমরা যাতে সমস্ত জিনিষটা দেখতে পারি। এবং এটা এমন একটা জিনিষ নয় যে কালকেই যদি সমস্ত জিনিষটা দিয়ে দেই আমরা সংগে সংগে সেই জিনিষটা করতে পারব সেই রকম সেটা সম্ভব নয়। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের যে পে স্কেল আছে এবং তার এডজাষ্টমেন্ট যা আজকে নৃপেন বাবু দেখালেন যে ক্লাস ফোরের বেতন কমে যাচ্ছে। এই রকম বহু স্কেল আছে সেগুলি কি ভাবে করতে হবে এবং কর্মচারীদের মধ্যে কি রিএকশান হচ্ছে সেটার সরকার এই সময়ের মধ্যে জেনে নিয়েছেন।

এই যে সরকার একটা সময় নিয়েছেন, মনে করি এতবড় একটা জিনিষ একবার যখন ফাইনেলাইজ হয়ে যাবে তখন হয়ত আর এক দলের একটা বিক্ষোভ দানা বেধে উঠবে। কাজেই সরকার এটা চান যে সমস্ত বিক্ষোভের অবসান করে কিভাবে এই জিনিষটা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। কাজেই আমার নিজের মত, সরকারকে সেই সুযোগ আজকে কর্ম্মচারী মহল থেকে জনসাধারণ মহল থেকে দেওয়া উচিত। এবং তার জন্য এই যে স্ট্রাইক কল করা হয়েছে সেটা তারা উইথড্র করে নিক এবং উইথড্র করার পর সরকারকে সুযোগ দিক। তারপর যদি দেখা যায় যে ৬ মাসের ভিতর—স্ট্রাইক সব সময় করা যায়, যদি দেখা যায় যে ৬ মাসের ভিতর কিছু হচ্ছে না নিশ্চয় তাদের সেই অধিকার আছে। কারণ একটা ষ্ট্রাইক যখন হয় নিশ্চয় তাদের দাবী কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে তাদের দাবীর যৌক্তিকতা আছে। তাদের দাবী যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু কতটা সরকার দিতে পারবেন সেটাও সরকারকে দেখতে হবে। কাজেই সেটাকে বিবেচনা করে আজকে যদি একটা ষ্ট্রাইক হয় তাহলে জন জীবন বিপর্যাস্ত হবে। আমরা এসেম্বলীতে এসেছি তার কাজও কিছুটা ব্যাহত হবে। অফিস আদালতে আজকে থার্টি ফার্ষ্ট মার্চ, বছরের শেষ, বহু কাজ করতে হবে। আমরা জানি যে বছরের মধ্যে শেষ দিকে সরকারের বেশী অর্থ ব্যায়িত হয় এবং এটা যাতে হয় স্বভাবতই সরকারের যে সমস্ত উন্নয়ন-মুলক কাজের জন্য যে অর্থগুলি ব্যয়িত হয়েছে সেগুলি ব্যয়িত হতে পারবে না। একদিকে আমরা যেমন এটা করছি—কিন্তু যে জনসাধারণের সেবার জন্য এবং জনসাধারণের কাজ করার জন্য যে সরকার তার সেই অর্থ ব্যয়িত হবে তা জনসাধারণের কাছে পৌছাবে না। আজকে যদি পি, ডাবলিও, ডি,র লোক কোন জায়গায় ষ্ট্রাইক করল সংগে সংগে যেখানে দালানের মজুররা কাজ করছে, যেখানে রাস্তাঘাটে লেবাররা কাজ করছে স্বভাবতই তাদেরও মজুরী পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কতগুলি এসেনশীয়েল সার্ভিস—আগরতলায় লোকে জল পাবে না এই রকম কোন কথা নয় সমস্ত জিনিষটাই বিপন্ন হয়ে যাবে। কাজেই নৃপেনবাবু যে কথা বলেছেন যে তারা ধৈর্য্য ধরেছেন। যখন তারা ধৈর্য্য ধরেছেন আমি অন্তত বলব যে তারা আর ৬ মাস ধৈর্য্য ধরে দেখুক যে অবস্থা যে কি দাঁড়ায়। তখন বিধান সভায় সমস্ত জিনিষটা আসুক এবং এই রিপোর্ট আজকে উপস্থাপিত হয়নি। সেটাও উপস্থাপিত হউক সরকারের অভিমত এবং তার সংগে কমিশনের যে অভিমত আমরাও দেখি আমরাও কি সাজেষ্ট করতে পারি এবং সরকারও কি পরিবর্ত্তন আনতে পারেন—কাজেই সেই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আজ-কের দিনে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে ত্রিপুরার বৃহত্তর কর্ম্মচারীদের নিকট এবং কর্ম্মচারী সমিতির নিকট আবেদন করব যেন তারা ষ্ট্রাইককে উইড্র করে নেয়। নিয়ে তারা সকলে মিলে কাজ করুক এবং এই থার্টিফাস্ট মার্চ্চ ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে যে অর্থ ব্যয়িত করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তার সুযোগ দিক এবং তার পরেও যদি না হয় তাহলে নিশ্চয় তাদের—যেহেতু তাদের ষ্ট্রাইক করার অধিকার আছে আবার তারা নোটিশ দিয়ে তা তারা করতে পারবেন। আর অন্য দিকে আমি মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছেও আবেদন রাখব তারা এই জিনিষটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারেন এবং অন্যান্য যারা আছেন তারাও সচেষ্ট হউন এই বক্তব্য রেখে আবার বৃহত্তর কর্ম্মচারীদের নিকট ষ্ট্রাইককে উইড্র করে একটা শান্তিপূর্ণ পরি-বেশ তারা সৃষ্টি করুক যার মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের যে দাবী দাওয়াগুলি

সেই অধিকার দিচ্ছে বলেই রোজ পথসভা ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে মন্ত্রীসভাকে বা কংগ্রেসকে দোষী করা যায় না। তিনি এই বিষয়ে অবতারণা করতে গিয়ে বলেছেন লিভিং ওয়েজের কথা, মিনিমাম ওয়েজের কথা, এবং নীট বেসের কথা। এই গুলির সবগুলিরই প্রয়োজন আছে এবং বিশদভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এবং এটা যখন করতে হবে তখন নীট বেসের ব্যাপারে যে শুধু কর্মচারীদের দেখতে হবে তা নয়, বিভিন্ন শ্রমিক, কলকারখানার কর্মচারীদের দিকটাও দেখতে হবে। এবং তারা ছাড়াও একটা বিরাট কৃষক শ্রমিক, ভূমিহীন তাদের দিকটাও রয়ে গেছে। শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের মঙ্গল হলেই চলবে না। তাদের বিষয়টাও দেখতে হবে। কিন্তু সেই অর্থ কোথা থেকে আসবে। এবং সেই অর্থ জোগাড় করার মত ক্ষমতা দেশের আছে কি না। কারণ সরকারের আয় হচ্ছে সেই আয় একমাত্র ট্যাক্স ইত্যাদি দ্বারাই হচ্ছে। এই ট্যাক্স আবার ডাইরেক্ট এবং ইন-ডাইরেক্ট হতে পারে। এই দুটো অর্থের সমন্বয়ে তৈরী হচ্ছে। আর সেই অর্থই যদি তৈরী করতে হয় তাহলে আবার জনসাধারণের কাছ থেকেই নিতে হবে। কাজেই সেটাকে নিয়ে সকলকে নীট বেস করা যাবে কি না। যদি একদলের নীট বেস হয় তাহলে তার দ্বারা সমাজের মধ্যে আর এক দলের অভাবের অতিরিক্ত সৃষ্টি হবে কি না সেটাও সরকারকে দেখতে হবে। কাজেই এর মধ্যে যেটা হবে আমরা নাকি ধনীকে ধনী করতে চাই এবং গরীবকে আরো গরীব করতে চাই। কাজেই কিছু করতে হলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কি উপকার হচ্ছে সেটা দেখেই করতে হবে। কাজেই যদিও নীট বেস, লিভিং বেসের কথা বলা হয়েছে, যদি সেটা করতে হয় তাহলে কোনও দেশের মধ্যে সেটা পরিপূর্ণভাবে করা সম্ভব হবে কিনা সেটা দেখা উচিত। আমি অস্বীকার করছিনা কর্মচারীদের যে অভাব অভিযোগ নেই। আমি স্বীকার করছি তাদের যে দাবী সেটা ন্যায় সঙ্গত দাবী। এবং সেটা একটা বিরাট সমস্যা। কাজেই তাদের প্রতি সুবিচার করতে হলে কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে সবটা দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে তাদের অভাব অভিযোগ কিভাবে দূর করা যাবে সেটা দেখতে হবে। এর জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে পে-কমিশন গঠিত হয়েছে। এবং আমাদের ত্রিপুরাতেও পে কমিশন গঠিত হয়েছে। সেই পে কমিশন দেখবে ত্রিপুরা সরকারের যে রিসোর্স আছে তা ঠিক ভাবে ব্যয় করতে পারেন কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিজে থেকে যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে প্রাইস ইন্ডেক্সের উপর নির্ভর করে কর্মচারীদের পে-স্কেল গঠিত হওয়া উচিত। এবং এর জন্য যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি হচ্ছে নীট বেস, লিভিং ওয়েজ এবং মিনিমাম ওয়েজ এইগুলি বিচার বিবেচনা করে পে কমিশন রিপোর্ট দেবেন। এবং পে কমিশন রিপোর্টও দিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আমি সেটাকে ভালভাবে স্টাডি করি নি। তবে তিনি বলতে গিয়ে যেকথা বলেছেন যে রিপোর্টটা প্রকাশিত হয় নি। তিনি বলছেন যে এর দ্বারা ভুক্তভোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সব চেয়ে বেশী। এই রিপোর্টের যে সারমর্ম সেটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে। সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। কাজেই এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারেরও তার অভিমতকে জানার চেষ্টা করছেন। কাজেই এবারে যেটা হচ্ছে সমগ্র কর্মচারী, সকল শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে একটা সমতা আনার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এই পে কমিশনের মাধ্যমে। যখন ত্রিপুরা টেরিটরি রাজ্য

বলে গণ্য হত তখন এই পে কমিশন ছিল না। পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে উন্নীত হওয়ায় বিভিন্ন কর্মচারীর মধ্যে যে এনামলি রয়েছে সেটা দূর করার জন্যই পে কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি অভি-যোগ করে বলেছেন ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হারে ত্রিপুরাকে পে স্কেল দেয়া হয় নি, কেন্দ্রীয় কম-চারীদের হারে দেয়ার কথা ছিল সেই ভাবে ডি. এ. এবং সি. এ. দেয়া হয় নি। এক সময় দেওয়া হয়েছিল যখন ত্রিপুরার নিজস্ব কোন পে-কমিশন ছিল না। এখন ত্রিপুরা ষ্টেট পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে এই জন্য তার একটা নিজস্ব ক্ষমতা হয়েছে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেইটা যদি অভিমত হয় সকলের তাহলে সেইটাকে গভীরভাবে অবলোকন করতে হবে। আমরা এইটা দেখতে পাচ্ছি যে সেইটা এসেম্বলিতে উপস্থাপিত হয় নি, হয়তো সরকার সেইটা নিজেরা আলোচনা করছেন বা কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সমস্ত মেমোরেণ্ডাম পেয়েছেন তারা সেইগুলি দেখছেন। কাজেই একটা সময় আসবে যে সময় তারা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। এখন পর্য্যন্ত সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি এবং তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেইদিকে থেকে বিচার করলে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে নুতন করে একটা পে কাঠামো তৈরী করা হচ্ছে এবং দেখা যায় যে পে-কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে অনেকের আপত্তি আছে তাহলে এই সরকারকে সমস্ত জিনিসটা আবার পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কাজেই সেই হিসাবে সরকারের যে পুনর্বিবেচনা এবং কমিশনের যে অভিমত সেইটাকে নিয়ে যখন সরকার হাউসের সামনে উপস্থিত হবে তখন এই হাউস সমস্ত জিনিসটাকে বিবেচনা করে তাদের যে অভিমত সেইটাকে ব্যক্ত করতে পারেন। এবং সেই সুযোগটা আজকে ষ্ট্রাইক উপস্থিত হওয়ায় হাউসের কাছে নেই। তার মধ্যবর্ত্তী সময়ে, যখন সরকার এইটাকে নিয়ে বিবেচনা করছেন, কারণ এইটা এমন একটা জিনিস শুধু কয়েকজনের সংগে আলোচনা করলেই হবে না, তার আগে সরকারের কি বক্তব্য সেইটাকে দেখতে হবে। তারা দেখাতে চাইছেন যে আসামে এই দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবংগে এই দেওয়া হয়েছে, মণিপুরে এই দেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকারের সেই সমস্ত রেকর্ডগুলি তাদের আনতে হবে এবং এনে তার যে রিসোর্স আছে তার সংগে তার সমতা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কতটা টাকা পাবে বা কোন কোন সোর্স থেকে তারা টাকা সংগ্রহ করতে পারে সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় জিনিসটা বিবেচনার বিষয়। কাজেই আমার নিজের মনে হয় যে এই ষ্ট্রাইকের টাইমিংসটা ঠিক হয় নি। নিশ্চয়ই তাদের ফাণ্ডামেনটেল রাইট আছে তাদের বেতন বাড়ার প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু তার যে টাইমিংসটা ঠিক হয় নি। এই অবস্থায় আমরাও আমাদের অভিমত পুরাপুরি দিতে পারছি না। কারণ কমিশন তার রিকমেনডেশন কি দিল বা সরকার তার পরিপ্রেক্ষিতে কি দিতে চাচ্ছে, কোথা থেকে তারা সেই রিসোর্স এনেছে সেই জিনিসটা এসেম্বলির সামনে উপস্থিত হয়ে পারে নি। কাজেই আমরা আমাদের অভিমত দিতে পারছি না। কাজেই সেইদিক থেকে আমার মনে হয় যে সরকার সেখানে কমিশন করেছেন তাদের এই ইচ্ছা আছে যে তারা নুতন করে পে ষ্ট্রাকচার করবেন এবং কোন সরকারই চায় না যে কর্মচারীরা বেতন না পান। আরেক দিক থেকে ত্রিপুরার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ আছে যেমন নুতন নুতন বিদ্যালয় গঠন করা সেইটা বাদ দিলে চলবে না, ত্রিপুরার রাস্তাঘাট তাকে বাদ দিলে হবে না, ত্রিপুরার হসপিটালের ডাক্তার তাকে বাদ দিয়ে চলবে না,

বাদ দিলে তখন জনসাধারণ বলবে যে তোমরা যে বাজেট করেছো সমস্ত অর্থ যদি তোমরা কর্মচারীকে দিয়ে দাও তাহলে আমরা কোথায় যাবো। আন্দোলন সব জায়গাতেই হতে পারে। কারণ আমরা যদি গ্রামে গ্রামে কিছু সুযোগ সুবিধা না দিতে পারি তাহলে তাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে পারে যে আমরা যে চাউল তৈরী করছি আমাদের ফসলের দাম কোথায়। আজকে এখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে কৃষকের কাছ থেকে ধান লুঠ করে আনা হয়েছে। ত্রিপুরা ছোট একটি রাজ্য। কাজেই সরকারের ধান সংগ্রহ করা দরকার কারণ তার রিসোর্স কোথায়? এইটা করার পেছনে আরও কারণ আছে এই যে আজকে দেশে চাউল নিয়ে যে মুনাফাবাজী হচ্ছে, মূল্য হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে, সরকার আসতে আসতে যদি রাষ্ট্রায়ত্ব করে, কর্পোরেশনের মাধ্যমে যদি একটা সমতা আনতে পারেন তাহলে চাউলের মূল্য মানের একটা স্থিতিশীলতা আসবে। সেইটা হতে পারে নি কেন? কারণ বিগত কয়েক বছর যে খরা গেছে তার ফলে আমাদের খাদ্য যা উদ্বৃত্ত ছিল সেইটা ফুরিয়ে গেছে। কাজেই সরকারের দৃষ্টিতে সমগ্র জিনিসটাই রয়েছে। আমরা এই বৎসর যে বাজেট পেশ করেছি, আমরা এখন পর্য্যন্ত যে বাজেট দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে দুই কোটি টাকার মত ডেফিসিট দেখানো হয়েছে। কাজেই এই বাজেট যদি এইভাবে খরচ করা হয় তাহলে দুই কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে, টাকা আরও কমতি পরবে। এই অবস্থা যেখানে চলছে এবং তার রিসোর্সটা যদি সরকারকে করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া যদি তিনি করেন তাহলে সমস্ত কিছু ত্রিপুরার উপর টেক্স হিসাবে বসাতে হবে। এখন যদি বেতন বৃদ্ধি করতে হয়, তাহলে পাঁচ টাকা করে বেতন কর্মচারীদের বৃদ্ধি করলেও বছরে কোটি টাকার কাছে গিয়ে পৌছতে পারে। এই জিনিসগুলির জন্য সরকারকে ভাবার যে সময়টা দেওয়া উচিত। দেরী অনেক হয়েছে একটা একটা ধাপে দেরী হয়েছে। কাজেই নৃপেন্দ্র বাবু যেটা বলেছেন দাবী প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই থাকবে এবং আমরা যে অর্থনীতি গ্রহণ করেছি তাতে মোটামুটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে কর্মচারীদের বেতনও বাড়বে এবং সেইজন্য পে-কমিশন এখানে করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার সমস্যা মণিপুরের সমস্যার চাইতে আলাদা। সেইটা আমাদের দেখতে হবে। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিরোধী পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে উদ্বাস্তুরা এসে ত্রিপুরায় ঢুকছেন। কাজেই এই যে সমস্যা সমস্তটাই সরকারকে সমাধান করতে হবে। কাজেই যেখানে আমাদের বাজেট মাত্র তৈরী হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে এই স্ট্রাইক সেইটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস সময়োচিত হয় নি। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিরাট কর্মচারী সমাজের কাছে এই আবেদন রাখব যে অন্তত এই এসেম্বলীতে এই মন্ত্রী সভা কি করছে, এই মন্ত্রী সভা যদি কিছু না করে তাহলে আমরা বিধান সভায় আছি, আমরা যাতে সমস্ত জিনিষটা দেখতে পারি। এবং এটা এমন একটা জিনিষ নয় যে কালকেই যদি সমস্ত জিনিষটা দিয়ে দেই আমরা সংগে সংগে সেই জিনিষটা করতে পারব সেই রকম সেটা সম্ভব নয়। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের যে পে স্কেল আছে এবং তার এডজাষ্টমেন্ট যা আজকে নৃপেন বাবু দেখালেন যে ক্লাস ফোরের বেতন কমে যাচ্ছে। এই রকম বহু স্কেল আছে সেগুলি কি ভাবে করতে হবে এবং কর্মচারীদের মধ্যে কি রিএকশান হচ্ছে সেটার সরকার এই সময়ের মধ্যে জেনে নিয়েছেন।

এই যে সরকার একটা সময় নিয়েছেন, মনে করি এতবড় একটা জিনিষ একবার যখন ফাইনেলাইজ হয়ে যাবে তখন হয়ত আর এক দলের একটা বিক্ষোভ দানা বেধে উঠবে। কাজেই সরকার এটা চান যে সমস্ত বিক্ষোভের অবসান করে কিভাবে এই জিনিষটা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। কাজেই আমার নিজের মত, সরকারকে সেই সুযোগ আজকে কর্মচারী মহল থেকে জনসাধারণ মহল থেকে দেওয়া উচিত। এবং তার জন্য এই যে স্ট্রাইক কল করা হয়েছে সেটা তারা উইথড্র করে নিক এবং উইথড্র করার পর সরকারকে সুযোগ দিক। তারপর যদি দেখা যায় যে ৬ মাসের ভিতর—স্ট্রাইক সব সময় করা যায়, যদি দেখা যায় যে ৬ মাসের ভিতর কিছু হচ্ছে না নিশ্চয় তাদের সেই অধিকার আছে। কারণ একটা ষ্ট্রাইক যখন হয় নিশ্চয় তাদের দাবী কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে তাদের দাবার যৌক্তিকতা আছে। তাদের দাবী যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু কতটা সরকার দিতে পারবেন সেটাও সরকারকে দেখতে হবে। কাজেই সেটাকে বিবেচনা করে আজকে যদি একটা ষ্ট্রাইক হয় তাহলে জন জীবন বিপর্যস্ত হবে। আমরা এসেম্বলীতে এসেছি তার কাজও কিছুটা ব্যাহত হবে। অফিস আদালতে আজকে থার্টি ফার্ষ্ট মার্চ, বছরের শেষ, বহু কাজ করতে হবে। আমরা জানি যে বছরের মধ্যে শেষ দিকে সরকারের বেশী অর্থ ব্যায়িত হয় এবং এটা যাতে হয় স্বভাবতই সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে অর্থগুলি ব্যয়িত হয়েছে সেগুলি ব্যয়িত হতে পারবে না। একদিকে আমরা যেমন এটা করছি—কিন্তু যে জনসাধারণের সেবার জন্য এবং জনসাধারণের কাজ করার জন্য যে সরকার তার সেই অর্থ ব্যয়িত হবে তা জনসাধারণের কাছে পৌছাবে না। আজকে যদি পি, ডাবলিও, ডি,র লোক কোন জায়গায় ষ্ট্রাইক করল সংগে সংগে যেখানে দালানের মজুররা কাজ করছে, যেখানে রাস্তাঘাটে লেবাররা কাজ করছে স্বভাবতই তাদেরও মজুরী পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কতগুলি এসেনশীয়েল সার্ভিস—আগরতলায় লোকে জল পাবে না এই রকম কোন কথা নয় সমস্ত জিনিষটাই বিপন্ন হয়ে যাবে। কাজেই নৃপেনবাবু যে কথা বলেছেন যে তারা ধৈর্য্য ধরেছেন। যখন তারা ধৈর্য্য ধরেছেন আমি অন্তত বলব যে তারা আর ৬ মাস ধৈর্য্য ধরে দেখুক যে অবস্থা যে কি দাঁড়ায়। তখন বিধান সভায় সমস্ত জিনিষটা আসুক এবং এই রিপোর্ট আজকে উপস্থাপিত হয়নি। সেটাও উপস্থাপিত হউক সরকারের অভিমত এবং তার সংগে কমিশনের যে অভিমত আমরাও দেখি আমরাও কি সাজেষ্ট করতে পারি এবং সরকারও কি পরিবর্তন আনতে পারেন—কাজেই সেই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আজকের দিনে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে ত্রিপুরায় বৃহত্তর কর্মচারীদের নিকট এবং কর্মচারী সমিতির নিকট আবেদন করব যেন তারা ষ্ট্রাইককে উইড্র করে নেয়। নিয়ে তারা সকলে মিলে কাজ করুক এবং এই থার্টি ফার্স্ট মার্চ ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে যে অর্থ ব্যয়িত করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তার সুযোগ দিক এবং তার পরেও যদি না হয় তাহলে নিশ্চয় তাদের—যেহেতু তাদের ষ্ট্রাইক করার অধিকার আছে আবার তারা নোটিশ দিয়ে তা তারা করতে পারবেন। আর অন্য দিকে আমি মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছেও আবেদন রাখব তারা এই জিনিষটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারেন এবং অন্যান্য যারা আছেন তারাও সচেষ্ট হউন এই বক্তব্য রেখে আবার বৃহত্তর কর্মচারীদের নিকট ষ্ট্রাইককে উইড্র করে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তারা সৃষ্টি করুক যার মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের যে দাবী দাওয়াগুলি

আছে সেগুলি যাতে শেষ করা যায় তার জন্য আমি আবেদন রাখব। এই জন্য আবেদন রাখব ষ্ট্রাইক করে যে জিনিষটা পাওয়া যাবে সেটা যদি সময় দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া যায় তাহলে জনজীবন ব্যাহত হল না অথচ তাদেরও কাজ হয়ে গেল। কাজেই তার আজকে সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অঞ্চলের মধ্যে যারা আছেন তার মধ্যে আমি বর্ষীয়ান। যদিও নৃপেনবাবু চাইতে আমি কিছু ছোটই হব তাহলেও আমার যে বিবেচনা সমগ্র ত্রিপুরার আদি-বাসী জনতার, সমস্ত লোকের কথা মনে করে আজকে— যদি সরকারের দেরীও হয়ে থাকে এটাকে একটা অন্য চোখে দেখে অন্তত কর্মচারীরা তাদের ষ্ট্রাইক উইথ্‌ড্র করে নিক। তারপর শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিভাবে সমস্ত জিনিষটা করা যায়—আর এটা এমন একটা জিনিষ নয় যে এক দিনের আলোচনায় এটা শেষ হয়ে যাবে এটা এক দিনের আলোচনায় শেষ হবে না। ধাপে ধাপে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এনোমেলী আছে এতে বহু সময় দরকার। এটা নয় যে একটা কমিশান বসিয়ে ৬ মাস বা এক বছর বসিয়েই এটা করা হয়েছে তাকে আজকে সমালোচনা করা হচ্ছে। একটা কমিশান আজকে তার সাক্ষী সাবুদ নিয়ে ৬ বছরে এটা করেছেন সেটা সমালোচনা হচ্ছে। কাজেই আজকে যে তারা বলেছেন আজ আলোচনায় বসুন। কাল আলোচনায় বসলেই যে এক দিনে সেটা হয়ে যাবে সেটা সম্ভব নয় কাজেই তার মধ্যে অনেক জিনিষ রয়ে গেছে। সেই জন্যই আমি আবার আপনার মারফত বৃহত্তর কর্মচারী সমাজের কাছে এবং তার যে ইউনিয়নস আছে তার নেতৃবৃন্দের কাছে এবং বিরোধী নেতার কাছে আবেদন করব যে তারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে ত্রিপুরার মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করুন যার পরবর্তী পর্য্যায়ে বিধান সভায় আমরা যেভাবে কাজ করছি তার পরবর্তী ধাপে আমরাও যাতে তাদের সংগে সেই দাবীর সামিল হতে পারি তার পরিবেশ তারা সৃষ্টি করুন এই ষ্ট্রাইককে উইথ্‌ড্র করে এবং জনজীবনের একটা সুন্দর আশ্বাস তারা এনে দিক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপলক্ষ করে আমি এখানে বক্তব্য রাখছি না, সেজন্য সেটা উপলক্ষ করে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য পরে বলব। আমি শুধু কর্মচারীদের যে ধর্মঘটের প্রয়োজন তার প্রিপ্রেক্ষিতে সরকারের মনোভাব সম্পর্কে আমি পরিষ্কারভাবে এখানে বলতে চাই এবং সেটাই আমি ষ্টেটমেন্ট হিসাবে বলছি—আগামী ১৯শে মার্চ সরকারী কর্মচারীদের ধর্ম্ম-ঘট ডাকা হয়েছে। যারা এই ধর্ম্মঘটের উদ্যোক্তা তারা কেন ঠিক এই মূহুর্ত্তে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। কর্ম্মচারীদের বেতন ও দাবী দাওয়া সম্পর্কে সরকার বরাবরই সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করে এসেছেন। ত্রিপুরার পে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এখনও চুড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়নি। কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে ১০ই ফেবরুয়ারীর মধ্যে কর্মচারীদের মতামত চাওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিবেদনও সরকার পেয়েছেন। এই কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে বেতন পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটা জটিল এবং এই সম্পর্কে বিশদ পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন এবং তা সময় সাপেক্ষ। আগেই বলেছি কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে মতামত

জ্ঞাপনের শেষ তারিখ ছিল ১০ তারিখ। সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের বেতন কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের তৃতীয় পে কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে মিলিয়ে সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছেন। দুঃখের বিষয় পে কমিশনের সুপারিশ যখন সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে ঠিক তখনি এবং এই সম্পর্কে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে একতরফাভাবে ধর্ম্মঘটের আহ্বান জানানো হইয়াছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি সম্পর্কে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ সরকার ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে তিন দফায় কর্মচারীদের জন্য অন্তবর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুরী করেছেন। এছাড়াও অতি সম্প্রতি বাকা ১০ টাকা হারে আর এক দফা সাময়িক ভাতা মঞ্জুর করেছেন। সাময়িক ভাতা আরও বাড়ানো যায় কিনা তা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়ে অহেতুক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্ব্বপ্রকার সরকারী কার্য্য পরিচালনা অচল করবার যে উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে তা যদি সফল হয় তাহলে সরকারের অপরাপর জনকল্যাণমূলক কাজের সংগে কর্ম্মচারীদের বেতন পুনর্গঠন সম্পর্কে সরকারের বিচার বিবেচনার কাজটাও ব্যহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই কথা সকলেই জানেন যে সরকারের আর্থিক সংগতি সীমাবদ্ধ। বেতন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন তা কিভাবে সংকুলান করা যায় সরকারকে অবশ্যই তা ভেবে দেখতে হবে। কোন কোন মহল থেকে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে সরকার এই বৎসরের আর্থিক বরাদ্দ থেকে অনেক টাকা ফেরত দিয়েছেন। অভিযোগটা আদৌ সত্য নয়। প্রথমতঃ ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যদি সময়ে খরচ নাও হয় তথাপি ঐ অর্থ ফেরত যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পে কমিশনের সুপারিশ বাবত বরাদ্দকৃত ১২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯১ লক্ষ টাকা উপরিল্লিখিত অন্তবর্তীকালীন ভাতা বাবতে ব্যয় হয়েছে। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের শেষে বিশেষ করে এই সময়েই যখন গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণের কল্যাণে টেষ্ট রিলিফ ও খয়রাত সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তখন সরকারী কর্মচারীদের কর্ম্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এই সব গরীব মানুষদের আঘাত করবে। আমি আশা করি সরকারের সীমিত আর্থিক সংগতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম্মচারীরা নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবী উত্থাপনের সংগে সংগে বেকারদের জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মসংস্থানের সমস্যাটাও ভেবে দেখবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারকে যে আশু সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছে তাও স্মরণ রাখবেন। সমগ্র দেশ আজ এক জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্যে অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রেখে জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখা কঠিন সমস্যা। ধর্মঘটের ফলে শুধুমাত্র সরকারী দপ্তরগুলিতেই কর্মবিরতি ঘটবেনা সামগ্রিকভাবে নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। একমাত্র খাদ্য দপ্তরের কর্ম্মচারীদের অনুপস্থিতি রেশন ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনবে যার ফল ভোগ করবেন সাধারণ ক্রেতা ও সর্ব্বস্তরের জনসাধারণ। অনুরূপভাবে হাসপাতালে, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা অচল হলে জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভুগতে হবে। অধিকাংশ কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে আমি শ্রদ্ধাশীল। বেতন

কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না জেনে ধর্মঘট করার কোন যৌক্তিকতা নাই এবং এই ধর্মঘটের ফলে কর্মচারীদের কোন লাভই হবে না এই কথা তারা সহজেই বুঝতে পারবেন। সংগে সংগে এটাও তারা বুঝবেন যে ধর্মঘটের ফলে জনজীবনের যে দুর্ভোগ দেখা দেওয়ার আশংকা রয়েছে তার ফল তারা নিজেরাই ভোগ করবেন, কারণ সরকারী কর্মচারী হলেও তারা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তারাও ক্রেতা জনসাধারণেরই অংশ। আমি আশা করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিজেদের তথা বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে আহ্বান অগ্রাহ্য করে নিজ নিজ কাজ চালিয়ে যাবেন।

পরিশেষে আমি এই কথা বলতে চাই যে অল্প সংখ্যক কর্মচারীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজের ফলে সরকারী কাজকর্ম ব্যাহত হবে এবং জনসাধারণকে দুর্ভোগ ভুগতে হবে এটা সরকার মেনে নেবেন না। আমি কর্তব্যনিষ্ঠ সকল কর্মচারীদের এই বলে আশ্বাস দিতে চাই তারা যাতে বিনা বাধায় নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন তার জন্য সরকার সর্ববিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ অথবা ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা হইলে সরকার জনস্বার্থে নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারেন না। সাধারণ কর্মচারীদের সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আমি আশা পোষণ করি। আমরা আশা করি কর্মচারীরা সকল রকম প্ররোচনা উপেক্ষা করে নিজ নিজ কাজে যোগ দেবেন এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখতে সরকারের সংগে সহযোগিতা করবেন। আমি আরও আশা করি কর্মচারীদের তথা বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে ধর্মঘটের উদ্যোক্তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট করেছেন তার উপর আমরা ডিসকাশান ডিমাণ্ড করেছি এবং একটা মোশন আমি পড়ছি।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আমি একটা মোশন দিয়েছিলাম এর উপর।

মিঃ স্পীকার :— আমি এটা পেয়েছি। আমি দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এটা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের আলোচনার অংশ নয়। কলিং অ্যাটেনশানের উপর স্টেটমেন্ট করছেন। সেজন্য আমি অ্যাকর্ডিং টু রুল এটার উপর ডিস্‌কাশন ডিমাণ্ড করছি এবং তার নোটিশ আমি আপনাদের কাছে দিয়েছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং অ্যাটেনশানের উপর ষ্টেটমেন্ট হলে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশানে এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেটমেন্ট করা যায় না। সেইজন্যই আমি একটা আলাদা ডিসকাশান ডিমাণ্ড করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলিং অ্যাটেনশানের উপর ষ্টেটমেন্ট করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ষ্টেটমেন্টের উপর আলোচনার জন্য মোশন দেওয়ার অধিকার মেম্বারদের আছে। কাজেই অ্যাকর্ডিং টু রুলস আই ক্যান ডিমাণ্ড ডিসকাশান। দিস ইজ ভেরী ইম্‌পোর্টেন্ট ষ্টেটমেন্ট এবং শুধু আমি নই, অন্যান্য মেম্বাররাও এই আলোচনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে চাইবেন। কারণ কাল চলে গেলে পরশু এক লক্ষ লোকের জীবন জড়িত, ৩০ হাজার কর্মচারী সমেত তাদের পরিবারের লোক সহ জড়িত। ১৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ লক্ষ লোক জড়িত। এটায় ডিসকাশান আমি ডিমাণ্ড করছি এবং রুলস পারমিট করে আমাকে ডিস-কাশান ডিমাণ্ড করতে। আমি আশা করি এই সম্পর্কে বিবেচনা করে আপনি রুলিং দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আমি বিবেচনা করব, পরে আপনাকে আমি জানাব।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর আগে জোলাইবাড়া সম্পর্কে একটা আমার ষ্টেটমেন্ট করার কথা ছিল এবং সেই অনুযায়ী আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনা যখন হয়েছে তখন এই প্রসঙ্গে ষ্টেটমেন্ট করার আরও প্রয়োজন আছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তো সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর উত্তর দেওয়ার সময়ে বলতে পারতেন, কারণ একটা ডিসকাশনের মাঝখানে, আমার এজেণ্ডার মধ্যে নেই—

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— তিনি স্টেটমেন্ট দিলে স্টেটমেন্টের উপর আলোচনা করা যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তার একটা প্রভিশান চাই। এটা যদি হয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট করবেন আলাদা, তাহলে কালকের এজেণ্ডার অন্তর্ভুক্ত করুন। আপত্তি নাই। প্রপার ওয়েতে করবেন। তার মধ্যে একটা ষ্টেটমেন্ট অলরেডি ঢুকে গেছে এবং তিনি আবার ঢুকাচ্ছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— কালকে দিন না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টারের কি বক্তব্য এই বিষয়ে? আপনি কি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বলবেন, তারপর স্টেটমেন্ট করবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর ডিসকাশন করব

মিঃ স্পীকার :— ছাটস অল রাইট। শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— দশ মিনিট স্যার।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২১, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনা করতে চাই। ইনফরমেশান এণ্ড পাবলিসিটি এটার মধ্যে দেখছি ওরিজিন্যাল যে বাজেট এতে ছিল ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং এখানে একসেস গ্রাণ্ট চাওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ইনফরমেশান এণ্ড পাবলিসিটির জন্য। আমি বুঝতে পারছি না এর মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যার অধিক প্রচারের জন্য আরও টাকা চাই। একটা দেখছি যে একসপানশান এণ্ড রি-অরগানাইজেশান অব ডাইরেক্টরেট সেট-আপ—ডাইরেক্টরেট আরও একসপাণ্ড করা দরকার, হয়তো সেখানে আরও অফিসার বাড়ানো দরকার, তার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা তিনি একসেস গ্র্যান্ট চেয়েছেন। এই পিরিয়ডের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী ঘন ঘন যাওয়া ছাড়া আরতো কোন নুতন ঘটনা ঘটেনি। এমন কোন কল কারখানা হয়নি যার জন্য বিস্তর এ্যাডভার্টাইজমেন্ট সারা ভারতবর্ষে করতে হবে। কোন ঘটনা ঘটল না, কোন কল কারখানা বাড়ল না, আমাদের কার্যক্রম বরং আরও কমে গেছে টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদির কাজকর্ম কমে গেছে, সব জায়গায় যখন একটা দুরাবস্থার পর্যায়ে পৌঁচেছে, অথচ এখানে একসেস গ্র্যান্ট চাই। যদি পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হত, কিন্তু আমরা দেখছি যে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে কাগজের দাম খুব বেড়ে গেছে, প্রিন্টিং কষ্ট বেড়ে গেছে, ছোট খাট যে সব পত্রিকা, যেগুলি এখানে এতদিন চলত, তাদের পত্রিকাগুলি চালু রাখার জন্য তাদের একটা সোর্স অব ইনকাম ছিল সরকারী বিজ্ঞাপন, যদি সেই বিজ্ঞাপন একটা ন্যায় নীতির মধ্য দিয়ে বিলি বণ্টন হত, তাহলে, সেটা তাদের একটা সোর্স অব ইনকাম ছিল, কিন্তু সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে সেটা সিরিয়াসলী কাটেল করা হয়েছে এবং সেই যে পত্রিকাওয়ালা যারা বনমালীপুর ঘন ঘন যাতায়াত করেন, তাঁর সঙ্গে একমত তারাই সেইসব বিজ্ঞাপন পায়। আমরা দেখছি গত দুই বছরের মধ্যে অসংখ্য পত্রিকা যেগুলির কোন সম্ভাবনা ছিল না সেগুলি উঠে গেছে, এবং যেগুলি এতদিন যেগুলি চলল সেগুলি পর্যাপ্ত দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে, কারণ সরকারী বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইনফরমেশান সেন্টারে পর্যন্ত সেগুলি নেওয়া হয় না এবং বিধান সভার রিডিং রুম বা লাইব্রেরী যাই বলুন, সেখানে বিরোধী দলের কোন পত্রিকা যদি খোঁজ করা হয়, তাহলে বলা হয় যে এইসব পত্রিকা এখানে রাখা হয় না, তাঁরা যদি দয়া করে বিনা মূল্যে দেয় তাহলে পত্রিকা পাওয়া যায়। ইনফরমেশান সেন্টারেও সেই পত্রিকাগুলি নেওয়া হয় না। আগে যেগুলি সেখানে ক্রয় করা হত, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথচ তার জন্য প্রচুর টাকা চাওয়া হচ্ছে। পাবলিসিটি থেকে কিছু কিছু বুলেটিন ইত্যাদি বের করা হয়। রিসেন্টলী আমরা দেখছি তাদের বুলেটিনে খবর বের হচ্ছে সেই সালেম পাতার পূজা নিয়ে। কোথায় কি বক্তৃতা হল, কোন সর্দার কোথায় বক্তৃতা দিল কোন কোন মন্ত্রী গেলেন, সেগুলির খবর পর্যন্ত ঘটা করে বের করা হয়। সালেম পাতার পূজার ব্যাপারটার ইতিহাস কি? আমরা যতটুকু জানি, ত্রিপুরায় রিয়ান সর্দাররা এই পূজা করার জন্য সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ পরিবারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করতেন এবং সেই টাকার একটা অংশ পূজায় ব্যয় করা হত এবং আরেকটা অংশ রাজাদের কর হিসেবে বা ভেট হিসেবে দেওয়া হত। সেই জা নিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক

ভিত্তিতে সেই গোমতী নদী থেকে মুহুরী নদীর মাঝখানে যেসব রিয়ান থাকত, তারা একটা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সেই পূজা করতেন। এবং সেই পূজা উপলক্ষে রিয়ান চৌধুরীরা টাকা পয়সা তুলতেন এবং মানুষের উপর অসম্ভব অত্যাচার করতেন। এর বিরুদ্ধে রতনমণি বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তারপর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই ফিউডাল সিষ্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন বলে, রতনমণিকে ধরে আনা হয় এবং তাকে বলি দেওয়া হয়। যে পূজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত সেটাকে কি আবার চালু করতে চান? ফিউডাল সিষ্টেম হিসেবে যেটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, আজকে দেও নদীর পাড়ে সেটা কি চালু করতে চান? কি দেখা যায়? আমরা দেখছি সেখানে উপজাতি মন্ত্রী, উপ-শিক্ষা মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী সেখানে অভ্যাগত। ২৫ হাজার টাকা সেখানে খরচ করা হয়, ১০০ মহিষ, ১০০ মুরগী ইত্যাদি সে পূজোতে লাগবে এবং সাধারণ মানুষের বাড়ী থেকে জোর করে পূজার চাঁদা আদায় করা হবে, সেখানে ব্লক থেকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সেখানে কোন মন্ত্রী কি বললেন এবং কোন সর্দার কি বললেন সেই খবর পাবলিসিটি ইনফরমেশানে সেন্টারের জন্য বিশেষ ঘটা করে, প্রচুর টাকা খরচ করে—একথা আমি এখানে এইজন্য তুলতে চাইছি যে যেখানে সত্যিকারের পাবলিসিটি দরকার, যার দ্বারা মানুষের উপকার হতে পারে, পত্র পত্রিকাগুলিকে সাহায্য করা যেতে পারে, সেখানে কোন কিছু খরচ করা হয় নাই। এখানে আমরা কি দেখি—বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন করা হল হাজার হাজার টাকা খরচ করে দিল্লী, কলিকাতা, বাংলাদেশ প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল এবং তার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করা হল, তখন আমরা দেখছি যে এখানকার পত্রিকাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁদের যে ইনফরমেশান এবং তাদের যে নিমন্ত্রণ করা, তাদের যে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া সেটা দেওয়া হয়নি এবং সবচেয়ে বেশী সুযোগ তাদের হত যদি তাদের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সঠিক ভাবে দেওয়া হত। কাজেই এই যে একসেস বাজেট চাওয়া হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি এইজন্যে যে এর মধ্যে এই ডিপার্টমেন্টের যে ইনডিস্ক্রিমিনেশান, পত্রিকার প্রতি যে অসম ব্যবহার পত্র পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে তারই জন্য। আজকে শাসক গোষ্ঠী বুঝতে পেরেছেন যে মানুষের চেতনা শক্তি বিকশিত হচ্ছে, কাজেই পূজা-আর্চার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভেদাভেদ জাগিয়ে তোলার জন্যই সেইসব অনুষ্ঠানকে পাবলিসিটি এবং ইনফরমেশানে আনা হচ্ছে। কাজেই আমি এই গ্রান্ট এদিক থেকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভটাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের হাউসের সামনে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার পক্ষে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য অনিল বাবু যা বলেছেন, তাঁরা বিশেষভাবে তিনটি পয়েন্ট সেখানে এনেছেন যে কারণে তারা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সমর্থন করেন নি। প্রথম হল এই সরকার কর্মচারীদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছেন। ২য় হচ্ছে এখানকার সি, আর, পি জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেছে, নির্বিচারে গুলি করে লোক হত্যা করছে, কাজেই সি, আর, পি, জন্য উদ্বৃত্ত বাজেট তারা সমর্থন করেন না। ৩য় হচ্ছে পাবলিসিটির ব্যাপারে যে অতিরিক্ত

বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেগুলি তারা অযৌক্তিক বলে এই অতিরিক্ত বাজেট উনারা পরিত্যাগ করেছেন। এই যে তিনটি পয়েন্ট উনারা পেশ করেছেন তার মধ্যে লাগাতার ধম ঘটের কথা বলেছেন। লাগাতর ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টে আমরা পেয়েছি। আমাদের দলীয় মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িৎ বাবু বলেছেন। আমি দুই একটি কথা তাদের বক্তব্যের উপর রাখছি। প্রথমত: কর্মচারীদের এই ধর্মঘট, যে লাগাতর ধর্মঘটের ডাক উনারা দিয়েছেন, সেটা এক নম্বর হচ্ছে মোস্ট আন-ডেমক্রেটিক। সমন্বয় কমিটি কর্ম্মচারী সাধারণের ধর্ম্মঘট বলে একে ঘোষণা করেছেন কিন্তু তাদের জানা উচিত ছিল যে সমন্বয় কমিটির বাইরেও বিভিন্ন কর্ম্মচারী সংস্থা রয়েছে। এই লাগাতর ধর্মঘটের জন্য সমস্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বান করা হয়েছে, সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়েছে, তাদের সমর্থন চাওয়া হয়েছে কিন্তু অন্যান্য যে জনসংস্থা রয়েছে, তাদের সঙ্গে বসে বা কর্মচারীদের অন্যান্য সংস্থা যে রয়েছে, তাদের সঙ্গে বসে কর্ম্মচারীদের সার্থ কিভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, কিভাবে গভর্ণমেন্ট তাদের উপেক্ষা করছে, সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা না করে এক তরফা একটি সংস্থা—সমন্বয় সংস্থা, যার একটি মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত, তাঁরা কর্ম্মচারীদের উপর এই ধর্মঘট চাপিয়ে দিয়েছেন বিরাট অংশের কর্মচারীর মতামত ধর্ম্মঘটের পেছনে গ্রহণ করা হয়নি। সেইজন্য আমি এটাকে আনডেমক্রেটিক বলেছি। আজকে সমন্বয় কমিটির নেতা অজয় বাবু হয়তো কর্মচারীর সার্থে এই ধর্মঘট ডাক দিয়েছেন, কিন্তু এখানে বলতে আমার আপত্তি নেই যে বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবুই এই ধর্মঘটের পেছনে মদত দিয়েছেন তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তার কারণ এই যে তারিখটা সেটা অজয় বাবু নির্দ্ধারণ করেন নি, তারিখ নির্দ্ধারণ করেছেন নৃপেন বাবু। কারণ ঐ তারিখটি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। কারণ তারিখটা যদি মার্চ্চ মাসে না করা হয়; তাহলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সফল হয় না। আমরা দেখছি যে ৯ই এপ্রিল একদিনের জন্য ধর্ম্মঘট তারা করেছিলেন, এর পরে বলেছিলেন এই ধর্মঘটে উদ্দেশ্য সফল না যদি হয়, তাহলে লাগাতর ধর্ম্মঘট তারা করবেন। কিন্তু সেই লাগাতর ধর্ম্মঘটের তারিখ বিগত ৯ই এপ্রিল তারিখের পর থেকে ক্রমে টেনে এনে এনে তাকে ঠিক করেছেন ১৯শে মার্চ। এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল সরকারের যত টাকা খরচ হবে মার্চ্চ মাসে। কৃষক তার কৃষি ঋণের টাকা, ভূমিহীনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, জুমিয়ার পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা, টেষ্ট রিলিফের টাকা মঞ্জুর হবে। যত টাকা আছে, যত খরচ করা হবে সবই মার্চ মাসে। আজকে যদি ১৯ তারিখ থেকে লাগাতর ধর্মঘট আরম্ভ করি তাহলে সব টাকা অব্যবহৃত থাকবে। জনসাধারণের হাতে কৃষি ঋণের টাকা পৌছবে না, কৃষকরা তাদের লোনের জন্য যে দরখাস্ত করেছিল সেটা হয়তো এনকোয়ারী করে বিভিন্ন প্রসেসের পর সময় হয়েছে পাবার তারা পাবে না। এই টাকা সারা বৎসর চাষী মজুর, জুমিয়া, ল্যাণ্ডলেস যারা আছেন তাদের বিভিন্ন সরকারী বেনিফিট মঞ্জুর হয়েছিল সরকারী টাকা স্যাংশান হয়েছিল তার যখন পাওয়ার সময় হয়েছিল তখন বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করা হল। এটাও একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য করা হয়েছিল। সরকারকে অচল করে দেওয়া এবং সরকারকে প্যারালাইজড করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে এটার কি অর্থ হতে

পারে? অর্থ একটাই হচ্ছে অফিস আদালত হতে দেওয়া হবে না। অফিসে কাজ হবে না, আদালতে লোক গিয়ে তার বিচার পাবে না, লোককে হয়রানি হতে হবে, হাসপাতালে অপারেশন হবে না শশ্রূষার অভাবে। মুমূর্ষু রোগী তার চিকিৎসার জন্য সেবা পাবে না। এটা একটা অরাজকতা, একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি তারা করতে চান। তারা চান অন্যায়ভাবে সরকারকে গদীচ্যুৎ করতে। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মার্চ্চ মাসে যদি তারা লাগাতর ধর্ম্মঘট করতে পারেন। কাজেই মার্চ্চ মাসেই লাগাতর ধর্ম্মঘটের তারিখ নির্দ্ধারণ করেছেন অজয় বাবুকে সামনে রেখে। নৃপেন বাবু ৯ই এপ্রিল যেমন করে ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন এখনও ঠিক তেমনি অজয় বাবুকে সামনে রেখে নৃপেন বাবুরা ১৯শে মার্চ্চ থেকে লাগাতর ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। যাতে করে অফিস আদালতে কেহ যেতে না পারে তার জন্য তারা বলছেন যে "কমরেড" পাড়ায় পাড়ায় ব্যারিগেড"। তৃতীয়তঃ সি, আর, পি, সম্পর্কে বলা হয়েছে? কিন্তু এই সি, আর, পি, কি সরকারী কর্ম্মচারী নয়? যেহেতু তাঁরা আন্দোলন করে দেশের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন এবং এই আইনকে রক্ষা করার জন্যে যেহেতু সি, আর, পি, কে যেতে হবে। তাছাড়া আমাদের এখানে বর্ডার এলাকা খুব বেশী। ভারতবর্ষের অন্যান্য ষ্টেটের তুলনায় আমাদের এখানে বর্ডার বেশী এর জন্যেই সি, আর, পি, বি, এম, পি, বি, এস, এফ, এর সংখ্যা বেশী অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়। কাজেই সেই ক্ষেত্রে বরাদ্দ এদের খাতে বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি। তোমরা আজকে অভিযোগ করছ যে পাড়ায় সি, আর, পি, টহল দিচ্ছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই সি, আর, পি, কে আহ্বান করেছে কে? এই লাগাতর ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ব্যারিকেড তৈরী করার জন্য। অফিস আদালতে যাতে কেহ না যেতে পারে। ব্যারিকেড কথার অর্থ কি তাই না? কোন কর্ম্মচারী যাতে বাড়ী থেকে না বেরুতে পারে। সি, আর, পি, কেন যাবে না? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমন্বয় কমিটির সঙ্গে আমার মতের মিল নাও থাকতে পারে, আমি আজকে অফিসে আসব। সমণ্বয় কমিটির লোকেরা যদি আমাকে বাঁধা দেয় তাহলে সি, আর, পি, কি তাকে সাহায্য করবে না? সরকারের কি এটা কর্তব্য নয় তাকে সাহায্য করা? আন্দোলনকে উপলক্ষ করে একটা পুলিশী নির্যাতন হোক এটাই আপনারা চান। তাই না? তাহলে আপনাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আপনারা বিরোধী দলনেতা কি করে একথা বলতে পারলেন যে অফিসাররা হচ্ছে কংগ্রেসের পা চাটা কুকুর। তিনি আরো বলেছেন যে স্বাধীনতার আগে এই সব অফিসাররা বৃটিশের পা চাটা কুকুর ছিল। ওদের জন্যে নাকি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে পে কমিশনের রিপোর্টে। আমি তাহলে বলি আজকে যারা ষ্ট্রাইক করার ডাক দিয়েছে তাহলে তারা কি কমিউনিষ্টের পা চাটা কুকুর বলতে চান? আমি বলব তা নয়। আজকে যে অফিসাররা সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছেন সেটা পা চাটা কুকুরের জন্য নয়' সরকারের প্রতি এ্যালিজিয়েন্স দেখাবার জন্যেই। বিরোধী দলনেতার মুখে এই জাতীয় কথা শোভা পায় না। এই জাতীয় একটা উচ্চ শ্রেণী সম্পর্কে এই রকম অভিমত পোষণ করার। দলনেতা নীট বেসের কথা বলেছেন। শুধু নীট বেস হলে চলবে না। নীট বেসের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রাইস ইণ্ডেক্স, নীট এবং রিসোর্স এই তিনটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটা ছাড়া আর একটা হতে পারে না। এই তিনটার ব্যাপারেই

নীতি নির্ধারণ করে পে-কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি তার মধ্যে অনেক ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে তার মধ্যে মাত্র একটা মেইন প্রিন্সিপাল বলে গণ্য করেছেন, তার মধ্যে একটা ব্যাপারে বেশ জোর দিচ্ছেন। আজকে শুধু সরকারী কর্মচারীদের কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু ১৬ লক্ষ লোকের জন্যই এই গভর্ণমেন্ট। আমরা যেমন ন্যূনতম প্রয়োজন দেখব তেমনি অন্যদেরও প্রয়োজন দেখব। মজুর, শ্রমিক, কৃষক যারা রয়েছে তাদের নীট বেসের মজুরী পাচ্ছে কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে। শুধু মাত্র সরকারী কর্মচারীরাই বাঁচবে তা নয়। সবাইকে বাঁচতে হবে। আমাকে, তোমাকে, তাকে সবাইকে বাঁচতে হবে। এবং এটার জন্য চেষ্টা করতে হবে আমাদের একটা ষ্টেটে শুধু কর্মচারীরাই বাঁচবে তা হয় না। আজকে টেষ্ট রিলিফের কথা ভেবে দেখতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত বেকার আছে তাদেরকে আমরা ২ টাকা করে দিচ্ছি। কিন্তু তাদেরকে আরো দিতে আমরা পারছি কোথায়? পি, ডাব্লু, ডি তে যারা দিন মজুর রয়েছে তাদের আমরা ৪ টাকা করে দিচ্ছি। তাদেরকে আরো বেশী করে দেবার দরকার আছে। আমাদের যে রিসোর্স রয়েছে তার থেকে আর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের যে রিসোর্স রয়েছে সেটাকে আমরা বাড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এতে করে শুধু মাত্র কর্মচারীদের কথা ভাবলে চলবে না। লক্ষ লক্ষ বেকার, হাজার হাজার বেকার এই ষ্টেটে রয়েছে। তাদের জন্যে আমাদের একটা টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের সুবিধা দেখলে সরকারের চলবে না। তবে আমি এই কথা বলতে চাই না যে সরকারী কর্মচারীদের পে-স্কেল বাড়ানো না হোক। আজকে পে-কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের মতামত চাওয়া হয়েছে, তাদের যে মতামত আহবান করছেন সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু সরকারকে একটা সিদ্ধান্ত নেবার অবকাশ না দিয়ে তাঁরা একতরফা ভাবে লাগাতার ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করেছেন। এখনও সব ডিপার্টমেন্ট থেকে রিপোর্টের এগেইনষ্ট এ মতামত এসে পৌঁছয় নি। এইরূপ একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় তারা এক তরফা ভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এটা কেন করা হল? আমি বলতে চাই নৃপেন বাবু তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এর দ্বারা কেহ উপকৃত হবেন না। সরকারী কর্মচারীরাও উপকৃত হবেন না। জনসাধারণও উপকৃত হবেন না। বর্ত্তমান প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী ভাতা বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার সেই ভাতা বৃদ্ধি করবেন বলে না তো কোন কথা বলেন নি। আমরা জানি আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মেনে চলবেন। এবং কেন্দ্রের মত এখানে বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। তার জন্যে টাকারও বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই তার জন্যে বিচার বিবেচনার এবং সুযোগ সুবিধার সময়ের দরকার, এই যে মধ্যবর্ত্তী অবস্থার মধ্যে তাঁরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? একটা সরকারকে অচল করে দেয়া, সরকারকে প্যারালাইজ করে দেবার কথা চিন্তা করছেন তাঁরা। এবং তাঁকে ভিক্‌ট্রোন করছেন তাঁরা। কিন্তু আমরা তাঁদের কাছে এই কথাই বলতে চাই আজকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়ে বিরোধী সদস্যরা যে পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাইছেন ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই পরিবেশের খপ্পরে সরকারী কর্মচারীরা আজকে পরেছেন। তাদের কাছে আমার অনুরোধ এই ১১ তারিখ আরো দূরে

রয়েছে। তারা চিন্তা করুন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতির কথা চিন্তা করে এই মার্চ মাসে লাগাতরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আবার বিবেচনা করুন। তারা অশিক্ষিত নন। আবার চিন্তা করে বিবেচনা করে একটা শুভ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হউন। এই বলে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমানডের উপর বলবো সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে বলার সময় হয়তো আমি পাব না। একটা জায়গায় ডিউ টু ইনক্রির্জ, একসেস ডিউ টু পেমেন্ট অব ডি, এ, টু দি সট্যাফ…… ইন কানেকশন উইদ্ দি প্রকিউরমেন্ট অপারেশন। এই সম্পর্কে একটা ডিমানড আছে। আমার কাছে এই ডিমানডটা মনে হয় যে ত্রিপুরার খাদ্য সংগ্রহের প্রকিরমেণ্টের সম্পর্কে কতগুলি ব্যবস্থা সুষ্টভাবে গ্রহণ না করার ফলে ত্রিপুরা সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করা সেই পরিকল্পনা স্বার্থক হয় নাই। যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেট একটা বর্ডার, শুধু বর্ডার বলে নয়, ভারতবর্ষের যে কোন ষ্টেট আজকে যদি মার্কেটেব্যাল সারপ্লাস যেটা ধান বা খাদ্যের খাতে বছরে উঠার মত যে উদ্‌বৃত্ত ফসল থাকে সেই সমগ্র ফসল যদি সরকার এই নিয়মে যে যত বেশী জমি যার থাকবে তত বেশী লেভি এই ভাবে এবং নীচের দিকে গরীব এবং মাঝারী কৃষককে লেভি বাদ দিয়ে, ধনী এবং কৃষকদের যার বেশী জমি থাকবে ততবেশী পরিমাণে লেভি থাকবে এই ভাবে যদি সমগ্র বছরে উঠার যোগ্য মার্কেটেব্যাল সারপ্লাস সরকার যদি সংগ্রহ না করতে পারেন, সরকার যদি প্রকিউর না করতে পারেন তাহলে এমন কি খাদ্য যথেষ্ট উতপাদিত হওয়া সত্বেও খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। আজকে আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ধান্যের দর ৩/২'৮০ পয়সা কে, জি এই ধরণের অবস্থা এসে গেছে। বিলোনিয়া সাবডিভিশনে প্রথম দিকে ১·৫০ পয়সা খুব কঠিন সময়ে চাউলের কে, জি থাকে। কিন্তু আজকে সেখানে দুই টাকা, দুই টাকা আশি, সোয়া দুই টাকা এই রকম হয়ে গেছে। কাজেই তাতে বুঝা যাচ্ছে যে আগামী দিনে এবং সব জায়গায় মানে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সরকার ঠিক রাখতে পারছেন না। সরকার যদি ২৫ হাজার টন খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতেন তাহলেও খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করা তার পক্ষে সম্ভব হত বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু যে ২৫ হাজার টন খাদ্য সংগ্রহ করা সরকারের টারগেট ছিল সেই টারগেটও পুরণ করা সম্ভব হয়নি; যখন খাদ্য কৃষকদের ঘরে আসে মানে ফসল কৃষকদের ঘরে আসে তখন কৃষকদের মধ্যে গরীব অংশটা যাদের বৎসরের খাদ্য উৎপাদিত হয় না, যাদের খাদ্য বিক্রী করার মত যোগ্যতা নেই এই অবস্থাতেও তারা প্রথম দিকে তাদের বিভিন্ন খরচ ভরণ-পোষণের জন্য খাদ্য বিক্রী করে থাকে এবং সেই কারণেই প্রথম দিকে খাদ্যের দর কমে যায়। এই ব্যাপারে সরকারের কোন সুষ্ট নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। কারণ সরকার অনেকটা নির্ভর করেছেন গরীব এবং মাঝারী কৃষকদের উপর। কিন্তু যাদের জমির পরিমাণ বেশী, যারা বড় বড় জোতদার বা বেশী জমির মালিক তাদের উপর খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন চাপ সৃষ্টি করেন নি। যাদের দুই দ্রোণের উপর জমি আছে তাদের খোরাকী, মুনি খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে বাকীটা প্রকিউরমেন্ট করা উচিত

ছিল। নীচের দিকে দশ কাণি পর্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের উপর কোন লেভি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাজেই সরকার সেই ব্যবস্থা না করার ফলে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য লাভ হয় নি। পরবর্তীকালে যখন ধানের দর বাড়বে তখন এই ধনী কৃষকরাই মুনাফাটা লুঠবে গরীব কৃষক সেই মুনাফার সুযোগ পাবে না। কাজেই যারা প্রকৃত উৎপাদক ধানের যারা প্রকৃত উৎপাদক তারা ন্যায্য দরটা পাবে না এবং যাদের হাতে বাড়তি ধান আছে, বাড়তি ফসল আছে তারাই সামগ্রিক মুনাফাটা করবে। গরীব কৃষক যারা তারা প্রথমাবস্থায় যারা ধান বিক্রী করে ফেললো তারা পরবর্তী কালে বেশী দামে ধান কিনতে হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন না করা যায় সমগ্র বাড়তি খাদ্য, ফসল যদি সরকার সংগ্রহ না করতে পারেন, আজকের দিনে হোর্ডিং যেহেতু একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্ল্যাকমার্কেটিং একটা রীতিমত পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন স্মাগলিং একটা রীতিমত পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বাড়তি হোক আর ঘাটতি হোক যদি সরকারের হাতে মার্কেটেবল সারপ্লাস সমস্ত উদবৃত্ত ফসল যদি সরকার গ্রহণ করার ব্যবস্থা না করেন, প্রকিউরমেন্ট করার ব্যবস্থা না করেন, সমস্ত উচ্চ স্তরের কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা না করেন এবং খাদ্যের যদি উপযুক্ত মূল্য না দেন এবং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কৃষকদের সরবরাহের পাল্টা ব্যবস্থা যদি সরকার না করেন তবে বর্তমান সময়ে খাদ্যের যে সংকট সেই সংকটকে রোধ করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এই দিক থেকে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা বর্তমান সরকারকে আমাদের যুক্তি এবং আমাদের পলিসি সম্পর্কে আমরা বলছি। এই ভিত্তিতে দশ কাণি জমির মালিকদেরকে লেভি বাদ দিয়ে উপর দিকে বর্ধিত হারে খাদ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা এই সরকার করেন নি এবং তাদের যে ২৫ হাজার মেট্রিক টন টারগেটপ তারা ফুলফিল হয় নি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত এ টিবিচ্যুতি যদি না দূর হয় তাহলে খাদ্যের উৎপাদন বাড়তি এবং কমতির উপর নির্ভর করে না, সমস্ত রাজ্যেই আজকে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছে ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা, মজুতদাররা, স্মাগলাররা। কাজেই সরকারকে সেখানে খাদ্যের পাইকারী বাণিজ্যের উপরে কনট্রোল যদি সরকারের হাতে না থাকে এবং আমাদের গরীব কৃষকদের, সাধারণ কিনে খাওয়ার লোকদের জন্য ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেচের ব্যবস্থার কথা আমরা ধরতে পারি। সেচের যে পরিকল্পনা, সুষ্ট কোন পরিকল্পনা, যে অঞ্চলটা আমরা এখন সেঁচের আওতায় এনেছি পরিবর্তী কালেও সেইটা যে সেঁচের আওতায় থাকবে সেই রকম কোন ব্যবস্থা এখানে এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত করা হয় নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমান ধানী জমি আছে এবং কোন বছর কত পার্সেন্ট জমি সেচের আওতায় আনা হবে তার কোন সরকারী পরিকল্পনা নাই। আমাদের বিলোনীয়াতে পূর্ব বগাফাতে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে, একটা পাম্পমেসিন দেওয়া হয়েছে সেটি জল সেচের ব্যবস্থার কোন কাজেই লাগে না। এই রকম জল সেঁচের জন্য প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু তার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং আমাদের দেশের কোন পরিকল্পনাও নাই। এই ভাবে যদি সরকার জল সেচের ব্যবস্থা করেন তাহলে শত শত বছরেও ত্রিপুরা রাজ্যের জল সেচের ব্যবস্থার কোন স্থায়ী সমাধান হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত তিন ফসল উৎপাদন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরায় সারা বছর জলস্রোত প্রবাহিত হয় সেই রকম বহু ছড়া আছে কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার ফলে সেচের আওতায় মধ্যে এই ছড়াগুলি না নেওয়ার ফলে আমরা বা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আজকে বলতে পারছেন না আমরা এত পার্সেন্ট জমি ত্রিপুরাতে জল সেচের আওতায় এনেছি এবং এত পার্সেন্ট জমি সেই বছর জল সেচের আওতার মধ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনা আছে। সেই ধরনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। কাজেই কোন স্থায়ী করা হচ্ছে না। এই সব দিক থেকে আমাদের সাপ্লীমেন্টারী ডিমাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিল্প সম্পর্কে বলা যায় যে আজকে কুটীর শিল্প যে সব ছোট ছোট শিল্প আছে—ত্রিপুরা

সরকার এ পর্য্যন্ত শিল্পে কত টাকা নিয়োগ করেছেন এবং তার যদি একটা হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ব্যপক একটা বিশৃঙ্খলা। এবং যে সমস্ত শিল্প নগরী আছে— শিলোনীয়াতে একটা আঁখ কল করা হয়েছে। সেখানে চাষীরা আঁক বিক্রী করতে আসে না। কারণ আঁকের যা দর তাতে তাদের পোষায় না। এই সব ব্যাপারে সরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিতে পারছেন না বলেই ত্রিপুরায় শিল্প স্থায়ী ভাবে গড়ে উঠছে না। আমি আমার বক্তব্য লম্বা করতে চাই না। আমি সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে ক'টি কথা বলব। আজকে পে কমিশনের যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বিশেষ ভাবে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাদের যে পে স্কেল করা হয়েছে সেটা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিকারক হয়েছে, সেটা সংশোধন হওয়া দরকার ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এবং ত্রিপুরা। ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় হারে ডিয়ানে'স এলাউন্সএর ব্যবস্থা সরকার করেছেম। আজকে আমাদের ত্রিপুরা সরকারকে বর্ত্তমান মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে ত্রিপুরা সরকারের কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন অফিসে যে সব গ্রিভেন্স আছে সেগুলির ন্যায়সঙ্গত সমাধান অবলম্বে করা দরকার। কারণ আজকের যে অবস্থা তাতে কোন কর্ম্মচারীই মাসের ১৫/২০ তারিখের পর আর চলার উপায় থাকে না। তাদের পকেট খালি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যারা স্থায়ী আয়ের মানুষ তার ব্যবস্থা করতে হবে। বলা হচ্ছে যে আমাদের মজুরের দিকে দেখতে হবে সবার দিকে দেখতে হবে কিন্তু দেখতে হবে দেখতে হবে বলে যদি আমরা কোনটাই না দেখি তাহলে কি করে চলবে। একটা একটা করে দেখতে সুরু করা উচিত। ক্ষেত মজুরদের সম্পর্কে দেখা আরম্ভ করা উচিত। ক্ষেত মজুরদের জন্য এখনও মিনিমাম ওয়েজ আমাদের ত্রিপুরা সরকার নির্দ্ধারণ করেন নি। এবং অন্যান্য মজুরদের সম্পর্কে দেখা উচিত সরকারী কর্ম্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলিও দেখা উচিত। এবং তাদের যে নিড বেস্ড বেতনের স্কেল সেটাও নির্ধারণ করা উচিত। আজকে ধর্ম্মঘটের মধ্যে বিশেষ করে—কর্মচারীদের দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহলে এডামেন্ট হওয়ার কোন কারণ আমরা দেখিনা। সরকার পক্ষের উচিত হবে—বিলম্বে হলেও যাতে এই ধর্মঘট এড়ান যায় তার জন্য কর্মচারীদের সঙ্গে একটা ন্যায়সঙ্গত মিমাংসা করা যায়। যাতে এটাকে কেউ প্রেষ্টিজ ইস্যু হিসাবে না দেখে আমাদের সরকার। কর্ম্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য অভাব অভিযোগ আছে সেগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের একটা বিবেচনা করা উচিত এবং বিবেচনা করে অবিলম্বে হলেও এই ধর্ম্মঘট যাতে অনিবার্য্য না হয়ে পরে এটা করা উচিত। কারণ আমাদের সরকারী কর্মচারীদের ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা বিশেষ ভাবে তারা অর্ডারের সম্মুখীন। এবং অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ডিয়ানে'স এলাউন্স কেন্দ্রীয় হারে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও তা দেওয়ার ব্যবস্থা যেন তাড়াতাড়ি করা হয়। কাজেই তাদের এই যুক্তিপূর্ণ দাবীদাওয়াগুলি বিবেচনা করে একটা বাস্তব সমাধান করুন যাতে এই ধর্মঘট অনিবার্য্য না হয়ে পরে, যাতে এই ধর্ম্মঘট এড়ান যায় এটা দেখা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন এবং তার মধ্যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮—এটার উপর আমি আলোচনা করতে চাই। এখন খাদ্য বা এসেনসিয়েল কমডিটিজ বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এতে টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এবং আমরা যদি দেখি যে এই ত্রিপুরাতে গ্রামে বা শহরে যে সব ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির অবস্থা কি তাহলে সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেখানে আজকে রীতিমত চাউল পাওয়া যায়না, আটা পাওয়া যায়না, কেরোসিন তেল পাওয়া যায়না এবং চিনি পাওয়া যাচ্ছেনা। আমরা দেখছি যে লেভী সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রাম থেকে পুলিশ দিয়ে জোর করে কৃষকের ঘর থেকে যাদের ৫ কানি ৬ কানি জমি তাদের কাছ থেকে প্রতি কুইন্টাল চাল ১২৬ টাকা দরে এবং ধান টাঃ ৮৭.৭৫ পয়সা দরে সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি রেশান শপগুলির মধ্যে যেভাবে সরকার খাদ্যের তালিকা রেখেছেন তাতে দেখা যায় যে ৯৯ টাকা কুইন্টাল ধান এবং ১৬০ টাকা কুইন্টাল চাল বিলি করা হচ্ছে। সেখানে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামে কাজের অভাব—গরীব কৃষক যারা উপজাতি এবং অউপজাতি গরীব অংশের মানুষ তারা কাজ পাচ্ছে না। আজকে গ্রামের বাজারগুলির মধ্যে টাঃ ২.৬০ থেকে টাঃ ২.৯৫ প্রতি কে, জি, চাল বিক্রী হচ্ছে। আর আগরতলায় তিন টাকার উপর হয়েছে। এই অবস্থাতে কি করে গরীব অংশের মানুষ বাঁচবে, তারা জীবন জীবিকা কি ভাবে নির্বাহ করবে সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার, এই কংগ্রেসী সরকার তা চিন্তা করছেন না। কারণ এটা আমরা দেখছি যে গ্রামে কাজ পাচ্ছে না গরীব কৃষকেরা আর শহরে রিক্সা শ্রমিকেরাও কাজ পাচ্ছে না। আর বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী আসছে এবং ওরা সস্তা মজুরীতে কাজ করছে। এবং আমার এই ত্রিপুরার যারা শ্রমিক তারা কাজ পাচ্ছে না, আমার দিন মজুররা কাজ পাচ্ছে না। এই অবস্থা চলছে সারা রাজ্যে। আর দেখতে পাচ্ছি অনাহারে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। না খেয়ে এবং বনের আলু বনের নানারকম লতা পাতা খেয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে। আর যে সব লোকেরা বন থেকে লাকড়ী সংগ্রহ করে, বাঁশ, বেত ইত্যাদি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছে তাদের উপর যেরকম বন দস্যুদের অত্যাচার তা যেমন বর্বর আচরণ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি স্যার, যে জম্পুইজলা বাজারে কৃষি যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল নিয়ে এসেছে বিক্রী করার জন্য। তাদের কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করছে এবং যারা ছন, বাঁশ কাটছে তাদের কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করছে। গ্রাম দেশে একশ বাঁশের দাম পাঁচ টাকা থেকে ছয় টাকা। আর ঐ ফরেষ্ট গার্ডকে যদি দিতে হয় এক টাকার উপর তাহলে তার পরিবারে ৪ থেকে ৬ জন লোক আছে এবং ঘুষ দেওয়ার পরে সেই গার্ডকে টাকা দিয়ে তিন টাকা দিয়ে চাল খরিদ করে ভরণপোষণ করতে পারছে না। এই অবস্থা আমরা দেখছি স্যার, শুধু গ্রাম দেশ নয়, এই আগরতলা শহরে আমরা দেখতে পারছি কেরোসিনের অভাবে অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে। গ্রাম দেশে তবুও একটু সুবিধা, সেখানে পাটকাঠি পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ফেলে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দওয়া সেরে নেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি ৩-৩-৭৫ তারিখে সত্যাগ্রহের দিন আমি সারা এলাকা ঘুরেছি, তখন দেখেছি সন্ধ্যার সময়ে যে কারো ঘরে কেরোসিনের বাতী নেই। মোমবাতী তারা ব্যবহার করছে, তাও পাওয়া যাচ্ছে না। পেলেও অনেক দাম। আমরা দেখছি ২৭

বছর কংগ্রেস শাসনের পর দেশের জনসাধারণের যে দুর্গতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। মানুষের জীবন যাত্রার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে এই বর্ব্বর কংগ্রেস সরকার। কতগুলি জায়গাতে আমি রিপোর্ট পেয়েছি স্যার গোলাবাটি কলকলিয়া গোপীনগরে রেশন শপে আটা বিলি হচ্ছেনা। চাউল প্রায় দেড় থেকে দুই মাস যাবত চাল বিলি হচ্ছেনা, আটা বিলি হচ্ছেনা, সন্তোষপুরে তাদের ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে আর গোপীনগরে রেশন ডিলার সরোজ রায়, ২২শে জুন মা বোনদের উপর অত্যাচার করেছিল তার নেতৃত্বে। সে গোপীনগরে ডিলারশিপ পেয়েছে সেখানে রীতিমত রেশনে জিনিষপত্র বিলি হচ্ছে না। আজকে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দেখেছি স্যার, আমরা নাকি খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চলেছি এবং অর্থমন্ত্রীও সেদিন উল্লেখ করেছেন যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা অর্থের প্রশ্নে কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি হতে দেবনা। আশ্চর্য্যের কথা স্যার, এই সময়ে আমরা দেখেছি কৃষকের বীজ ধান নাই, হালের বলদ নাই, কিছু নাই তাদের, মহাজনদের কাছে টাকা ঋণ নিয়ে তাদের হালের বলদ কিনতে হয় এবং বীজধান কিনতে হয়। মান্ধাতার আমলে তারা যে ভাবে কৃষি পণ্য উৎপাদন করেছে তাদের যদি এই সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করে, পোকার ঔষধ তারা সাবসিডি দিয়ে বীজধানের সময়ে বীজধান দিয়ে এবং হালের গরু দিয়ে তারা সাহায্য করত তাহলে আমরা দেখতে পারতাম লেভীর সময়ে তারা প্রতিবাদ করত না। তারা স্বেচ্ছায় সরকারকে লেভীর ধান দিত। আজকে দেখছি যখন কৃষকদের ঘরে খাদ্য নাই, বীজ ধান নাই, এখন তারা বাধ্য কোন মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ধান ঋণ করতে। তাই স্যার, আশ্চর্য্য হতে হয় এই অবস্থায় কৃষকদের এই সরকার ২৭ বছর যাবত কোন সুযোগ সুবিধা দিতে পারছে না। অনেক আইন তারা তৈরী করেছে। ১৯৬০ সালে ল্যাণ্ড রিফর্মস এবং ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট করেছে এবং আরও দেখেছি এই বিধান সভাতে ১৯৬৯ সালে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত নিষ্কর করার। কিন্তু আজকেও সেই প্রস্তাব কার্যকরী করা হচ্ছে না। করবে না, কারণ এই কংগ্রেস সরকার গরীব জনসাধারণের জন্য নয়, ভারতবর্ষের কয়েকটা পরিবার, বিড়লা, টাটা, গোয়েঙ্কা ওদের স্বার্থের জন্য তারা কাজ করছে, আর দেশের যে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ গরীব অংশের মানুষ তারা সব দিক থেকে বঞ্চিত এবং নিপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং আজকে এই হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট উপস্থিত করছে তাকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তার উপর বক্তব্য রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আজকে হাউসের সামনে এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে আমরাই গতবার মেন বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করেছি তার পরবর্তী ষ্টেজে নানা খাতে যে টাকা খরচ হয়ে গেছে তা অত্যন্ত দরকার ছিল রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং সামাজিক জীবনে সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা জনসাধারণের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনকভাবেই খরচ করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে আজকে সাধারণতঃ পে কমিশন রিপোর্ট এবং লাগাতার ধর্মঘট সম্পর্কে বক্তব্য হয়েছে। কাজেই আমিও গতানুগতিকভাবে বিরোধীদল থেকে যে দৃষ্টিকোন থেকে বক্তৃতা দিয়েছে আমরাও সেই সম্পর্কে কিছু বলতে হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, লাগাতার সম্পর্কে আমি যতদূর জানি সেটা কর্মচারীর বৃহত্তর অংশ সেই লাগাতার ডাক দেন নি। একমাত্র সমন্বয় কমিটি এই লাগাতার এর পক্ষে বিবৃতি রেখেছেন এবং গ্রামে গ্রামে গঞ্জে নানাভাবে মানুষকে উস্কিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আমি সমন্বয় কমিটিকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা যারা কর্মচারী স্বার্থকে ধ্বংস করছেন এবং কর্মচারীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে কর্মচারীর জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন সেই আপনারাই আবার ১৯শে মার্চ লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, কেন না দুদিন পরে যে লাগাতার ধর্মঘট চলবে ১৯ তারিখ থেকে এর দুদিন পরে সাধারণত অফিস কাছারীগুলিতে পে বিল করা হয়, যদি পে বিল পাশ না হয়, এপ্রিলের প্রথম ভাগে যে বেতন পাওয়ার কথা ছিল, কর্মচারীরা সেটা পাবে না, তখন আবার ন্যাকামো সেজে বলবে যে সরকার বেতন দিচ্ছেনা। সেটা আমরা গ্রামে গঞ্জে দেখি যে কেউ তিলক কেটে, কেউ নামাবলী গায়ে দিয়ে সাধুর সাজে ন্যাকামো করে বলছেন ঐ দেখ সরকার তোমাদের বেতন দিচ্ছেন না, সরকার বেতন দিচ্ছেন না বলে কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই সমন্বয় কমিটিকে প্রশ্ন করতে চাই আপনারা যারা ঐ বিলোনীয়া, ঐ ধর্মনগর, ঐ উদয়পুর, ঐ সাবরুমে ছিলেন, আপনারা তো ১৫ দিন একমাস আগে ছুটি নিয়ে বসে আছেন। যারা আজকে বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছেন লাগাতর ধর্মঘটের জন্য তাঁরাতো এক মাস, পনের দিন আগে থেকেই ছুটী নিয়েছেন, আপনার বেতন তো ঠিক থাকবে, আর যারা গ্রামে আছে, সাধারণ কর্মচারী তাদের আপনারা ধোঁকা দিচ্ছেন, আমি এইজন্যই বলছি যে কর্মচারীদের স্বার্থে যারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন, যারা কর্মচারীদের ন্যূনতম দাবী দাওয়া পূরণ করতে পারছেন না, পূরণের অন্তরায় হচ্ছেন, আপনারাই এই ধর্মঘটের পক্ষে বলছেন। আমি নামে নামে বলতে পারি কোথায় কোন্ অফিস থেকে ছুটী নিয়েছেন এবং কোথায় কে কি বক্তৃতা দিয়েছেন। কাজেই যারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, আপনারা আপনাদের স্বার্থ ঠিকই রেখেছেন, আপনারা ছুটী নিয়েছেন, মেডিক্যাল লিভ নিয়েছেন, মেডিক্যাল লিভ সম্পর্কে স্পেসিফিক চার্জ এনে যদি আমরা বলি মেডিক্যাল বোর্ডে এ্যাপীয়ার হতে তাহলে আপনাদের মুখ ছোট হয়ে যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমরা বলছি যারা কর্মচারীদের স্বার্থকে নষ্ট করছেন, তাঁরাই এই লাগাতর ধর্মঘটের পক্ষে মাঠে ঘাটে বক্তৃতা দিচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মঘট সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে যদি লাগাতর ধর্মঘট না করা হয়, তাহলে পথে বেরিকেট করা হবে। 'লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই' এই হচ্ছে উনাদের শ্লোগান। কিন্তু সরকার লড়াই চান না। ত্রিপুরার মানুষ লড়াই চায় না, ত্রিপুরার মানুষ শান্তিতে বাস করতে চায়। লড়াইয়ে আমরা কোথাও আতংকিত নই, ত্রিপুরার মানুষ আতংকিত নয়, তাই আজকে যারা বেরিকেটের কথা চিন্তা করছেন. সেই বেরিকেট গ্রামে গঞ্জে হবে না। যারা মানুষকে তার কর্তব্যে বাধা দিতে চান, যারা মানুষের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান. হয়তো তাঁদের বিরুদ্ধেই বেরিকেট সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মারফত বলছি, ঋষ্যমুখে আমি পোষ্টার দেখেছি বিদ্যুতের দাবীতে লাগাতর ধর্মঘট, বেকারীত্ব মোচনের দাবীতে লাগাতর ধর্মঘট, ঋষ্যমুখে এ্যাম্বুলেন্সের দাবীতে লাগাতর ধর্মঘট; ভূমিহীনদের ভূমি দানের জন্য লাগাতর ধর্মঘট। কাজেই আজকে যারা কর্মচারীদের ভবিষ্যত নষ্ট করছেন, যারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন, তাঁরা আজকে ন্যাকা সাজছেন। তাই বলছি যদি সত্যিকারই সাধারণ মানুষের কথা আপনারা

চিন্তা করতেন, সাধারণ মানুষের জন্য সরকার-এর যেসব নীতি সেগুলি যদি গ্রামে গঞ্জে যেয়ে পৌঁছাত, তাহলে আজকে হয়তো আপনাদের কথার সঙ্গে মানুষ এক হয়ে যেত। একদিন এক জন অর্থনীতিবিদ একটা গল্প বলেছিলেন যে আজকে ভারতবর্ষের চেহারা এই অবস্থা কেন? আজকে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক চরম অবস্থায় পৌঁছে. সেটা আমরাও স্বীকার করি। এক বাড়ীতে চারজন অতিথি এসেছে, অতিথি যখন গেল তখন বাড়ীর মালিক তার বাড়ীর চাকরকে বলল বাজার থেকে চারটা রসগোল্লা নিয়ে আয়। কিন্তু সে চারটা রসগোল্লা আনার সময় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে ছেলেটার লোভ হয়ে গেল এবং টপ করে সে একটা খেয়ে নিল, তারপর যখন সে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে তখন পথে একটা চিল তার থেকে থাপ্পর দিয়ে একটা রসগোল্লা নিয়ে নিল এবং থাপ্পরের চোটে আরেকটা রসগোল্লা নীচে পড়ে গেল, সে তখন একটা রসগোল্লা নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে বলল হুজুর আমার লোভ হয়েছিল, আমি একটা খেয়ে নিয়েছি, আরেকটা চিলে নিয়ে নিয়েছে এবং চিলের থাপ্পরের চোটে একটা নীচে পড়ে গেছে, আর বাকী একটা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। এই হচ্ছে আমাদের যে পরিকল্পনা, আমরা সাধারণ গরীব মানুষের সাথে, উপজাতিদের সাথে যেসব টাকা বরাদ্দ করি, তার যে অংশ ঐ ঋষ্যমুখের মত যারা নষ্ট করছেন তারাই আজকে লাগাতর ধর্মঘটের জন্য আহ্বান জানান। কারণ আমি বলেছি বিলোনীয়াতে যারা মাষ্টারি করেন, কমলপুরে যারা মাষ্টারি করেন, তারা ১৫ দিন আগে, এক মাস আগেই ছুটি নিয়েছেন এবং লাগাতর ধর্মঘটের ফলে তারা বেতন ঠিকই পাবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আজকে সমন্বয় কমিটিকে আহ্বান জানাচ্ছি যদি আপনারা ত্রিপুরার মানুষের ভাল চান, তাদের যদি ভালবাসেন, তাহলে আপনারা যে আজকে শ্লোগান দিচ্ছেন, কৃষি ঋণের দাবীতে, টেষ্ট রিলিফের দাবীতে, ভূমিহীনদের ভূমি দানের দাবীতে, সেটা সাধারণতঃ মার্চ মাসেই ডিষ্ট্রিবিউশান হয়, কাজেই তারা যাতে এই টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদির টাকা ঠিক সময়ে পায়, তার জন্য ১৯শে তারিখে যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, সেই ধর্মঘটকে আপনারা তুলে নেবেন এবং জনসাধারণের সংগে এক হয়ে কাজ করবেন, এই বিশ্বাস আমরা করতে পারি। এই লাগাতর ধর্মঘটকে যদি আপনারা উদড্র করেন তাহলে আমরা বুঝব আপনারা জনসাধারণের সার্থে আছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অজয় বাবু বলেছিলেন অবশ্য উনি হাউসে নেই, থাকলে ভাল হত, উনি সেই দিন লাগাতরের হুমকী দিয়ে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বেতন বেড়েছে, এম, এল, এ'দের বেতন বেড়েছে, উপ-মন্ত্রী'দের বেতন বেড়েছে, মন্ত্রীদের বেতন বেড়েছে, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রীর বেতন এক হাজার টাকা বেড়েছে, মন্ত্রীদের বেতন সাড়ে নয়'শ বেড়েছে এবং উপ-মন্ত্রীদের বেতন সাড়ে সাতশ' বেড়েছে, কিন্তু এম, এল, এদের বেতন কত বেড়েছে সেটা তিনি ক্ল্যারিফিকেশান দেন নি। যার বেতন বেড়েছে তিনিই মুভ করছেন। উনি এম, এল, এ আমিও এম, এল, এ, আমাদের বেতন বেড়েছে, মন্ত্রীদের কারও বেতন বাড়ে নাই। ঐ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য গ্রামে গঞ্জে ঐ সব কথা বলেছেন যে মন্ত্রীদের বেতন বেড়েছে, সাধারণ কর্মচারীদের বেতন বাড়েনি। আমি চ্যালেঞ্জ করছি কোথায়, কোন্ বিলে কোন্ বাজেটে মুখ্যমন্ত্রীর বেতন এক হাজার টাকা বাড়ল, কোন বাজেট বইতে আছে যে মন্ত্রীদের বেতন বাড়ল? এটা ঠিক যে এম, এল, এ'দের বেতন বেড়েছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি নিজের

স্বার্থের কথা গোপন রেখেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন বাবু লেভির কথা বলেছেন, লেভি সম্পর্কে যে কথা উঠেছে, আমি লেভির সময় সাবরুমে ছিলাম। সরকার ইনকরমাল লেভি করেছিলেন এবং পঞ্চায়েত মাধ্যমে মানুষের কাছে আবেদন করেছিলেন যে ধান সংগ্রহ করা হোক। সেই অনুসারে গ্রামের মানুষ থেকে যখন ধান আদায় করা হচ্ছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে সমন্বয় কমিটি থেকে মানুষকে বলেছেন যে তোমরা লেভির ধান দেবে না, লেভির ধান কিনে নিয়ে সরকার পশ্চিম বংগে এবং আসামে দেওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সেদিন কার দালালী তাঁরা করেছিলেন যখন অফিসার গিয়ে জোতদার'এর বাড়ীতে বলেছিলেন যে ধান দিতে হবে, তোমার এত জমি আছে সেই ধান তুমি ষ্টক করতে পার না। কারণ সাধারণ শ্রমিক, কৃষক ধান দিয়েছে, তুমি ধান জমা রাখতে পারনা। সরকার কর্মচারী যখন গ্রামের মানুষের কাছে ধানের জন্য এ্যাপ্রোচ করতে যায়, তখন তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলেছেন তোমরা ধান দিওনা, জোতদার, মজুদদার, কালোবাজারীর পক্ষে সেদিন তাঁরা দালালী করেছিলেন, আজকে আবার তাঁরা সেজেছেন, লাগাতর ধর্মঘট সম্পর্কে সুন্দর এ্যাপ্রোচ আমরা গ্রামে দেখছি। আমি সেদিন ঋষ্যমুখ গ্রামে দেখেছি যে বাইরে থেকে ছেলে আনা হয়েছে এবং খোল করতাল নিয়ে সেখানে গান গাইছেন, বাজারে বাজারে এবং লোক জমায়েত করে সেখানে বক্তৃতার ফুল ঝুরি ঝড়াচ্ছেন। আমরা বাজারে দেখি যে যখন গ্রামে অসুখ লাগে, তখন বাজারে বাজারে ঐ রকম গান গেয়ে জমায়েত করা হয় এবং সেই ঔষধ বিক্রী করা হয়, ঠিক তেমনি তাঁরা জমায়েত করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাতে ভুলে নাই। আমি বলছি যে বিলনীয়া ২০ পারসেন্ট লোক ষ্ট্রাইকে যোগ দিতে পারে আর ৮০ পারসেন্ট লোক ষ্ট্রাইকের বিরুদ্ধে লড়ছে। এবং তারা লড়বে। আমি বলতে পারি ষ্ট্রাইক হবে না। ষ্ট্রাইক হতে পারে না। ত্রিপুরার মানুষ চায় না ষ্ট্রাইক হোক। ত্রিপুরার মানুষ চাইতে পারে না। কারণ এটা আজকে সবাই জানে মার্চ মাসে ষ্ট্রাইক মানেই এই সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত কর, কর্মচারীদের বঞ্চিত করা। এই ষ্ট্রাইক মানুষকে আটকানোর জন্য একটা চেষ্টা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পে-কমিশনের উপর সরকার ফেব্রুয়ারী মাসে একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল যে যদি এই পে-কমিশনের উপর তাদের আপত্তি থাকে তাহলে পিটিশান যেন দেওয়া হয়। কারণ এই পে-কমিশনের প্রতিবাদে সমন্বয় কমিটি, যৌথ কর্মচারী সংস্থা, এ্যামপ্লয়ীজ ফেডারেশন থেকে আপত্তি উঠেছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর যে আপত্তি উঠেছে এই পে-কমিশনের প্রতিবাদে। যেখানে সরকারও জানেন যে পে-কমিশন থেকে যে রিপোর্ট এসেছে সেটা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে এসেছে। এই জন্যই বিভিন্ন সংস্থার কাছে চেয়ে পাঠানো হয়েছে তাদের মতামত জানাবার জন্যে। তার জন্য কিছুটা সময়ের দরকার আছে এই মতামত বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য। এই টাইমের পরিপ্রেক্ষিতে এই লাগাতর ধর্মঘট। সেটা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। এই ধোঁকাতে কিন্তু মানুষের চোখ খুলে সবার চরিত্র খুলে সবার চরিত্র তাদের কাছে বেড়িয়ে গেছে। কাজেই এই ধর্মঘট হবে না। আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর সময় নষ্ট করব না। যারা এই কর্মচারীর স্বার্থকে নিয়ে গ্রামে গঞ্জে বেরিকেডের সৃষ্টি করছে সেই সমন্বয় কমিটির এই ধর্মঘট সার্থক হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর না রেখে অন্য বিষয়ে

চলে গেছি এই জন্য যে বিরোধী দল থেকে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আমি এই বলেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :-- আই উড কল নাও অনারেবল মেম্বার শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমত এই বাজেটে কয়েকটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বলা হয়েছে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট। আর দেখতে পাচ্ছি ভিতরে এ্যাক্সেস ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। আমি জানি না খরচ পত্র করে বাজেটে যার প্রভিশান নেই তারপরে কনষ্টিটিউশনে যে এলাউ করে সেটাকে এ্যাক্সেস গ্র্যাণ্ট হিসাবে আনা যায় কি না। সরকার বলতে পারতেন আমি খরচ করে ফেলেছি, এখন বিচার বিবেচনা করে তোমরা সরকারী গ্র্যাণ্টকে মঞ্জুর কর। কিন্তু তা নয়, এ্যাক্সেসটাকে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট হিসাবে এখানে আনা হয়েছে। কিভাবে এই টাকাটা খরচ করেছেন তার কোন হিসেব নিকেশ এখানে নেই। স্যার, কনষ্টিটিউশনের ধারায়, আর্টিকেলে খুব সম্ভবতঃ আমার মনে হয় ২০৫ আর্টিকেলে পরিস্কার লেখা আছে এই ধরণের যদি এখানে আনতে হয় তাহলে এ্যাক্সেস খরচ এক্সেস গ্র্যাণ্ট হিসাবে আনতে হয়, এটা সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট হতে পারে না। স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর আমি জেনারেল ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে চাই। এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অব জাষ্টিস। ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, ১০, তাছাড়া ত্রিপুরা পুলিশ এবং এ ছাড়া আরো ২/১টা আছে। এইগুলি সম্পর্কে আলোচনায় আমি প্রথমত বলতে চাই যে গ্র্যাণ্ট যে ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডের প্রশ্নে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টীস-এর কথা নেই। জুডিসিয়ালীকে ভাগ করা হল। ভাগ করার পরেও আমরা কি দেখলাম সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র একজন চীফ জুডিসিয়াল মেজিষ্ট্রেট। এবং সমস্ত বিচার ব্যবস্থার ভিতরে একটা অরাজকতা। জুডিসিয়াল ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটে বিভিন্ন জায়গায় যা লেখা রয়েছে যেভাবে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে টেক আপ করা হয়েছে। কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কোথায়? উদয়পুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটকে সমানে সোনামুড়ায় কোর্ট করতে হয় এবং এরফলে মাসে ১৫, ১০, ৫, ৭ দিন পর পর তিনি হঠাৎ গিয়ে হাজির হন এবং নথিপত্রে তারিখের পর তারিখ চলে যাচ্ছে। লোক এসে তারিখের পর তারিখ নথিভুক্ত করে ফিরে যায়। অত্যন্ত দুর্বিষহ অবস্থা। বার বার করে বলা হচ্ছে। স্পেসাল জুডিসিয়াল মেজিষ্ট্রেট তার হাতে কোন কোন কেস দেওয়া হয়, কোনটা দেয়া হয় না। সি. আর. পি. সি. সমস্ত রয়ে গেছে। ঠিক এই অবস্থা একটা চরম অরাজকতা সেখানে চলছে স্যার। একটার পর একটা কেস, সমস্ত নথি অচল হয়ে পড়ে আছে। তারিখ পড়ছে। ৫, ৮, ১০ বছরের সমস্ত কেসগুলি ঠিক এইভাবে অচল হয়ে আছে। আজ পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। দরবার করা হয় নি? তদ্বির করা হয় নি? অনেক করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। কিন্তু ডিমাণ্ডে যে খরচ করা হয়েছে এবং আরো কিছু করবেন এবং সে সবের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কোথায়। স্যার, আমি ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই। সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান আমি জেনারেলি বলেছি। নর্থ ডিষ্ট্রীক্টে এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। অধিকাংশ জায়গায়ই কোর্ট নেই। কোর্ট হয় না। কিন্তু ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে, খরচ করা হয়েছে এবং আরো খরচ করা হবে সেই সবের জন্য ব্যবস্থা করা

হচ্ছে। খরচ করছেন। কিন্তু কোথায় অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। স্যার, একটু আগে বক্তৃতা হচ্ছিল। আমি শুনছিলাম। তাঁরা বলেছেন যে কর্মচারীরা ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে। কাজেই কর্মচারী-দের মোকাবিলা করবেন ওরা। স্যার, আমি কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাইছি। কি ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের সোনামুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আওতায় ওখানকার এস, ডি, ও, যাকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল সেই পদ্মশ্রী খেতাবদারী এস,ডি,ও কিভাবে সমগ্র কর্মচারীদের উপর কিভাবে দমন পীড়ন চালাচ্ছেন? কিভাবে কি কৌশলে সমগ্র কর্মচারীর উপর চক্রান্ত চলছে? কি কৌশলে কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্য আছে সেটা ভাঙ্গবার ষড়যন্ত্র চলছে? আজকে গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ টাকা কিভাবে খরচ করা হল, কোথায় গেল সে টাকা? আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার। মনোরঞ্জন রায় একজন তহশীলদার। ইনি ফেডারেশন করেন। ফেডারেশনের নেতা। ইনি আবার সুখময় বাবুর ডান হাত। সোনামুড়ায়, আগরতলায় থাকছেন। সোনামুড়ায় নাকি তিনি চীফ মিনিষ্টার। শোনা যায় তিনি নাকি সেখানকার অ্যাডিশনিয়েল এস, ডি, ও,। মানুষ ঠাট্টা করে বলে স্যার? বাচ্চারা বলে। স্যার, গত জুন মাসে শুধু একই মাসে একজন তহশীলদার তার এত কি দরকার থাকতে পারে যে সোনামুড়া—আগরতলা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। আমি তারিখ বলে দিচ্ছি স্যার। ৫/৬/৭৪ তারিখে স্যার, আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না। স্যার, তিনি এক মাসে কোন কোন তারিখে ৭টি জার্নি করলেন আগরতলা—বাঘমারা। সেটা আমার কাছে নোট করা আছে। একজন তহশীলদার। আমি শুনেছি স্যার, ডি, এম, দ্বারা নির্দিষ্ট ট্যুর বিল রিকমেণ্ড ছাড়া কোন বিল হয় না। তহশীলদার তার কাজ হচ্ছে তহশীলের অন্যান্য বিষয়ের কাজ। মাসের ৩০ দিনের মধ্যে ২৫ দিনই তাকে বাইরে সোনামুড়া—আগরতলা ঘুরাঘুরি করছেন তিনি। কে পাঠায় তাকে? কি করা হয় সেখানে? আমরা জানি তিনি ফেডারেশন করছেন। তাকে সোনামুড়া—আগরতলা করতে হয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কোরাপ করার জন্য, কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাবার জনা, স্পাইং করার জন্য? আমরা আরও শুনেছি ঐ মনোরঞ্জন রায়ের পকেট ভারী হচ্ছে ঘুষের টাকা খেয়ে। ১।২ টাকা ঘুষ নয়। সেই যে লোন দেবার ব্যাপার নিয়ে, খাজনা দাখিল করার জন্য লোক এসেছে তাদের পকেট থেকে ১৫/২০ টাকা তিনি নিয়ে গেছেন খাজনা দেবার নাম করে। ঐ তহশীলদারই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে প্রীতিভাজন ব্যক্তি। এবং তাকে সাহায্য করছেন সোনামুড়ার পদ্মশ্রী এস, ডি, ও। শুধু কি মনোরঞ্জন রায়? স্যার, শুধু এক মাসের কথা বলেছি। ঠিক সেই রকম জুলাই, ১৯৭৪ এর জুলাই মাসে ৭টি টি, এ, বিল পেশ করেছেন। এই আগরতলা-সোনামুড়া তারিখে তারিখে। এই তারিখে তারিখে এসে তিনি এক দুই দিন থাকতেন। এই টাকা কিসের জন্য? কেন তাহলে তার জন্য বিল পেশ করা হচ্ছে না। তার অডিট রিপোর্ট হবে? প্রতি মাসে ২০০।২৫০ টাকা খরচ। তাহলে? হাও এটা কি করে সম্ভব? স্যার, তারপরে আর একজন হচ্ছেন নীহার চক্রবর্তী। আর, আই, নন। রিলিফ সুপার ভাইজার। দেড় বৎসর আগে তার কাছে নোটিশ গিয়েছে, তাকে ট্রান্স-ফার করা হয়েছে। সেই বদলী ষ্টপ করে রেখে দেয়া হলো ফেডারেশন করার জন্য। কর্ম-চারীদের একতা ভাঙ্গবার জন্য, কনষ্টিটিউশান ভাঙ্গবার জন্য। তিনি ছিলেন ফিল্ড ষ্টাপ।

সেই ফিল্ড ষ্টাফ থেকে তাকে টেনে এনে এষ্টাব্লিশমেন্টে পদ্মশ্রী এস, ডি, ও, তাকে চার্জ দিয়ে রেখে দিলেন। এটা কি করে হল ? সেকেণ্ড টাইমে স্যার, এই নীহার চক্রবর্তী ফিল্ড ষ্টাফ হিসাবে সে তার টি, এ, বিল ড্র করেছে এবং অফিস ষ্টাফ হিসাবে ও, টি, ড্র করেছে। স্যার, এটা কি করে সম্ভবপর হল ? ডি, এম, নোটিশ দিয়েছেন যে সেই টাকা রিফাণ্ড করার জন্য। সেই টাকা সরকারী খাতায় জমা হল না। সেই নীহার চক্রবর্তী এখনও এষ্টাব্লিশমেন্টের চার্জে আছেন। এস, ডি,ও, চার্জে দিয়ে রেখেছেন। এখন তিনি সোনামুড়াতে একটি "মাতৃ মেডিক্যাল হল" বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেছেন। এই হচ্ছে নীহার চক্রবর্তী। স্যার, তারা ঐ সরকারের দালালী করছে, সুখময়ের দালালী করছে। কর্মচারীদের একতা ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করছে। এবং কর্মচারীরা কোন দাবী করতে পারবেন না, কর্মচারীরা তাদের বাঁচার দাবী করতে পারবেন না, তারা তাদের ন্যায্য দাবী করতে পারবেন না সেই অধিকার তাদের থাকবে না। এই অবস্থা যারা সৃষ্টি করতে চাইছেন তাদের মধ্যে আরো আছে। স্যার, এস, ডি, ওর বাড়ীতে ৪/৫ জন করে ব্যক্তিগতভাবে সার্ভেনটের মত কণ্টিনজেন্ট এ্যামপলয়িকে এবং ক্লাশ ফোর এ্যামপলয়িকে চাকরের মত খাটতে হয়। এস, ডি, ওর স্ত্রীর কাপড় ধুইয়ে দিতে হয়। তা না হলে পরে তাকে বেত মারা হয়, তাকে ট্রেন্সফার করা হয়, ছাঁটাই করা হয়। এই কর্মচারী তার নাম হচ্ছে কার্ত্তিক মজুমদার, একজন কনটিজেন্ট এ্যামপলয়ী তাকে তার বাড়ীতে রেখে যখন কয়েকমাস তাকে দিয়ে কাপড় ধুয়ানো, বাচ্চার গুঁ ধুয়ানো সবকিছু করানো হয়েছে, সরকারী চাকুরী হিসাবে তাকে কাজ করানো হয়েছে। কাজ করতে করতে তার হাতে ঘা হয়ে গেল। তারপর সে কাজ করতে অস্বীকার করলো তখন তার উপর চললো রিপ্রেসিভ মেজাজ। তাকে বেত মারা হলো। তখন সমস্ত কর্মচারীরা এস,ডি,ও কে ঘেরাও করল এবং বললো যে একজন জনগণের কর্মচারী এই যে সরকার সরকারের কর্মচারী তাকে দিয়ে তোমার ব্যক্তিগত কাজ করাবার কোন অধিকার তোমার নাই। তুমি তাকে বেত মেরেছো তোমার ক্ষমা চাইতে হবে। তারপর তিনি স্বীকার করলেন যে সাময়িক ভাবে তাকে ছাঁটাই করছি না। তারপর তাকে সোনামুড়া থেকে কাঁঠালিয়ায় ট্রেন্সফার করা হলো। কিন্তু একমাস যাওয়ার পরই তাকে ছাঁটাই করা হলো, তিনি ছাঁটাই হয়ে গেলেন। একটা কি শুধু সোনামুড়ার ঘটনা ? উদয়পুরে ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছে, নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছে। অনর্গল টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কণ্টিজেন্ট এ্যামপলয়ির নামে। স্যার, কি সাংঘাতিক অবস্থা। টি. এ. বিলের খবর একটু আগে এসেম্বলির ফ্লোরে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে ষ্টার্ড কোয়েশ্চনের উপরে সেই তথ্য তুলে ধরে আমাদের বিরোধী দলের নেতা তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন য কিভাবে টি. এ. বিল ড্র করেছেন। কে. পি. দত্ত দিল্লী আর কোথায় কোথায় বাঁশমতি চাউল আনার জন্য শুধু চাউল আনার জন্য হাজার হাজার টাকার টি. এ. বিল ড্র করেছেন। এইভাবে প্রায় এক কোটি টাকার মত খরচ করা হয়েছে। এই যে এক্সেস টাকা খরচ করা হয়েছে সেইটার জন্য এখানে চাওয়া হচ্ছে এই বিধান সভায় আমাদের সাপ্লিমেনটারী ডিমাণ্ডকে, এই গ্রান্টকে আপনারা মনজুর করুন। স্যার, পুলিশ, গত ৬ মাসে ২১টা ডাকাতি হয়ে গেল সোনামুড়াতে। সোনামুড়া শহর থেকে মাত্র দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে রাংগামাটিতে খুন হয়ে গেল। ঘরের ভিতর ঢুকে সমস্ত কিছু লুঠপাট করে নিয়ে গেল খুন করে। অল্প কয়েকদিন আগের কথা, ৭/৮ দিন আগের কথা, মেলাঘর আউট পোষ্টের কাছেই সোনামুড়া থানা থেকে খুব বেশী দূরে নয়, ওখানে ডাকাতি হয়েছে, ৪০ রাউণ্ড গুলি ছুড়েছে। একটি মাত্র কথা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ নেশনেলস। সি, আর, পি, বি, এস, এফ সমস্ত সাজানো

হচ্ছে, হাজার হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে। পুলিশ শক্তি বাড়াও সেইটা কিসের জন্য ? ডাকাতি তো বন্ধ হচ্ছে না। বাংলাদেশ নেশংলেস বাংলাদেশ থেকে হঠাৎ করে হুড়মুড় করে এসে তো আর ডাকাতি করে না, এখানে লোক নেই ? স্যার, আমি বলেছিলাম গত সেশনে এই হাউসে যে কাঁঠালিয়ার এ, এস, আই, গণেশ লস্কর, সে ওখানে এখনও সেই ডাকাতদের সংগে সমস্ত কিছু কারবার চালাচ্ছে, সোনামুড়া মেলাঘর সমস্ত জায়গায় এই রকম চলছে। স্যার, এইখানকার স্থানীয় যারা মন্ত্রী সুখময়বাবুর গলায় মালা পরায়, যারা রাত্রিতে মদের বৈঠক করে আর মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে যোগদান করে এই যে লোকগুলি তারা তো ডাকাত দলের সংগে যুক্ত। তার প্রমাণ আমি দিচ্ছি স্যার, গত কিছু দিন আগে বাংগামাটিতে যে ডাকাতি হয়েছিল, পুলিশ ইন্‌ভেসটিগেশনে নাবালক মিঞাকে পুলিশ এরেষ্ট করলো। এই নাবালক মিঞা হলেন আমাদের মুনসর আলী সাহেবের একজন আত্মীয়, সুখময়বাবুর একজন ভক্ত। তাই তাকে ছেড়ে দিতে হবে, কারণ তা না হলে সুখময় বাবুর রাজত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ম্যাজিসট্রেট আপত্তি করলেন যে পুলিশ ইন্‌ভেসটিগেশন শেষ না হওয়া পর্যান্ত তাকে ছাড়া যাবে না। তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় তো আর বেশী নাই। দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীসময় চৌধুরী :— আমি চেষ্টা করবো স্যার, মুনসর আলী সাহেব টি, আর, এ ১৪২৫নং গাড়ী, তিনি যেটা নিজে সব সময় চড়েন সেই গাড়ীতে আগরতলা থেকে উদয়পুর গিয়ে এবং উদয়পুর থেকে ফাষ্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট এন. জি, দাসকে সংগে নিয়ে সোনামুড়াতে গিয়ে হাজির হলেন ডাকবাংলোয়, গত দশ তারিখ। শত শত মানুষের সামনে এন, জি, দাস চলে গেলেন মুনসর আলী সাহেবের গাড়ীতে সোনামুড়া ডাকবংলাতে, সেখানে এস, ডি, ওকে ডেকে এনে নির্দ্দেশ দিলেন এক্ষণে কেস তোল, আমি এসেছি ফাষ্ট ক্লাশ জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট, আমি তাকে জামিন দেব। পুলিশ আপত্তি করলো, কিন্তু সমস্ত আপত্তি নাকচ হয়ে গেল। নাবালক মিঞা মুক্ত। কারণ তাকে না ছাড়লে মুনসর আলী সাহেবের রাজত্ব নষ্ট হয়ে যায়, সুখময় বাবুর রাজত্ব নষ্ট হয়ে যায়। স্যার, এই হচ্ছে ডাকাত ধরার নমুনা। এই হচ্ছে পুলিশ বাজেট বাড়ানোর নমুনা। স্যার, শুধু কি তাই ? বক্‌সনগরে, আবদুল গফুর নামে একজন মুনসুর আলী সাহেবের আত্মীয় তার ঘরে বাংলাদেশের কিছু কারেনসি পাওয়া গেল। তার ঘরে বাংলা দেশের আরও বেআইনি মাল পাওয়া গেল। পুলিশ এরেস্ট করলো তাকে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইগুলি কি সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ডিসকাশনের সংগে কোন রিলেশন আছে ?

শ্রীসময় চৌধুরী :— স্যার, আমি খরচগুলি কি হয়েছে সেইটা দেখাচ্ছি। আমি আগেই বলেছি যে এক্‌সেস গ্রান্টটা কি ? স্যার, আবদুল গফুরকে নিয়ে এসে পুলিশ হাজতে দিয়েছে। কারণ তার ঘরে যে চিঠি পাওয়া গেছে সেই সমস্ত পুলিশ কোর্টে প্রডিউস করেছে।

সেই চিঠিতে লেখা আছে কিভাবে আগের তারিখে চাউল পাঠানো হয়েছিল সেইটা জমা হয়েছে কিনা, সমস্ত জুডিশিয়েল কোর্টে দেওয়া হয়েছে। আমাদের আলী সাহেব, কৃষি উপমন্ত্রী ঐ ডাকবাংলাতে চীৎকার করে উঠলেন আমি একটা একটা করে চাকুরী খেয়ে দেবো, ঐ এস, ডি, ওকে ধমক দিয়েছেন, ম্যাজিসট্রেটকে ধমক দিচ্ছেন, পুলিশ অফিসারকে ধমক দিয়েছেন এবং বাধ্য করেছেন এই আবদুল গফুরকে রিলিজ করতে। এই হচ্ছে মন্ত্রীত্ব, এই হচ্ছে সরকার। এই হাউসে উত্তর এসেছে, প্রশ্নের উত্তর—আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানে, ৯৯ জন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল রেশন সপের দুর্নীতি সম্পর্কে। আজ পর্য্যন্ত ৫২ জনের সম্পর্কে কেইস প্রমাণ হয়েছে হয়েছে—তাদের বিরোদ্ধে অভিযোগ। তারপর এই মন্ত্রী সভা উত্তর দিয়েছে যে ৩৬ জনের বিরোদ্ধে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে সরকার-কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট শুরু করেছে। আমরা বলেছি বার বার ঐ শিক্ষক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের সংগে অন্যান্য জনগণ যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছে তাদের প্রতিটি দাবী এই মন্ত্রী সভার কাছে আছে। আপনারা যান তাদের তাদের সংগে আলোচনা করুন। ঐ ধর্ম্মঘট নোটিশ পাওয়ার সংগে সংগে আপনাদের উচিত ছিল তাদের ডেকে আলোচনায় বসা, প্রতিটি দাবী সম্পর্কে তাদের সংগে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আজকে সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে জবরদস্তি পুলিশের মোকাবিলা, সি, আর, পির মোকাবিলা আর কতগুলি গুণ্ডা দিয়ে মোকাবিলা করার যে স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্ন টিকবে না। ঐ শিক্ষক কর্মচংরীদের পাশে সমগ্র গণতান্ত্রিক জনতা আছে। আমরা দেখছি গ্রামে গ্রামে গণ কমিটি তৈরী হচ্ছে, আগরতলায় পাড়ায় পাড়ায় গণ কমিটি তৈরী হচ্ছে। আমরা দেখছি ছাত্রদের মধ্যে আমরা দেখছি যুবকদের মধ্যে, আমরা দেখছি নারীদের মধ্যে' আমরা দেখছি ঐ কৃষকদের ঐ সরকারী শিক্ষক, র্ম্মচারীদেয় মধ্যে আছে। শুধু তারা একা নয় তাদের পাশে উরা আছে। শেষ কথা এই বলব যে সরকার শিক্ষক কর্মচারীদের জানুন, তাদের সংগে আলোচনায় বসুন; শিক্ষক কর্ম্মচারীরা সি, পি, এম, নয়, উদের ভিতরে অনেকেই কংগ্রেসী আছেন উদের রক্ষা করুন তাদের প্রতিটি দাবী বলার জন্য যাদের এখন ডেকে আলোচনা করে নিষ্পত্তি করুন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার, আমি হউসের মধ্যে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছে আমি তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র বাবু সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সরকার গণতন্ত্রকে খতম করে দিয়েছে।...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যদি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করেন তাহলে ভাল হয়।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—আমি চেষ্টা করব স্যার—গণতন্ত্র কি ভাবে খতম হয়ে যাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আজকে কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় কমিটির যে ডাকে লাগাতর ধর্মঘট সেটা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ম্মচারীদের কথা নয়। সমন্বয় কমিটি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মচারী সংস্থা আছে সেই সব সংস্থা এটা ডাকে নি। আজকে যদি বুঝতাম সমস্ত কর্মচারীদের ডাক যদি বুঝতাম সমস্ত ত্রিপুরার জনগণের এই ডাক তাহলে বুঝতাম এই সরকার ধর্মঘট না মানতেন তাহলে বুঝতাম এই সরকার গণতন্ত্র খতম করছে। কিন্তু গণতন্ত্রে কি বুঝায়—১০ জনের মধ্যে

১ জন সেটা গণতন্ত্র না ১০ জনের মধ্যে ১০ জন সেটা গণতন্ত্র। আমি সে জন্য মাননীয় বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবুর বক্তব্যের মধ্য থেকে এটা বুঝতে পারছি না গণতন্ত্র কোথায় ব্যাহত হচ্ছে। উনি আর একটা কথা বলেছেন সরকার গরীব কৃষকদের ধান নিয়ে এসেছে। উনার যে জনদরদ-এর কথা যার জন্য উনি চিতকার করলেন যে সমন্বয় কমিটির মধ্যে যে সব কর্মচারীদের জন্য চিতকার দিলেন সেই চিতকারের মূল্য কোথায় এর বাস্তব চিত্র কোথায় আমি বুঝতে পারি না। গরীব কৃষকের ধান কোথায় লুঠ করে এনেছে আমরা দেখতে পেলাম না। আজকে যদি এই সরকার প্রকিউর না করতেন কৃষকের উতপাদিত ধান না কিনতেন ন্যায্য মূল্যে তাহলে কি হত দেশের অবস্থা। পেত কি সরকারী কর্মচারীরা ন্যায্যমূল্যে ধান তাহলে পেত কৃষকেরা ন্যায্য মূল্যে। যখন কৃষকের ঘরে ধান আছে যখন কাজের মরশুম হয় সেই ভাদ্র আশ্বিন মাসে তার পাওনা দারেরা টাকা আদায়ে থাকে তখন তাদের ধান বিক্রী করতে হয়। তখন যদি বাজারের দরটা কমে যায় তখন কি কৃষকের লাভ হয় না ক্ষতি হয়। আজকে আমাদের সরকার ন্যায্য মূল্যে কৃষকের সেই ধান চাল কিনেছে বলেই বাজারে কৃষকেরা ন্যায্য মূল্যে ধান চাল বিক্রী করতে পেরেছে। আজকে চিতকার উঠেছে গরীবের ধান লুটে নিচ্ছে এই কথা তো ঠিক নয়। কৃষকেরা ভাল ভাবেই জানেন সরকার তাদের ন্যায্য মূল্যে দেওয়ার জন্যই— গরীব মানুষের ব্যবস্থা করার জন্যই সরকারী কর্মচারাদের ব্যবস্থা করার জন্যই আজকে সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে ধান প্রকিউর করেছেন ন্যায্য মূল্য দিয়ে বাজারের মুল্য ঠিক রাখবার জন্য সেটাকে নেওয়া হয়েছে। এই সব কথার অবতারনা করে মানুষের খুব দরদী সেজে এর সাজা এর মহাত্ম আমরা বুঝতে পারি না। উনি আর একটা কথা বলেছেন যে সরকার এই যে সমন্বয় কমিটির লাগাতর ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার কথা তিনি বলেছেন লম্বা লম্বা চুল ওয়ালা গুণ্ডা সরকার লেলিয়ে দিয়েছেন। গুণ্ডা কারা—গুণ্ডা কারা আমরা দেখেছি এই আগরতলা সহরে আমরা জানি আজকে সমন্বয় কমিটির যারা আছেন তাদের জন্য কর্মচারীরা পাগল হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ডেগার দেখাচ্ছে। আমরা জানি সেটা অজয় বিশ্বাস যিনি এই সমন্বয় কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন উনি নাকি স্বয়ং ডেগার নিয়ে বেড়িয়েছেন (ইন্টারাপশান) আমি শুনেছি (ইন্টারাপশান) —ভয়েস—প্রমান করতে পারবেন? সি, আর, পি'র যত কথা উনি তুলে ধরেছেন এই সব যদি হয় যারা অফিসে যেতে চায় লাগাতর ধর্মঘটে যোগ দিতে চান না তাদের রক্ষা করা ডেগারের ভয় থেকে রক্ষা করা এটা কি সরকারের কর্ত্তব্য নয়। কাজেই কর্মচারীদের বেতনের হার নির্দ্ধারন সম্পর্কে এবং পে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে মাননীয় নেতা বলেছেন। আমি জানি পে কমিশন এখানে অন্যান্য রাজ্যের ইয়ে হিসাবে এখানে পে কমিশন করা হয়েছে। পে কমিশনের রিপোর্ট এখনও ফাইনেলাইজ হয়নি। হয়ত পত্রিকাতে পে কমিশনের মোটামোটি একটা সারাংশ বেরিয়েছে। সেটা নিয়েই এখানে চেচামেচা চলছে। পে কমিশনের রিপোর্ট-এ একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং একজন ৩য় শ্রেণীর যে সব কর্মচারী আছে এবং পে কমিশনের রিপোর্টার মধ্যে আমরা দেখছি ঠিক ঠিক ভাবে বিচার করা হয় নি। সেজন্য আজকে আমাদের ত্রিপুরা সরকার কংগ্রেসী সরকার তা ভালভাবে বিচার বিবেচনা করার জন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারী সংস্থা থেকে মতামত চেয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে সময় লাগছে সেজন্য আমাদের সরকার ইনক্রীমেন্ট দিয়ে

যাচ্ছে। আজকে সরকারী কর্মচারীদের মেডিকেল ফেসিলিটিজ দেওয়া হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের চিলড্রেন এলাউন্স দেওয়া হয়। সরকারী কর্মচারীদের এডভান্স লোন দেওয়া হয়। কিন্তু উনারা কি বলতে পারবেন আজকে লাগাতর ধর্মঘটের হুমকী যারা দিয়েছেন তার সংগে সংগে সমস্ত কর্মচারী সংস্থা—বিভিন্ন কর্মচারী সংস্থা আছে তারাতো তা দেয় নাই লাগাতর ধর্মঘটের হুমকী। টাকা পয়সা দিয়ে সরকার থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আদায় করবে। উনারা কি মনে করেন ত্রিপুরা রাজ্যে তারাই সব? আর ১৬ লক্ষ মানুষের কথা ভাবেন না? কাজেই থার্টি ফার্ষ্ট মার্চ আসছে, স্বভাবত:ই বৎসরের শেষদিকে টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপার আছে। সেগুলি কি উনারা বন্ধ করে সমস্ত জনজীবনের বিপদ ডেকে আনতে চান? পুলিশের কথা বলছেন। আপনারা যদি কর্মচারীদের উপর, শান্তিপ্রিয় কর্মচারীদের উপর হামলা করতে চান স্বাভাবিক পুলিশের বাজেট বাড়বে। আজকে সালাম পাতা বার্ষিক পূজার কথা বলা হয়েছে। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের কথা বলতে গিয়ে এখানেই উনাদের ভয় হয়ে গেল। সালাম পাতা পুজা করা, এটা কি অন্যায় হয়েছে? এটা কি করতে পারবে না? এখানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষে যদি কেউ ধর্মের নিয়ম পালন করতে চান উনাদের কেন হিংসা হয় বুঝি না। আমি বুদ্ধিষ্ট, আমি যদি বুদ্ধ পুজা করি তাহলে উনাদের হিংসা লাগবে কেন? হিন্দু যারা তারা সনাতন ধর্মমতে পূজা করবে, খৃষ্টান যারা তারা খৃষ্টান ধর্মমতে আচরন করবে। উনারা কি সব এখানে খৃষ্টান বানিয়ে দিতে চান? কি, ব্যাপারটা কি? কোথায় স্বার্থের ব্যাপার? এটা সম্পূর্ণ ধর্মীয় ব্যাপার। সালাম পাতা পুজার বিরোধীতার অর্থ আমরা বুঝি না। উনারা জনদরদী। এই সমস্ত কথা বলতে লজ্জা লাগে। উনারা নিয়ম নিষ্ঠাবান। সমস্ত ধর্মের উপর আঘাত আনা, এটা অত্যন্ত দু:খের ব্যাপার। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এই নীতি গ্রহন করেছে কংগ্রেস সরকার। সুতরাং এইভাবে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করার কোন অর্থ হয় না। আমি আজকের দিনে ১৬ লক্ষ মানুষের এবং তাদের কাছে আবেদন করব, আপনারা লাগাতর ধর্মঘট প্রত্যাহার করুন, ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের জনজীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা লাগাতর ধর্মঘটের হুমকী যেটা দিয়েছেন সেটা প্রত্যাহার করুন। আপনাদের ন্যায্য দাবী আছে, সেটা সরকার বিবেচনা করছেন। আপনারা যদি তা প্রত্যাহার না করেন তাহলে কতটুকু সরকার বিবেচনা করতে পারবেন বা পারবেন না তা জানি না। কিন্তু লাগাতর ধর্মঘট করাটা উচিত নয়, আমরা সেটা সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীরাইমনি রিয়াং :— আমাদের বিধানসভার বিরোধীদলের সদস্য একটা কথা বলেছেন যে জোর করে চাঁদা আদায় করে সালাম পাতা পুজা করা হয়। এবং সালাম পাতা পুজা করাটাও ঠিক নয়। জোর করে চাঁদা আদায়ের কথাটা ঠীক নয়। আর এই পূজা আজকালের নয়, বহু আগে থেকে। রিয়াংরা এই পুজা প্রথমে পাহাড়ে করত। সেই সময় থেকে হাঁস, মুরগী মহিষ প্রভৃতি দিয়ে দেবতার পূজা দেওয়া হয়। সালাম পাতার পুজা একজনে পারে না। এটা সকলে মিলে চাঁদা উঠীয়ে পূজা করা হয় এবং তার নাম সালায় পাতা। রিয়াং জাতির ১২ দিনের পূজা। এর অর্থ হল মুলী বাঁশকে সাজিয়ে দেবতাকে পূজা দেওয়া হয়। এটা

... পাল নাই। হুসেন শাহের আমলে, মানে রিয়াং জাতির মধ্যে রায়কচাক, রায়কছম সেনাপতি যখন ছিল তখন ত্রিপুরার গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে হুসেন শাহের সৈন্যদের জলে ডুবিয়ে মেরেছিল। তারা বলেছিল যে আমাদের তো অস্ত্র নাই, হুসেন শাহের সৈন্যদের তো অস্ত্র আছে। তারা প্রথমে সংগ্রাম করতে চাইছিল না, কিন্তু রাত্রিতেই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে সংগ্রাম করবে। গোমতী নদীর বাঁধ তারা কেটে দিল। এই ভাবে হুসেন শাহের সৈন্যদের শেষ করে দিয়েছে। তারপর তাদের পুরস্কার দেওয়া হল আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে দেখে এসেছেন সেই পূজা। তাদের যুক্তি হল, আমাদের যে সম্প্রদায় ছিল, আমাদের রিয়াং সম্প্রদায় গরীব, সেজন্য ট্রাইবেল নন্-ট্রাইবেল সকলকে অনুরোধ করেছে, অবস্থা বুঝে ভিক্ষা চেয়েছে, তারা আমাদের সকলকে খুশী করে দিয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের তারা বিরোধীতা করার জন্য এই কথাটা বলে। আগে এই পূজা শুধু রিয়াং-এর ছিল না, দেববর্মা ছিল নোয়াতিয়া ছিল, বাঙালাও যোগদান করেছে, লুসাই যোগদান করেছে। সকলেই সেখানে কীর্তন করে, হরি ও কীর্তন করেছে, রামকৃষ্ণ গান করেছে। আমাদের রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নীতি ছিল, যেটা ধর্মীয় নীতি। পার্টি স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু, যার যার ধর্ম তাকে মানতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

শ্রী রাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে দুই এক মিনিট সময় দিতে হবে আমি কর্মচারী ধর্মঘট সম্পর্কে কিছু বলব। আজকে আমাদের এখানে ১৬ লক্ষ লোকের বাস। সব লোক কর্মচারী নয়। আমাদের এখানে কর্মচারী আছে, শ্রমিক আছে, কৃষক আছে। আজকে প্রতিটী মানুষ, সেই কর্মচারীই হউক, কৃষকই হউক তাদের প্রত্যেকেরই আন্দোলন করার অধিকার আছে, কারণ আমাদের গণতন্ত্র রাজ্য। কিন্তু আজকে সরকারী কর্মচারীরা ছুটি নিলে তারা বেতন গুনবে কিন্তু কৃষকরাতো ছুটি ভোগ করতে পারবে না। তারা ছুটি নিলে তারা বেতন গুনবে কোথা থেকে? কাজেই আমাদের সরকারকে গ্রামের অন্দরে কন্দরে যে সব গরীব লোক, কৃষক, শ্রমিক বাস করে তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। কর্মচারীরা ধর্মঘট করে আন্দোলন করে তাদের বেতন বাড়িয়ে নিতে পারে, তাদের দাবী আদায় করতে পারে। কিন্তু কৃষক এবং অন্যান্য গরীব লোকদের বেলায় কি হবে? যারা হাতুরি দিয়ে পাথর ভাংগে তাদের বেলায় কি হবে? তাদের কথাও সরকারের চিন্তা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন এখন।

শ্রী রাইমনি রিয়াং চৌধুরী :— আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী ডিম্যাণ্ডস ফর গ্র্যাণ্টস, এর উপর একটা বই ছাপানো হয়েছে এবং সমস্ত মাননীয় সদস্যদের কাছে সেটা দেওয়া হয়েছে

এবং এই বইয়ের মধ্যে কেন, কোথায় খরচ হয়েছে অতিরিক্ত এবং কেন এই ডিম্যাণ্ড এসেছে সেই সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা রয়েছে সেখানে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হচ্ছে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বক্তব্য থেকে যে এঁরা বইটা দেখেননি, শুধু শুধু এই বই ছাঁপা হয়েছে। এর মধ্যে একজনও বলতে পারেননি যে কোন্ জায়গায়, কেন এক্সেস হয়েছে, সেই সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয়নি। বইকে বাদ দিয়ে—কেন এই সাপ্লিমেন্টারী ডিম্যাণ্ডস ফর গ্রাণ্টস এসেছে সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য না রেখে অন্যদিকে—রাজনৈতিক বক্তৃতা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছেন। সাপলিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস সম্পর্কে সেখানে কারণ দেওয়া হয়েছে, তার উপর যদি বক্তব্য রাখা হত, যে এই কারণটা ঠিক নয়, এই কারণটার মধ্যে আমাদের বক্তব্য আছে, এই সবের ধার কাছ দিয়ে কেউ যায়নি। কিন্তু আমি দেখছি এর মধ্যে সেই আলোচনা আসেনি। আমি জানিনা ওদের কাট মোশানে সেকথা কিভাবে আসবে না আসবে, যদি কাট মোশান দেওয়া হয়ে থাকে, তার মধ্যে ডিসকাশন হতে পারত, কিন্তু জেনারেল ডিসকাশনের মধ্যে যে পয়েন্টের উপর ডিসকাশন হওয়ার কথা, তার উপর ডিসকাশন হবেনা, ডিসকাশান হবে কোথায়? ডিসকাশান হবে ঐ কর্মচারীর ধর্মঘট, ঐ জুলাইবাড়ীর ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানিনা, কতটকু পর্যন্ত মাননীয় সদস্যদের অধিকার রয়েছে। জুডিশিয়াল মেজিষ্ট্রেট সম্পর্কে মন্তব্য করতে পর্যন্ত এদের বাঁধেনি যেখানে জুডিশিয়্যাল মেজিষ্ট্রেট সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে না, সেই সম্পর্কে কোন মন্তব্য রাখা যায় কি না আমি জানিনা এবং সেটা কনটেম্প্ট অব কোর্ট-এ আসবে কি না তাও আমি জানি না। কিন্তু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অন্ততঃ এইটুকু দায়িত্ব জ্ঞান থাকা উচিত ছিল। এই সম্পর্কে রিমার্ক করতে হলে জুডিশিয়্যাল মেজিষ্ট্রেটের কথা না বলে অন্যভাবে তাঁরা বলতে পারতেন। যাই হউক আমি সেকথা বলতে চাই না। জেনারেল ডিসকাশান যেভাবে উনারা করেছেন, আমি সেইভাবেই করতে চাই এবং কাটমোশানের উপর যদি কোম বক্তব্য থাকে সেগুলির উত্তর পরে দেওয়া যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারী ধর্মঘট সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন। তাদের দাবীর যৌক্তিকতা কি আছে না আছে, সেই সম্পর্কে তিনি আলোচনায় যান নি, তিনি গিয়েছেন গুণ্ডা লেলানো হয়েছে, তিনি গিয়েছেন যে ওটাকে বাধা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর উপর যতখানি বক্তব্য রাখার সেটা তিনি রেখেছেন। আরেকজন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য জুডিশিয়্যাল মেজিষ্ট্রেট কি করেছেন তার সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আরেক জন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য—আমার কানে যতটকু এসেছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে—কোথায় সালেম পাতার একটা ফাংশান হয়েছে, সেটা সম্পর্কেও একটা আলোচনা হয়ে গেল। এখন ওদের কথা আমি কিছু বলতে পারব না। আজকে যদি কোন সমাজ তার ধর্ম পালন করতে চায়, একথা কেউ বলতে পারবেনা আজকের দিনে যে তুমি সেটা পালন করতে পারবে না। ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে ধর্ম পালন করা যাবেনা। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল যে প্রত্যেকের ধর্ম রক্ষা করা হবে, কেউ কারও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবেনা। কিন্তু ধর্ম পালন করতে গেলে একটা বিয়ান সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের অতীত ইতিহাস কি ছিল, সেটা সম্পর্কে

এখানে একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন। এখানে একজন রিয়ান এম, এল, এ আছেন, তিনিও সেই সম্পর্কে বলেছেন। আজকে যদি কোন ধর্মীয় ফাংশান হয়, তার মধ্যে যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক মিলিত হয়, আগে যেটা হওয়ার স্কোপ ছিলনা, আজকে যদি সমবেত হল এবং সেই ধর্মের প্রতি তার মনোভাব প্রকাশ করে সেটা কি অপরাধ হয়েছে? আজকে রিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্ম রক্ষার জন্য, তাহলে কি সেটাকে অপরাধ বলতে হবে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হয়ে যাবে? আর গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হবে না যখন কর্মচারীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ধমকানো হচ্ছে, প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বেরিকেট তৈরী করা হচ্ছে, তাঁরা একে বলেছেন গণ কমিটি, গণ কমিটীর অর্থ কি আমি জানিনা। পশ্চিম বংগে আমি দেখেছি, তাঁরা গণ কমিটি স্বীকার না করুক, এখন আমি যতটকু দেখেছি, সেই গণ কমিটীর নামে যাদের মবিলাইজ করা হয়েছে, তাদেরকে. আমি বিরোধী পক্ষের নেতা যিনি ওনের মত অত্ত দায়িত্বজ্ঞাণহীনভাবে আমি বলতে চাই যে তারা গুণ্ডা, আমার বক্তব্য হচ্ছে কমচারী যারা তারা নিজেরা যদি ইচ্ছা করে আসতে চান, তাহলে তাদের কথা সতন্ত্র কিন্তু যারা আসতে চায় না, তাদেরকে ভয় ভীতির মাধ্যমে আনার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হবে তারা কোন শ্রেণীভক্ত সেটা বিচার করার দাযিত্ব এই হাউসের, তাঁরা বিচার করবেন। তাঁরা গণ কমিটির কথা এখানে বলেছেন। এখানে কেন গণ কমিটির প্রশ্ন আসছে, আমি এর অর্থ বুঝতে পারছি না। আমি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে গণ কমিটর কথা বলতে পারি। তবে সেটা আমি বলছি না। কিন্তু আমি এইখানে যতটুকু দেখেছি তাতে গণ কমিটীর নামে যাদের মোভালাইজ্ড করা হয়েছে. স্যার, মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার মতো এত দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে আমি বলতে চাই না যে তারা গুণ্ডা। এটা আমি বলতে চাই না। যারা কর্মচারী তারা নিজেরা যদি ইচ্ছা করেন যে অফিস আদালতে যাবেন তাহলে তাদের যদি সেখানে বাধার সৃষ্টি করার জন্য যদি নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে তারা কোন শ্রেণীভূক্ত এটা বিচার করার দায়িত্ব এই হাউসের আছে। তাঁরা তার বিচার করবেন। বিচার করবেন সাধারণ মানুষ, বিচার করবেন কর্মচারী, আমি জানি না কেন এই গণ কমিটীর কথা বলা হয়েছে। যদি বেশীর ভাগ কর্মচারী এই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে মত পোষণ করতেন তাহলে এই গণ কমিটির কথা বলা হত না। তাহলে ব্যারিকেড তৈরী করার প্রয়োজন হত না। গণ কমিটির দরকার হত না। তারা যদি এমনিতেই ধর্ম্মঘট করতেন তাহলে এতসব করার প্রশ্ন উঠত না। জবরদস্তি করার প্রয়োজন হত না। জবরদস্তি করার প্রয়োজন আজকে দেখা দিয়েছে এই জন্যেই যে কর্মচারীরা ধর্মঘট করতে চান না। কর্মচারীরা কাজ করতে চায়। তারা নিজেরাও জানে না কারা এই ধর্মঘট ডেকেছে। কারা ডেকেছে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়' যারা ডেকেছেন তাদের হয়তো কেহ এখানে নেই। এটাকে কর্ম্মচারী আন্দোলনের নামে চালানো হয়েছে। কিন্তু কর্মচারী প্রত্যেকের কাছেই আমি শুনেছি যে তারা এই ব্যাপারে কিছু জানে না। তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় নি। ৫'৭ জন হয়তো কোথায় বসে রায় দিলেন যে ধর্মঘট করতে হবে, ইংজাংশান গেল। তার জন্য কাদের নেয়া হয়েছে? এই আন্দোলন কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে তাঁরা মোভালাইজ্ড করছেন। গণ. কমিটির নাম করে বলছেন যে জনসাধারণের সাপোর্ট রয়েছে। জনসাধারণ সাপোর্ট

করছেন? তাহলে আমি বলছি আজকে যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করেন তাহলে দেখতে পাবেন তারা কি কথা বলছেন। তাদের কথা কি? সেই কথা কি তাঁরা এখানে বলবেন? আমরা জানি আজকে যারা দুঃস্থ মানুষ, যারা টেষ্ট রিলিফের জন্য ঘুরছে, যারা আজকে খেতে পায় না, এই যে অবস্থায় সেই লোকগুলো রয়েছে যারা বিলো লিভিং ওয়েতে রয়েছে তাদের আজকে অবস্থা কি? আজ তারা সামনে দেখতে পাচ্ছে কর্ম্মচারীরা আন্দোলন করছে তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য। তাদের যে দাবী নেই সে কথা আমি বলছি না। কিন্তু জনসাধারণের তাহলে জনসাধারণের বিচার করার কথা যদি বলা হয় তাহলে কি ভাবে জনসাধারণ বিচার করবে। এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কতজনের সরকারী কর্মচারী। সেই হিসাবে সমস্ত মানুষের কথা বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা দেখেছি স্ট্রাইক করতে হলে প্রত্যেকটা কর্ম্মচারী ইউনিটকে জানাতে হয়। এমন কি কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত জানে না যে ষ্ট্রাইক হচ্ছে। তাদের জানাতে বলা হয় যে এতদিনের মধ্যে তুমি জানাবে ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? ষ্ট্রাইক করবে কি করবে না? এই ব্যাপারে আগের থেকেই মতামত নেয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেক জায়গাতে তার ভোটাভুটি করা হয়ে থাকে। ব্যালটের মাধ্যমে মতামত নেয়া হয় যে ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে মত আছে কি নেই। কিন্তু এখানে সেই সব সিষ্টেম নেই। কিন্তু এই কর্ম্মচারীর আন্দোলনের ডাক দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? এটা তো কর্ম্মচারী আন্দোলন নয়। এটাকে কর্ম্মচারী আন্দোলনের ভিত্তি করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টায় আছেন তাঁরা। না হলে যেখানে পে-কমিশনের উপরে আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি পে-কমিশনের উপরে প্রত্যেক এসোসিয়েশান তাদের মতামত ব্যক্ত করতে। বলেছি যে পে-কমিশনের রায়ের মধ্যে কোথায় কিভাবে ক্ষতি হবে, এই পে-কমিশন গ্রহণ করা হলে কিভাবে কাকে কাকে কি কি অসুবিধায় হবে সেটা বলতে বলেছি। এসোসিয়েশন থেকে মতামত গ্রহণও করা হয়েছে। তার তারিখও ছিল ১০ তারিখ। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, মতামতের উপর আলোচনা শেষ করা হল না, বিচার বিবেচনা করা হল না বলে দেয়া হল, ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মঘট ধর্ম্মঘট, কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট। এই কর্ম্মচারীরা আন্দোলন করবে। এবং তার চেষ্টা আজকের নয়। ১লা মার্চে বয়কট। এই বয়কট তারই অঙ্গ। তারা বলবেন যে এদিন তো সময় পেয়েছেন। কিন্তু আমি বলছি যে ১লা মার্চের বয়কটের পরই তারা শ্লোগান তুললেন, ১৪ তারিখে ১ ঘণ্টার জন্য কর্মবিরত থাকা, এই সবই তার জন্য একটা প্রস্তুতি চলেছিল, একটা হয়রানি চলেছিল, একটা অরাজকতা চলেছিল, একটা সরকারকে অচল করে দেবার, তাকে শেষ করে দেবার একটা চক্রান্ত চলেছিল। নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক দেশে কর্ম্মচারী আন্দোলন হতে পারে। কর্মচারীরা আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু সরকার যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন পে-কমিশনের রিপোর্টের উপর মতামত জানাবার জন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারী সংস্থার কাছে পাঠানো হয়েছিল। পে-কমিশনকে দেখার জন্য বলা হয়েছিল, তাদের বক্তব্য নেয়া হয়েছিল কেন কোথায় কোন ক্যাটাগরীর কর্ম্মচারী কিভাবে এই রায়ের দ্বারা তারা পরিচালিত হতে পারে তার জন্য তাদের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছিল। এই মতামতের উপর সরকার যখন বিচার বিবেচনা করছেন এবং

এই বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সে সময় তারা দেবে না। কারণ বিচার করে সরকার যদি তাদের যে দুঃখ, তাদের যে ন্যায়সঙ্গত দাবী সেটা যদি দিয়ে দেন তাহলে তো তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। যেটাকে তারা কর্মচারী আন্দোলনের নামে ঢেলে দিতে চাইছিলেন। সেই জন্য ওরা এইভাবে আজকে হঠাৎ কর্মচারী আন্দোলন ডেকেছেন। সেইজন্য তাদের ঐ ধর্মঘটের ডাক দেয়া। এই ধর্মঘটের পেছনে আর কিছু প্রশ্নের অবকাশ নেই। মতামতের কোন প্রয়োজন নেই। আবার তাদেরকে সেটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কে চাপিয়ে দিয়েছে? তারা কারা? তাদের মধ্যে এমন সবকে নেয়া হয়েছে যাদেরকে কর্মচারীরা জানেন না, চেনেননা। তাদেরকে আজকে নেয়া হয়েছে এই কর্মচারীর আন্দোলনের নাম করে। সিক্স্থ (৬) ফেব্রুয়ারী ওরাই কাদের নিয়ে ঠিক করেছেন। তারা ষড়যন্ত্র করে ঠিক করেছেন যে কর্মচারী ধর্মঘট, কর্মচারী ধর্মঘট। কর্মচারী কোথায়? কর্মচারী কোথায় আছে এর মধ্যে? কর্মচারীরা কোথায়ও আছে কিনা জানি না আমি। কর্মচারীরা বক্তব্য পেশ করেছেন পে-কমিশনের উপর। পে-কমিশনের উপর কি হবে না হবে আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি। পে-কমিশনের রিপোর্ট বের হবার আগে আমরা দফায় দফায় ইন্টারিম রিলিফ বার বার দিয়ে যাচ্ছি। হয়তো আরো দিতে হবে। আমি অবশ্য বলছি না সে কথা। এই বিরোধী দলের সদস্যরা এই অ্যাসেম্বলীতে কর্মচারীদের কথা আগেও বলেছেন। এই সাপ্লিমেন্টারি বাজেটে বিরোধী দলনেতা একদিকে বলেছেন কর্মচারীদের পক্ষ নিয়ে। আর এক দিকে তাঁদেরই সদস্যরা জনসাধারণের টেষ্ট রিলিফ পাচ্ছে না এবং দুঃখের সব কথাই বলেছেন। আজকে যদি ধর্মঘট হয় তাহলে টেষ্ট রিলিফ বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, জুমিয়া পুনর্বাসন বন্ধ হয়ে যাবে, কৃষি ঋণ বন্ধ হয়ে যাবে। তার দ্বারা তাঁরা মনে করছেন জনসাধারণের সাপোর্ট। তাঁরা মনে করছেন সমস্ত জনসাধারণ তাঁদের সাপোর্ট করছে। তাঁরা যেহেতু রাজনৈতিক আন্দোলন করতে চাচ্ছেন। একটা সরকারকে অচল করে দেবার প্রশ্ন যেখানে সেখানে সরকার নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে না। কর্মচারীদের দুঃখ বেদনা সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখতে হবে। এবং সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখছেন। যখন বিবেচনা করে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় এসেছে সেই সময়ে তাঁরা অগ্রসর হলেন, হুমকি দিলেন ধর্মঘট করব। সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এইটা যদি কর্মচারীদের পক্ষে যায় তাহলে আর ঐ রাজনীতির খেলা চলবে না। সেই জন্য তারা অগ্রিম সেই ধর্মঘটের হুমকী দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি যে কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দেবে না, আমি জানি সাধারণ কর্মচারী ধর্মঘটের পক্ষে নয় কিন্তু তাদের উপরে জোর করে জবরদস্তি করে, গণকমিটি করার আহ্বান প্রকাশ্যে দেওয়া হয়েছে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি করতে হবে, প্রকাশ্যে বলা হয়েছে যে বেরিকেড তৈরী করতে হবে, তারপরও বলতে হবে এইটা কর্মচারী আন্দোলন? তারপরও বলতে হবে যে কর্মচারী আন্দোলনের জন্যই আমরা চীৎকার করছি, এত প্রতিষ্ঠান সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই কর্মচারী আন্দোলনের জন্য বেরিকেড তৈরী কর, কার বিরুদ্ধে বেরিকেড? এবং সেই বেরিকেড ভাংগবার জন্য সি. আর, পি, যাক, পুলিশ যাক যাবে, বেরিকেড ভাংতে হবে। কর্মচারীরা যদি আসতে চায় তাহলে তাদেরকে আসতে দিতে হবে

এবং তার জন্য যদি সেই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাদেরকে গুণ্ডা বলা যেতে পারে, তাদেরকে বলা যেতে পারে গুণ্ডা কিন্তু যারা বেরিকেড তৈরী করবে তারা কি গুণ্ডা নয়? তারা অন্য কিছু সাউকার? তারা সব বিপ্লবী? আর যারা ঐ বেরিকেড ভেংগে কর্মচারীদেরকে আসার পথকে সহজ করে দেবে তাদেরকে বলা হবে গুণ্ডা? কিন্তু জনসাধারণ যদি রিজ্যাক্ট করে, সাধারণ মানুষ যদি ছুটে আসে, এই কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে কি হবে আমি জানি না। কর্মচারীরা যে পথে অগ্রসর হয়েছেন তাদেরকে যাদেরকে টেনে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পথ তারা বেঁছে নিয়েছেন তাতে কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষিত হবে না তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্বার্থক হতে পারে কিন্তু তাদের হবে না। কিন্তু এই জনসাধারণ যারা কথা বলতে পারে না, যাদেরকে আজকে খাবার দেবার দরকার সেখানে যদি তারা ফুড ডিপাটমেন্টকে অচল করে দেয় তারা রেশনের জন্য চীৎকার করবে, রাস্তায় মজুরীর পথকে তারা বন্ধ করে দিবে তারা টেষ্ট রিলিফের কাজ, কৃষিঋণ বন্ধ করে দেবে তারপরে জনসাধারণ বলে চীৎকার করবে এইকথা মানতে আমি রাজী নই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে যে সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সংগে কোন সম্পর্ক নাই। এই যে তারা বক্তব্য রেখেছেন জুলাইবাড়ীতে একটা ঘটনা হয়েছে, দুঃখিত আমরা যে এই রকম একটা ঘটনা হয়েছে।

জুলাইবাড়ীর ঘটনাটাকে তারা যে ভাবে প্রকাশ করেছেন সেই সম্পর্কে আজকে আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে যাচ্ছি না তার কারণ এইটা ইনকোয়ারী ষ্ট্যাজে আছে। কাজেই কি হয়েছে না হয়েছে আমি আজকে বলবো না। তবে আমি এই টুকু জানি ১০ জন পুলিশ আহত হয়েছে তারা কি এমনিতেই আহত হয়েছে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর যদি ডিসকাশন হতো তাহলে আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম। কিন্তু তারা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তৃতা রাখেন নি। কারণ তারা জুলাইবাড়ীর ঘটনা এনেছেন, তারা কর্মচারীর ধর্মঘট প্রসঙ্গ এনেছেন সেইজন্য আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর কথা বলছি না যেহেতু তারা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের ধার দিয়েও যান নি। কাজেই আমি ওর কাছে যেতে পারি নি। আর আমার বক্তব্য রাখার প্রয়োজনও নাই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর। কারণ তারা বলে নি। আলোচনা করলে আমি বুঝিয়ে দিতে পারতাম কেন কি অবস্থায় আছে। একটা কথা আজকে চালু করা হয়েছে, আমি আমার ষ্টেটমেন্টেও বলেছি টাকা ফেরত যাচ্ছে। টাকা ফেরত যাবেনা, যাচ্ছে না। বিভ্রান্ত করা হচ্ছে কর্মচারীদেরকে যে তোমাদেরকে টাকা না দিয়ে টাকা ফেরত যাচ্ছে আর কর্মচারীদেরকে টাকা দিতে সরকার কার্পণ্য করেছে। আমি বলছি যে টাকা পয়সা ফেরত যাচ্ছেনা। সেইটা যদি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনা করেন, বাজেটের সময় আলোচনা করেন তাহলে আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো। আপনারা কোন রাজত্বে বাস করছেন, মাননীয় সদস্যরা জানেন না। মাননীয় সদস্যরা জানেন না যে এইটা ইউনিয়ন টেরিটরি নয়, যে টাকা ফেরত যায়। মাননীয় সদস্যরা এখনও ইউনিয়ন টেরিটরিতে বাস করছেন, এ' ইউনিয়ন টেরিটরিতে বাস করে চীৎকার করেছেন যে টাকা ফেরত যাচ্ছে, কর্মচারীদেরকে

বুঝানো হচ্ছে যে টাকা ফেরত যাচ্ছে। আজকে বেকার যা অস্থির হয়ে ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়, আজকে তাদের কোন কর্মসংস্থান নাই। আবার এই দিকে করা হবে যে কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে, অমুকটা করতে হবে। হঁ্যা করতে হবে, আমরা অস্বীকার করি না যে কর্মচারী-দেরও প্রশ্ন আছে, কর্মচারীদেরও অভাব অভিযোগ আছে, আমরা অস্বীকার করি না। আমরা কোন সময় আলোচনার পথ বন্ধ করি নাই। বিরোধী পক্ষের নেতা একটা লিষ্ট দিয়ে বলেছেন

অমুত তারিখ এত তারিখ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে যখনই কোন ডেপুটেশন নিয়ে তারা গিয়েছেন আমার সঙ্গে আলোচনা না হলেও কোন মন্ত্রী সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তিনি গতকালকে তারিখ দিয়ে বলেছেন যে এই এই দাবী আলোচনা হয়েছে। যখন আলোচনা হয়েছে, কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, পে, কমিশন যেখানে করা হয়েছে, তারপর কি আলোচনা হয়েছে আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমি জানি যে আমার সঙ্গে আলোচনা হয় নি। আর পে-কমিশনের উপর যেখানে প্রত্যেকটা সংস্থার অবজার্ভেশন নেওয়া হয়েছে। পে-কমিশনের রায় দেওয়া হলে তখন আলোচনা হবে সেইটা এই ভিত্তির উপর আলোচনা হবে, তাদের দাবীর ভিত্তিতে আলোচনা হবে যে সব দাবী ওরা পেশ করেছেন পেকমিশনের রায়ের উপরে এবং সেই পেকমিশনে রায়ের উপর গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত কি, সেই সিদ্ধান্ত না জেনে তারা বলতে পারতেন দেরী করেছেন কেন, তখন আমিও বলতে পারতাম যে হঁ্যা আমি তাড়াতাড়ি করছি যাতে এইটা হয়। কিন্তু একটু সময় দেবে না, যে সময়ের মধ্যে এইটা আলোচনা করে এইটা শেষ করা যায়। আমরা তো আলোচনার দরজা কোন সময় বন্ধ করে দেই নি। আমরা তো বলি নি যে আমরা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবো না কিন্তু তারা হুমকী দিয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে এসে বলবে তুমি ডাক আমরা আসবো আমরা আলোচনা করবো। কিসের ভিত্তিতে আলোচনা এই দাবীর ভিত্তিতে? সেটা আমরা বিবেচনা করছি পেকমিশনের উপর এই দাবীর ভিত্তিতে। এইটা একমাত্র ত্রিপুরাতেই সম্ভব হয়েছে, আমি জানি না অন্য কোন ষ্টেটে আছে কি না। ত্রিপুরার পে-কমিশন তার রিপোর্ট দিয়েছে এবং সেইটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমরা একটু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার করি বলে, আমরা বলছি যে কোন কোন শ্রেণীর কর্মচারীরা আছে যাদেরকে গভার্ণমেনট বঞ্চিত করেছে তাদের মনোভাবটা কি সেইগুলি যাতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে জানতে পারি সেইজন্য তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তাদের সংগে আলোচনা করার জন্য এবং সেখানে কোন আলোচনা হয় নি শুধু ধর্মঘটের হুমকী দেওয়া হয়েছে। আর এই দিকে প্রত্যেকটা বাড়ী বাড়ীতে বলা হচ্ছে বেরীকেড তৈরী কর, গণকমিটি কর যাতে ছাত্রদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হবে—

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, পে-কমিশনের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, সেইটা কোথায় পাঠানো হয়েছে?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এইটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না। আপনি বসুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাধা সৃষ্টি করা ওদের ধর্ম। ওরা এখন পর্যান্ত শেখেনি পয়েন্ট অব অর্ডার কাকে-বলে। ওদের মাননীয় নেতা না থাকলে ওদের নিয়ে বড় অসুবিধা হয়ে যায়। কারণ ওরা জানে না পার্লিয়ামেন্টারী প্রসিডিউরটা কি ? কোথায় পয়েন্ট অব অর্ডার উঠতে পারে এইটা ওরা জানে না। ওদের নেতা থাকলে হয় তো ওদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারতো কিংবা বসিয়ে দিতে পারতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জন্য আলোচনা বন্ধ করার প্রশ্ন নয়, আলোচনার পথ আমরা কোন দিন বন্ধ করি নি, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। আমার বক্তব্য হয়েছে যে রায় যে দাবীর উপর তারা আলোচনা করতে চান সেই দাবী তারা পেশ করেছেন এখন সরকারী সিদ্ধান্ত বাকী। আরা অপেক্ষা করতে পারতেন যে সরকারের সিদ্ধান্তটা কি হয়। আমরা বলেছি আমার ষ্ট্যাটমেন্টেও আছে প্রয়োজন হলে ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই কথা নয়. আজকে আলোচনা করলাম না, পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত বেড়োল না, সরকারী সিদ্ধান্তের কোথায় অমত সেইটা কর্মচারীরা জানতো না, ধর্মঘটের ব্যাপারে সরকারের মনোভাবটা কি সেইটা জানলো না, তারপরে হঠাৎ করে ধর্মঘট ডেকে বলছে যে ধর্মঘটের আমরা হোমকী দিচ্ছি, বেড়িকেড তৈরী কর পড়াতে পড়াতে। আমাদের বাড়ীর কাছে যারা আছে তাদের বাড়ীতে গিয়ে তারা হোমকী দিচ্ছেন, তারা কারা ঐ জুলফিওয়ালা যেটা মাননায় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন জুলফি ওয়ালার কথা—আমি জানিনা (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী:—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—এটা দেখবার বিষয় আমার...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর সময় নিতে চাই না। কারণ বাজেট ডিসকাশানের ব্যাপারে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের ব্যাপারে যে লাইনে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল সেই লাইনে আলোচনা হয়নি বলেই আকাকে এই দিকে যেতে হল। আর যদি এটা কাট মোশানের সময় আসে নিশ্চয়ই সেই সময় আলোচনা করা যাবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discuss of general discussion on the demand for supplementary grants is over. The House stands adjourned till 12-30 P. M. of Tuecday, the 18th March, 1975.

STARRED QUESTION NO. 17

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সদর জেলা অফিস কৈলাসহরে স্থানান্তরিত হইতেছে ?

২) যদি সত্য হয় তাহা কুমারঘাট জেলা অফিসের জন্য তৈরি ঘরগুলি কোন কাজে ব্যবহৃত হইবে ?

উত্তর

১) এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 172

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) শ্রীকৃশাচন্দ্র দেববর্ম্মা, নবকুমার ঠাকুর পাড়া, পোঃ কামালঘাট ত্রিপুরা পশ্চিম-এর জমি শান্তিপাড়ার মহাজন শ্রীভদ্রদাসের হাতে বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে এই মধ্যে কোন অভিযোগ পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক গত ১৯৭৭এ পেয়েছেন কি ? এবং

২) ইহা কি সত্য যে বিধানসভার জনৈক সদস্য এই সম্পর্কে জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 193

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সংশোধনের সুপারিশ করার জন্য ১৯৭২ সনে অক্টোবর মাসে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ করেছেন কিনা ?

২) যদি হ্যাঁ হয়, সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) রিপোর্ট সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 194.

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment and Manpower Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ফিজিকেলি হেণ্ডিক্যাপ ও ওভারেজেড্ বেকারের সংখ্যা কত ?

২। ওরা কবে নাম রেজিষ্ট্রি করেছিল ?

৩। ওদের এদ্দিন পর্য্যন্ত চাকুরী না পাওয়ায় কারণ ?

উত্তর

১। ১৫৬ জন। ওতাবেত বেকারের সংখ্যা ৩০৯৬ জন।

২। ওরা ১৯৬১ সন হইতে বর্তমান সনের ব্যবধানে বিভিন্ন বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন তারিখে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে।

৩। শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত পদের অভাবেই এদ্দিন পর্য্যন্ত চাকুরী না পাওয়ার কারণ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 207

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Employment and Manpower Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার বাদে রাজ্যস্থিত অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় ত্রিপুরার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?

২। যদি হঁ্যা হয়, তাহা কি কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 216

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জমি খরিদের রেজিষ্ট্রেশনের সময় ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি : এবং

২। না থাকিলে ইহার কারণ ?

১। না।

২। ১৯০৮ ইং সনে ভারতীয় রেজিষ্ট্রেশান আইনে এইরূপ কোন বিধান নাই

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 262

By Shri Achaichi Mog

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা অফিসে ১৯৭৪-৭৫ইং সনে কতজন বেকারকে কন্টিনজেন্ট (নো ওয়ার্ক নো পে) হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে ?

উত্তর

২) কন্টিনজেন্ট (নো ওয়ার্ক নো পে) হিসাবে কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 279

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে জানুয়ারী ১৯৭৪ তারিখ অবধি কতটি দেশী ও বিলাতী মদের বিক্রয় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা ? এবং

২) এই লাইসেন্স দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ইং সনে ৩২টি দেশী মদের, ১০টি বিলাতি মদের ও ২টি বিলাতি মদের বারের লাইসেন্স এবং ১৯৭৩-৭৪ইং সনের ৩৪টি দেশী মদের, ২২টি বিলাতি মদের ও ২টি বিলাতি মদের বারের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

২) বে-আইনী মদ বিক্রী বন্ধ ও একচেটিয়া মদের ব্যবসা নিরোধ এবং তৎসঙ্গে আবগারী আয় (excise revenue) বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মদের লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 282

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ব্রহ্মছড়া এলাকায় কতজন উপজাতি রিজার্ভ ফরেষ্টে খাস জমি দখল করে আছেন তার হিসেব,

২) ইহা কি সত্য যে তাদের জমি জরীপ দপ্তর রেকর্ড করায় তারা রিজার্ভ মুক্তির আবেদন করেছেন এবং

৩) যদি সত্য হয়, ঐ সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) কোন্ কোন্ স্থানকে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মছড়া এলাকা কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ব্রহ্মছড়া মৌজার কিছু অংশ তেলিয়ামুড়া প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। তেলিয়ামুড়া প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের ভিতরে ২৭৮টি উপজাতি পরিবার খাস ভূমি দখল করিয়া আছে।

২) জরীপ দপ্তরের নথী পর্য্যালোচনাক্রমে দেখা যায় যে তাহাদের জমি জরীপ দপ্তর রেকর্ড করিয়াছে কিন্তু রিজার্ভ মুক্তির কোন আবেদন তাহাদের নিকট হইতে বন দপ্তরে পাওয়া যায় নাই।

৩) তেলিয়ামুড়া প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের সীমানার মধ্যে যে সমস্ত খাস ভূমি উপজাতি ও অ-উপজাতি দ্বারা দখলীকৃত হইয়া জরীপ দপ্তরের নথীভুক্ত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত বনের সীমানা হইতে বাদ দেওয়ার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 294

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

1) Whether the money sanctioned by the Government of India against "Land Reform Scheme" has been diverted to meet the expenditure to establish "Revenue Commissioner's Cell" ?

ANSWER

1) There has been no diversion of money.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 310

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বাজারগুলিকে ইজারা দেওয়ার জন্য বর্তমানে কোন আইন চালু আছে কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার বাজারগুলিকে ইজারা দেওয়ার জন্য কোন আইন চালু নাই।
১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের ইজারা বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় নিয়মাবলী চালু আছে।

ANNEXURE—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 7.

By Shri Anil Sarkar
Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revene Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সনে কোন মহকুমার বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ কত (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

২) উক্ত দুই বৎসরে কোন মহকুমায় কত রাজস্ব আদায় হয়েছে তার পরিমাণ (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

৩) এই আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের মধ্যে চা বাগান থেকে হয়েছে কত টাকা এবং উহা তাদের বকেয়া রাজস্বের কত অংশ এবং

৪) ১৯৭৪ সালে কোন মহকুমায় কত সংশিত ও নীলাম নোটিশজারী হয়েছে তার সংখ্যা ?

উত্তর

১। মহকুমার নাম

মহকুমার নাম	বকেয়া রাজস্বের পরিমণে	
	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
সদর	৩৬,২৭,২০৫·৬১	৪৭,৮২.২৪৭·৩০
সোনামুড়া	৬,৩৬,৪৭৫·৮৭	৮,৪৩,৩৮৬·০১
খোয়াই	২১,১৪,৭১৮·৭০	২৩,১২,৫৮৮·৬৭
উদয়পুর	৮,২০,০৯৭·৩৩	৯,৪৯,০৪৩·১২
অমরপুর	৪,০৮,৩১৩·৯৩	৪,৪৩,২৪৯·৪১
বিলোনীয়া	৬,৪১,৫৪৮·১৮	৭ ৫৮,৫৩৫·২৩
সাবরুম	৯৬,৫৯৯·৬৪	৯৪,০৫২·৪২
ধর্মনগর	৯,২৬,৭১৯·৬০	১২,১৮,৮০৪·৬১
কৈলাসহর	৫,৯৯,০১৯·১৫	৭,৪২,৯৮২·১৫
কমলপুর	২,৯৩,০০৯·২৭	৩,৩৭,৫২৮·৬৫

২। আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ।

মহকুমার নাম	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
সদর	৬৮,২৫১·১৬	৪,৬৫,৫৬০·৬৮
সোনামুড়া	৩৯,৪২২·৬১	৫৯,০৪৭·৫৮
খোয়াই	১,৬৬,০৯১ ৮৯	৩,৬৪,৯৪৭·১৫

১	২	৩
উদয়পুর	১,৮৯,১৭৬·২৯	৭১,৫৭৯·০৮
অমরপুর	১,০৮,৮৭২·৭৮	৬১,৪১৬·১৭
বিলোনীয়া	১,৮২,৯৮৮·৯৮	৩২,১৮৯·৮৬
সাবরুম	৩৬,২২৬·৩১	৪,৪১,৪০২·২৬
ধর্মনগর	১,১৩,৬০০·৯৮	৩,১৮,০৮২·০৫
কৈলাশহর	১,৪৩,১৩৭·৮২	৯৭,৩৪৭·২৬
কমলপুর	১,০২,৫৭৩·০৭	৬১,০১৩·৫১

৩) উক্ত দুই বৎসরে বাগান হইতে কোন রাজস্ব আদায় করা হয় নাই।

৪)

মহকুমার নাম	সংশোধিত নোটীশের সংখ্যা	নীলাম নোটিশের সংখ্যা
সদর	৭৮০	—
সোনামুড়া	৫৪৩	—
খোয়াই	১০৫৯	১৪৭
উদয়পুর	২১৫	—
অমরপুর	—	—
বিলোনীয়া	—	—
সাব্রুম	—	—
ধর্মনগর	৭০১	২৫
কৈলাসহর	৮৩৫	৮
কমলপুর	৩৬০	—

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 24
By Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৪ ১লা এপ্রিল তারিখ থেকে ৫-১২-৭৪ ইং পর্য্যন্ত রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের পৃথকভাবে রাজ্যের অভ্যন্তরে সফরের বিভিন্ন খাতে খরচের হিসাব।

২) উপরোক্ত সময়ে কোন কোন মন্ত্রী কতবার ত্রিপুরার বাহিরে গিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে এই সময়ে কোন মন্ত্রীর জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে তার হিসাব ?

উত্তর

মন্ত্রীদের নাম	১নং প্রশ্নের উত্তর	২ নং প্রশ্নের উত্তর
১। শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী	অভ্যন্তরে সফরের ভ্রমন ভাতা বিল এখনও করা হয় নাই।	৮ বার টাকা ১৫৯৯·২৫ *

১	২	৩
২। শ্রী এম, নাথ মন্ত্রী	৩৯৯.৫০ (ডি,এ)	৪ বার টাকা ২৩২৮.৫০
৩। ,, কে, দাস, মন্ত্রী	১,৬৪৫ (,,)	২ বার টাকা ২৮৭৭.০৫
৪। ,, ডি, কে, চৌধুরী মন্ত্রী	৩০৫.৫০ (,,)	৬ বার টাকা ১৯৮০.০০
৫। ,, এইচ, সি, চৌধুরী মন্ত্রী	১৫৭৬.২৫ (,,)	১ বার *
৬। ,, এস, সোম উপমন্ত্রী	২২০.৭৫ (,,)	৪ বার টাকা ৫,১৫০.০০
৭। ,, এম, আলী উপমন্ত্রী	১৩২৭.৭৫ (,,)	৬ বার টাকা ৫,৭৫০.০০
৮। ,, শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী উপমন্ত্রী	অভ্যন্তরে সফরের ভ্রমণ ভাতা বিল এখনও করা হয় নাই।	৯ বার টাকা ৭,৪৪৫.০০

* কিছু কিছু ভ্রমণ সংক্রান্তবিল এখনও তৈয়ার হয় নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 26

By Shri Anantahari Jamacia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment and Manpower Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মাননীয় সরকার অবগত আছেন কি যে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এ পর্য্যন্ত কতজনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে ?

২) তন্মধ্যে (১) উপজাতি (২) তপশিলী জাতি ও (৩) সাধারণের সংখ্যা যথাক্রমে কতজন ? এবং কোন জিলায় কতজন ?

উত্তর

১) ৬০৯৩ জনকে নিয়োগ করা হইয়াছে ।

২) ক) উপজাতি— ৮৭৮

খ) তপশিলী জাতি— ৫৯৬

গ) সাধারণের সংখ্যা (অন্যান্য)— ৪৬১ ৯

৬০৯৩

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—	৩৯৮০
উত্তর ত্রিপুরা জেলা—	১১২৯
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—	৯৮৪
	৬০৯৩

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 65

i) By Shri Nripendra Chakraborty

ii) Shri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state that :—

প্রশ্ন

১। সরকার ১৯৭২, ৭৩ ও ৭৪ সালে রিজার্ভ ফরেষ্ট ও প্রটেক্টেড ফরেষ্ট থেকে পুনর্বাসনের জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের নিকট থেকে মোট কত আবেদন পেয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক ও ফরেষ্ট এলাকা ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই সকল আবেদন সম্পর্কে কি করা হয়েছে;

৩। ইহা কি সত্য যে জেলাশাসকদের উপরে রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে জমি ছেড়ে দেবার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে .

৪। যদি সত্য হয় কোন্ কোন্ খাতে এই তিন বছরে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২, ৭৩ ও ৭৪ সনে সরকার নিম্নলিখিত বনাঞ্চল ও মহকুমার জুমিয়া ও ভূমিহীনদের নিকট হইতে জমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য মোট নিম্নলিখিত সংখ্যক আবেদন পাইয়াছেন :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	বনাঞ্চলের নাম	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা
১।	খোয়াই	ক) সংরক্ষিত বনাঞ্চল	১০৫
		খ) রক্ষিত বনাঞ্চল	১৩২২

১	২		৩	৪
২।	কমলপুর	ক)	সংরক্ষিত বনাঞ্চল	২১৫
		খ)	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল	২০০
		গ)	রক্ষিত বনাঞ্চল	৩১০
৩।	কৈলাশহর		সংরক্ষিত বনাঞ্চল	৩২৫
৪।	সোনামুড়া	ক)	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল	৭০৩
		খ)	রক্ষিত বনাঞ্চল	২৬৭
৫।	উদয়পুর		সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল	৫২১
			মোট	৩,৯৬৮

এতদ্ব্যতীত পুনর্বাসনের জন্য মহকুমার শাসকদের নিকট হইতে সদর মহকুমার ১২৪টি পরিবারের জন্য ৮টি প্রস্তাব, সোনামূড়া মহকুমার ১৯৬টি পরিবারের জন্য প্রস্তাব, সাবরুম মহকুমায় ১৭২৬টি পরিবারের ১২টি প্রস্তাব ও উত্তর তৈসামা গাঁওসভায় পুনর্বাসনের ১টি প্রস্তাব, অমরপুর মহকুমায় ৪২৭টি পরিবারের জন্য ১১টি প্রস্তাব এবং বিলোনিয়া মহকুমায় ৯৮২টি পরিবারের জন্য ১২টি প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে এবং ধর্মনগর মহকুমায় পুনর্বাসনের ২টি প্রস্তাব তদন্তাধীন আছে।

২. উপরোক্ত আবেদনের মধ্যে নিম্নলিখিত বনাঞ্চল ও মহকুমায় যতগুলি আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং যতগুলি আবেদন এখনও মঞ্জুর করা হয় নাই তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম		বনাঞ্চলের নাম	মঞ্জুরীকৃত আবেদনের সংখ্যা	এখনও মঞ্জুর করা হয় নাই এইরূপ আবেদনের সংখ্যা
১।	খোয়াই	ক)	সংরক্ষিত বনাঞ্চল	—	১০৫
		খ)	রক্ষিত বনাঞ্চল	৭৩৯	৫৮৩
	কমলপুর	ক)	সংরক্ষিত বনাঞ্চল	—	২১৫
		খ)	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল	—	২০০
		গ)	রক্ষিত বনাঞ্চল	১৫৮	১৫২
২।	কৈলাশহর		সংরক্ষিত বনাঞ্চল	—	৩২৫
৪।	সোনামূড়া	ক)	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল	১০৩	৬০০
		খ)	রক্ষিত বনাঞ্চল	১৭১	৯৬
৫।	উদয়পুর		সংরক্ষিত বনাঞ্চল	৫০৬	১৫
			মোট	১৬৭৭	২২৯১

এতদ্ব্যতীত মহকুমা শাসকের পুনর্ব্বাসনের প্রস্তাবের মধ্যে সাবরুম মহকুমায় সংরক্ষিত বনে ২৫টী পরিবারের ১টী প্রস্তাব ও রক্ষিত বনে ১৭০১টী পরিবারের ১১টী প্রস্তাব, বিলোনিয়া মহকুমায় রক্ষিত বনে ৯৮২টী পরিবারের ১২টী প্রস্তাব এবং অমরপুর মহকুমায় রক্ষিত বনে ৮২৭টী পরিবারের ১১টী প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাছাড়া মহকুমা শাসকদের পুনর্ব্বাসনের প্রস্তাবের মধ্যে সদর মহকুমার প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে ১২৪টী পরিবারের ৮টী প্রস্তাব, সোনামুড়া মহকুমার প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে ৬৯৬টী পরিবারের প্রস্তাব, এবং সাবরুম মহকুমায় প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে উত্তর তৈসামা গাঁওসভায় পুনর্ব্বাসনের প্রস্তাবটী এখনও মন্জুর হয় নাই।

৩। সংরক্ষিত বন হইতে কোন ভূমি ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষমতা জেলাশাসকদের উপর অর্পন করা হয় নাই। তবে জেলাশাসকদের সভাপতিত্বে এবং মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে যথাক্রমে "ডিষ্ট্রীকৃট লেভেল কমিটি" এবং "ষ্টেট লেভেল কমিটী" গঠন করা হইয়াছে। খাসভূমি ও রক্ষিত বনের ভূমি পুনর্বাসন দিয়া শেষ হইয়া গেলে "ডিষ্ট্রিক্চ লেভেল কমিটি "একটী মাষ্টার প্লেন তৈরী পূর্বক সংরক্ষিত বন ও প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে ভূমি ছাড়ার জন্য সুপারিস "ষ্টেট লেভেল কমিটীর নিকট দাখিল করিলে "ষ্টেট লেভেল কমিটী" যথাবিহিত বিবেচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

৪। ৩নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 104

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleaed to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৫ এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন কোন মদের দোকানের লাইসেন্স হোলডারের নিকট সরকারের মোট কত টাকা শুলক পাওনা আছে তার হিসাব এবং ঐ— লাই-সেন্স হোলডারের নাম ও ঠিকানা ?

২) এই পাওনা শুলক্ আদায়ের জন্য কিকি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

উত্তর

১) এক সাইজ ডিউটী আদায় ব্যতীত কোন মদের দোকানের লাইসেন্স হোলডারকে মদ ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য পারমিট দেওয়া হয় না। সুতরাং তার হিসাব ও লাইসেন্স হোলডারের নাম ঠিকানা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UN STARRED QUESTION No. 110

By Shri Tapas Dey M, L, A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Employment and Manpowers Department be pleased to state :—

QUESTION

1, If the Government maintains statistics of un-employment in different classes of people in the state and

2. If the answer is in the affirmative—
   i) the number amongst the middle class,
   ii) the number amongst the peasants,
   iii) the number amongst the labour class, and
3. What steps the Government propose to take to check the menace of un-employment

ANSWERS

1. No sir, Those who are unemployed, they have to register their names for seeking employment.
2. Does not arise.
3. Various schemes have been implemented from time to time.

For providing employment, some more schemes will be examined.

Under the entrepreneurship development scheme, the Industry Department has given training to 87 number of un-employeds in different trades, out of which 1 (one) person has already set up his industry (manufacturing of steel furniture, agri implements, hospital and municipal appliances). An amount of Rs. 1,200/-has been given to him by the Government as seed money & the United Bank of India has also given him an amount of Rs. 12,000/- as loan.

11 persons have formed an Industrial entrepreneurs co-operative society for setting-up a composite unit of Automobile servicing, repairing etc. Two persons have jointly finalised a scheme for Tyre retreading with the financial assistance of Rs. 58,655/- as loan paid by the United Bank of India. The Government has also paid an amount of Rs 9,53 /- to them as seed money.

The Agriculture Department has sent 36 number of un-employeds for training under Agri-service and Fishery Scheme. Similarly, the Animal Husbandry Department has given 6 (six) months training to 12 nos. of un-employed persons during the year 1974 for starting dairy and poultry Industry. An amount of Rs. 435/- will be paid to each of the trainees to start the business, on receipt of further financial assistance from the nationalised Banks.

The Transport Department of this Government has issued 328 number of permits through-out Tripura to the un employeds during the year 1974 for self-employment.

The Government has also sanctioned 155 number of permit for establishment of huller type rice mill by the educated un-employed persons.

49 number of engineering graduates and Diploma holders took advantage of the package concessions offered by P. W. D. in the form of Government contract awarded on negotiations without depositing the security money. Agartala Municipality Organisation also awarded contracts of 17 un-employed technical persons and 48 un-employed graduates involving an amount of Rs. 16.06 lacs.

Thus, it will be seen that the Government is trying to solve the un-employment problem as far as practicable. Pending setting-up of large-scale Industries the difficulties in this respect will not be over.

UNSTARRED QUESTION NO. 112

By **Shri Amarendra Sarma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment and Manpower Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1) Number of new appointments given in differrent Deptts. during 1972-75 (upto January, 31) and a department-wise breakup of that number.

2) Number of Muslims, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Back-ward Classes and a category-wise break-up of that number.

and

3) Number of directions received from Committee on Representation of Scheduled Tribes and Scheduled Castes in services, during the period to see that proper representation of these two categories is maintained ?

ANSWERS

(1) Total No. of new appointments= 6962

1.	I. G. Prisons	...	39
2.	Small Savings	...	12
3.	T. R. T C.	...	423
4.	Municipality	..	9
5.	Statistical Department	...	
6.	Food & Civil Supplies	..	56
7.	High Court	...	6
8.	District Judge	...	126
9.	Employment Services & Manpower Planning	...	29
10.	Co-operative	...	58

11.	S. A. Department	...	27
12.	A. H. & Vetty	...	199
13.	Fire Service	...	52
14.	Settlement	...	2
15.	Transport	...	7
16.	D. M. South District	...	87
17.	Tripura Public Service Comm.	...	19
18.	Agriculture	...	264
19.	Directorate of Welfare for S/C & S/T.	...	191
20	Public Relations & Tourism	...	70
21.	Forest	...	297
22.	Appointment & Services Deptt.	...	9
23.	Panchayat Raj	...	64
24.	D. M., West District	...	73
25.	Tribal Research	...	4
26.	Labour Directorate	...	20
27.	Director, Health Services	...	371
28.	I. G. of Police	...	549
29.	Directorate of Industries	...	92
30	Prses (Govt.)	...	25
31.	D. M., North Tripura District	..	287
32.	Education Directorate	...	3166
33.	Chief Engineer.	...	328
			6962

2)

1)	Muslims	...	105
2)	Scheduled Tribes		937
3)	„ Castes	...	674
4)	Backward Classes	...	221
5)	Others	...	5025
			6962

(3) 1 (one) only (14th Aug., 1973)

UNSTARRED QUESTION NO. 123

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জমির খাজনা পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তাহলে কোন্ সাল হইতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং কি হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে তার বিবরণ ?

৩) জমির শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৬০ ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির রাজস্ব ১৯৬২ ইং হইতে ১৯৬৪ ইং সনের বিভিন্ন তারিখে নির্দ্ধারিত হওয়ার পর আর বৃদ্ধি হয় নাই।

২ এবং ৩) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।